ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ৪ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৮০৪ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, তোমার নিকটে বহুভাষিত্ব, ইহার অপেক্ষা অপরাধ আর কি আছে? তোমার কোন সাধক ভক্ত তোমার নিকটে বহু কথা বলেন নাই, একটী কথার দুইবার উল্লেখ তাঁহারা অপরাধজনক বলিয়া মনে করিতেন। এক কথা অনেক বার না বলিলে তুমি শ্রবণ কর না, এতো অল্প বিশ্বাসের কথা। সরল শিশুর প্রার্থনা মাতার হৃদয় স্পর্শ করে না, শিশুকে পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়, ইহা মাতার উপরে দোষারোপ। প্রভো, বহুভাষিত্বের হস্ত হইতে আমাকে প্রমুক্ত কর। কোথায় মৌন থাকিতে হয়, কোথায় দু একটী কথা বলিতে হয়, তুমি আপনি শিক্ষা দাও। এত কাল অনেক কথা বলিয়া তোমার নিকটে অপরাধী হইয়াছি, শেষ জীবন আর বহু কথা বলিয়া অপরাধী হইব, এরূপ ইচ্ছা করি না। অভ্যাস অতি প্রবল, গূঢ়ভাবে এমনি জীবনের উপরে কার্য্য করে যে কোন প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে দেয় না। তোমার আদেশে যে জীবন ধারণ করিয়াছি, তাহাতে অধিক কথা বলা একটী প্রলোভনের সামগ্রী। এই প্রলোভন প্রার্থনার ভিতরে আসিয়া কার্য্য করিলেই সর্ব্বনাশ। অন্যত্র বহুভাষিত্ব বরং মানবীয় দুর্ব্বলতা বলিয়া ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে, এখানেতো তাহা নহে। তোমার অধিষ্ঠান বিনা বাক্যব্যয় সমুদায় দোষের মূল। তুমি যেখানে রসনায় অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের হিতের জন্য অভিনব সত্য প্রস্ফুটিত করিবার অভিলাষে কবিত্বের প্রস্রবণ খুলিয়া দাও, সেখানে বাক্যের বাহুল্য অপরের হিতের হেতু হয়, কাহার সাধ্য এখানে আধিক্য দোষ দেখিবে? সেখানে এমন একটী কথা নাই যাহা না বলিলে, সেই সত্যটি জনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তোমার অধিষ্ঠানে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাই ঠিক; তাহাই তত্তদ্বিষয়ের অনুরূপ। অতএব প্রার্থনা করি, প্রার্থনা কালে এ দাস যেন তোমার অধিষ্ঠান হৃদয়ে অনুভব করে, এবং সেই অধিষ্ঠানের প্রভাবে রসনাকে পরিচালিত হইতে দেয়।

কি হইলে সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না।

সর্ব্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক হওয়া আমাদিগের ধর্ম্ম, কি হইলে আমরা অসাম্প্রদায়িক হইতে পারি, ইহা আমাদিগের ভাল করিয়া নির্দ্ধারণ করা সমুচিত। অবশ্য এমন একটী

মনের অবস্থা আছে যাহাতে আমরা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারি। সেই অবস্থা কি হইলে উপস্থিত হয় তজ্জন্য আমরা তাহারই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে বংশ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখি। এই প্রস্তাবে আমরা সমুদায় দেশীয় সাধু মহাত্মা ঋষি মহর্ষিগণকে এক বংশে আনয়ন করিতে যত্ন করিয়াছি। ফলতঃ তাঁহারা যে কোন দেশের হউন না কেন তাঁহারা যে একই বংশের লোক তাহাতে আর কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। এক বংশের লোক হইবার বিশেষ লক্ষণ কি? কতকগুলি এমন সাধারণ লক্ষণ থাকে, যাহার জন্য সে বংশীয় লোক সকলকে একই বংশের বলিয়া চিনিতে পারা যায়। সাধু মহাত্মা ঋষি মহর্ষিগণের এমন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহাতে তাঁহারা পরস্পর হইতে অভিন্ন। এই অভিন্নতা তাঁহাদিগকে চিরকাল এক বংশের লোক করিয়া রাখিয়াছে। দেশ কাল ভেদে এক বংশীয় লোকের মধ্যে যে সকল প্রভেদ জম্মে তাহা অস্থায়ী ও পরিবর্ত্ত সহ। যেমন এক আর্য্যজাতি পৃথিবীর নানা অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া দেশ কাল ভেদে তাঁহাদিগের মধ্যে বাহ্য অনেক বিষয়ে ভিন্নতা হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে এত অপরচিত হইয়া গিয়াও, ঈশ্বর জগৎ ও আত্মা এ সকল বিষয়ের চিন্তার প্রণালীতে এমন একতা আছে যে চিন্তাকালে তাঁহারা আর্য্যত্বের চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারেন না। সেমিটিক জাতি এ সম্বন্ধে আর্য্যজাতি হইতে ভিন্নতা প্রদর্শন করিবেই করিবে। ইউরোপীয়গণের উপরে সেমিটিক জাতির ভাব চাপিয়া পড়িয়াও, তদ্দ্বারা একেবারে অভিভূত হন নাই। দর্শনে, চিন্তাতে, বিজ্ঞানে তাঁহারা আর্য্যত্বের সবিশেষ চিহ্ন প্রকাশ করেন।

আর্য্য অনার্য্য এরূপ চিন্তাতেও আমাদিগের মন সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বিচরণ করে। ঈশ্বর জগৎ ও আত্মা এ তিনের সম্বন্ধে চিন্তার প্রণালী স্বতন্ত্র হইলেও বিধান বিধাতা, নীতি ক্রিয়া, উপাসনা প্রার্থনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিতে আমরা দেখিতে পাই, আর্য্য অনার্য্যের সঙ্কুচিত সীমা ভাঙ্গিয়া যায়, চিন্তা প্রণালীর স্বতন্ত্রতা আবান্তরিক হইয়া পড়ে, আধ্যাত্মিক জগতের এক মহা আবর্ত্তের মধ্যে সকলে এক হইয়া যায়। সেমিটিক জাতি এবং আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় পাশাপাশি সংস্থাপন কর, উভয় জাতির সাধু মহাত্মা সকলের জীবন বিশ্বাস ও সাধন প্রণালী নিকটানিকটি রাখিয়া পর্য্যালোচনা করত দেখ পূর্ব্বে যে প্রভেদ ছিল তাহা আকাশে বিলীন হইয়া যায় কি না? অদার্শনিক অবৈজ্ঞানিক ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি বলিবে এরূপ আশ্চর্য্য সম্মিলন চৌর্য্যনিবন্ধন, এক অপরের ধর্ম্ম হইতে সমুদায় ভাল ভাল বিষয় গুলি হরণ করিয়াছে, অথচ তাহা বাক্যে স্বীকার করে নাই। একথা যাহারা বলে তাহারা মনুষ্য প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা আপানাদিগের জীবনে সত্যের জীবন্ত ক্রিয়া দর্শন করে নাই, মৃত ধর্ম্ম এবং মৃত গ্রন্থের চিরদাস হইয়া চলিতেছে। আত্মা ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া কেমন তাহাতে অভাবনীয় অচিন্তনীয় বিপরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ করে নাই। আমরা বহুবর্ষ জীবন্ত ধর্ম্মের মধ্যে স্থিতি করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে এই সকল অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক ভাব আমাদিগের মধ্যে কখন স্থান পাইতে পারে না।

আমরা বর্ত্তমান বিধানে প্রশস্ত ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। উপরিভাগে যে সকল ভিন্নতা আছে, তাহা পরিহার করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের গভীরতম স্থানে গিয়া প্রবেশ করিয়াছি। এখানে দেখিতেছি সমুদায় জাতিভেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সমুদায় মনুষ্যজাতির ধমনীতে একই শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হই-

তেছে। দেশ কালের ব্যবধান আর নাই, সমুদায় মনুষ্যজাতি এক মহাবংশে পরিণত। ইহা মনঃকল্পনা নহে, স্বপ্নদর্শন নহে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক আধ্যাত্মিক সত্য। যে কেহ সংস্কার, রুচি, অন্ধতা পরিহার করিয়া দিব্যচক্ষু লাভ করিবে সেই ইহা দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই চক্ষু লাভ করিয়াছেন, কি হইলে অসাম্প্রদায়িক হইতে পারা যায়, তাহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের জন্য এ প্রস্তাবেরও অবতারণা।

ঋষি, মহর্ষি বুদ্ধ, ভক্ত, যোগী, ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, কবীর মোহম্মদ প্রভৃতি সকলে এক বংশের লোক, ইহাঁদিগের মধ্যে বংশ সম্বন্ধে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রণালীগত, কোন কোন বিশেষ ভাবগত ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেরই মুখে এক বংশের লক্ষণ বিদ্যমান আছে, সকলের ধমনীতে একই শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাঁরা ভিন্ন প্রণালীতে একই স্থানে গমন করিয়াছেন, এবং সেখানে গিয়া একই বংশের লোক বলিয়া পরস্পরকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ বহির্দ্দৃষ্টিবিবশ লোক সকল কল্পনা করে, ফলতঃ কোন বিরোধ নাই। যদি বল, ইহাঁদিগের মধ্যে বিরোধ না থাকিলে, ইহাদিগের সম্প্রদায় সকলের মধ্যে বিরোধ আসিল কি প্রকারে? অবশ্য ইহাঁরা জীবিত কালে এমন কিছু পার্থক্য ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে আপনা ভিন্ন অপর সকল হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছে। এ আপত্তির মধ্যে সত্য আছে, কেন না যেখানে দেশ কাল লইয়া বিচার, মূল লইয়া নহে, সেখানে প্রভেদ অবশ্য লক্ষিত হইবে। সমুদায় অস্থায়ী অধ্রুব বিষয় সকল পরিহার কর, দেখিবে তাঁহারা সকলে এক। এই সকল ভক্ত মহাজনগণ যখন ঈশ্বরেতে গিয়া প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সকলে এক মহা সম্মিলনে গিয়া উপস্থিত। নানা দেশ, নানা স্থান, নানা সময়ে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া যখন গম্যস্থান ঈশ্বরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন আশ্চর্য্য তাঁহাদিগের সম্মিলন, ভ্রাতৃত্ব এবং একবংশীয়ত্ব সকলের নয়নগোচর হইল।

আমরা আমাদিগের সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মিলন, ভ্রাতৃত্ব এবং একবংশত্ব কি প্রকারে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে সক্ষম হইতেছি, যে কারণে তাঁহাদিগের হইয়াছে, আমাদিগেরও সেই কারণে হইয়াছে। ঈশ্বরেতে তাঁহারা সকলে এক হইয়া গিয়াছেন, কেন না ঈশ্বরেতে সমুদায়ের সামঞ্জস্য স্থিতি করিতেছে। আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরকে ধরিয়াছি বলিয়া আমরা এই সামঞ্জস্য প্রস্ফুটরূপে উপলব্ধি করিতেছি। এখন জিজ্ঞাসা এই সকলে এই সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে পারেন, দর্শন করিতে পারেন তাঁহার প্রণালী কি, পথ কি? পথ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মোৎসর্গ। যে ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রবাহে নিঃক্ষেপ করিয়াছে, তাহাকে তিনি ক্রমে ক্রমে এমন স্থানে আনিয়া উপস্থিত করেন, যেখানে আসিয়া সে এক দৃষ্টিতে সমুদায় অধ্যাত্মজগৎ দর্শন করে। একত্র দর্শন না করাতে পূর্ব্বে যে ভিন্নতা তাহার নিকটে অনুভূত হইত এ সময়ে আর তাহা থাকে না। ইচ্ছাযোগ সম্মিলনের পথ, এই ইচ্ছাযোগে যোগী না হইয়া কেহ আত্মপরিচয় লাভ করিতে সমর্থ নহে। এক অধ্যাত্ম মহাবংশ মনুষ্যজাতির পৃথিবীতে আগমনাবধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আজও অখণ্ডরূপে চলিতেছে, ইহা যোগচক্ষু ভিন্ন কে অবলোকন করিতে পারে? যদি আপনাকে সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় জাতির লোকের সঙ্গে এককবংশ বলিয়া বুঝিতে না পার, জানিও সাম্প্রদায়িকতার মূলে তুমি কখনও কুটারাঘাত করিতে সক্ষম

হইবে না। সকলে আমরা একবংশের লোক ইহা হৃদয়ঙ্গম না হইলে সৌভ্রাত্র উপস্থিত হইবে কেন? ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোন দিন মিল হয় নাই, কোন দিন মিল হইবে না। যদি সকলকে ব্রহ্মের সন্তান বলিয়া চিনিয়া লইতে পার মিল হইবে, অন্যথা মিল অসম্ভব। সর্ব্বত্র একবংশ অবলোকন, করিলে দেখিবে সাম্প্রদায়িক ভাব একবংশত্ব সাগরে নিমগ্ন হইয়া দৃষ্টি পথের অতীত হইবে।

আমাদিগের গৃহমন্দির

দেবালয়ের প্রতি সম্ভ্রম কে না করে? আমরা হিন্দুজাতি এ বিষয়ে বাল্য কাল হইতে শিক্ষিত। দেবালয়ের সকল বস্তুই অতি পবিত্র। সেখানকার সামগ্রী গুলি যেন এ পৃথিবীর নহে। দেবালয়ের অন্ন ব্যঞ্জন প্রসাদ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। এমনই মনে হয় যেন সেই অন্নে এমন কোন গুণ সংক্রামিত হইয়াছে, যাহা আহার করিবামাত্র শরীর মনকে পবিত্র করিয়া দিবে। এই গুণ সংক্রমিত হইল কোথায় অন্নে না মনে? গূঢ়দর্শী লোক বলিবেন মনে। গৃহেও সেই অন্ন, সেই সমুদায়ই, কেবল মনের তৎসম্বন্ধে ভাবের বিপরিবর্ত্তনে সমুদায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দেবপ্রসাদ বলিয়া দেবালয়ে অন্ন গ্রহণ করিলে তাহার স্বাদ গৃহপাচিত অন্ন ব্যঞ্জন অপেক্ষা এত ভিন্ন হয় যে, আশ্চর্য্য হইতে হয় একই উপাদান একই আয়োজনে ভিন্ন ফল সমুপস্থিত হইল কি প্রকারে? সকল সময়ে কিছু দেবালয়ের অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভালরূপে পাক হয় না, অনেক সময়ে সে সকল অন্ন ব্যঞ্জন অযত্নসম্ভূত। কিন্তু গৃহের গৃহিনী অতি যত্ন কবিয়া যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও তাহার সঙ্গে কোন প্রকারে তুলনার বিষয় হইতে পারে না। গৃহে মন এক প্রকার দেবালয়ে অন্য প্রকার, এই এক কারণে এই মহৎ বিপরীত ফল উপস্থিত।

যে কোন জাতিতে ধর্ম্মভাব প্রবল, তাঁহারাই এই প্রকার গৃহ ও দেবালয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখিতে পান। আত্মবঞ্চনা এ প্রকার ভাবের মূল আমরা ইহা কোন কালে স্বীকার করিতে পারি না। মনের গতি ভিন্ন হইলে একই বস্তু এক সময়ে এক প্রকার, অন্য সময়ে অন্যপ্রকার অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূলে কোনটি গ্রহণীয় কোনটি অগ্রহণীয় অবশ্য আছে। মৎস্য মাংস এবং উদ্ভিদ, এ তিন সামগ্রীর মধ্যে অভ্যাসনিবন্ধন অনেকের অনেক প্রকার স্বাদগ্রহের তারতম্য হয়, কিন্তু মূলে কিছু কারণ অবশ্যই আছে। আমরা বাল্য কালে শুনিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি এক বার মাংসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে আর জন্মে তাহা ছাড়িতে পারে না। আমাদিগের দুর্ভাগ্য, আমরা বৈষ্ণব গৃহে পালিত, ইংরেজী পড়িয়া কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া উৎকৃষ্ট পাচিত নানাবিধ মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এক দিনও তাহাতে রুচি বা প্রবৃত্তি হইল না। মৎস্যের কথা দূরে, কেহ যদি মৎস্য ভোজন করিয়া সেই হাতে আমাদিগের পানপাত্র গ্রহণ করে এবং পরিশেষে ভাল করিয়া মাজিয়াও দেয়, পাত্র নাসিকার নিকটে আনয়ন করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধে কাহাকেও এ প্রকার কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে আমরা শুনিলাম না, ইহাতে বস্তুগত অবশ্য তারতম্য আছে ইহা আমাদিগকে মানিতেই হইবে। এখানে মন অভ্যাস দ্বারা বস্তুশক্তিকে পরিগ্রহ বা অপরিগ্রহের বিষয় করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বদা তৎপ্রকৃতি উচ্ছেদ করিতে পারে না।

আহার ভোজন এটি সামান্য সাংসারিক বিষয় নহে। এটি ধর্ম্মের উচ্চতর অঙ্গ। মনুষ্য পশুর ন্যায় পান ভোজন করিবে, ইহা

তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। জীবমাত্রের সম্বন্ধে এই নিয়ম যে সে আপনার প্রকৃতি অনুসারে চলিলে উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিবে। মানুষ আপনাকে দেবমন্দিরে এবং গৃহে দুই ব্যক্তি করিয়া ফেলিয়াছে। দেবমন্দিরের জীবন এবং গৃহের জীবন এক প্রকার নয়। মানুষের রক্তমাংসাপেক্ষা তাহার জীবনের মূল্য অধিক। এই জীবন যেখানে যে প্রকার, সেখান হইতে সে সেই প্রকার সুখাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। গৃহ এবং দেবালয়ের প্রভেদ এই প্রদর্শন করে যে স্বভাবতঃ তাহার মন নিয়তকাল দেবালয়ে থাকিতে চায়, দেবালয়ের অনুপান তাহার নিকটে এই জন্য সুস্বাদু, দেবালয়ের বস্তুজাত তাহার নিকটে এই জন্য পবিত্র এবং মনোহর। প্রকৃতি যাহা যায় তাহা তাহাকে না দিলে সে সুখী হইবে কেন? আমার প্রকৃতি সঙ্গত অন্ন-পান আচার ব্যবহার আমার পক্ষে সুখকর, তদ্বিপরীত অতি মধুর উপাদেয় সামগ্রী ও শিষ্ট ব্যবহার সকলও আমার প্রীতিপ্রদ নহে। নিকৃষ্ট জীবগণের আহারাদি বিষয় কত তারতম্য। এক জীব যাহাতে সুখী ও পুষ্ট, অন্য জীব তাহার নিকটেও যাইবে না, স্পর্শও করিবে না, মরিয়া যাইবে, তথাচ তাহা মুখে তুলিবে না। মানুষ আপনার প্রকৃতি অভ্যাস দ্বারা অনেক পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা উচ্ছেদ করিতে পারে না। এ জন্যই যদিও তাহার ধর্ম্মহীন সংসারে অধিক সময় অতিবাহিত হয় এবং সেইরূপ বাস করিতে করিতে যদিও তাহার প্রকৃতিতে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, একবার সংসার হইতে দেবালয়ে আসিলে সে পূর্ব্বপ্রকৃতি লাভ করে এবং ক্ষণকাল সেই প্রকৃতি লাভ করিয়া যেরূপ সুখাস্বাদ প্রাপ্ত হয়, গৃহে গিয়া আর সে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে এই প্রতীতি হইতেছে যে গৃহ এবং দেবালয় এ দুয়ের মধ্যে এই প্রভেদ যে এক স্থানে প্রকৃতির বিপরীতে স্থিতি অন্যস্থানে প্রকৃতি অনুসারে স্থিতি। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ সত্যকে এত ভাল বাসে যে কোন প্রকার দুর-ভ্যাস দ্বারা এই ভালবাসাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আমাদিগের প্রতিদিনের অন্নপা-নাদি ঈশ্বরদত্ত, ইহা একান্ত সত্য। গৃহে আত্মকর্তৃত্বের অভিমানে এই সত্য এমনি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে যে সেখানে আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য যাই দেবালয়ে আসে, অমনি সেখানে সকলই দেবদত্ত অবলোকন করে। সমুদায় দেবদত্ত বলিয়া সেখনে পরম সত্য, এই সত্য যেখানে অব্যাহত ভাবে অনুভূত হয়, সেখানে মনের আহ্লাদ ধরে না। যাহা তাহার প্রকৃতি চায় তাহাকে তাহা দিলে কেন সে সুখী হইবে না। সে বলে, গৃহে আমার পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জনে সুখ হয় না এখানে শাকান্নে আমার স্বর্গীয় পরিতৃপ্তি।

সর্ব্বত্র সত্যের অনুসরণ আমাদিগের ধর্ম্ম। আমরা এক স্থানে সত্যের অনুসরণ করিব, অন্যত্র অসত্যের ইহা আমাদিগের ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী। আমাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতিকে সর্ব্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতম ভূমিতে অধিরূঢ় করে, প্রকৃতিকে বৈষম্য লাভ করিতে দেয় না। গৃহ এবং দেবালয় এ দুয়ের প্রভেদ অসত্য-মূলক, প্রকৃতির বিরোধী ইহা কখন চির দিন থাকিতে পারে না। যদি আমাদিগের ধর্ম্ম গৃহকে তপোবন করিয়া থাকে, তবে আমা-দিগের গৃহকে মন্দির করিতে হইবে। এখান কার অন্ন পান সমুদায় দ্রব্যজাত দেবদত্ত সামগ্রী। আমরা আহার করি দেবদত্ত ভোজ্য, পান করি দেবদত্ত পানীয়, পরিধান করি দেবদত্ত বসন, শয়ন করি দেবদত্ত শয্যায়। দেবালয় এবং গৃহের সামগ্রী এ দুয়ের মধ্যে যে অল্পমাত্র পার্থক্য দর্শন করে, সে আপনার বিনাশ আপনি আনয়ন করে।

এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা দেবমন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ, আর স্ব স্ব গৃহের সঙ্গে দিবারাত্রির সম্বন্ধ। এই দুয়ের মধ্যে যদি স্বর্গ নরকের প্রভেদ হয়, তাহা হইলে স্বর্গীয় জীবন লাভ হইবে কি প্রকারে?

পূর্ব্বতন কালের লোকগণের নিকটে দেবালয়ের অনেক বিষয়ে সম্বন্ধ ছিল, এখন তাহা প্রায় সর্ব্বত্র উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে দেবালয়ে পান ভোজন ছিল, এখন পান ভোজন একমাত্র গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এসময়ে দেবালয়ে পান ভোজনের আশ্চর্য্য সুখ যদি গৃহে আসিয়া সমুপস্থিত না হয়, তবে মনুষ্যজাতি এক অতীব আশ্চর্য্য সুখ হারাইল। যাহা প্রকৃতিসঙ্গত তাহার বিনাশ নাই এই জন্য আমরা সুসময়ে নিজ নিজ গৃহকে দেবালয় করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি। গৃহের সমুদায় সামগ্রী দেবতার করকমল বিহিত অতি পবিত্র, এখানকার পান ভোজনাদি সমুদায় দেবদত্ত, ইহা জানিয়া সকলে গৃহকে দেবালয় করিতে যত্ন করুন, সকলের অপূর্ব্ব সুখ লাভ হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বাণিজ্যে বিদেশের সামগ্রী আমরা অনেক ব্যবহার করিতেছি ধর্ম্মেতে তাহা কেন করিব না জানি না। আমাদিগের দেশে ভাবের অভাব নাই। এক সময় চিন্তাশীলতা, পবিত্র চরিত্রতারও অভাব ছিল না; কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে শেষোক্ত দুটী সামগ্রী বিদেশে গিয়া পড়িয়াছে, এক ভাবের আধিক্য এদেশে রহিয়া গিয়াছে। যাহা পরে আসে তাহাই থাকিয়া যায়, পূর্ব্বের সামগ্রীগুলির প্রতি লোকে আর আদর করে না। এদেশে ঋষি মহর্ষি যোগী সকলের সময়ে চিন্তা ও চরিত্রশুদ্ধি দুইটী প্রবল ছিল। এই দুটি প্রবল ছিল বলিয়াই তাঁহাদের হৃদয় কিছু কঠোর হইত কঠোর সাধনে মন একটু কঠোর হইবে এ আর বিচিত্র কি? হৃদয় ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না সুতরাং প্রেম ভক্তিকে বাড়াইলেন, কঠোর যোগ সাধন তপস্যা ধ্যান ধারণা চিন্তাকে নিকৃষ্ট বস্তু করিয়া ফেলিলেন। যখন প্রেমের বন্যা ডাকিয়াছিল, সে সময়ে প্রবল রিপু দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি তাহাতে ডুবিয়া গিয়াছিল। এখন সে বন্যা আর ভারতে নাই, অথচ খানা ডোবায় যে একটু আধটু জল রহিয়া গিয়াছে, এখন লোক সকল তাহাতেই সন্তুষ্ট। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, যে সকল রিপু দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি গভীর জলের নিম্নে পড়িয়াছিল তাহারা মাথা তুলিয়াছে, এবং ভক্তি প্রেমের অভাব সমস্ত লোকদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এখন কি করা সমুচিত? বুদ্ধদেবের সঙ্গে চরিত্র শুদ্ধি বিদেশে গিয়া পড়িয়াছে, চিন্তাশীলতা ইউরোপ আমেরিকা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এ দুইকে এখানে না আনিলে আর ভারতের রক্ষা নাই। আমাদিগের দুঃখ এই আমরা অনেকস্থলে ভাবুকতার বৃদ্ধি দেখিতেছি, চিন্তাশীলতা এবং চরিত্রশুদ্ধি কোথাও তেমন দেখিতেছি না। তাই বলি, যদি সেই বিদেশের সামগ্রী সংসার সম্বন্ধে আমরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা হইলে যে দুই সামগ্রী এক সময়ে এদেশের ছিল কালে বিদেশের হইয়া পড়িয়াছে। সেই দুই সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমাদিগের এখনও যাহা অবশেষ আছে তাহাকে দৃঢ় এবং পুষ্ট করি।

বিস্তৃত এবং ঘনীভূত এদুয়ের মধ্যে বিস্তৃত অপেক্ষা ঘনীভূত মনুষ্য জীবনের উপরে প্রবল শক্তিতে কার্য্য করে। সূর্য্যের বিস্তৃত কিরণ কাচ যোগে এক স্থানে ঘনীভূত কর দেখিবে উহা দাহিকাশক্তি লাভ করিবে। এক সময়ে বহু প্রকারের সাধন অবলম্বন কর, উহা জীবনের উপরে তেমন কার্য্য করিবে না, যেমন এক সময়ে একটি সাধনের উপরে সমগ্র মনের অভিনিবেশ করিলে হইবে। যদি মনুষত্ব সাধন করিতে চাও সমুদায় মনুষ্য জাতিকে এক আদি পুরুষেতে আনিয়া আবদ্ধ কর। যদি ভিন্ন ভিন্ন আদিপুরুষ গণনা করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা নিঃসৃত কর, এবং সেই শাখা হইতে বহু উপশাখার গণনায় প্রবৃত্ত হও, সমুদায় মনুষ্য জাতির একত্ব সংরক্ষণ তোমার পক্ষে অতীব কঠিন ব্যাপার হইবে। যত তুমি বিস্তৃতির দিকে যাইবে, তত তোমার মন সামর্থ্যবিহীন হইয়া পড়িবে, আর যে তুমি এক অখণ্ড মনুষ্যত্বের সাধন করিবে, তাহার সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। আবার বিপরীত দিকে সমুদায় শাখা প্রশাখা বর্ণ জাতি বংশ এ সকলের গণনা ত্যাগ কর, এক আদি পুরুষে সমুদয় মনুষ্য জাতিকে প্রোথিত করিয়া ফেল, বিস্তৃতি হইতে তুমি ঘনীভূত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, এখন তোমার মন একেতে সমুদায় মনুষ্যজাতিকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হইবে। যদি বল য়িহুদী মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে এক আদমকে, আদি পুরুষ সমুদায় হিন্দুজাতি এক ব্রহ্মাকে আদি পুরুষ বলিয়া মানে অথচ ইহাদিগের মধ্যে তো আমরা একতা দেখিতে পাই না। দেখিতে না পাইবার কারণ বিস্তৃতি,

ঘনীভূত ভাব নাই। সকলে আদিতে এক ছিল, কিন্তু ভ্রষ্টতায় নিবন্ধন পতিত হইয়া বহুবংশ বহুশাখায় পরিণত হইল। যাঁহারা তাহাদিগকে ভ্রষ্ট বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তাহারা তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে এক অখণ্ড মানবজাতি খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। এক এক বিধান আসিয়া এই খণ্ডিত মানব জাতিকে পুনরায় একত্র সংগৃহীত করিতে উদ্যোগ করিয়াছে। যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আদম হইতে পতনভ্রষ্ট মানব জাতিকে ঈশাতে এক করা হইয়াছে। আমাদিগের বর্ত্তমান বিধান সমুদায় মানব জাতিকে এক ঘনীভূত বিন্দুতে আনয়ন করিবার জন্য উপস্থিত। যাঁহারা ইহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তৃত ছাড়িয়া ঘনীভূত সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকেই ধন্য।

প্রাচীন উপাসনা প্রণালী।

বেদান্ত সঙ্গ যোগ।

উপনিষৎকে আমরা চিন্তাপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি এই চিন্তা এবং অনুধ্যান একই বিষয়। যোগ ধ্যান প্রধান। ধ্যান একতান মনে নিশ্চঞ্চল ভাবে স্থিতি। এই ধ্যানের প্রশংসা আমরা উপনিষদেও দেখিতে পাই।

"ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ।

"চিন্তা হইতে ধ্যানই বা মহৎ। পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে, পর্ব্বত সকল যেন ধ্যান করিতেছে, দেব মনুষ্য সকল যেন ধ্যান করিতেছে।" চিন্তাকালে নিশ্চল ভাব সমুপস্থিত হয়, সুতরাং ধ্যান ও নিশ্চল ভাবকে এক করা হইয়াছে। এই ধ্যানের ভাব কোথায় লক্ষিত হয়?

"তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈবতে ভবন্ত্যথ যেঽল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেঽথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি।"

সেই জন্যই ইহলোকে মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা মহত্ত্ব লাভ করে, তাহারা ধ্যানফললাভের অংশের মত [নিশ্চল] হইয়া থাকে। যাহারা ক্ষুদ্র তাহারা কলহশীল পরদোষানুসন্ধায়ী এবং পরদোষকীর্ত্তনে রত হয়। যাঁহারা [মহত্ত্বলাভ করিয়াছে] তাহারা [বিদ্যাদিতে] প্রভু হয়, ধ্যান ফললাভের অংশের মত [নিশ্চল] হয়।

উপনিষদে আত্ম সর্ব্ব প্রধান। সুতরাং ইহাতে যোগের যে প্রথম সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আত্মাকে লইয়াই। সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শন এক ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হইয়া যোগের চরম প্রাপ্তি বিষয়ে উপনিষদের সঙ্গে একমত, ইহা আমরা পরে দেখাইব। অদ্য প্রাচীন* উপনিষদে যোগের আভাষ কি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় আমরা তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশে তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্য মিতি।"

"এই ব্রহ্মপুরে [শরীরে] এই যে ক্ষুদ্র [হৃদয়] পদ্ম গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ এই ক্ষুদ্র আকাশে যাহা কিছু তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হইবে।" এখানে অনুসন্ধান করিলে কি হইবে? এখানে সমুদায় বিশ্ব নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এমন কি "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিত মিতি।"

"এই আত্মায় [আত্মীয়রূপ] যাহা কিছু এখানে আছে, যাহা কিছু এখানে নাই সকলই ইহাতে নিবিষ্ট রহিয়াছে।" যদি সকলই এখানে আছে, এখানে যাহারা আছে তাহারা কি বাহিরে অবস্থিত পদার্থ সমূহের ন্যায় জরা মৃত্যুর অধীন?

"নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্।"

"এই দেহের জরাতে উহা জীর্ণ হয় না, এই দেহের মৃত্যুতে উহার বিনাশ সমুপস্থিত হয় না, ইহাই সত্য ব্রহ্মপুর।" এই ব্রহ্মপুরে সাধক সমুদায় কামনার বিষয় লাভ করেন। যাঁহারা এই ব্রহ্মপুরে আত্মাকে অবগত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হন, সঙ্কল্পমাত্র পিত্রাদি সমুদায় লোক তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এক এই হৃদয়ের মধ্যেই যদি সমুদায় নিহিত আছে, তবে তাহা সকল লোকের হৃদয়গোচর হয় না কেন? অনন্তনিষ্ঠতা না দেখিবার কারণ।

"তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ু রেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ

"যেমন কোন স্থানে স্বর্ণ নিহিত থাকিলে, যাহারা অক্ষেত্রজ্ঞ তাহারা সর্ব্বদা উহার উপর দিয়া গমনাগমন করে অথচ স্বর্ণ পায় না এইরূপ সকল লোকেই [সুষুপ্তি কালে] অহরহ [হৃদয়ে] গমনাগমন করিতেছে কিন্তু এই

* আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎকে প্রাচীন উপনিষদের মধ্যে গণ্য করিতে সঙ্কুচিত। সাংখ্য ও যোগের পর এই উপনিষদের সমাগম, আমাদিগের বিবেচনা করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, যথাস্থানে আমরা তদ্বিষয় কিছু বলিব।

ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে না, কেন না অসত্য দ্বারা বাহিরে আকৃষ্ট রহিয়াছে।” যে সকল ব্যক্তি হৃদয়স্থ আত্মাকে অবগত হয় যাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই বলা যায় না “হৃদয়মিতি” এই ইনি হৃদয়ে—তাঁহারাই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা শরীর হইতে উত্থিত হইয়া আপনার স্বরূপ লাভ করে এবং এই আত্মাই তখন অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ইঁহারই নাম সত্য। ইনিই ব্রহ্মলোক, ইনিই লোক সকলের রক্ষার্থ সেতু। যাঁহারা এই সেতু পার হইয়া যান, তাঁহারা অন্ধ হইয়া অনন্ধ হন বিদ্ধ হইয়া অবিদ্ধ হন, উপতাপী হইয়া অনুপতাপী হন। এই ব্রহ্মলোককে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া লাভ করা যায়। কেননা এক এই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সমুদায় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে পর সময়ে যোগের যে সকল গতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কিছুই আমরা দেখিতে পাই না। এ সমুদায় স্বাভাবিক প্রণালীতে অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়। পরসময়ে নিঃশ্বাসের গতি অবরোধাদি দ্বারা যে সকল অবস্থা উপস্থিত করা হইয়াছে প্রাচীন উপনিষদে তাহার দৃষ্টান্ত নয়নগোচর হয় না। উপনিষদে হৃদয়স্থ নাড়ী সকলের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সকলেও কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত করিবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ।

“এই যে সকল হৃদয়ের নাড়ী ইহারা পিঙ্গলবর্ণ শুক্লবর্ণ নীলবর্ণ পীতবর্ণ লোহিতবর্ণ রসে পূর্ণ। এই সূর্য্য ও পিঙ্গল শুক্ল নীল পীত এবং লোহিতবর্ণ।” এই নাড়ীপথে আদিত্যের রশ্মি আসিয়া নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয় আবার নাড়ী হইতে গিয়া আদিত্যে প্রবেশ করে।

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি।”

“যে সময়ে জীব সমুদায় বিষয় সম্পর্ক হইতে নিবৃত্ত হইয়া সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া প্রসুপ্ত হয়, তখন আর সে স্বপ্ন দেখে না। সে সময়ে সে এই নাড়ী সকলের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং তাহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। সে সময়ে সে তেজঃ সম্পন্ন হয়।” পরিশেষে যখন শরীর রোগাদিতে দুর্ব্বল হইয়া জীব শয্যাশায়ী হয় তখন বন্ধুগণ তাহাকে নানা প্রশ্ন করে। তাহার যতক্ষণ ইহলোকের বিষয়ে জ্ঞান থাকে ততক্ষণ সে সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়। কিন্তু যখন শরীর হইতে বিনির্গত হয়, তখন নাড়ীতে প্রবিষ্ট এবং তথা হইতে সূর্য্যমণ্ডলে গত রশ্মি সকল দ্বারা ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। আমরা উপনিষদে হৃদয়স্থ নাড়ী সকলের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখিলাম, পর সময়ে যোগে এ সকলের কি প্রকার বিস্তৃত ব্যবহার হইয়াছে পরে দেখিতে পাইব।

কনফুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

চীন দেশের অন্তর্গত লু নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে কনফুসের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকাল ঠিক নির্ণয় করা যায় না, কাহারও কাহারও মতে তিনি খ্রীষ্ট শকের পূর্ব্বে ৫৫০ অব্দে কি ৫৫১ অব্দের শীত ঋতুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে চীন রাজ্য অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তখন চীন এখনকার ন্যায় এত বড় রাজ্যও ছিল না, আর উহার প্রতিপত্তিও এত দর্শিত হইত না। তৎকালিন চীন এখনকার এক ষষ্টাংশ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ছিল ও তাহাও আবার অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। যদিও এই সমুদায় বিভাগই একজন রাজার অধীন ছিল, কিন্তু সকল গুলিই পৃথক পৃথক শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তৃক শাসিত হইত আবার সেই রাজাও নিজে দুর্ব্বল ও ক্ষমতাবিহীন হওয়ায় কনফুসের সময়ে সমুদায় রাজ্যেই যারপর নাই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। শুনা যায় তাঁহার পূর্ব্বে কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া রাজ্যে রাজ্যে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ায় দেশ যার পর নাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দেশে স্বেচ্ছাচার ও অবিচার এক প্রকার রোগের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার ফল স্বরূপ দুঃখ কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া দেশকে একেবারে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

দেশের এই প্রকার রাজকীয় দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা অত্যন্ত হীন ভাব ধারণ করিয়া স্বামী স্ত্রীর উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, স্ত্রীও স্বামীর উপরে কোন কথা বলিবারই যো ছিল না। স্বামী যতটী ইচ্ছা ততটী বিবাহ করিত সুতরাং পারিবারিক কুশলত প্রায় দেশে লক্ষিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ইহার ঝগড়া বিবাদ হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিও প্রায় রাজ্যের দৈনিক ব্যাপারের মধ্যে হইয়াছিল, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যত কিছু জঘন্য ভাব হইতে পারে তৎকালিন চীনরাজ্যে তৎসমুদায়ই চারিদিকে দেখা গিয়াছিল।

চীন জাতি ত প্রায় জন্মাবধি ধর্ম্মহীন দৃঢ়ধর্ম্ম বিশ্বাস চীনে নাই বলিলেই হয়। এই ধর্ম্মহীনতা আবার তৎকালে যে কি গুরুতর ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কেহ প্রায় কিছুই মানিত না, আমরা অন্যান্য দেশের কথা শুনিয়াছি প্রায় সকল দেশে এই অজ্ঞানতার

কালে পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না, চীনে তৎকালে তাহারও কোন লক্ষণ ছিল না। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রাচীন কালেও এদেশে নানা প্রকার বিদ্যাচর্চ্চা ও শিল্প নৈপুণ্যের যথেষ্ট আড়ম্বর ছিল, কিন্তু চীনবাসীগণ যাহা কিছু করিত কিছুরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য কি কোন উচ্চ অভিলাষ ও লক্ষ্য কিছুই তাহাদের ছিল না। এই সমুদায় কারণে জাতীয় বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীদিগের যাহা কিছু দুরবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহাই ঘটিয়াছিল। যাহা হউক ঈশ্বরের কৃপায় এইরূপ মহা গোলযোগের কালে কনফুসের জন্ম হয়, এবং তিনি এই সমুদায় দর্শন করিয়া ও জাতীয় এইরূপ দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া স্বীয় অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা সহকারে তৎসমুদায় অভাব মোচন করিতে যত্ন করেন ও অতি সুন্দররূপে তৎসাধনে কৃতকার্য্য হন।

কনফুস্ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহার এবং সেই হইতে কিউইংত ফুৎজে অর্থাৎ কিউয়ং বংশীয় গুরু বা পণ্ডিত এই নাম হয়। কনফুস কেবল এই নামের লাটিন ভাষান্তর। তাহার পিতার নাম হৈ এবং মার নাম কায়েঙ চিনৃসৈ। ইতিহাস পাঠে জানা যায় হৈ একজন খুব বিখ্যাত সৈনিক ছিলেন এবং যুদ্ধে মহা সুখ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে একবার কোনস্থান আক্রমণ কালে যাই তিনি সদলে বিপক্ষদিগের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দুর্গের প্রবেশ দ্বারের ছাদ তাঁহাদের মস্তকের উপর পতিত হয়। হৈ ইহা দেখিয়া মহা বীরত্ব সহকারে একাই সেই ছাদ দুই হস্তে তুলিয়া ধারণ করিয়া রাখেন এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলে পলাইয়া গেলে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করেন। কনফুসের মাতার সহিত তাঁহার পিতার বিবাহ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সের সময় সংঘটিত হয়, সুতরাং বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া তাহার জন্মকালে বিশেষ কিছু সমারোহ হয় নাই। কিংবদন্তী আছে যে এক পর্ব্বতের গহ্বরে কনফুসের জন্ম হয় এবং তাঁহার জন্মকালে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত হয়, এমন কি ঈশার জন্মকালে মেরির নিকট স্বর্গীয় দূতের যেমন আগমনের কথা শুনা যায় তেমন কনফুসের মাতার নিকটেও হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার জীবন বর্ণয়িতৃগণ ঘোষণা করেন, কিন্তু মহাপুরুষদিগের নামের সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করা চিরকাল প্রথা আছে বলিয়াই যেন সে সমুদায়ের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়া বোধ হয়। ক্রমশঃ

সাধারণ সভার অধিবেশন।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের পঠিত প্রস্তাব।

পিতৃ সত্য পালন জন্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়া অশেষ কষ্টের উপর আবার প্রাণসম ধর্ম্মপত্নী সীতাকে হারা হয়া শোকে অস্থির হইলেন, কোথায় কোথায় বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, রাজ্য হীন বন্ধু হীন অবশেষে ভার্য্যা হীন হইয়া তাঁহার মুখকান্তি মলিন হইল, কিছু কাল তাঁহার আহার নিদ্রা সকলই রহিত হইয়া গেল। এই মহাবিপদ কালে কে তাঁহাকে সহায়তা করিবে, কে তাঁহার সীতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে, কিরূপে তিনি সীতাকে পাইবেন এই ভাবনাতেই সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিতেন? কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা, সেই বনমধ্যে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য তিনি কোন মনুষ্যকে পাইলেন না, অবশেষে বনবাসী ফল মূল আহারী একটী জানোয়ার আসিয়া তাঁহার দাসত্বপাশে বদ্ধ হইয়া আপন জীবন তাঁহাকে উৎসর্গ করিল। সেই জানোয়ারটী কে তাহা সকলেই জানেন, তিনি কি কি মহান্ কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রভুর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন তাহাও সকলে জানেন, এত অদ্ভুত কার্য্য বনের পশু কেমন করিয়া করিল? রামের সকল কার্য্যই নিষ্ফল হইত জীবন অকর্ম্মণ্য হইত যদি তিনি সেই বনের পশুকে না পাইতেন। যখন ভাবিয়া দেখি, দেখিতে পাই একটী সামান্য বানর কেমন করিয়া লম্ফ দিয়া প্রকাণ্ড সমুদ্র পার হইয়া জানকীর তত্ত্ব লইয়া আসিল, অত বড় লঙ্কাপুরী আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিল, এত রাক্ষস রাক্ষসী তাহার বলে পরাস্ত হইল। কোথায় হিমাচল কোথায় লঙ্কাদ্বীপ, অল্প কালের মধ্যে তথায় গিয়া জীবন প্রদায়িনী ঔষধ আনিয়া রামের প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে জীবন দান করিল, প্রকাণ্ড সূর্য্যকে আপনার বগলে রাখিয়া দিয়া কালনিমা নামে ভয়ানক মায়াবী রাক্ষসের মায়াকে পদদ্বারা দলিত করিয়া, রাবণের অন্তঃপুরের অগণ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে রাবণের প্রাণ বিয়োগ কারিণী মহাতেজ বাহির করিয়া আনিয়া দিল। পাতালে মহীরাবণ বধ করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রাণ রক্ষা করিল, সেই হনুমানের সাহায্যেই রাম সীতাকে পুনরায় পাইলেন, রাজ্যলাভ করিলেন, পর জীবনে অশেষ সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে, হনুমান না থাকিলে রামের কার্য্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রামায়ণের মধ্যে রাম যেমন সীতা যেমন, লক্ষ্মণ যেমন হনুমানও ঠিক তেমনই প্রধান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমি তো হনুমানের গুণে মোহিত হইয়াছি, আমি তাহার যে বিষয় ভাবি সেই বিষয়েই অনেক শিক্ষা লাভ করি, এমন স্বার্থত্যাগী আর

কে আছে? আপনার জন্য সে কিছু চাহিত না, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভুরকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিল আহার জানিত না, নিদ্রা ছিল না, বিলাসকে তো পোড়াইয়া ছাই করিয়াছিল, তাহার বাহিরের শ্রী পর্য্যন্ত সে বিনাশ করিয়াছিল, কেবল প্রভুর কার্য্য উদ্ধারের জন্য এত বিশ্বাস এত নির্ভর এত বৈরাগ্য, এত পরিশ্রমপ্রবণতা, এত সাহস, এত বল পরাক্রম এত বুদ্ধিকৌশল, আমি তো আর কাহারও দেখিতে পাইনা, এত গুণ অথচ নির্ব্বাক্ কথা কহিতে জানিত না, বনের পশু তর্ক করিতে শিখে নাই, প্রভু যখন যে কার্য্য করিতে বলিতেন ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারিয়া তদ্দণ্ডে তাহা সম্পন্ন করিত, আপনার প্রাণের উপরেও তাহার মায়া মমতা ছিল না। আহা কি তাহার দয়া কি তাহার ভালবাসা, কি তাহার প্রেম, সে অন্যের দুঃখ দেখিতে পারিত না, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া সে অন্যের উপকার করিত, নিজের জন্য কিছু চাহিত না, আবার এদিকে ভক্তেরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে। অমন করিয়া বুক চিরিয়া নিজ প্রভুর মূর্ত্তি কে দেখাইতে পারিয়াছে, যাহাতে প্রভুর নাম নাই, রূপ নাই, সে বস্তুকে সে তুচ্ছ করিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিত, প্রভু তাহার প্রাণ, প্রভুই তাহার আহার পান, প্রভুই তাহার আনন্দ আহ্লাদ। রাম রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলেন, সকলে স্ব স্ব স্থান মনোনীত করিয়া লইলেন, সে আর কিছুই চাহিল না, সে কেবল ভূমিষ্ঠ হইয়া পদতলে পড়িয়া রহিল, এবং আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, আহা সে দৃশ্য কি মনোহর দাসের কামনার বস্তু যে প্রভুর চরণ তাহা সে বিলক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছে। হায়, আমি মূঢ়মতি, বনের বানরের পদধূলি কবে লাভ করিব, বানরের পদরেণু না পাইলে, যে আর প্রাণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, হা মহাবীর হনুমান! তুমি যেই কেন হওনা, যেখানেই কেন থাক না, রামায়ণে তোমার যে গুণ বর্ণনা আছে আমি তাহাতেই বিমোহিত হইয়া তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি, দাস দিগের মধ্যে তুমিই ধন্য, ভক্তদিগের মধ্যে তুমিই ধন্য, বিশ্বাসীদিগের মধ্যে তুমিই ধন্য, বৈরাগী দিগের মধ্যে তুমি প্রধান। তোমার থাকিবার ঘর ছিল না, পরিবার ছিল না, তথাচ তুমি সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিয়া অন্যের জন্য ব্যস্ত থাকিতে, তুমি তোমার প্রভুকে হৃদয়ে এমনই করিয়া রাখিয়াছিলে যে বুক চিরিয়া দেখাইতে পারিলে, ধন্য তোমার বিশ্বাসের বল ও সাহস, আমি উৎসবের দিনে তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমি তোমার গুণ স্মরণ করিয়া তোমার উদ্দেশে তোমাকে প্রণাম করি।

ভক্তগণ, সাধকগণ, বন্ধুগণ, বর্ত্তমান বিধানের নেতার মুখ পানে বহুদিন তাকাইয়া আমি দেখিতেছি, এবং তাঁহার নিকটে অনেক দিন হইতে বাস করিয়া অনেক কথা শুনিয়া এই বুঝিতেছি, রামচন্দ্র হনুমানকে যত দিন না পাইয়াছিলেন ততদিন তাহার মনে যেরূপ অশান্তি, মুখে ভাবনার লক্ষণ ছিল ও তিনি সর্ব্বদা হা হতোস্মি! করিতেন, ইঁহার মনে সেইরূপ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দুঃখ চিহ্ন সকল লক্ষিত ও প্রকাশ হওয়া যায়। দুই জনেরই পরিমাণে ভাবের সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তবে রামের অপেক্ষা ইঁহার ভাবনা ও শোকের কারণ অনেক পরিমাণে বেশী ও গুরুতর। রামের ভার্য্যা হারা ইঁহার মাতৃ হারা, রামের একটী রাবণ ইঁহার অনেক গুলি রাবণ, রামের একটী লঙ্কা ইঁহার সমস্ত পৃথিবীই লঙ্কা বিশেষ, রামের একটী সাগর বাঁধা, ইঁহার সমস্ত মহাসাগর সাগর। রামের একটী রাক্ষসবংশ ধ্বংস, ইঁহার পৃথিবীতে যত রাক্ষসবংশ আছে সেই সমস্ত রাক্ষসবংশ বধ। ভাবিয়া দেখুন কাহার ভাবনা বেশী হইল, রামচন্দ্র সীতা হারা হইয়া যদি কাঁদিয়া থাকেন, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বিধানের নেতা কতগুণ কাঁদিতেছেন, কত ভাবনা ভাবিতেছেন, আপনারাই তাহার বিচার করুন। রাম রাবণ বধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া যদি আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনাদের নিতান্ত ভুল, রাবণ এ যুগে শত মূর্ত্তি সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে, পিতৃ সত্যপালনে প্রাণ উৎসর্গকারী ভক্তের সঙ্গে ভয়ানক শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে, ভক্তের প্রাণের ধন পরম আরাধ্যা মা জননীকে তাঁহার মাতৃভূমী ভারত ভূমি হইতে নানা প্রকার ছদ্ম বেশ ধরিয়া আসিয়া দিবা নিশি হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, উচ্চতম দেশের উচ্চ লোক সকল উচ্চ বিদ্যার নামে পুস্তকরূপী মায়ারাক্ষস সাজাইয়া ভারতে পাঠাইয়াছে, তাঁহারা বিবিধ প্রকার ছলে বলে কল কৌশলে দুর্ব্বল ভারত সন্তানের হৃদয় কানন হইতে মাতৃধনকে লইয়া যাইতেছে। ঐ মায়া রাক্ষসীর নাম নাস্তিকতা, সভ্যতানামে আর একটী রাক্ষসী আসিয়া ভারতেরে কি না সর্ব্বনাশ করিতেছে, বিলাস স্বার্থপরতা অবিশ্বাস রূপ মহাপাপ সকল হইতে ভারত অনেক দিন নিস্তার পাইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া আবার ভারত সন্তানগণ মরিতেছেন। সুরা রাক্ষসের কথা আর বলিব কি, বোতল রূপী, পিপা রূপী রাক্ষস দিবা নিশি আমাদের সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। এত রাক্ষসের হস্ত হইতে ভারত সন্তানগণকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন এই কার্য্যে কে তাঁহার সহায়তা করিবে এই ভাবনাতে তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ, শরীর শীর্ণ, কেবল এক আশা প্রদীপ হস্তে করিয়া অরণ্য মধ্যে সাহায্যকারী বন্ধু খুজিয়া বেড়াইতেছেন। যখন তখন বলেন বুঝি পিতার রাজ্য পৃথিবীতে আসিল না, বুঝি আমার মাকে সকলে নিল না,

কোথায় কোন দেশে লইয়া অসহায় প্রাণের মা'কে কে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হায়, এতদিন গেল কেহ তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিল না। উপস্থিত বন্ধুগণ ভক্তের সহায়তা করিবার জন্য মহা মহাবীর হনুমানের আবশ্যক, কোথায় তিনি আছেন, শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত না হইলে ভক্তের মনের দুঃখ আর কিছুতেই যাইতেছে না, তাঁহার শরীর মনকে যদি সুস্থির করিবার আপনাদের যথার্থ ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে শীঘ্র সেই বর্ত্তমান বিধানের মহাবীরকে আনিয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া দিন, বিধানের অনেক কার্য্য হইয়াছে কিন্তু অনেক বড় বড় কার্য্য বাকি রহিয়াছে সে সব কার্য্য না হইলেই যে নয়। এবারকার হনুমানের পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেক বড় হইতে হইবে; এখনকার বীর যিনি তিনি এক লম্ফে পৃথিবীর সমস্ত সাগর মহাসাগর পার হইবেন, মাজননীকে কে কোথায় কি ভাবে রাখিয়াছে সে সংবাদ তাঁহাকে শীঘ্র আনিতে হইবে। একটী লঙ্কা পোড়াইলে হইবে না, অধর্ম্মের যত লঙ্কাদ্বীপ পৃথিবীতে আছে তাহা দগ্ধ করিতে হইবে। একটী লক্ষ্মণের প্রাণ দিলে হইবে না লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মণ, পাপবাণে বিদ্ধ হইয়া মরিয়া রহিয়াছে, যাহার যেরূপ ঔষধের দরকার তাহার জন্য সেই ঔষধ আনিয়া দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে হইবে, সেবার হনুমান সূর্য্যকে বগলে রাখিয়াছিলেন, এবার সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেলিতে হইবে। সেবার একটী সেতু বাঁধা হইয়াছিল এবার আকাশে সহস্র সেতু নির্ম্মান করিতে হইবে, সেবার একটী কালনিমির মায়া ছিল এবার শত সহস্র মায়া রাক্ষস চারিদিকে ঘেরিয়া আছে, সকলকে পদদ্বারা দলিত করিয়া বধ করিতে হইবে। এবং তাহাদের মৃতদেহ সকল টান মারিয়া যে যে দেশ হইতে আসিয়াছিল সেই সেই দেশে ফেলিতে হইবে। সেবার একটী রাবণের মৃত্যুবান স্ত্রীলোক দিগকে ভুলাইয়া আনিতে হইয়াছিল এবার অনেক রাবণের মৃত্যুবান অনেক দেশের অনেক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে আনিতে হইবে। হনুমান সেবার যেরূপ দুইটী ভাইকে দুই কাঁদে করিয়া মহীরাবণের গৃহ হইতে আসিয়া ছিলেন, এবারকার বীরের সমস্ত নরজাতিকে কাঁদে করিয়া ভয়ানক পাতালের ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সেবারে হনুমান গাছে থাকিতেন, এবার গাছতলায় থাকিতে হইবে। সেবারে হনুমানের কেবল মুখ পোড়াইয়াছিল, এবারে মস্তক মুণ্ডন, গেরুয়াধারী হইয়া বিলাস প্রকাশক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পোড়াইয়া কিম্ভুত কিমাকার ধরিতে হইবে, রূপ দেখিলেই যেন পাপপ্রিয় নারীজাতি দূরে পলায়ন করে, এবারকার বৈরাগ্য বড় তীব্র, সেবারে ফল মূল খাইতেন এবার অনাহার, সেবার মিষ্ট কথা ছিল, এবার গালা গালী খাইয়া মুখ প্রসন্ন, সেবার মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ছিল, এবার কেবল শান্তি খড়্গ মাত্র সম্বল, যে মারিবে তাহাকে প্রেম দিয়া জয় করিতে হইবে। এবার গালাগালীর পরিবর্ত্তে গালাগালী মারের পরিবর্ত্তে মার উঠিয়া গিয়াছে। মহাত্মা-ঈশার বাক্য স্মরণ করিয়া শত্রুকে আজীবন পরাস্ত করিতে হইবে।

এই সকল গুণবিশিষ্ট মহা মহাবীর যদি কেহ থাকেন আসিয়া বাহির হউন, ভক্তের দুঃখ দূর করুন, তাঁহার মুখে প্রসন্ন হউক। আমি দাস হইয়া মনে করিয়াছিলাম ভক্তের সেবা করিয়া তাঁহাকে কিয়ত্ পরিমাণে সুখী করিব, আমার সাধ্য কি যে আমি তাঁহাকে সুখী করিতে পারি। তাঁহার মনের সঙ্গে কে দৌড়িতে পারে? তাঁহার কথায় কে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে? জিজ্ঞাসা করিলাম প্রভু, আমার কন্যার বিবাহকালে উপস্থিত, কি করিব বর? কোথায় টাকা কোথায়? কি করিয়া কি হইবে, ভক্ত হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন নহবত বসাও সব ঠিক হইয়া যাইবে। সে কি পাত্র নাই টাকা নাই নহবত বসাইব বলেন কি? অমনি ভক্তের মুখ ম্লান হইল! আর হাসি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম একটী পয়সা নাই, এত লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইব, পাতা পাতিয়া দেও, অভাব কি? উত্তর পাইলাম। একটা বাড়ী চাই, লোক জন থাকে কোথায়? আকাশকে দেখাইয়া দিলেন, সুন্দর অট্টালিকা ওখানে শীঘ্র প্রস্তুত কর, দেখ যেন বিলম্ব না হয়। বলিলাম এতগুলি প্রচারক পরিবারের ভার কেমন করিয়া বহন করিব? বলিলেন, কি কেবল প্রচারক সাধক সভ্য সকলের ভার যদি লইতে না পার চলিয়া যাও। প্রভু একটা লোক কত দিকে চিন্তা করিবে, অমুকের প্রসব বেদনা উপস্থিত, অমুক মর মর হইয়াছে, আর অমুকের বিবাহ আজ হইবে? বলিলেন এক সময় জন্ম মৃত্যু বিবাহ যদি না দিতে পার তবে তোমরা নব বিধানের শিষ্য হইতে পারিলে না। বলিলাম এই কয়েকটী ভাইকে প্রেম দিয়া খুব হৃদয়ে রাখিতে পারিতেছি না। বিধানে জাহির হইল আসিয়া ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে, যে না পারিবে চলিয়া যাউক। এরূপ প্রভু সেবা করিয়া ইঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের সাধ্য? হলো না, পারিলাম না, ইহাকে সুখী করিতে পারিলাম না। তবে হনুমানকে আমি নাকি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, ইনি সকল কার্য্যেই জয় রাম জয় রাম বলিয়া বাহির হইতেন, আর কার্য্যসিদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেন, আমিও সেই মত রাম নাম জপ করিতেছি, ভরসা আমার ও ঐ এক মাত্র নাম মন্ত্র, দেখি ঐ মহামন্ত্র বলে ক্ষুদ্রকীট কত দূর তাহার প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারে, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ

করুন, সকলে পদধূলি আমার সহস্র অপরাধযুক্ত মস্তকে প্রদান করুন, আমার যেন নামে মতি হয়, আমার জীবন যেন প্রভুর কার্য্যে নিঃশেষ হয়, আমি যেন আমার প্রভুর পদতলে চিরকাল থাকিবার উপযুক্ত হই। দয়াময় রক্ষা কর, দয়াময় দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

রাজরাজেশ্বরী পরমারাধ্যা মা জননীর বর্ত্তমান যুগের নিজ পরিবারের বাৎসরিক আয় ব্যয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮২ সালের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয়।

আয়

মাসিক দান	...	৯১৪৶
এককালীন দান	...	২৩২০১০
আনুষ্ঠানিক দান	...	২৮
শুভকর্ম্মে দান	...	৪৮৯০
ব্রহ্মমন্দির হইতে সাহায্য	...	১৯৩
স্ত্রী বিদ্যালয়	...	১৩৬
পাথেয়	...	৩১৩৷৶
পুস্তক বিক্রয়	...	১৩০৪॥৶৫
বন্যজল সাহায্য	...	৪০৶১৫
উৎসব হিসাব	...	৪৯৬৸৶৫
গচ্ছিত	...	৬৭॥০১৫
ধৰ্ম্মতত্ত্ব	...	৯১৮০
মৃত ভুবনকৃষ্ণ সিংহের হিঃ	...	১৭৲
ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ আনুমানিক		৮৯৭৲
ট্রাক্ট সোসাইটী	...	৩৬৩৭৸১০
ব্রহ্মমন্দির	...	৮৫১৷০
ঢাকাস্থ শাখাসমাজ	...	১৩৯১৶১০
বিধানযন্ত্র	...	২৮৮৭৶৫
বিশেষ সাহায্য	...	৩১০৯০৫
প্রচার যাত্রা	...	২৬৸৶১৫
সুলভ সমাচার	...	৫২০/১০
ঋণশোধ জন্য সাহায্য	...	২০
পরিচারিকা	...	১২০৶১০
আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট	...	১১১৶১০
প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য		২২১৸/০
		১৬৭১৮৶১৫

ব্যয়

প্রচারকদিগের আহার	...	৩৩৩০।১০
বস্ত্র ও বিনামা	...	১৫৩
ঔষধ	...	১৯৶০
পালকি ভাড়া প্রভৃতি	...	৪২॥/৫
স্কুল ব্যয়	...	১৩৫।৶৫
ছেলেদের পুস্তক	...	১৯।৶১৫
পাথেয়	...	৩৭৭৶১০
ভুবনকৃষ্ণ	...	৪৫॥১০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	...	৪৮৪৶১০
উৎসব	...	৫৩৪।/১০
কমিশন	...	১১৸/১০
গচ্ছিত শোধ	...	৩৯৪৸৶০
ধৰ্ম্মতত্ত্ব	...	৬৭৭॥/১৫
কর্ম্মচারীর বেতন	...	১৯৭৲১৫
মজুরী	...	৬৶১০
বাটী ভাড়া	...	১৮৪৶১৫
ঋণ শোধ	...	২১১
টেক্স	...	৮৸০
ট্রাক্ট সোসাইটি	...	৩৬১১৸৶১৫
ব্রহ্মমন্দির	...	৮৭৮।০
প্রচারকদিগের গৃহ নির্ম্মাণ	...	২৫৬৶৫
ঢাকার শাখা ব্রাহ্মসমাজ	...	১২৯৫৶১০
প্রচার যাত্রা	...	৬৬৸০১৫
পরিচারিকা	...	১৬৩৶০
অপরের পুস্তক	...	১৩৫
বিধান যন্ত্র	...	২৮৮৩৶৫
		১৬৩৬০৶০

দাতাদিগকে প্রাণের ভালবাসা ও ভক্তিসহকারে বার বার প্রণাম করি।

সংবাদ।

ভাই অমৃতলাল বসুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবীর শুভ বিবাহ বিগত ১৭ মাঘ রবিবার মহিয়ারী নিবাসী শ্রীমান নরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর নবদম্পতীকে পুণ্যে পবিত্রতায় ও ধর্ম্মে বিবর্দ্ধিত করুন।

বিগত ২৭ মাঘ বৃহস্পতিবার রজনীতে আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র সেনের একটী নবকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শিশুটী অতি সুন্দর ও সুস্থকায় সম্পন্ন। দয়াময় ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমরা দুঃখের সহিত আমাদিগের ভ্রাতা কালীনাথ বসু পোলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং হরিহর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভাই কালীনাথ বসু সকলের নিকটে বিশেষরূপে পরিচিত। অসময়ে প্রিয় ভ্রাতার বিচ্ছেদ জন্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। কালীনাথ বাবুর ৭ সাতটী কন্যা ও ১ টী পুত্র, ইহার মধ্যে কেবল দুইটী মাত্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে অপর কয়েকটী নিতান্ত শিশু। সতীলক্ষ্মী দুঃখিনী বিধবা কেমন করিয়া যে এই অবগণ্ডগুলিকে মানুষ করিবেন কালীনাথ তাহার কোন উপায়ই রাখিয়া যান নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠুর রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের বল ও নিজ মনের উচ্চতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর উপকারী বন্ধু হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি বিধানধামবাসী হইয়া অনন্তজীবন সুখী হউন। এ পৃথিবীতে যাঁহারা তাঁহার অভাবে বিপদাপন্ন হইয়াছেন সেই অকূলের কাণ্ডারী হরি তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন। ভাই হরিহর মুখোপাধ্যায় তিন বর্ষ যাবৎ নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে আমরা ইঁহার সবিশেষ উন্নতি দেখিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলাম। ইনি অনেক গুলি সঙ্গীত রচনা করেন, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও বিশ্বাস বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। শান্তিদাতা ইঁহাকে শান্তি দিন।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ৫ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র বুধবার, ১৮০৪ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, তুমি বিশ্বাসিগণের সাহস বল ভরসা। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা একান্ত নিশ্চিন্ত। এই গৃহ তোমার অবিশ্বাসী সন্তানগণের সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত শ্মসানভূমি। এখানে পাপ হিংস্র পিশাচ সকল তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম হইতে পবিত্রতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যে সংসার তোমার করসংস্পর্শ লাভ করিয়াছে সে সংসার শ্মসানত্ব পরিহার করিয়া দিব্যধাম হইয়াছে। সে স্থানে পাপ পিশাচগণের দৌরাত্ম্য নাই। সেই গৃহরূপ পবিত্র আশ্রমে সমুদায় হিংস্র জন্তুগণ তাহাদিগের হিংস্র স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা এমন শান্ত হইয়াছে যে, সে স্থানকার অধিবাসিগণ তাহাদিগকে লইয়া অনায়াসে ক্রীড়া করে। তোমার নববিধান গৃহকে পবিত্র আশ্রম করিয়া তুলিয়াছে। সেই আশ্রমে বাস করিয়া অনায়াসে আমরা দিব্যধামে বাস করিতে সক্ষম। প্রভো, এখন তোমার নিকট প্রার্থনা এই, আমাদিগকে সেই দিব্য চক্ষু প্রদান কর, যাহাতে আমরা এই পবিত্র আশ্রমকে নিরন্তর পবিত্র দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারি, তুমি সংসারকে এযুগে শান্ত তপোবন করিয়াছ এ কথা সত্য, কিন্তু আমাদিগের চক্ষু যদি তদ্দর্শনে উপযোগী না হয়, তবে আমাদিগের সম্মুখে থাকিয়াও উহা আদিগের দ্বারা কোন প্রকারে উপলব্ধ হইবে না। তোমার নববিধানাশ্রিত ভক্তগণ যত দিন সংসারকে পবিত্রাশ্রম দৃষ্টিতে দেখিতে না পাইতেছেন ততদিন তন্মধ্যে স্বর্গধাম কিছুতেই অবতরণ করিতে পারে না। স্বর্গদর্শন আমার দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। আমি যদি স্বয়ং নির্দ্দোষ শিশুর ন্যায় না হই, সংসারের সমুদায় আচার ব্যবহার কর্ত্তব্য নির্দ্দোষ শিশুর ভাবে সম্পাদন না করি, তাহা হইলে স্বর্গে আসিয়াও আসিল না। এ বিধানে গৃহ তপোবন পবিত্রাশ্রম হইয়াও স্বর্গদর্শনে আমার অনুকূল হইল না। তাই নাথ, যে দৃষ্টি আদিতে প্রার্থনা করিলাম অন্তেতে তাহাই চাহিতেছি, আমাদিগের দৃষ্টি পবিত্র হউক বিশুদ্ধ হউক, সংসার তপোবন, পবিত্রাশ্রম, স্বর্গধাম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউক।

আস্তিক্য।

আস্তিক্য একটী সর্ব্বপ্রধান গুণ। পৃথিবীতে এ গুণের এতদূর আদর যে এই এক গুণ সকল লোকের প্রকাশিত করিবার জন্য

একটি বিধানের প্রয়োজন। এক আস্তিক্য থাকিলে ধর্ম্মের সমুদায়ই তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এক এই আস্তিক্যের অভাবে সমুদায় সদ্‌গুণও অসদ্‌গুণে পরিণত হয়। আমরা অনুরোধে অনেক সময়ে অনেককে আস্তিক বলি, কিন্তু ঠিক সত্যের অনুসরণ করিয়া বিচার করিতে গেলে অল্পলোকে এই বিশেষণের আস্পদ হইতে পারেন।

এখনকার কালের বিজ্ঞানবিৎ এবং দার্শনিকগণের সঙ্গে ঐক্য রাখিবার জন্য আমরা আহ্লাদের সহিত লোককে বলিয়া থাকি, এ কাল অন্ততঃ জ্ঞানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, এমন একটি জ্ঞানাপন্ন লোক পাওয়া সুকঠিন যিনি "ঈশ্বর নাই" একথা অকুতোভয়ে বলিতে পারেন। কারণ এরূপ নির্দ্ধারণ একালে জ্ঞানাভাবের লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বিজ্ঞানী দার্শনিকেরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমরা আহ্লাদ প্রকাশ করি আর যাই করি, একথা কিন্তু মানিতেই হইবে, অস্বীকার অপেক্ষা ইহাঁদিগের স্বীকার মহা অনিষ্টের মুল। যে মানে না, তাহার কালে বিশ্বাসী হইবার সম্ভাবনা আছে, কেন না সে আত্মপ্রকৃতির বিরোধে সর্ব্বদা সংগ্রামে প্রবৃত্ত, এক সময়ে প্রকৃতি এমন বল প্রকাশ করিবে যে, তাহাকে তাহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। যে ব্যক্তি স্বীকার করিল অথচ দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তচ্চিন্তন ধ্যানাদিতে নিবৃত্ত রহিল, সে ব্যক্তি প্রকৃতিকে স্তোভ দিয়া নিদ্রিত রাখিতে সক্ষম। কেহ মানবীয় স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধে দণ্ডায়মান হইলে, তাহা আপনার অধিকার পুনর্গ্রহণ করিবে। যেখানে জ্ঞান স্তোভ পাইয়া সংগ্রাম বিমুখ সেখানে হৃদয় অতি দুর্ব্বল। জ্ঞান বস্তু দেখাইয়া দিলে তবেত হৃদয় তাহাকে আশ্রয় করিবে। জ্ঞান যদি বস্তু না দেখাইল, প্রীতির আস্পদ বলিয়া না বুঝাইল, তাহা হইলে হৃদয় সেখানে সংলগ্ন হইবে কি প্রকারে?

ঈশ্বর আছেন, একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। ইটি এখন নির্ব্বিবাদ ভূমি হইয়াছে। এ সময়ে এমন আস্তিক্যশূন্য লোকের প্রায় অভাব যাহাদিগের জ্ঞান ঈশ্বরস্বীকারে বিমুখ। জ্ঞান এখনও অন্ধ রহিয়াছে চক্ষুষ্মান্ হয় নাই, চক্ষুষ্মান্ হইলে তবে আস্তিক্য গুণ সমুপস্থিত হয়। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে" এই তিনি আছেন ইহা না বলিলে কি প্রকারে তিনি উপলব্ধ হইবেন, এ শ্রুতি আস্তিক্য সম্বন্ধে সত্য কিন্তু ইহা স্বীকার মাত্র নহে, "এই তিনি আছেন" ইহা দর্শনের ব্যাপার। যে ব্যক্তি যাহা স্বীকার করে, তাহার সেই স্বীকার দ্বারা সে তদ্গুণসম্পন্ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে না। মৌখিক স্বীকার কখন হৃদয় স্পর্শ করে না, হৃদয় সংস্পৃষ্ট না হইলেও কখন উহা মানবীয় গুণে পরিণত হয় না। দয়া অতি সর্ব্বোত্তম মানব ধর্ম্ম, ইহা কেনা স্বীকার করে, কিন্তু পরহিতে আত্মসুখ বিসর্জ্জন কজন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরসুখের জন্য একান্ত ব্যাকুল নহে, তাহাকে কেহ দয়ালু বলিতে পারে না। এইরূপ ঈশ্বর আছেন ইহা স্বীকার করিলেই যে সে ব্যক্তি আস্তিক্য গুণসম্পন্ন হইল তাহা নহে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব দর্শনের বিষয় হইয়া যখন উহা হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে, চরিত্রের নিয়ামক হয়, তখনই উহা সে ব্যক্তির একটি বিশেষ গুণ হইয়া যায়।

আস্তিক্যগুণ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সহজে প্রতীত হইবে, পৃথিবীতে আস্তিক্য গুণ অতীব বিরল। সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি আস্তিক বলিয়া অভিমান করে, সেও এ প্রণালীতে বিচারিত হইলে অপরিজ্ঞেয়বাদিগণের নাস্তিক্য ভূমিতে দণ্ডায়মান আছে বুঝা যাইবে। কতকগুলি ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলে কেহ আস্তিক হয় না। স্বীকার বিষয়ে আস্তিক হইলেও কেহ আস্তিক্যগুণ লাভ করে না। যদি

আস্তিক্যগুণ লাভ করে না। যদি আস্তিক্য-গুণই না থাকিল তবে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে ফলে আস্তিক্যও যাহা নাস্তিক্যও তাহা। আমরা আস্তিক্য একটি আমাদিগের সুমহদ্গুণ করিতে চাই। এই গুণে সকলকে ভূষিত করিবার জন্যই নববিধানের সমাগম, এবং এই বিধানই সমুদায় পৃথিবীকে এতদ্গুণসম্পন্ন করিবে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে আমরা পক্ষপাতী বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত হইব। ধর্ম্মের মূল আস্তিক্য, তাহাই যদি বর্ত্তমান বিধানে প্রাপ্য হইল তবে অপরাপর বিধান কেন আসিল? আমরা এতদ্দ্বারা কি অন্যান্য বিধানকে হেয় করিতেছি? কখনই নহে। আমাদের কথা দূরে থাকুক মহাজনগণ শিরোমণি ঈশা কি বলিয়াছেন? "পিতাকে বিশ্বাস কর, যদি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে না পার, আমাকে বিশ্বাস কর যে আমি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। যদি আমাকেও বিশ্বাস করিতে না পার, আমার ক্রিয়া সকল বিশ্বাস কর, কেননা এ সকল ক্রিয়া আমি করি না, আমার পিতা আমার ভিতরে থাকিয়া করেন।" মহর্ষি সর্ব্ব প্রথমে ইচ্ছা করিলেন যে সকলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, কিন্তু দেখিলেন লোকের তাদৃশ যোগ-চক্ষু নাই যে অদৃশ্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সুতরাং আপনাকে সকলের গোচর জানিয়া বলিলেন আমাকে বিশ্বাস কর যে আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত। কিন্তু এখানেও দেখিলেন যে মনুষ্যগণ তাঁহার অনাবিষ্কৃত গুণ সমূহ ধারণ করিতে অক্ষম, কেন না সে সকল ঈশ্বরের ন্যায় চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। যাহা তাঁহাতে অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহা লইয়া তিনি পূর্ণ। আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত উভয় গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহাকে গ্রহণ করা হয় না, অথচ সেরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে এমন লোক বিরল। সুতরাং সর্ব্বশেষে আবিষ্কৃত ক্রিয়াসমূহকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। দেখ এক ঈশ্বরের বিশ্বাস পরম্পরায় ক্রমে কোথায় আসিয়া নামিয়া পড়িল। পূর্ব্বতন ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্র মহাত্মাদিগকে এইরূপে সাধারণ জনগণকে বাধ্য হইয়া অতি নিম্নভূমির বিষয়ে উপদেশ করিতে হইয়াছে।

এইরূপ পারম্পারিক ঈশ্বরে বিশ্বাসকে আমরা ও, গুণ সম্পর্কে আস্তিকতা বলি না। "আস্তিক্য" বলিয়া আমরা যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহাতে আস্তিক্য একটি জ্বলন্ত জীবন্ত অগ্নি যাহা সমুদায় দেহ মনকে সর্ব্বদা উত্তপ্ত করিয়া রাখে। সমুদায় বস্তু হইতে যদি ঈশ্বর সত্তার অগ্নি বাহির না হয়, আপনার দেহ মন প্রাণ যদি সেই অনলের আধার না হয়, তাহা হইলে আর আস্তিক্য হইল কোথায়? ভদ্রতার অনুরোধে অথবা আত্মদলে সমুদায় পৃথিবীর লোক ইহা দেখাইবার জন্য যাহাকে তাহাকে আস্তিক বলিতে পারি, কিন্তু জীবন দেখাইয়া দিবে, আমাদিগের ভদ্রতা বা দলপুষ্টির চেষ্টার মধ্যে সারবত্তা অতি অল্পই আছে। এতকাল পরে আস্তিক্যকে একটি জ্বলন্ত অগ্নি করিবার জন্য যখন বিধান সমাগত হইল, তখন আস্তিক্যকে সর্ব্বোচ্চ গুণ জানিয়া যেন আমরা তৎসাধনে প্রবৃত্ত থাকি।

আমাদিগের গৃহ।

গৃহ ছাড়িয়া বনে গমন পূর্ব্বক সাধন প্রাচীন বিধান, বন ছাড়িয়া গৃহে বসিয়া সাধন নবীন বিধান। এরূপ বিপরীত ব্যবস্থা কেন হইল প্রথমে ইহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা কি প্রকারে এই ব্যবস্থার অনুসরণ করত উচ্চতম ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, ইহা দেখা একান্ত প্রয়োজন। গৃহ যদি আমাদিগের তপস্যাভূমি হয়, তাহা হইলে কি

উহা সর্ব্বদা আমাদিগের অনুকূল? সর্ব্বদা অনুকূল কে বলিবে? যখন প্রতিকূল তখন কিরূপে চলিতে হইবে যখন অনুকূল তখন কি ভাবে তন্মধ্যে থাকিতে হইবে, ইহাই আমরা দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভয় ও প্রেম এ দুই ধর্ম্মরাজ্যে বহুদিন হইল স্থানাধিকার করিয়া রহিয়াছে। হয় ভয় না হয় প্রেম ধর্ম্মের সঙ্গে অনুস্যূত থাকিবেই থাকিবে। গৃহের সঙ্গেও এ দুয়ের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। হয় গৃহ ভয়ের আবাস স্থান, না হয় উহা প্রেমের আবাস স্থান। প্রতিকূল গৃহ ভয়ের স্থান। অনুকূল গৃহ অনুরাগের আবাসভূমি ইহা সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে খানে গৃহ সর্ব্বদা সাধনে প্রতিকূল সেখানে সাধক ভয়ে বাস করেন। এই ভয়ের হেতু গৃহ শ্মশানভূমি। এই শ্মশানে বসিয়া সাধককে সাধন করিতে হয়। সংসার যে সকল বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সাধন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করে, সাধক সে সকলকে ভ্রূভঙ্গিতে উড়াইয়া দিতে পারিলে তিনি সাধনে কৃতকার্য্য হন, অন্যথা তাঁহার সাধনভঙ্গ অনিবার্য্য, এই সময়ে গৃহের সঙ্গে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যের যোগ হয়। এই বৈরাগ্য নিজের অসহনীয় বীর্য্যে ক্রমে সংসারকে জয় করে। পরাস্ত সংসার আর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বিভীষিকা বর্জ্জিত হইয়া সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করে, এই সময় সংসারে দ্বিতীয় সাধন আরম্ভ হয়। সৌভাগ্যশীল তিনি যিনি সংসারকে পরাজয় করিয়া সাধনের অনুকূল ক্ষেত্র করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন।

যেখানে সংসারও সাধনের প্রতিকূল, সাধক প্রীতিমান্ হইলেও সেখানে প্রীতির বাহ্য আবিষ্কারে সমর্থ নহেন। এ অসামর্থ্য সাধকের আত্মদৌর্ব্বল্য জন্য নহে, যাহারা গ্রহণ করিবে তাহাদিগের অনুপযুক্ততা নিবন্ধন। সাধকের গভীর প্রীতি প্রীতিভাজন গণের যে কল্যাণ অন্বেষণ করে, তাহা তাহারা বুঝিতে অসমর্থ, সুতরাং সাংসারিক প্রীতি নয় বলিয়া তাঁহাতে যে প্রীতি আছে সংসারিগণ তাহা বুঝিতে পারে না। গূঢ় প্রীতি তাঁহার চরিত্রকে মধুময় করিয়া রাখে বটে, কিন্তু সংসার তাহার সম্ভোগে কৃতার্থ হয় না। তাঁহার তীক্ষ্ণ বৈরাগ্য সংসারের মনে শঙ্কা উৎপাদন করে, এখনও সে সময় আইসে নাই যে সময়ে সেই বৈরাগ্য কণ্টকশয্যোপরি প্রেমগোলাপের সৌন্দর্য্য আনয়ন করিবে যাহা দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইতে পারে।

সংসার বহু বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াও যখন তাঁহাকে অনুসর্ত্তব্য বিষয় হইতে বিরত করিতে না পারে, তখন সন্ধিবন্ধন করিতে অগ্রসর হয়। সে সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করে, অথচ অবসর পাইলে তাঁহার বিনাশ সাধন করিবে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকে অচতুর সাধক সংসারের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া প্রাণ হারায়, কিন্তু যিনি সুচতুর তিনি সন্ধিবন্ধনে স্বীকৃত হন না। যত দিন না সংসার একেবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পদানত হয় তত দিন তীব্রবৈরাগ্যের তেজ চন্দ্রালোকে পরিণত হয় না। যখন সংসার সাধকের সাধন স্বীকার করে, এবং তাঁহার পথে অগ্রসর হয়, তখন প্রেমের সুরভিগন্ধে সমুদায় গৃহ আমোদিত হয়।

সাধকের মন ঈশ্বরের চরণে নিমগ্ন। সমুদায় পরিবার যখন সেই চরণ কমলের মধুগন্ধে সমাকৃষ্ট হইয়া তৎসহ লগ্ন হইবার জন্য একান্ত লালসান্বিত হয়, তখন শ্মশান দিব্যোদ্যানে পরিণত হয়। ক্রমে সমগ্র স্বর্গ আসিয়া সেখানে অবতীর্ণ হয়। আর ভয় থাকে না, প্রেম সেখানকার সকল বিষয়ের নিয়ামক হইয়া বিরাজ করে। এই সময়ে সংসারে ঈশ্বর আপন স্থান অধিকার করেন, এবং তাঁহার করস্পর্শে সমুদায় বিশুদ্ধ পবিত্র এবং মধুময় হয়। পূর্ব্বে যে সমুদায় বস্তু, ব্যবহার, আমোদ প্রভৃতি প্রাণ-

নাশের হেতু ছিল, সে সমুদায় এখন মুক্তিপথে সহায় হইয়া উঠে। আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, শয্যা ও ক্রীড়াস্থান সকলই এ সময়ে নির্দ্দোষ শিশুগণের সুখসাধন বলিয়া তাহারা আর কাহাকেও নরকের দিকে লইয়া যায় না, প্রত্যুত স্বর্গধামের দিকে অগ্রসর করে। এ পৃথিবীতে সাধনের এইটী শেষ ভূমি, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে যাহা করিবার জন্য আসা সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইল।

বন ছাড়িয়া উচ্চতর ধর্ম্মের সাধন গৃহে কেন আসিল ইহার কারণ নির্দ্ধারণে প্রথমে আমরা প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা অনুসন্ধানের যে ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত সেখানে আসিয়া দেখিতেছি, গৃহকে এ যুগে কেন বিধাতা সাধনের শ্রেষ্ঠ ভূমি করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি শ্রেষ্ঠ জনগণের ঈশ্বর ছিলেন, এখন তিনি সকলের ঈশ্বর হইবেন অভিপ্রায় করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে তাঁহাকে এবার পাইবে, এ জন্য তাঁহার নূতন লীলা বিস্তার। যখন একাকী একজন তাঁহার নিকটে গমন করিত, তখন নির্জ্জন স্থান তৎপক্ষে অনুকূল ছিল। এখন পরিবার শুদ্ধ সকলকে যখন তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে, তখন গৃহ ভিন্ন তৎসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট স্থান আর কোথায় আছে? বিধাতার অভিপ্রায়ে প্রথমে অতি অল্পসংখ্যক লোক বুঝিতে পারেন। যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার ভার নিপতিত হয়। আমরা প্রথমতঃ যদিও সম্যক্ প্রকারে তাঁহার এই গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কালে তাহার তাৎপর্য্য আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের গৃহ এখন যাহাতে এই অভিপ্রায় সিদ্ধির প্রকৃষ্ট স্থান হয়, তাহা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি প্রথমতঃ শ্মশানভূমিতেও আমাদিগের সাধন আরম্ভ করিতে হয় আমরা ভীত হইব না, কেন না আমরা জানি ঈশ্বরের করুণায় শীঘ্র সেই শ্মশানভূমিই দিব্যধামে পরিণত হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

চক্ষুঃ কর্ণ থাকিলে দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করে। চক্ষুষ্মান্ লোকেরা যাহা দেখে, শ্রুতিমান্ লোকেরা যাহা শ্রবণ করে, তাহাতে তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারে না। কেন না সে বিষয়ে তাহারা আপনারাই সাক্ষী। যদি অন্য দুই ব্যক্তির ভিতরে কোন বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবার প্রয়োজন পড়ে তবে এমন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়, যাহারা সেই তর্ক্য বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছে। সুতরাং দ্রষ্ট ও শ্রোতা যিনি তিনি আপনি আর দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ে অবিশ্বাসী হইবেন কিরূপে? অধ্যাত্ম রাজ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদিগের মধ্যে দ্রষ্টা ও শ্রোতার বিশ্বাস যেরূপ উজ্জ্বল অনুমন্তা বিচারক ও তার্কিক কখন তাদৃশ উজ্জ্বল বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না। অনুমন্তা বলেন, যখন ধূম দেখা যায় তখন অগ্নি অবশ্যই আছে। কেন না অগ্নি ব্যতীত ধূম হওয়া অসম্ভব। বিচারক বলেন, যখন কার্য্য দেখা যাইতেছে তখন কারণ অবশ্যই আছে। তার্কিক বলেন ঈশ্বর আছেন সত্য, কেন না ভৌতিক ঘটনাবলীর ভিতরে সুন্দর বিচার শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিচারক না থাকিলে এ সকল বিচার করিল কে? কিন্তু পরমাণু সকলও ঈশ্বরের সমকাল ব্যাপী, কেন না পরমাণু ব্যতীত জগৎ রচনা সম্ভবে না, উপাদান ব্যতীত উৎপন্ন বস্তুর সম্ভাবনা নাই। আর দ্রষ্টা বা শ্রোতাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস কি জন্য? তিনি বলেন আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার মূর্ত্তি বড় সুন্দর, দেখিলে আর চক্ষু ফিরান যায় না। আমি তাঁহার সেই ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অবধি আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি যে খানে যাই তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। কেবল কি তাঁহার সৌন্দর্য্য আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে? তাঁহার দর্শন অপেক্ষা বাক্য আরও বিমুগ্ধকর। সংসারের শোকে তাপে অধীর হয়ে, যখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকি, বন্ধুর নিকট তিরস্কৃত হইয়া বেদনা জানাইবার স্থান না পাইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাই তিনি এমন সকল মিষ্ট কথা বলেন এমন আশার কথা কাণে কাণে বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে শুনিলেই প্রাণ শীতল হইয়া যায়, সকল কষ্ট যন্ত্রণা চলিয়া যায়,—আর কাঁদিতে

তাহা জানে না। তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যে প্রাণ জুড়ায়, দুঃখ যন্ত্রণা দূর হয়। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, উন্মত্ত প্রকৃতিস্থ হয়। এ অদ্ভুত রহস্য অন্য লোকে বুঝিতে পারে না। যাঁহারা বিদ্যাবান্ তাঁহারা বিদ্যাবলে কত প্রকার বিজ্ঞতা বক্তৃতা না প্রদর্শন করেন। বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী করিতে কত কূটপ্রশ্ন করেন কিন্তু বিশ্বাসী বলেন আমি ও সকল কথা বুঝি না; আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার সুন্দর মুখের কথা শুনিয়াছি, আমি তাঁহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারি না। এস্থলে যদি প্রশ্ন কর্ত্তা শত্রু হইয়া প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হন, দ্রষ্টা ও শ্রোতা বিশ্বাসী তবু আপনার বিশ্বাস হইতে বিচলিত হন না। বিশ্বাসীর শাণিত বিশ্বাসরূপ খড়্গমুখে পড়িয়া চিরকাল অবিশ্বাসীদিগের বৈরভাব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, এখন হইতেছে, ইহার পরে ও হইবে।

অনেক দিন অতীত হইল নববিধান ভূতলে আসিয়াছেন ইহার শক্তি সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বহু পরিমাণে মানব হৃদয়ে মুদ্রিত হইল। তদ্দ্বারা নূতন নূতন জীবন সকল সংগঠিত হইল? তবু সাধারণ মানবমণ্ডলীর দৃষ্টি পরিষ্কৃত হইল না!! এখনও লোকের হৃদয়ে নূতনত্ব কি নিঃসন্দেহ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল না!!! এখনও অবিশ্বাসীরা জিজ্ঞাসা করে নববিধানে নূতনত্ব কি? বস্তুতঃ যাঁহাদের জীবনে ঈশ্বরের শক্তিময় হস্তের বল প্রকাশ পায় তাঁহারা সেই শক্তির উপর আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আত্মকর্তৃত্ব ভুলিয়া যান। এবং তিনি সেই সুন্দর করস্পর্শে ক্রমে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপস্থিত হইতে থাকেন? তখন তিনি দেখিতে পান তাঁহার মলিন কৃষ্ণবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে গৌরকান্তিতে পরিণত হইতেছে। এমন সৌন্দর্য্য উদ্ভাবিত হইতেছে যে তিনি আপনিই দেখিয়া বিমুগ্ধ, তাঁহার চিরপুষ্ট পাপ মলিনতা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সম্পর্ক ছাড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে এবং স্বর্গের দেবতাগণ আস্তে আস্তে তাঁহার জীবনের গভীরতম প্রদেশে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতেছে। তাহাতে বিশ্বাসের বল বাড়িতেছে, ভক্তি ও প্রেমের দিব্যকান্তি প্রাণের ভিতরে ফুটিতেছে। এবং নূতন নূতন সত্য নূতন নূতন ভাব প্রকাশিত হইয়া জীবনকে নূতন ভাবে সাজাইতেছে, যে সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য স্বর্গের দেবতাগণ লোভ প্রকাশ করিতেছেন এই ব্যক্তি বিধানের নূতনত্ব কি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন, অন্যথা পুরাতন পাপের শক্তি এমন করিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখে, যে তাহার পক্ষে তাহা অতিক্রম করিয়া যাওয়া দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে সুতরাং তিনি সেই মলিন চক্ষু লইয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ হন না, সেই বধির কর্ণ লইয়া স্বর্গের সুসংবাদ শ্রবণ করিতে পান না, অন্য লোকে যে নবজীবন পাইতে পারে তাহা ও বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অতি কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা বস্তু কি, যে জানে না সে তাহা দর্শন করিয়া কাচ বা শুক্তি জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যায়। যে শিশু মাতৃক্রোড়ে কখন শয়ন করিল না সে সে ক্রোড়ের মাধুর্য্য কিরূপে বুঝিবে? সে ক্রোড়ে শয়ন করিলে কি যে সুখ, কি যে আনন্দ তাহা সে বুঝিবে কিরূপে? জগতে যাহার জন্ম হইয়াছে, সেই মাতৃ ক্রোড়ে কি সুখ জানে, মাতৃ স্নেহ কি জানে কিন্তু জন্ম গ্রহণ করিল অথচ মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিল না, মাতৃস্নেহ যাহা জলবায়ু অগ্নি অপেক্ষা ও সহজ সম্ভোগ করিল না, তাহার মত দুর্ভাগা আর কে আছে? কেন না যাহার মা নাই সে আর নূতন সাজে সাজে না, নূতন বেশ বিন্যাস প্রাপ্ত হয় না, নূতন বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করিতে পায় না, তাহার পুরাতন মলিন বস্ত্র মলিন ছিন্ন পরিচ্ছদ আর কখন ঘোচে না। সে নূতনত্ব কি কিরূপে বুঝিবে?

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

আমাদিগের প্রেরিত ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া নববিধান প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিগত সোমবারে সমুদ্র পথে যাত্রা করিয়াছেন। নববিধান যেরূপ বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহা সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতে না পারিলে মনের সাধ মিটে না। প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। এই ভাবে কার্য্য করিবার অথবা এই ভাবে নববিধান প্রচার করিবার জন্য সকলেরই মনে অভিলাষ জন্মে কিন্তু সকলের বিশ্বাস ভরসা তেমন প্রশস্ত নহে, বিধাতা সকলকে তেমন করিয়া নানাবিধ উপকরণে সাজান ও নাই সুতরাং অভিলাষ হইলে ও তদনুযায়ি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ইতি মধ্যে যদি কেহ সেই ব্রত পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া বাহির হন, এবং তাঁহাতে তাদৃশ সাধনের আয়োজনের সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই সেই হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সেই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হয়। আমি করিতে পারিলে করিতাম, আমার অযোগ্যতা দর্শনে আমার ভ্রাতা সেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত, এস্থলে আমি আনন্দ প্রকাশ না করিয়া কোন ক্রমেই থাকিতে পারি না। এই হৃদয়ের উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিগত ২৭ শে ফাল্গুন শনিবার আলবার্ট হলে আশালতা (মদ্যপান নিবারিণী সভা) ও উপাসক মণ্ডলী ক্রমে উপর্য্যুপরি দুই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। আশালতা কর্তৃক যে সভা আহূত হয় তাহাতে আমাদি-

দিগের আচার্য্য মহাশয় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি ও ইংরাজ উপস্থিত হইয়া যথা সম্ভব বক্তৃতা করিয়া উক্ত ভ্রাতাকে উৎসাহিত করেন এই সভা ৪টার পর আরম্ভ হইয়া ৬৷ টার সময় ভঙ্গ হয়। তৎপর ৮॥ টার পর উপাসক মণ্ডলী কর্ত্তৃক দ্বিতীয় সভা আহূত হয়। প্রথম সভাতে আচার্য্য মহাশয় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিয়া পরিশ্রান্ত হওয়াতে দ্বিতীয় সভায় আর উপস্থিত হইতে পারিলেন না। নিম্নলিখিত প্রণালী মতে উক্ত সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল যথা ২৯ শে ফাল্গুন সোমবার তিনি জাহাজে আরোহণ করিবার সঙ্কল্প স্থির করাতে তাহার পূর্ব্ব দিবস ২৭ শে ফাল্গুন শনিবার দিবস রাত্রিকালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিবার জন্য উপাসক মণ্ডলী একত্র সমবেত হন। উক্ত সভাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলেন। তৎপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোপাল সেন মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথ মিত্র একটি অতি সুন্দর কবিতা পাঠ করিলেন। কবিতাটি আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ বিহারী সেন এম এ ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া আমাদিগের ভ্রাতাকে বিশেষ উৎসাহিত করিলেন, তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা চরণ খস্তগির মহাশয় ও নববিধানের মহত্ত্বগৌরব স্মরণ করাইয়া অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করাতে শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল বাঙ্গলাতে অতি মিষ্ট ভাবে কিছু বলিলেন। তাহার পর আমাদিগের বিদেশ যাত্রী ভ্রাতা কিরূপে বিদেশে জ্ঞানী সভ্য জাতির মধ্যে আপন বিশ্বাসের বিষয় সকল প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিলেন শ্রোতৃবর্গ মধ্যে অনেকেই তাঁহার বাক্য শ্রবণে অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রার্থনার পর ভ্রাত উপাসক মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন, হে উপাসক ভ্রাতৃগণ! আমি দূরদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছি. তোমাদিগকে ছাড়িয়া দূর দেশে যাইতেছি। আবার আসিব, আবার তোমাদিগের সহবাসে সুখী হইতে পারিব, সে আশা কতদূর ফলবতী হইবে জানি না। তাই যাইবার সময়ে একটি কথা বলিয়া যাই মনে রাখিও। আমি আজ মন্দিরের বেদিতে বসিয়া উপদেশ দিতেছি না আজ আমি উপদেষ্টা নহি কিন্তু তোমাদিগের দীনভ্রাতা। এই বিনীত ভ্রাতার একটি কথা মনে রাখিলে ক্ষতি হইবে না কিন্তু লাভ হওয়াই সম্ভব। সে কথা চরিত্র সম্বন্ধীয়। বন্ধুগণ! সচ্চরিত্র এবং সুনীতি যাহাতে ব্রাহ্মদিগকে অলঙ্কৃত করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিও। ঈশ্বরোপাসনার মূল্য স্থির হয় চরিত্র দ্বারা। ঈশ্বর উপাসনা করিয়া ও যদি নীতি বিশুদ্ধ না হয়, চরিত্র যদি অপবিত্র থাকিয়া যায়, তবে তাহা খাঁটি উপাসনার সাক্ষ্য দান করে না। এই জন্য আমি অনুরোধ করি, চরিত্র পবিত্র রাখিতে যত্ন করিও, নীতির সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ শাসন জীবনে পালন করিও তাহাতে তোমরা ও সুখী হইবে জগৎ তোমাদের দৃষ্টান্ত লইয়া সুখী হইবে। আমরা শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার এই আন্তরিক ভালবাসার উপদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি।

মানুষ যখন উত্তেজিত হন, বস্তুতঃ তখন অতি হিতৈষী বন্ধুর হিতৈষণাকে ও অবজ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হয় না এই জন্য প্রকৃত গূঢ় তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উত্তেজনার সময়ে কাহাকেও কোন উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হন না কিন্তু উত্তেজনা কমিয়া হৃদয় কোমল হইলে, আপন নিন্দিত আচরণ স্মরণ করিয়া মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইলে সুসময় বুঝিয়া উপদেশ দেন। আমাদিগের ভ্রাতা কোন সময়ের উপদেশ ফলপ্রদ হয়, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সুতরাং এমন সময়ে এমন মিষ্ট কোমল ভাবে তিনি সেই স্মরণীয় কথা কয়টি বলিলেন, যে তাহাতে কাহার মনে তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধ কিছু মনে উদিত হইতে পারিল না বরং অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইল যেন সকলেই তাঁহার বাক্য প্রতিপালনে যত্ন করিবেন এরূপ স্বীকৃত হইলেন। আমরা আশা করি আমাদিগের ন্যায় আমাদিগের অন্যান্য ভ্রাতৃমণ্ডলী ও আমাদিগের বিদেশগামী ভ্রাতার স্নেহের উপদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইবেন। তাঁহার প্রার্থনা শেষ হইলে শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন ঐশী শক্তিপরিচালিত সঙ্গীতশক্তি দ্বারা একটি নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিলে সভা ভঙ্গ হইল। সঙ্গীত যথা;

রাগিণী বাহার।—তাল একতালা।

যাও যাও সখে দেশ দেশান্তরে প্রচার নববিধান।

মহাসিন্ধু পর পারে, আছে যত শ্বেত কান্তি জ্ঞানী সভ্য জাতি, দেও সবে ব্রহ্ম জ্ঞান।

বল ঘরে ঘরে নগরে নগরে, পূজিতে ঈশ্বরে পরিহরি নরে, যিশুর গরিমা পবিত্র মহিমা, কর যথা তথা গান।

সঙ্গের সম্বল হরিভক্তি বল, লইয়া অন্তরে ভ্রম ভূমণ্ডল, হও অগ্রসর যথা বীরবর, ধরি বিজয় নিশান।

বিধাতার বিধাতৃত্ব কে বুঝিতে পারে? তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে এমত শক্তি কার আছে? আমরা তাঁহার স্নেহ তাঁহার প্রেমের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া অবাক্ হইয়াছি। আমরা সংসারে দরিদ্র, কল্য কি খাইব কি পরিব কোথায় থাকিব তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। অথচ আমাদিগের উপরে তাঁহার

গুরুতর কার্য্য সাধনের ভার অর্পণ করিলেন কেন? আমরা অসমর্থ তিনি জানেন তবু কেন তাদৃশ গুরুভার আমাদিগের মস্তকে চাপাইলেন? কে বলিবে কেন, কে জানে তাঁহার মনের অভিপ্রায়? এমত সকল লোক তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য ডাকিলেন, যাহাদিগের শরীর কগ্ন, দুর্ব্বল অর্থসম্পত্তি নাই, লোকবল নাই, কিন্তু যখন তাহার প্রত্যাদেশ হয় তখন কগ্ন আর আপনাকে কগ্ন বলিয়া মনে করিতে পারে না, দুর্ব্বলের দৌর্ব্বল্য থাকে না, দরিদ্র পথের ভিকারী কোথা হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ, জনতা, সমুদায় লাভ করিয়া নিরাপদে প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তিনি চিরকালই এইরূপ অতি সামান্য লোক, যাঁহারা পৃথিবীর লোক সমাজে অতি হেয় বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের প্রতি গুরুতর কার্য্য সাধনের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ বোধ হয়, তাঁহার আপন মহিমা ব্যক্ত করা। যদি বড় বিদ্বান্ বড় উপাধিধারী অথবা যাহাদিগের অনেক জনবল অর্থবল আছে তাদৃশ লোকের প্রতি তাঁহার কার্য্যভার প্রদান করিতেন, তাঁহার মহিমা কেহ বুঝিতে পারিত না। মানুষেরা বলিত অমুক লোক বড় বিদ্বান্, বড়ধনী, বড় সম্ভ্রান্ত তাই সে এই মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং বড়লোকের ভিতরে ঈশ্বরের মহিমা কেহ অনুভব করিতে পারিত না ইহা মনুষ্যের দ্বারা হইত কেন না মানুষ বড় হইলেও মানুষ বাতীত [illegible] মানুষের কার্য্যই মানুষ পারে ঈশ্বরের কার্য্য [illegible] পারে না। এই জন্য এস্থলে দুর্ব্বল সবল, [illegible] ধনী বা নির্ধন সকলই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতএব কগ্ন, দুর্ব্বল, মূর্খ প্রভৃতি পৃথিবীর অতি সামান্য লোককে ডাকিয়া তিনি তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করেন এবং আপনি তাহার ভিতরে উপস্থিত থাকিয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পৃথিবী এস্থলে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে অস্বীকার করিতে পারে না। কেন না, পৃথিবী যাহাকে মূর্খ বলিয়া অবগত আছে সে যদি বিদ্যাবানের অপেক্ষা গভীর অর্থযুক্ত কথা বলিতে পারে, তবে সে আপনি অবাক্ হইয়া তাহার ভিতরে ঈশ্বরের সুমহৎ শক্তি অবলোকন করে। পৃথিবী যাহাকে দুর্ব্বল ও কগ্ন বলিয়া জানে সে যদি সমুদায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিধি ভঙ্গ করিয়াও দেশ বিদেশে ঈশ্বরের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, আর তাহাতে তাহার অস্বাস্থ্য দূর হইয়া যায় তাহার ভিতরে ঐশী শক্তি দর্শন না করিয়া আর কি করিবে? বস্তুতঃ এই সকল অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা সকল যখন আমরা চিন্তা করি পাঠ করি বা দর্শন করি, তখন সেই সর্ব্বারাধ্য বরণীয় দেবতাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা না দিয়া কোন ক্রমেই বিরত থাকিতে পারি না। সম্প্রতি আমরা এই উপস্থিত ঘটনাতে করুণাময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা অবলোকন করিয়া অবাক্ হইয়াছি। যাহার কণা আহার করিবার তণ্ডুলের সংস্থান নাই সে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে অর্থ পাইল? যে প্রতিদিন রোগের যন্ত্রণায় অস্থির সে প্রকাণ্ড মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দূরতর দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে চলিল? যে এ সংসারে কোন উপাধি পায় নাই, তেমন লিখা পড়া জানে বলিয়া পৃথিবীর নিকট পরিচিত নহে সেই পৃথিবীর বড় বিদ্বান্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগকে জ্ঞানের পর্য্যায় শিক্ষা দিতে চলিল? ইহা চিন্তা করিলে, মনোযোগ দিয়া এই সকল ঘটনা পাঠ করিলে ঈশ্বরের জীবন্ত হস্ত প্রকাশ্য রূপে ইহার অভ্যন্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যদি ও সকল বিষয়ে সকল কার্য্যে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা দর্শন করিতে বাধ্য কিন্তু ও সকল ঘটনা সেরূপ নহে, অন্য ঘটনাতে আমরা যত্ন করিয়া ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভব করি, আর এ ঘটনাতে ঈশ্বর আপনি উদিত হইয়ে আমাদিগকে দর্শন দিতেছেন। ধন্য ঈশ্বর !!

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মীশ্বরং॥

যাঁহার কৃপা মূককে (বোবা) বাক্‌শক্তি প্রদান করে, পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘনে অধিকার দেয় সেই পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্রের রচিত ও পঠিত কবিতা।

১

ত্যজিয়া জনম ভূমি কিসের লাগিয়া
ভাসিয়া সাগর' পরে, যাও দেশ দেশান্তরে,
কিসের লাগিয়া আর্য্য! উঠিলে মাতিয়া?

পাইবে না জন্মভূমি দেখিতে নয়নে,
ভারতের কথা যদি, উঠে প্রাণে নিরবধি
উঠিয়া বিলীন তাহা হইবে গোপনে।

শুধুই কি জন্ম ভূমি চলিছ ছাড়িয়া?
প্রিয় ভারতের সনে, হৃদয়ের বন্ধুগণে,
চলিয়াছ তুমি আর্য্য! সবারে রাখিয়া।

তা'ও শুধু নয়, তব জীবন সঙ্গিনী
ভাবিলে না নিজমনে, একাকিনী নির্জ্জনে,
রহিবেন কেমনেতে দিবস রজনী।

উঠেছ মাতিয়া তুমি, কোথায় ভাব না?
কে শুনিবে তাঁর কথা, কে বুঝিবে তাঁর ব্যথা,
কে থাকিবে কাছে তাঁর, কিছুই জান না।

ভাসিলে সাগরে, আহা? সেবিতে তোমায়,
কেহ কি নিকটে রবে, সুখ দুখ ভাগী হবে,
বল শুনি পরকাশি আমা সবাকায়।

২

শুনিলে বংশীর রব কুরঙ্গ যমন,
ঠেলিয়া সকল বাধা দ্রুতবেগে ধায় ;
যেমতি তুমি হে আর্য্যা ! চলেছ এখন,
তোমার সম্মুখে বাধা নাহি রাখা যায়।
কোন্ বংশীরব তুমি শুনিয়া শ্রবণে,
উঠেছ মাতিয়া আজ শুনিতে বাসনা ;
বৈরাগী উন্মত্তপ্রায় হইলে কেমনে,
বারেক বলিয়া এবে পুরাও কামনা।
অথবা সংগ্রামভেরী সৈনিকের কাণে,
বাজিলে যেমতি হয় সৈনিকের প্রাণ ;
তেমতি কি শুনিয়াছ বাজে কোন খানে,
ছুটেছ সমরক্ষেত্রে তাই খুলিয়া কৃপাণ ?
যাও ছুটে, তুমি আর্য্যা ! শুনেছ শ্রবণে,
বাজান সংগ্রামভেরী, বিধান জননী,
পর্ব্বতে, সাগরে আর গভীর কাননে,
হতেছে সকল স্থানে তারি প্রতিধ্বনি।
এবার পাপের সনে লেগেছে সংগ্রাম,
আসিয়াছে নববিধি ভুবন মণ্ডলে ;
রণভেরী বাজিতেছে তাই অবিরাম,
জাগাইতে বিধানের যত সেনা দল।

৩

চলিয়াছ সেই হেতু,
ধরিয়া বিধির সেতু,
সমুদ্রে অর্ণব পার হইবে নিশ্চয় ;
হৃদয়ের হর্ষভরে,
যাবে দেশ দেশান্তরে,
ধরিয়া বিধান ধ্বজা ভূমণ্ডলময়।
গাবে বিধানের জয়,
গাবে জননীর জয়,
তোমার গম্ভীর স্বরে জয়ধ্বনি হবে ;
সেই মহা জয়ধ্বনি,
সর্ব্ব স্থানে প্রতিধ্বনি,
পাইবে দিবস নিশি সুগম্ভীর রবে।
কানন করিবে গান,
গুহা তাহে যোগদান,
করিয়া বিধান গীত গাবে উচ্চরবে ;
বিধানী শুনিয়া কাণে,
আনন্দে মাতিবে প্রাণে,
মাতিয়া ঘোষিবে বিধি সমুদয় ভবে।
পড়ে ঘন জলধারা
হইয়া শতেক ধারা
বরষায় দেখিয়াছি নয়নে যেমতি,
বিধি-প্রেম-বরষায়,
ধরা এবে সমুদায়,
তব কণ্ঠ গীত ধারে ভিজিবে তেমতি।
উঠে যথ রাম ধনু,
উঠিবে বিধান ধনু
ব্রিটন, জর্ম্মণী, ফ্রান্স, ইটালী গগনে ;
নর নারী মনোলোভা,
সেই মহাধনু শোভা,
হইবে মোহিত সবে দেখিয়া নয়নে।
মহাদেশ আমেরিকা,
আকাশে পাইবে দেখা,
উঠিছে বিধান ধনু নয়ন রঞ্জন ;
যুবা, বৃদ্ধ, পুরনারী,
দাঁড়াইয়া সারি সারি,
তাহারি সুষমা সবে করিবে দর্শন।
বিধির প্রেরিত তুমি,
যাইবে জাপান ভূমি,
দেখাইবে বিধানের সুষমা কেমন :
থাকিলে যুগল আঁখি,
কেহ না রহিবে বাকি,
দেখিবারে তাহা এবে ভরিয়া নয়ন।

৪

বিধানের তত্ত্বসুধা হইবে বর্ষণ,
করিবে গমন তুমি যখন যেখানে ;
লভিবে আরাম করি পিপাসা মোচন,
নর নারী হবে সুখী সেই সুধাপানে।
শুনেছি অমর হয়, মর্ত্ত্যবাসী নর,
দিব্য ধাম হতে যদি সুধা করে পান ;
দেখিতেছি এ নয়নে হতেছে অমর,
করি পান, নর নারী অমৃত বিধান।
প্রাণ হতে প্রিয় এই নূতন বিধান,
যেখানে যাইবে আর্য্যা ! বলিবে সেখানে
বিস্ময় আনন্দ শান্তি করেছে প্রদান,
যুবা বৃদ্ধ বনিতার মহাসুখ প্রাণে।
"আমরা পরম সুখী" বিধানীরা যত,
বলো আর্য্যা ! করে গান বিধান পাইয়া ;
হরিলীলারস পানে সুখী তারা কত,
প্রকাশে সকলে মিলে নাচিয়া নাচিয়া।
এবার নবীন ভাবে নবীন সাধনা,
করিতে হইবে, এই পাইয়া বিধান ;
সকলে নবীন প্রাণে নবীন কামনা,
ধরিয়া নবীন বিধি করে সবে গান।
নবীন বিধানে হবে প্রেম-পরিবার,
মিলিবে সকল জাতি যে আছে যেখানে ;

ধরিবেন নিজে গান জননী এবার;
কণ্ঠস্বর মিশাইতে হবে তাঁর তানে।

৫

ওরে আর্য্য! যাও, বিধিগুণ গাও,
যারে যথা পাও, কহ তারে ধরি,
নবীন বিধান, কর করপান,
জুড়াওরে প্রাণ, বিবাদ পাশরি।
উঠিয়াছে রবি, মনোহর ছবি,
গাইতেছে কবি, বিধানের গান;
ভারত গগনে, দেখ রে নয়নে,
অযুত কিরণে করে শোভা দান।
জননী তোমার, গৃহ পরিবার,
রক্ষা অনিবার, করেন আপনি;
তুমি তবে যাও, কহ যারে পাও,
"বিধি গুণ গাও, দিবস রজনী।"
কি করিব আর, জননী তোমার,
কাছে অনিবার, রবেন যখন;
তিনি না থাকিলে, এরূপে ছাড়িলে,
করিতাম মিলে, আমরা রোদন।
আমরা কাঁদিয়া, ব্যাকুল হইয়া,
কত বাধা দিয়া, রাখিতাম ঘরে;
জননী আদেশে, গিয়া দেশে দেশে,
ফিরে এস হেসে, আপনার ঘরে।

দিয়াছেন মা তোমারপ্রতাপ অতুল;
বিধানের মনোনীত, কিসে আর ভয়?
দেশে দেশে গিয়া কর অসত্য নির্ম্মূল,
কাঁপায়ে মেদিনী বল বিধানের জয়।

সঙ্গে তব মহাবল, ঈশা মুসা ভক্ত দল,
হিউন সিয়াঙ আর পল আদি যত,
শ্রীচৈতন্য মহাবীর, নানক কবীর বীর,
বিধানের সেনা এবে দেখ শত শত।

তাঁহাদের মত গাও সুগম্ভীর স্বরে,
নববিধানের জয় ভূমণ্ডল ময়;
অসত্য নির্ম্মূল করি দেশ দেশান্তরে,
কাঁপায়ে মেদিনী বল বিধানের জয়।

কনফুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কনফুসের বাল্যকাল কি শিক্ষাপ্রণালীর বিষয়ে বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। শুনা যায় তৃতীয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাল্যকালে, তিনি মহা ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যখন কনফুস অতিশয় শিশু ছিলেন, বলিদান ইত্যাদি ক্রীড়ায় খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কোন্ সময়ে তিনি পাঠ আরম্ভ করেন তাহার বিষয় কিছুই জানা যায় না; কেহ কেহ বলেন তিনি সপ্তম বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে গমন করেন, কিন্তু তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন। যদি এই কথার অর্থ এরূপ হয় যে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি বিদ্যাবিষয়ক লাভালাভের প্রতি মনোযোগী হন তাহা হলে পূর্ব্বের সঙ্গে কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ রক্ষা করা যায়। যদিও তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তথাপিও তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ থাকায় তিনি অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রাচীন ইতি-হাস পাঠ করিতে তিনি যারপর নাই ভাল বাসিতেন এবং আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীন মহাত্মাগণ তাঁহার হৃদয়ের প্রেম এবং ভক্তিকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

উনবিংশ কি বিংশবৎসর বয়সে কনফুস সুঙ্ রাজ্যের কিন্‌কোয়াং বংশীয়া এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং পরবৎসরেই তাঁহার পুত্রের জন্ম হয়। দুঃখের বিষয়, কনফুসি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। কোন কারণে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনের মিল না হওয়ায় অল্পকাল মধ্যেই তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিবাহ করিয়াই কনফুস্ রাজসংসারে একটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং যদিও তিনি তখনই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তথাপিও তাঁহাকে দরিদ্রতা নিবন্ধন শস্যশালা রক্ষকের অতি সামান্য পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক তাঁহার ক্ষমতা ও কার্য্যশীলতা বশতঃ তিনি অল্পকালের মধ্যে রাজার মনকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার কার্য্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্রের জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই তিনি দুইটী প্রকাণ্ড মৎস্য যৌতুক স্বরূপে প্রেরণ করেন এবং তাহাতেই তাঁহার পদেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, তিনি শীঘ্রই সাধারণ শস্যক্ষেত্র সমূহের কর্ত্তৃত্ব পদে উন্নীত হইলেন। যদিও এই সময়ে কনফুসকে নানা প্রকার কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং সাংসারিক কার্য্য কলাপে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইত তথাপিও তিনি স্বীয় জীবন স্বরূপ নীতিসাধনে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করেন নাই। সমুদয় ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার মন স্বকার্য্য সাধনের দিকে প্রতি নিয়ত সন্নিবিষ্ট থাকিত। তিনি যাহা কিছু কার্য্য করিতেন তাহা এমনই কঠোর নীতি সহকারে সম্পাদন

করিতেন যে তাঁহার কার্য্যে বিন্দুমাত্রও ক্ষত ধরিতে কেহ কখনও পারে নাই

আমরা পূর্ব্বেই কনফুসের সময়ের, চীনরাজ্যের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছি। মিনসিটস্ নামক তাঁহার কোন শিষ্যের লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, চীন তৎকালে একেবারে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং সুনীতি প্রায় কোন স্থানেই দেখা যাইত না। নিষ্ঠুরতা দেশে এমনি প্রবল হইয়াছিল যে মন্ত্রীগণ রাজা দিগকে এবং পুত্রগণ পিতাদিগকে হত্যা করিতে সঙ্কুচিত হইত না। কনফুস এই সমুদয় দর্শন করিয়া যারপরনাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বে তৎসমুদয় পরিবর্ত্তন ও দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে কনফুস উপদেষ্টার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার আবাস অনুসন্ধিৎসু ও শিক্ষার্থী যুবক বৃন্দের শিক্ষা স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। যে যাহা কিছু অর্থদান করিতে পারিত তাহার নিকট হইতে তাহাই লইয়া তিনি শিক্ষাদান করিতে সম্মত হইতেন। তিনি অর্থের জন্য কাহাকেও ফিরাইয়া দিতেন না। যে কেহ আগ্রহ সহকারে শিখিতে চাহিত তাহাকেই তিনি শিক্ষাদান করিতেন। কিন্তু যাহার শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ না দেখিতেন তাহাকে তিনি বিদায় করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন "যে যাহার শিখিবার জন্য বিশেষরূপে আগ্রহ না হয় তাহার নিকট আমি সত্য প্রকাশ করি না। এবং যে না আপনা আপনি সত্য বুঝিতে সমর্থ হয় তাহাকে শিক্ষা বিষয়ে কখন সহায়তা করি না। কোন সত্যের এক কোণ প্রকাশ করিলে যে না আপনি অপর তিন কোণ পূরণ করিয়া এবং বুঝিয়া লইতে পারে আমি তাহাকে আর পুনরায় পাঠদান করি না।

খ্রীষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ৫২৮ বৎসর পূর্ব্বে কনফুসের মার মৃত্যু হয়, ইহাতে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য রাজকীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাচীন রীতিনীতি সমুদয় পুনরুদ্দীপন করিবার জন্যই আগমন করিয়াছিলেন সুতরাং এই সুবিধা পাইয়া দেশের প্রাচীন নিয়মানুসারে তিনি তিন বৎসর কাল একাদিক্রমে শোক চিহ্ন ধারণ করেন ও কোন প্রকার কাজকর্ম্ম না করিয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করতে দিন যাপন করেন এবং কেবল যে নিয়মপালন করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি বাস্তবিকই মাতৃবিয়োগে যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি এতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন যে এই তিন বৎসরকাল শোকে অতিবাহিত করিয়াও কিছুদিন পর্য্যন্ত গীতবাদ্য বা অন্য কোন প্রকার আমোদ আহ্লাদ করেন নাই।

মার মৃত্যুতে কনফুস্ দেশীয় প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া আর একটি নূতন কার্য্যও সম্পাদন করিয়াছিলেন। দেশীয় রীতি অনুসারে কাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ নিকটবর্ত্তী কোন পবিত্র ভূমিতে প্রোথিত করা হইয়া থাকে কিন্তু কনফুস্ ঐ প্রথা অনুমোদন না করিয়া আপনার পিতার মৃতদেহের সঙ্গে মাতৃদেহ প্রোথিত করিতে ইচ্ছুক হন, এবং আপনার পূর্ব্ব নিবাস গ্রামে কবর প্রস্তুত করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ইহা প্রথমে তাদৃশ সহজ বোধ হইল না, কারণ তাঁহার পিতার দেহ কবর হইতে বাহির করিয়া স্বগ্রামে লইয়া যাওয়াও তাহাকে আবার প্রোথিত করা বড় কষ্টকর বোধ হইল কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কনফুসের নিকট সমুদয় কষ্টকর ব্যাপারই সহজ হইয়া গেল, তিনি সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, পিতামাতা উভয়েরই দেহ বাক্সে বন্ধ করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বাবাস গ্রামে লইয়া যাওয়া হইল এবং সে খানে একটী খুব স্থায়ী রকমের গোর খনন করিয়া তাহাতে উভয় দেহকেই পাশাপাশি রাখিয়া প্রোথিত করা হইল। প্রোথিত করিয়া কনফুস্ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে পূর্ব্বকালে লোকেরা গোর প্রস্তুত করিত তাহা স্মরণার্থ কিছুই রক্ষা করিত না কিন্তু আমি কোন বিশেষ স্থানের লোক নই, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ আমি সকল দিকেরই জন্য আসিয়াছি অতএব কেন না আমি পিতামাতার স্মরণ চিহ্ন রক্ষা করিব? এই ভাবিয়া তিনি গোরের উপরে চারি আড়াই হাত পরিমাণ উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতে অনুমতি দিলেন, এবং কতিপয় শিষ্যকে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে রক্ষা করিয়া আপনি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমুদয় নিষ্পন্ন হইতে না হইতে এক প্রকাণ্ড ঝড় বৃষ্টি হইয়া কবরের উপরিস্থ স্মরণস্তম্ভ সমুদয় ধৌত করিয়া লইয়া গেল, ইহা শুনিয়া কনফুস্ এতদূর ক্ষুণ্ণ চিত্ত হইলেন যে কেহ কেহ বলেন তিনি এই সংবাদে চিৎকার ধ্বনি করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দেশে মৃত প্রোথন কার্য্য তাঁহার দৃষ্টি অতিশয় সামান্যভাবে সম্পাদিত হইত, কিন্তু কনফুস্ সেরূপ অযৌক্তিক বিবেচনা করিলেন এবং মার দেহ প্রোথন সময়ে তিনি যথেষ্ট জাঁকজমক করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত এখনও পর্য্যন্ত চিনে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ

মহাজন।

"মহাজন" এই শব্দটি বহুকাল হইতে সংসারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কেহ মহাজন কি? ইহার অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না। অদ্য নহে, আমরা অনেক দিন হইল মহাজনের মুখে মহাজনের অর্থ শুনিয়াছি। মহৎ শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বড়, তাহাকে মহাজন বলা যায়। ধনে হউক মানে হউক, জ্ঞানে হউক, বলে হউক, ধর্ম্মে হউক কষ্টে হউক, বড় হইলেই তাহাকে মহাজন বলিবার রীতি। এই জন্য পৃথিবীতে ঋণ দাতাদিগকে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ি দিগকে মহাজন বলিয়া ডাকে। ঋণ দাতা নির্ধনকে ধন দিয়া তাহার প্রয়োজন সাধনের উপায় করিয়া দেন এইজন্য তাঁহারা মহাজন। এ মহাজনদিগের সঙ্গে ও স্বর্গের মহাজনদিগের অর্থগত মিল আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ধনে বড়, অন্যের ধন নাই ইহাদিগের ধন আছে, সংসারে ধনের প্রয়োজন হইলেই ইহাদিগের নিকট গিয়া যাচ্ঞা করিতে হয়। ধর্ম্ম রাজ্যের মহাজনগণের ও ধন আছে বলিয়াই তাঁহারা মহাজন। তাঁহারা ভক্তি ধন, প্রেমধন, জ্ঞান ধন, বৈরাগ্যধন, নির্ব্বাণধন, যোগ বা সমাধি ধন লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের আনীত সেই ধন রাশি ব্যতীত সংসারে আর ধন নাই। সে ধন আর কোথা ও পাওয়া যায় না। কেবল তাহাদেরই নিকটে সে ধন আছে। যোগ, সমাধি, প্রেম, ভক্তি

জ্ঞান, বিশ্বাস, নির্ব্বাণ, সেবা প্রভৃতি লাভ করিতে হইলে অথবা ঋণ লইয়া স্বাধীন ব্যবসায় করিতে হইলে সেই সকল মহাজনের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ঋণ লইতে হইবে। যেমন নির্ধন যদি বাণিজ্যাদি করিতে যায় তাহার মূলধনের প্রয়োজন পড়িবেই। মূলধন পাইবার আশা করিলেই ধনী মহাজনের নিকট যাইতে হইবে। সেইরূপ স্বর্গের ধন লইয়া যদি কেহ বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে সেই সকল মহাজনের দ্বারস্থ হইতেই হইবে নতুবা অন্য কোথাও সে ধন পাইবার আশা নাই। এইজন্য মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "যিনি স্বর্গে যাইবেন তাঁহাকে আমার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে স্বর্গে যাইবার অন্য পথ নাই।" সুতরাং মূলধনের অধিকারী তাঁহারাই। কেহ যদি যোগ সমাধি লাভ করিতে চায়, অস্মদ্দেশীয় যোগী ঋষিদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিতেই হইবে। কেহ যদি বৈরাগ্য বা নির্ব্বাণ চায় তবে শাক্যমুনির দ্বারস্থ হইতে হইবে, অন্য কোথাও সে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রেম ও ভক্তিধন পাইবার বাসনা করিলে মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারে ভিকারীর বেশে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। যদি ইচ্ছা যোগ ও পুত্রত্ব লাভ করিবার বাসনা থাকে মহর্ষি ঈশার নিকটে যাইতেই হইবে। যদি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে বাসনা হয়, মহাত্মা মূশার নিকট গিয়া দীনতা প্রকাশ করিতে হইবে। জ্ঞান বুদ্ধি কবিত্ব ধন মান প্রভৃতি পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা আপন চেষ্টা ও আপন বলে যথা তথা প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু যোগ সমাধি প্রেম ভক্তি পুত্রত্ব পবিত্রতা, নির্ব্বাণ বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের মহাধন সকল, এই সকল মহাজন ভিন্ন অন্য কোথাও পাইবার আশা নাই। কেন না বিধাতা আপন ভাণ্ডারের চাবি স্বয়ং এই সকল ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন। সুতরাং এই বাক্যের কোন সম্পদ চাহিতে হইলে নিজে নিজে পৃথিবীর অন্যান্য ধনের ন্যায় সহজে উপার্জ্জন করা যাইবে না কিন্তু এই সকল মহাজনের গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীর ধনও যাহার নাই সে ধনের জন্য যাহারা প্রার্থী তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য ধনশালী লোকের গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া দীনভাবে প্রার্থনা করে তবে সে ধন প্রাপ্ত হইতে পারে। অথবা ঋণ পত্র লিখিয়া দিয়া ঋণ লইয়া ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। ব্যবসায়ের লাভাংশ হইতে ক্রমে ঋণ স্বরূপ মূলধন পরিশোধ করিতে হয় ইহা না করিয়া কোন আপন বলে কেহ এ সকল সম্পদ পাইতে পারে না। কেন না নির্ধন যে তাহার ধন উপার্জ্জন করিবার দুই পথ এক দাসত্ব স্বীকার, দ্বিতীয় ঋণ গ্রহণ। আমরা ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় করা অপেক্ষা দাসত্ব স্বীকারের গৌরব করি। ঋণ লইয়া যাহারা ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারা যদি মহাজনের দৃষ্টিপথে না থাকিয়া তাঁহাদের সাহায্যের আশা না রাখিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহাতে নিরাপদ হওয়া যায় না এই বিঘ্নসঙ্কুল পৃথিবীর চক্রে পড়িয়া তাহারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিঃসম্বল হয়, পরিশেষে ঋণের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মরিতে হয়। ইহা অপেক্ষা দাসত্ব নিরাপদ, যে ব্যক্তি মহাজনের দাস, মহাজন তাহার প্রতিদিনের অন্নপান প্রদানে দায়ী। তাহার অন্য প্রকারে ক্ষতি হয় না, সুতরাং বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। প্রতিদিন দাসত্ব করিয়া যাহা লাভ করেন তাহা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই প্রকারে মহাজনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে আর কেহ মহাজনদিগকে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। কেহ আর আপন বলে স্বর্গে যাইতে চাহিবেন না। পৃথিবী হইতে স্বর্গে যাইবার নৌকা মহাজনের ঘাটে, সে নৌকা অন্য কাহারও নাই। অতএব মহাজনকে মহাজন জানিয়া, অনতিক্রমণীয় জানিয়া তাহাদিগের আশ্রিত ও শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

সংবাদ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সঙ্গীত কুসুমহার নাম ভাগের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, ইহাতে ৮৩ টী ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন আছে, এই সকল সঙ্গীত জলপাইগুড়ির কোন ব্রাহ্মবন্ধু কর্ত্তৃক রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভক্তিভাবপূর্ণ সুললিত সঙ্গীত সকল আছে।

বিগত ২১ শে ফাল্গুন রবিবার রংপুর ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রহ্মমন্দিরের গৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভাই রামচন্দ্র সিংহ উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তত্রত্য ভ্রাতৃবর্গ যে নগরকীর্ত্তন বাহির করিয়াছিলেন তাহার মাধুর্য্য জন সাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। রংপুরের প্রতি দয়াময় পরমেশ্বরের বিশেষ দয়া প্রদর্শন প্রয়োজন।

বিগত ২৯শে ফাল্গুন সোমবার শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া নববিধান প্রচার করিবার মানসে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য আচার্য্য মহাশয় সবান্ধবে প্রায় ৫০ ৬০ জন অনুগামী সহ জাহাজের নিকট গঙ্গার ধারে গিয়া দণ্ডায়মান হন ও ভ্রাতাকে আদর ও সম্মানের সহিত বিদায় দান করেন। ভাই প্রতাপচন্দ্রের পাথেয়াদির সাহায্যের জন্য নিম্নলিখিত দান সকল আমরা কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি, এক্ষণে ভবিষ্যতে যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলে আমরা যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

দান প্রাপ্তি।

কানপুরস্থ বন্ধুগণ	...	১০০০
বরোদার মহারাজ	...	৩০০৲
লাহোরস্থ বন্ধুগণ	...	৩১৫৲
গাজিপুরস্থ ঐ	...	২০০৲
ভাগলপুরস্থ ঐ	...	১০০৲
ডোমরাওনের মহারাজ	...	৩০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায়	..	১০০৲
টেওর টম্‌সন (বিহার)	...	২০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় (কলিকাতা)	...	৫০৲
,, ,, কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	২০৲
,, ,, প্রিয়নাথ ঘোষ	...	১০৲
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ	...	৩০৲
ঢাকাস্থ কোন বন্ধু	...	২৫৲
ক্ষুদ্র দান কলিকাতা	...	১৪৲

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৪ ঠা চৈত্র শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ।
৭ সংখ্যা।
১লা বৈশাখ শুক্রবার, ১৮০৫ শক।
বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে যোগিজনের হৃদয়রঞ্জন পরমেশ্বর, দেখিলাম তুমি তোমার সঙ্গে নিত্যযোগে আবদ্ধ হইবার জন্য আমায় এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছ। মা কখন ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার সন্তানগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া অপরকে মা বলিবে, অপরের গৃহে বাস করিবে, অপরের কথা শুনিয়া চলিবে। তুমি নিয়ত ইচ্ছা কর যে, তোমার সন্তানগণ নিয়ত তোমার গৃহে বাস করে, এবং সর্ব্বদা তোমাকেই মা বলিয়া ডাকে, তুমি যে অন্ন পান দাও তাহাই ভোজন পান করে, তুমি যে শয্যা পাতিয়া দাও সেই শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করে। হে দেব, এ যোগ যে মহাযোগ, এ যোগ যে অখণ্ড যোগ, এ যোগ যে অবিচ্যুত যোগ। আমি সংসারে আহার পান করিব পড়িব শুনিব আলাপ করিব, বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, অথচ তোমার সঙ্গে আমার যোগ কাটিবে না, এ কি মধুর কথা তুমি আমায় শুনাইলে। আমায় আর বিষণ্ণ বদনে বিষণ্ণ মনে প্রযত্নাভ্যস্ত আসনে কঠোর প্রযত্নে বসিয়া দীর্ঘকাল যোগসাধন করিতে হইবে না, আমি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় জনচক্ষে প্রতিভাত হইয়া মহাযোগে যোগী হইব, এ সৌভাগ্য তো সামান্য সৌভাগ্য নহে। প্রভো, তুমি যা বলিলে, যা নিমেষমাত্র দেখাইলে, পলকে বুঝিলাম এ অবস্থা নিত্য অবস্থা হইতে পারে, একবার অনুগ্রহ করিয়া সেই অবস্থা নিত্যকালের জন্য দাসে আনিয়া দাও। আমি সহজ মানুষের মত ব্যবহার করিব। সকলে আমায় সহজ মানুষ বলিয়া জানিবে, আমাতে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ভাব লক্ষণ থাকিবে না, অথচ ভিতরে ভিতরে উচ্চ যোগে যোগী থাকিব, এ যদি তোমার কৃপার সম্ভাব, তবে এমন আশ্চর্য্য বস্তু বল কে না চায়? এই আশ্চর্য্য সামগ্রী পলকের জন্য আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং তোমার নববিধানের নবীন সাধকে প্রতিদিন অত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আর বলিতে পারি না ইহা অসম্ভব। হে মাতঃ, যা বুঝাইলে দেখাইলে তাহাই সত্য হউক, এই তোমার নিকটে একান্ত প্রার্থনা। তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দাসকে চিরকালের জন্য কৃতার্থ কর।

যোগিসিদ্ধ।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ লাভ আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। যোগ এমন কিছু সামগ্রী নহে যে, যাহা ছিল না, আমাদিগকে তাহা

উপার্জ্জন করিতে হইবে। স্বভাবতঃ যাহা আছে, স্বভাবের অনুসরণ করিয়া তাহাতে স্থিতি করা যোগসিদ্ধির মূল। স্বভাবের অনুসরণ আমরা কাহাকে বলি, স্থির হইলে, স্বভাব ত্যাগ করিয়া গেলে, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন কিরূপে হইবে নির্দ্ধারণ হইবে, এবং সেই প্রত্যাবর্ত্তনেই যোগসিদ্ধি।

ঈশ্বরের সদ্বিচার অতি সূক্ষ্ম। বাহিরে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা তরতম থাকিলেও, তাঁহার হস্তে যে তৌলদণ্ড আছে, তাহাতে তিনি সমভাবে তৌল করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ করিতেছেন, এবং এইরূপ অবস্থায় তারতম্যও সকলের পক্ষে ফলসাম্য আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। যে ব্যক্তি সম্বন্ধে ঈশ্বর প্রদত্ত যে কার্য্য তদনুসারে যদিও প্রাপ্য বিষয় তরতম হয়, কিন্তু মূলবিষয়ে সকলেরই লাভ সমান দাঁড়ায়। ঈশ্বর যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তিনি তন্মধ্য দিয়া তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং এই ব্যবহারে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বর সহ নিত্যযোগ জীবনের সারভাগ, ইহাই যদি এই প্রকারে সিদ্ধ হইল, তবে অনায়াসে বলিতে পারা যায়, ভিন্নাবস্থাতেও সকলের ফলসাম্য হস্তগত হইল।

ঈশ্বর যাহাকে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া তাহার তৎসঙ্গে যোগনিবন্ধন চেষ্টা, যোগের সুমহৎ অন্তরায়। পৃথিবীতে যে, যে কার্য্য করিতেছে, তাহাই তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরার্পিত, এ কথা আমরা কোনরূপে বলিতে পারি না। মানুষ অনেক সময়ে এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যাহা তাহার ঈশ্বর এবং প্রকৃতির বিরোধী। যদিও এ কথা সত্য যে মনুষ্য অজ্ঞাতসারে অনেক সময়ে তাহার প্রকৃতি কর্ত্তৃক নীত হয়, কিন্তু অভ্যাস জন্য যে বিকার উপস্থিত হয় তাহার কর্ত্তৃত্ব আমাদিগকে অবশ্যই সাব্যস্ত হইবে। বিশেষ যোগ সচেতন ভাব ভিন্ন হয় না, যে খানে সচেতন ভাব নাই, সে খানে মনুষ্য জীবনের উপযুক্ত কার্য্য হইল না, লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না, সুতরাং আমরা সে জীবনকে জীবনের গণনা মধ্যে আনয়ন করিতে পারি না। যে প্রকার জীবননির্ব্বাহে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণযোগ থাকিয়া যায়, তাহাকেই জীবন বলা যায়। ঈদৃশ জীবনেই যোগসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিয়াছেন, তিনি তাহাতে জ্ঞান পূর্ব্বক স্থিতি করিলে যোগ হইল, তাহার বিপরীতে গেলে যোগ কাটিয়া গেল, ইহাই আমাদিগের সংক্ষেপে নির্দ্ধারণ। আমাদিগের এই নির্দ্ধারণ মনে রাখিলে, এক দিকে অহঙ্কার, অপরদিকে নিরাশা এ দুই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। যিনি অষ্টপ্রহর আসনে বসিয়া যোগ করিতেছেন, তাঁহার এ বলিয়া অহঙ্কার করিবার বিষয় থাকে না, যে অন্য লোক অল্প সময় আসনে উপবেশন করিয়া সমধিক সময় বিষয়ান্তরে ক্ষেপণ করে, আবার যে ব্যক্তি অল্প সময় আসনে উপবেশন করিতে পায় সমধিক সময় কার্য্যান্তরে যায়, তাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। আমরা যে কথা বলিলাম তাহাতে অনেকে এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, আমরা এতদ্দারা যোগাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া বিষয়িগণের বিষয়কে অন্যায়রূপে বাড়াইলাম; অথবা কতকগুলি লোককে যোগাদি উচ্চ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া অপর লোককে চির নীচতর কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিলাম, এরূপ মনে করা যে সঙ্গত নয়, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কতকগুলি সাধারণ অনুষ্ঠেয় আছে যাহা পরিত্যাগ করিয়া কেহ জীবনধারণ করিতে পারে না, যেমন আহার পান, আচ্ছাদন, নিজোপাসনা ইত্যাদি। জীবন ঠিক ভাবে চালাইতে হইলে, এ গুলি সকলই চাই, কিন্তু এ সাধারন বিষয়গুলির ব্যক্তিভেদে বিশেষ বিশেষ উপ

যোগিতা অনুপযোগিতা আছে, যদনুসারে সুস্থতা অসুস্থতা, সুখ অসুখ, সিদ্ধি অসিদ্ধি, অবশ্যম্ভাবী। আহার সকলেরই ধাতুতে এক প্রকার, সকলেরই সমপরিমাণ একথা যেমন নির্দ্ধারণ করা যায় না, তেমনই অন্যান্য বিসয়েও। তবে অভ্যাস দ্বারা প্রকার ও পরিমাণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এজন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা সামগ্রী দিন দিন অভ্যাস দ্বারা প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে বর্দ্ধন করিতে হইবে, ইহা আমরা মানি কিন্তু একজন যদি সমুদায় দিন উপাসনায় অতিবাহিত করে, আর একজনকেও তাহাই করিতে হইবে ইহা আমরা মানি না। একজন উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য যদি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে নিযুক্ত হন, তবে আর একজনকে হয়তো ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অধিক সময় দিতে হইবে। এই উভয়ের মধ্যে একজন হারিল, আর একজন জয়লাভ করিল, মনে হইতে পারে, কিন্তু আমরা বলি যদি উভয়ে ঈশ্বর প্রেরণায় প্রবৃত্ত হন, ফলসাম্য অবশ্য থাকিবে।

যোগ আমাদিগের জীবনের লক্ষ্মী বলিয়া আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং সে যোগের কারণ আমরা প্রকৃতি বা ঈশ্বরের অনুসরণ বলিয়া আসিয়াছি। এরূপ অনুসরণে ঈশ্বরের ব্যবহার আমাদিগের সঙ্গে চলিতে থাকে, এবং এই অবিচ্ছেদ ব্যবহারে তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা স্থিতি আমাদিগের ঘটিয়া যায়। তাঁহার সঙ্গে স্থিতিতে নিত্য আনন্দ নিত্য সুখ, নিত্য পুণ্য ও সত্য সঞ্চয় আমাদিগের লাভের বিষয় হয়। এস্থলে আনন্দ, সুখ ও পুণ্য সম্বন্ধে উভয়ের তুল্যতা; এক সত্য সম্বন্ধে ভিন্নতা। একজন অধ্যাত্মরাজ্যের আর একজন অধিষ্ঠানভূত পৃথিবীর সত্য উদ্ভাবন করিলেন। সত্য সম্বন্ধে বিনিময় চলে সুতরাং এখানে একজন আর জনকে অর্পণ করিবে ব্যবস্থা, সুখ আনন্দ পুণ্য সম্বন্ধে তাহা চলে না বলিয়া সেখানে তুল্য ভাগ।

একজন বলিবেন, যিনি অষ্ট প্রহর ঈশ্বরকে লইয়া স্থিতি করিলেন, তিনি ঈশ্বরেতে অধিক ক্ষণ বাস করিলেন আর যিনি প্রাকৃতিক তত্ত্ব লইয়া স্থিতি করিলেন তিনি প্রকৃতিতে অনেক সময় স্থিতি করিলেন, এ প্রভেদ সামান্য প্রভেদ নয়। কিন্তু আমরা বলি এ প্রভেদ দৃষ্টতঃ বস্তুতঃ নহে। যোগের গতি দ্বিবিধ, বাহির হইতে ভিতরে, ভিতর হইতে বাহিরে। যিনি সর্ব্বদা যোগ করেন তিনি বাহির হইতে ভিতরে যান এবং সেখান হইতে বাহিরে আসেন, সুতরাং তাঁহারও ভিতরে বাহিরে ব্রহ্মেতে স্থিতি আছে। তবে হইতে পারে তিনি ভিতরে ব্রহ্মতে অধিকক্ষণ এবং বাহিরে অল্পক্ষণ স্থিতি করেন, ভূতত্ত্ববিদের ইহার বিপরীত। ফলে কিন্তু একই দাঁড়াইল, কেবল প্রণালীগত ভেদ হইল। যদি বলা যায় এক জনের ব্রহ্ম অধিকৃত বিষয় আর এক জনের প্রকৃতি সুতরাং প্রভেদ হইবে। আমরা বলি তাহা নহে। একজন ভিতরে ব্রহ্মের নিকটে অধ্যাত্মরাজ্যের তত্ত্ব শিক্ষা করেন, আর এক জন বাহিরে তাঁহারই নিকটে অপর রাজ্যের তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এ তত্ত্ব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নয়, কেননা একস্থলে তিনি অধ্যাত্ম রাজ্যের কি করিতেছেন দেখাইতেছেন, আর এক স্থানে বহির্জগতে কি করিতেছেন দেখাইতেছেন, যোগ দৃষ্টিতে কোনটিই সামান্য নয়। তাঁহাকে কষ্ট করিতে দেখা সম্বন্ধে সাধারণ ভূমিতে যোগী এবং ভূতত্ত্ববিৎ উভয়ে সমান জন্য উভয় রাজ্যের যতটুকু জানা প্রত্যেকের আবশ্যক তাহাতে কেহই বঞ্চিত নহেন।

আমরা যেরূপ বলিলাম, ঈশ্বরপ্রেরণায় নিযুক্ত সেরূপ যোগী ও ভূতত্ত্ববিৎ বিরল সুতরাং আমাদিগের কথা মতেই থাকিবে আমাকে বলিবেন কিন্তু এ সত্য যদি আমার জীবনে কথঞ্চিৎ অনুভব না করিতাম লিখিতাম না। আমরা জানি ঈশ্বর প্রেরণায় যোগে প্রবৃত্ত না হইলে তথা হইতে যোগ বিকার সমুদায়

সমুপস্থিত হয়, আবার অন্য দিকে ঈশ্বর প্রেরণায় অপ্রবৃত্ত ভূতত্ত্ববিৎ অবিশ্বাস নাস্তিকতাদি প্রসব করেন সুতরাং কালে উভয়ই তুল্য। যাহা যোগ, তাহা যোগ, ঈশ্বর প্রেরক হইলে তাহা উভয় দিক দিয়াই সিদ্ধ হয়। আমরা যাহা বলিতাম, তাহা কৃষক হইতে অতীব শ্রেষ্ঠজ্ঞানী সম্বন্ধে সমানে প্রয়োগ হয়। শস্যোৎপাদনকারী কৃষক ঠিক যোগী হইতে পারে যদি ঈশ্বর তাহাকে লইয়া সেই কার্য্য করেন, এবং সে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তৎকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে।

নূতন তন্ত্র।

তন্ত্রশাস্ত্রের নামে এমন প্রবল ঘৃণা আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছে যে, এই শব্দটি ব্যবহার করিতে আমাদিগের মন একান্ত বীতরাগ। কিন্তু কোন একটি বিষয়ের অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া তৎপ্রতি মনের ঈদৃশ ভাব চিরকাল রক্ষা করা ন্যায় সঙ্গত নহে। তন্ত্রে বেদপুরাণাদির একস্থানে অভিনিবেশ ইতঃপূর্ব্বে আমারা উল্লেখ করিয়াছি। এই অর্থে আমরা নূতন তন্ত্র ব্যাখা করিতে প্রবৃত্ত।

তন্ত্রের ধর্ম্ম, অতীব স্বাভাবিক, আহার পান ভোজন ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের একীভাব ইহার প্রধান শিক্ষার বিষয়। আহার পান ভোজন লোককে যেমন স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে তেমনি নরকেও লইয়া যায়। বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, স্মৃতি আগম সহ যে খানে তন্ত্রের সম্বন্ধ কাটিয়া যায়, সে খানে তন্ত্র ব্যভিচারের মূল হয়, অন্যথা উহা পৃথিবীকে দিব্য ধামে পরিণত করে। নূতন তন্ত্র সমুদায়ের সামঞ্জস্য সমুৎপন্ন, সুরতাং উহাতে বৈকারিক কোন ব্যাপারের সম্ভাবনা নাই। সহজ জ্ঞান বেদ, প্রত্যাদেশ শ্রুতি, বিধাতার নিত্য ক্রিয়া পুরাণ, ভক্তসাধুদের নিয়মিত আচরণের স্মরণ স্মৃতি, সাধকমণ্ডলী সহ সাধনে নিত্য প্রাপ্ত বস্তু আগম, এ পাঁচের সমাবেশ হইয়া যে তান্ত্রিক আচরণ সমুপস্থিত হয়, তাহাতে কোন প্রকারের বিকারস্পর্শ থাকিবার সম্ভাবনা কি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমুদায় ত্যাগ করিয়া কেবল পান ভোজনাদির স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তিই তান্ত্রিক বিকারের একমাত্র নিদান।

তন্ত্রে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে সমাদৃত। ঈশ্বরের মাতৃভাব দর্শন করিলে সাধক সর্ব্বদা ভয়শূন্য হন। মা আসিয়া সংসারে বসিয়া যখন সাধককে পান ভোজনাদি সমুদায় আপনি দেন, তখন সে সমুদায়ই তাঁহার হৃদয়ে দিব্যসুখের কারণ হয়। এই ভাব দিব্যভাব, এবং যে সকল বিষয় অপর সকলের বিনাশের কারণ হয়, তন্মধ্যে বাস করিয়াও বীরের ন্যায় অপ্রমত্তভাবে যে স্থিতি তাহাই বীরভাব। দিব্যভাব বীরভাব উভয় একত্র মিলিত হইয়া সাধককে অতি শ্রেষ্ঠ ভূমিতে আরূঢ় করে।

তন্ত্রের সময়ে অসমসাহসিকতা কখন সহজ জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের নিত্য বিধান সদাচার, এবং প্রতিদিন ঈশ্বর হইতে সমাগত সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। সুতরাং এখানে জ্ঞান নীতি, পুণ্য ও আনন্দ সমুদায় একত্র অবিরোধি ভাবে স্থিতি করে। যে খানে এ সকলের বিরোধ সে খানে মাতৃভাবোত্থিত দিব্য ও বীরভাব নাই, কেন না সে খানে নীচ বৃত্তি সকল প্রাধান্য লাভ করিয়া মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা নিম্নভূমিতে লইয়া নিক্ষেপ করিয়াছে। যাহা অন্তর্ব্বহিঃস্থ ঈশ্বরবাণীর ঈশ্বরাভিপ্রায়ের বিরোধী অথচ কুসংস্কার, কুরুচি, বা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধর্ম্মনামে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখন বিশুদ্ধ তন্ত্রাচার নহে।

আমরা গৃহ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা তান্ত্রিকোক্ত বিধি। সুতরাং তৎসহ নূতনতন্ত্রের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। নূতন তন্ত্রমতে যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার গৃহ স্বর্গ ভূমিতে অবশ্য

পরিণত হইবে। স্নান আহার উপাসনা প্রভৃতি মহা যজ্ঞানুষ্ঠান, নূতন তন্ত্রানুসারে সকলে নিত্য অনুষ্ঠান করিবেন। নূতন তন্ত্রে সর্ব্বত্র যোগ চক্ষুতে ঈশ্বর দর্শন অব্যাহত থাকিবে, তাঁহার প্রত্যাদেশ বলে অনুষ্ঠেয় অননুষ্ঠেয় প্রত্যেক সাধকের নিকটে প্রতিদিন প্রতিভাত হইবে, দর্শন ও শ্রবণে সাধকের চরিত্র দিন দিন উৎকৃষ্ট দিব্য ভাবে পূর্ণ হইয়া স্বর্গীয় পুণ্য সুখে ভূষিত হইতে থাকিবে, এইরূপে মাতৃ-ক্রোড়ে নিয়ত স্থিতি বশতঃ সাধক কৃতকৃত্য হইবে। নূতন তন্ত্রের এই সমুদায় মহত্তম সৎফল প্রদানে সামর্থ্য আছে। যাঁহারা মাতৃ-ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগের জীবনে নূতন তন্ত্র আশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিবে, আমরা সর্ব্বতোভাবে আশা করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দেবত্ব মনুষ্যত্বের ভিতরেই জন্মে ও অবস্থিতি করে কিন্তু মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতা কখন দেবত্বকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না অগ্নি যেমন তৃণ দ্বারা আবৃত থাকে না কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করে সেইরূপ মানবীয় উচ্ছৃঙ্খলাচার ঔদ্ধত্য ও অবিশ্বাস কখন দেবত্বের পরাজয় সাধন করিতে পারে না। প্রথমতঃ মনুষ্যের ভিতরে জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া দেবত্বকে কেহ চিনিতে সমর্থ হয় না, পরে সে আপন মহিমাবলে আপনি পরিচিত হয়। মানুষেরা দেখে, যাহার ভিতরে দেবত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে তাহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি আকৃতিগুলি সমুদায় মনুষ্যের; মনুষ্যের ন্যায় তালু জিহ্বা ও দন্তাদির যোগে বাক্য উচ্চারণ করে; মানুষের মত অন্নাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে; মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বিষয় সকল অনুভব ও সম্ভোগ করে; তবে আর দেবত্ব কি? এই সকল অবিশ্বাসমূলক কল্পনা দ্বারা মনুষ্য চঞ্চল হয় এবং দেবত্বের ভিতরে প্রবেশাধিকার হারায়। এক জন বা দুই জন নহে, সহস্র সহস্র লোক এই প্রকার কল্পনাজালে জড়িত হইয়া মরে। অনেকে বলেন, সে কালে যে কেহ কেহ দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া গিয়াছেন সে কেবল কালের গুণে। তাঁহারা আজ কালকার এই বিজ্ঞান দর্শনের চর্চ্চার ভিতরে থাকিলে আর তেমন পূজিত হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের মতে সে কালের লোকেরা বর্ব্বর ছিল, লিখা পড়া ভাল জানিত না; অনুসন্ধিৎসা চিন্তাপরায়ণতা ছিল না, সুতরাং অল্প কিছু চমৎকারজনক ব্যাপার দেখিলেই বুদ্ধি বিদ্যা হারাইয়া ফেলিত এবং দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিত, একালে আর সে অল্প বিদ্যার ভয় নাই। এখন সকলেই প্রায় মহা পণ্ডিত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সুতরাং এ কালে আর ফাঁকি দিয়া মানুষ দেবতা হইতে পারে না। আমরা দেখিতেছি কেবল সে কালে নহে এ কালেও মানুষের ভিতরকার দেবত্ব তেমনি দিব্য ভাবে জ্বলিতেছে। সেকালে অবিদ্বান্ লোকদিগের নিকট যাঁহার মহিমা গুপ্ত ছিল, একালে বিদ্যার আলোকে পড়িয়া সে কালের সেই দেবত্ব আরও উজ্জ্বলভাবে আপন মহিমা ও গৌরব বিস্তার করিতেছে। মোজেস্ ও জিজাস সম্বন্ধে এই সকল অপবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এক জিজাসের জীবন লইয়া পণ্ডিতগণ যত সন্দেহ ও যত দোষারোপ করিতেছেন ততই তাহার ভিতর হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে; কেহ সে আলোক নির্ব্বাণ করিতে পারিলনা, যাহা নির্ব্বাণ করিতে গিয়া বৃদ্ধি পায়, তাহা কি অসত্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার? যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বিজ্ঞান দর্শন মিত্রতা করিতেছে তাহা কি মিথ্যা? যাহার মহিমা দ্বারা বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি মহিমান্বিত হইতেছে তাহাকি মিথ্যা? যাহার পবিত্র আলোকে কত অন্ধকারপূর্ণ খনি-নিহিত মহারত্ন সকল দেখা যাইতেছে তাহাকি মিথ্যা? কৈ অদ্যাপি তো কেহ সেই মনুষ্য পুত্রের দেবত্ব নষ্ট করিতে পারিল না? কত লোকে কত অপবাদ দিল, কত দোষারোপ করিল তবু সে মহাজ্বলন্ত রত্নের উজ্জ্বল কান্তি তো কেহ মলিন করিতে পারিল না, অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে যাহার জন্য পুরুষ মহাপুরুষ হয় যাহার জন্য কত পাপী পুণ্যবান, মানুষ দেবতা হয় তাহা কোন উপায়ে কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই ও পারিবে না।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া তিরস্কৃত হন ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের চেষ্টাই তাঁহাদিগকে তিরস্কৃত করে এটি বুঝিতে না পরা অত্যন্ত দুঃখের কারণ। খ্রীষ্টীয়গণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ঔদার্য্য ও সার্ব্বভৌমিকতা প্রদর্শন করিয়া বলেন এই ধর্ম্মই সত্য এবং গ্রহণীয়, ইহা গ্রহণ না করিলে কেহ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেনা। বৌদ্ধগণ বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মই অপরিহার্য্য সত্যপূর্ণ, ইহা ভিন্ন কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপ হিন্দু ও মোসলমানগণ ও আপন আপন 'ধর্ম্ম অপরিহার্য্য সত্য অন্য ধর্ম্ম অসত্য ও অলীক" বলিয়া নানা প্রকারে পরস্পরের নিন্দাবাদ করিতে প্রবৃত্ত আছেন কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহাদিগের কথা ও চেষ্টা সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিক ক্রিয়া

শীলতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ঈশ্বর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই আছেন, সকলেরই পরিত্রাণের উপায় করিতেছেন, সকল তাঁহার ও তিনি সকলের সুতরাং ঈশ্বর কেবল আমার ভিতরে প্রকাশ পাইতেছেন অন্য কোথাও তাঁহার প্রকাশ নাই, অন্য কাহার গৃহে তাঁহার তত্ত্ব নাই ইহা বলিলে তাঁহাকে একেবারে একচেটিয়ে করিয়া লওয়া হয় কিন্তু তাদৃশ চেষ্টা যে ঈশ্বরের পূর্ণ ন্যায়ের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা ঈদৃশ চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের জানা উচিত তাঁহাদের চেষ্টা যে কেবল ফলবতী হইবে না তাহা নহে, প্রত্যুত ঈশ্বরাবমাননা জন্য পাপ সঞ্চয় করিবে। ঈশ্বর কেবল আমার এবং আমার গৃহে বাস করেন আমারই কল্যাণ সাধন করেন এরূপ হইলে ভূমা পরব্রহ্মকে ক্ষুদ্র করা হইল। আমারই কল্যাণ করেন ইহা বলিলে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা হইল, আমার গৃহে আমার হৃদয়ে বাস করেন বলিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বে আঘাত করা হইল। মানুষের চেষ্টায় ঈশ্বরের কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু মানুষেরই ক্ষতি হয়। অতএব আমরা বলি এস সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিক লীলা বিহার দর্শন করি। সকল দেশে সকল কালে বিদ্যমান্ থাকিয়া তিনি যে সকল সত্য ও মহিমা তাঁহার ভক্ত সাধু পুত্রগণের, ভিতরে থাকিয়া প্রচার করিতেছেন তাহা গ্রহণ করি যে সকল পুরুষ তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়া মহাপুরুষ হইয়াছেন তাঁহাদিগের ভিতরে প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করি। আপন আপন অহঙ্কার মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হই।

দৈববাণী শ্রবণ করিবার অধিকার যেমন প্রত্যেক মানবের আছে, সেরূপ গ্রহণ ও পালন করিবার অধিকার দেখা যায় না। এক শ্রেণীর দৈববাণী আছে যাহা জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত জলন্ত অগ্নির ন্যায় মানুষের হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে। সে মনুষ্য জীবনে যত কার্য্য করে সেই দৈববাণীর জীবন্ত পরিচালনায় পরিচালিত হইয়া করে। জগতে তাহার সেই একই লক্ষ্য একই উদ্দেশ্য, অন্য কথা নাই ও কার্য্য নাই। সেই লক্ষ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সে যে সকল কথা বলে ও কার্য্য করে, জগৎ তাহা দর্শন করিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া উঠে। যতদিন এই পৃথিবীতে বাস করে, তাহার সে অগ্নি কেহ নির্ব্বাণ করিতে পারে না। বরং তাহার হৃদয়ের অগ্নিসংস্পর্শে অন্যের ও হৃদয়ে আগুণ জলিয়া উঠে। এই প্রকার দৈববাণীর বল, বাণ ডাকার ন্যায় অনতিক্রমণীয় ও প্রতাপশালী। দ্বিতীয়তঃ প্রতি দৈবসিক জোওয়ারের জলের গতি যেমন মৃদু, তাদৃশ মৃদুগতির দৈববাণীও আছে। ইহা আহার আচার রোগ স্বাস্থ্য সকল প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং কেহ বলে ইহা আদেশ, কেহ বলে আদেশ নহে কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করা মাত্র। যে এই বিষয়টি অনুভব করে, সে পৃথিবীর নিকটে আপনার হৃদয়ের সেই পরিস্ফুট ভাব প্রচার করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হয়, কেন না পৃথিবীর লোকেরা তাদৃশ পদে কোন সামান্য মানবকে অধিরূঢ় দেখিতে ভাল বাসে না। সাধারণ ভূমির এই আদেশ লইয়া বিষম বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। যে অসাধারণতা সাধারণতার সহিত বিমিশ্র ভাবে আছে তাহার মর্ম্ম জগৎ পরিগ্রহ করিতে না [illegible] লেও যে ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হয় [illegible] তাঁহাকে বিশুদ্ধ আদেশ বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য। দৈনিক জোওয়ার আসে আবার [illegible]। যখন আসে তখনকার মুখশ্রী বাক্য ও কার্য্য যেরূপ যখন যায় তখনকার মুখশ্রী বাক্য ও কার্য্য সেরূপ নহে। আগম কালে যেমন সুন্দর বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ গমনকালে তেমনই বিশ্রী, অবিশুদ্ধ ও সদোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষম ভাবের মধ্যে পড়িয়া অনেকেই বিষম বিপদে পতিত হন। যখন জোওয়ার আসে তখন সেই জোওয়ারের জলে সকলেই শ্রীমান হইয়া উঠে আবার যখন ভাটা পড়ে তখন শুষ্ক নীরস শ্রীহীন হইয়া যায়। এই ভাববৈষম্য মানুষের মৃত্যুর কারণ। ঈশ্বরের ভাব যেটুকু জোওয়ার হয়ে আসে সেই টুকু স্বর্গীয় সামগ্রী, সেই স্বর্গীয় বস্তুর দিব্যভাবে মানুষকে বিমুগ্ধ করে আবার ভাটার সময় স্বর্গের ধন চলিয়া যায়, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা পৃথিবীর আসুরিকতা সুতরাং তাহার দৌরাত্ম্যে পৃথিবী বিরক্ত হইয়া নানারূপ দোষারোপ করে। এই সময়ে প্রকৃত তত্ত্বপথে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারা সুকঠিন। যাহার কিছু বিশ্বাস ভক্তি আছে সে দেখিলেই স্বর্গের বস্তু চিনিতে পারে আর যাহার তাহা নাই সে সন্দেহ অবিশ্বাসে পড়িয়া প্রাণ হারায়।

কন্‌ফুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কন্‌ফুসের জ্ঞানচক্ষু অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যাহা কিছু দর্শন করিতেন বা যে কোন ঘটনার মধ্যে পড়িতেন তাহা হইতেই তিনি নীতি সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার জীবনে এই তীক্ষ্ণদর্শিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি ভয় বিপদে পড়িয়া পলায়ন করিতেছেন এমন সময়ও যদি তাঁহার সম্মুখে কোন ঘটনা সংঘটিত হইত তাহা হইতেও তিনি কিছু না কিছু সংগ্রহ

না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। চুহ হইতে সৈ প্রদেশে পলায়ন কালে তাঁহাবে পথি মধ্যে যে একটী ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে তাহাও তাঁহার এই সুক্ষ্মদর্শিতার একটী বিশেষ প্রমাণ। কথিত আছে তিনি যখন শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সৈ প্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে নগরের কিছু দূরে পথিমধ্যে এক বিধবা রমণীকে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী এক গোর স্থানের নিকট একটী কুটীরে বসিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিতে পাইলেন; রমণীকে একাকী এই নির্জ্জন প্রদেশে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য কন্ফুসের বড় কৌতুহল হইল। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া রমণীর নিকট গমন করিলেন এবং কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার ক্রন্দন শুনিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈলু নামক এক শিষ্যকে রমণীর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। জিজ্ঞাসিত হইলে রমণী উত্তর করিল—"আমি অতিশয় দুঃখে কাল যাপন করিতেছি। আমার স্বামীর পিতাকে এই স্থানে ব্যাঘ্রে বিনাশ করে, তাহার পর আমার স্বামীর ও তদপরে আমার এক মাত্র পুত্রেরও সেই দশা ঘটিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কন্ফুস্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে তুমি কেন এখান হইতে পলায়ন কর নাই?" রমণী উত্তর করিল, কারণ এখানে আমাকে কোন প্রজাপীড়ক রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না।" এই শুনিয়া তিনি শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসগণ, মনে করিয়া রাখিও ব্যাঘ্র অপেক্ষাও প্রজাপীড়ক রাজা অধিক ভয়ঙ্কর।"

অনন্তর সৈপ্রদেশে উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া এতদূর মোহিত হইলেন যে তাঁহার ভরণ পোষণের নিমিত্ত তাঁহাকে একখানি নগর দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কন্ফুস্ তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না; তিনি আপন শিষ্যদিগকে কেবল বলিলেন "মহাত্মা ব্যক্তি যে কার্য্য সম্পাদন করেন কেবল তাহারই জন্য পুরস্কার লইয়া থাকেন। আমি শাসন কর্ত্তাকে উপদেশ দিয়াছি বটে, কিন্তু তিনি সে উপদেশ মান্য করেন নাই; অথচ তিনি এক্ষণে আমাকে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইতেছেন! আমার উপদেশ বুঝিতে তাঁহার এখনও অনেক বিলম্ব রহিয়াছে।" অতঃপর আর এক সময় উক্ত শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে রাজকার্য্য সম্পর্কীয় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় কন্ফুস্ বলিলেন "সেই রাজ্যই রাজ্য, যাহাতে রাজা রাজার মত, মন্ত্রী মন্ত্রীর মত, পিতা পিতার মত এবং পুত্র পুত্রের মত হইয়া বাস করে, কন্ফুসের এই অতিশয় গভীর উত্তর সৈ শাসনকর্ত্তা ভালরূপ বুঝিয়া ছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু এই কথার নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে রাজকার্য্য প্রণালীর সমুদায় নীতি এই সামান্য কয়েকটী কথার ভিতর নিহিত রহিয়াছে। যাহার যে পদ সে যদি সুচারুরূপে সেই পদ অনুযায়িক কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা হইলে রাজ্যের কোন বিশৃঙ্খলা হইবারই সম্ভাবনা নাই। রাজা যদি রাজার মত, মন্ত্রী যদি মন্ত্রীর মত, পিতা যদি পিতার মত ও পুত্র যদি পুত্রের মত থাকিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ও কর্ত্তব্য অনুযায়িক কার্য্য করে তাহা হইলে আর রাজ্যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? যে রাজ্যে এই নিয়মে কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার মত আর সুখের রাজ্য হইতে পারে না। অতএব ইহা দ্বারা দেখা যায় যে কন্ফুসের রাজকার্য্য সম্বন্ধে কি গভীর জ্ঞান ছিল।

আর এক সময়ে শাসনকর্ত্তা রাজকীয় বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কন্ফুস বলেন যে "রাজ্যের আয়ের পরিমাণানুরূপে ব্যয় করিলেই রাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারে" এই কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তা যার পর নাই আনন্দ সহকারে কন্ফুসকে পুরস্কার স্বরূপে কিছু ভূমি দান করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এই অভিপ্রায় হইতে শাসনকর্ত্তাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন "এই সমুদায় পণ্ডিতেরা অসম্ভববাদী, ইহাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহাঁরা অতিশয় গর্ব্বিত এবং আপনাদের মতকেই সর্ব্বোচ্চ মত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সুতরাং সামান্য পুরস্কারে ইহাঁরা কোনমতেই সন্তুষ্ট হইবার নহেন। ইহাঁরা যেরূপ শিক্ষা দেন তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। এই কিউয়ংএর সহস্র প্রকার বিশেষ ভাব রহিয়াছে; ইহাঁর সমুদায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে বুঝিতে অনেক বংশপরম্পরায় লাগিবে; ইহাঁর মত অনুসরণ করিবার এখনও সময় হয় নাই। অতএব হে রাজশ্রী, যদি আপনি সৈ প্রদেশের আচার ব্যবহার সংস্কার করিতে চান, তাহা হইলে ইহাঁকে আপনার প্রজাবর্গের আচার ব্যবহার সংস্কার করিতে নিযুক্ত করা উচিত নহে" যদিও এই কথাগুলি সৈ রাজমন্ত্রীর মুখ হইতে সর্ব্ব প্রথমে বাহির হইয়াছিল তথাপি ইহা যে কেবল তাঁহারই কথা তাহা নহে কন্ফুসের সমকালীন সমুদায় রাজতত্ত্ববিদেরই এই ভাব ছিল। মন্ত্রীর এবম্প্রকার পরামর্শ শুনিয়া শাসনকর্ত্তারও মন অল্পকাল মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং কোন সময়ে তিনি একবার বলিয়া ফেলিলেন 'আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি আমি কন্ফুসের মত অনুসরণ করিতে পারি না।' এইরূপ দুই একটী কথা কন্ফুসের কাণে উঠাতে, তিনি আর তৎপ্রদেশে বাস করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলেন না; সুতরাং অনতিবিলম্বেই তিনি লুদেশে গমন করিলেন।

লু প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায় পঞ্চদশবৎসর কাল একাদিক্রমে তিনি বেকার বসিয়া রহিলেন। বাস্তবিক এসময়টীতেও দেশে মহা অশান্তিও গোলযোগ

উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং কোন প্রকার রাজকার্য্যে যোগদান না করিয়া তিনি স্বীয় অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কার্য্যেই কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কনফুস্ দুই খানি গ্রন্থও রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এক খানি কবিতা ও সংগীত ও আর এক খানি ইতিহাস। কবিতা পুস্তক খানি পাঠ করিলে তাঁহার নিজ মত বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়, ইতিহাস খানিও অন্যান্য ইতিহাসের মত নহে, ইহাতে তিনি পূর্ব্বকালীন মহাত্মাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন ও কি প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তাহা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন সাধু ভক্তি তাঁহার শিক্ষার মধ্যে একটী প্রধান শিক্ষা ছিল এবং এই শিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় তিনি এই অমূল্য পুস্তক রচনা করিয়া ছিলেন। ইতি মধ্যে রাজ্যের এক জন প্রধান শাসন কর্ত্তার মৃত্যু হইলে রাজ্য মধ্যে সাংসারিক বিবাদ কিছু পরিমাণে প্রশমিত হইয়া আসিল; কিন্তু তথাপিও কনফুস্ শাসন কর্ত্তাদিগের কার্য্য প্রণালীর বিশৃঙ্খলা দেখিয়া রাজসংসার হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং নূতন শাসন কর্ত্তা বারম্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু নূতন শাসনকর্ত্তা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে বিশেষ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহাকে ছাড়িবেন কেন? পাকে প্রকারে তাঁহাকে রাজকার্য্যে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন. কথিত আছে একবার কনফুসকে দেখিবার জন্য শাসন কর্ত্তা তাঁহাকে এক যৌতুক পাঠাইয়াছিলেন. কিন্তু কনফুসের শাসন কর্ত্তার উপর এরূপ বীতরাগ ছিল যে যৌতুক প্রাপ্ত্যর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও তিনি এমন সময়ে গমন করিলেন যখন শাসন কর্ত্তা বাটী হইতে বহির্গমন করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু ঘটনাক্রমে এমনি ঘটিল যে পথিমধ্যে দুই জনের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কনফুসকে দেখিয়া শাসন কর্ত্তা বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "থাকুন, আমরা কথা কই," এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বলুন দেখি, যিনি রত্ন পাইয়া আপন বক্ষে রাখিয়া দিয়া সমগ্র দেশকে অশান্তি ভোগ করিতে দেন তাঁহাকে কি দয়ালু বলা যাইতে পারে?" কনফুস্ উত্তর করিলেন "না।" "আচ্ছা, তিনি কি জ্ঞানী যিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে খুব উৎসুক হইয়াও, সুবিধা পাইলেও তাহা হইতে দূরে অবস্থান করেন?" কনফুস্ বলিলেন "না।" অতঃপর শাসন কর্ত্তা বলিলেন "দেখুন কতদিন, মাস, চলিয়া যাইতেছে; বৎসর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে না।" এই কথা শুনিয়া কনফুস্ উত্তর করিলেন "ঠিক কথা, আমি কার্য্য গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া তিনি অল্পদিন মধ্যে রাজ সংসারে পুনরায় প্রবেশ করিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন এই সময়ে কনফুস্ তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন. কিন্তু ইহার সত্যাসত্য এখনও অপ্রমাণিত রহিয়াছে, এমন কি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে যথার্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি না তাহারও বিষয় স্থির নাই; কিন্তু এই সময়ের অল্পকাল মধ্যেই যে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

নূতন শ্রুতিশাস্ত্র।

শ্রুতিশব্দের অর্থ শ্রবণ, আর শাস্ত্রশব্দের অর্থ শাসন হয় যদ্দ্বারা। প্রতি দিন ঈশ্বর মানবজাতিকে যাহা বলিতেছেন তাঁহার সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল ভাব পরিত্যাগ করিয়া সংযত হওয়া শ্রুতিশাস্ত্রের শাসন। প্রত্যহ গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় পর্য্যন্ত এই শ্রুতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। যখন কর্ম্ম করি, যখন বিশ্রাম করি, শয়ন করি বা গমন করি সকল সময়ে এ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায়। কোন কার্য্যে এ শাস্ত্র অধ্যয়নের বাধা জন্মাইতে পারে না। শ্রুতিশাস্ত্র দুই প্রকার সাধারণ ও বিশেষ। প্রথমতঃ সাধারণ শ্রুতিশাস্ত্র বলা যাইতেছে। নিদ্রা হইতে জাগিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিতে করিতে শুনা যায়, "এই যে চক্ষু খুলিয়া দিলাম, ইহা আমার শক্তি বলে দর্শন করে সুতরাং ইহা আমার। যে বস্তু আমার তাহা তোমার কার্য্যে ব্যবহার করিও না।" শরীর মধ্যে রক্ত প্রবাহ, সেই প্রবাহ মধ্যে শব্দ হইতেছে, "এই রক্ত আমি চালাই বলিয়া চলে, ইহাতে তোমার কোন শক্তি নাই, আমি জীবনী দান করি তাই ইহারা (শরীর উপাদান সকল) আছে। এ রক্ত যেন ভ্রাতা ভগিনীর প্রতিকূলে উষ্ণতা প্রকাশ না করে।" আমার শক্তি বলে হস্ত পদাদি শক্তিমান হইয়াছে এ হস্ত পদাদি যেন আমার অনুগত হইয়া কার্য্য করে, আমার কর্ণ আমার কথা শুনিবে, আমার নাসিকা আমার স্বর্গের ভক্তি প্রেমের গন্ধ অনুভব করিবে, আমার জিহ্বা আমার নামের গৌরব পুণ্যের মহিমাগুণ গান করিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিবে, ইহাতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। তুমি হে মানব, তুমি ও আমার, তুমি আমার অবাধ্য হইয়া চলিও না, তুমি যদি আমার হও আমি তোমার হইব। আমি ত তোমারই আছি কিন্তু তুমি জানিতে না, এখন জানিতে পারিবে আমি তোমার। হে মানব! আমা হইতে জন্মিয়াছ আমার বলে বলী হইয়াছ আমার জীবনে জীবিত রহিয়াছ একবার চিন্তা কর তোমার বল সামর্থ্য বিদ্যা বুদ্ধি এ সকল কোথা হইতে পাইতেছ। যদি তোমার

এসকল যদি তুমি আর কাহার নিকট পাইয়া থাক, তবে কাহার নিকট পাইয়াছ তাহা স্থির কর, যদি অন্য কোথাও না পাইয়া থাক, তবে আমার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না কেন, তাই বল। তোমার অন্ন বস্ত্র গৃহ বিত্ত ধন মান সকলই আমি দিতেছি, আমার হস্তদত্ত অন্নজল ভোজন পান করিতেছ তবু আমাকে দেখিবে না? আমার কথা শুনিবে না? এই সকল উক্তি অনবরত দিন রাত্রি চলিতেছে বিশ্রাম নাই। এই সকল বাক্য যে ব্যক্তি শ্রবণ করে সেই মোহিত হয়। সে এই স্বর বেণু বীণা অপেক্ষাও অতি মিষ্ট বলিয়া অনুভব করে। যখন শ্রোতা শ্রবণ করে তখন সে আর আর সকল কার্য্য ভুলিয়া কেবল সেই বংশীরব শ্রবণের জন্য কান পাতিয়া থাকে। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে কোন বিশেষ চিহ্নিত ক্ষমতার প্রয়োজন নাই। গোরক্ষক হইতে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত পর্য্যন্ত এই শ্রুতি পাঠের অধিকারী। কেবল কিঞ্চিৎ মনোযোগ ও যত্নের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি মনোযোগ দিয়া যত্ন করে সেই এই স্বর্গীয় শ্রুতি অধ্যয়ন করিতে পারে। তবে শ্রুতি পাঠ বিষয়ে একটি জনশ্রুতি আছে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ (শূদ্র চণ্ডালাদি) শ্রুতি অধ্যয়নের অধিকারী নহে। এ কথাতে অনেক সত্য আছে মনুষ্যের প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণ্য রাজন্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে, মেধা, চিন্তাশীলতা, আস্তিকতা, ব্রতপরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা নির্লোভিতা অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি গুণ স্বতঃসিদ্ধ রূপেই কাহার অধিক কাহার অতি অল্প কিন্তু বাহু বল প্রচুর কাহারও বা বাহুবল ও পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ্য গুণ নাই কিন্তু পশু পালনাদি বিষয়ে পটুতা আছে সুতরাং কোন বংশ বিশেষ ব্রাহ্মণ নহে * পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল যাহাদিগের আছে তাহারা ব্রাহ্মণ। † এই সকল শক্তি সম্পন্ন লোক নিম্ন শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও শ্রুতি পাঠ করিতে ও শ্রুতি শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হয়। ‡ যাহারা এই সকল গুণ বর্জ্জিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারা ব্রাহ্মণ পিতা মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রুতিপাঠে বঞ্চিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে "ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য লোকের শ্রুতি পাঠে অধিকার নাই" এই যে উক্তি ইহা অনুষ্ঠানমূলক নহে কিন্তু জীবনমূলক বা শক্তিমূলক যাহার শ্রুতি পাঠের শক্তি আছে সে শ্রুতি পাঠ করিবে না উক্ত বাক্যের এরূপ অর্থ নহে কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ শ্রুতি পড়িলেও বুঝিতে পারিবে না, কেন না সে বিষয়ে তাহার শক্তির অভাব এইরূপ অর্থ। আমরাও এ অর্থ অতি সঙ্গত বলিয়া মান্য করি। এপৃথিবীতে যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কার্য্য বৈষম্য দৃষ্ট হয়, আমরা তাহার শাসন স্বীকার করি না কিন্তু চণ্ডালের গৃহেও ব্রাহ্মণ জন্মে ইহাই আদরের সহিত মান্য করি § যে জাতিতে ব্রাহ্মণ সে শূদ্র কুলে জন্মিলেও চিরকাল শূদ্র হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ আপনি ফুটিয়া বাহির হয়। এই মর্ত্ত্য ব্রাহ্মণ্য গুণসম্পন্ন লোক আপনি শ্রুতি পাঠ করে, পৃথিবীর লোকেরা পৃথিবীর শ্রুতি পড়িতে না দিলেও এ ব্যক্তি স্বর্গের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শ্রুতি পাঠ করে. সে পাঠের সংবাদ এখানে কেহ জানেনা। কেবল যিনি পড়ান তিনি জানেন আর যে পড়ে সেই জানে।

যদিও আমরা হিন্দুদিগের সঙ্গে ঐক্য ভাবে ব্রাহ্মণ জাতিকে শ্রুতিপাঠের অধিকার দিলাম, আবার হিন্দুদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহাও বলিতেছি, যে শূদ্র যদি উপার্জ্জনশীল হইয়া শ্রম ও যত্নের সহিত ব্রাহ্মণ্য গুণ উপার্জ্জন করিতে পারে তবে সেও ব্রাহ্মণ হইয়া শ্রুতিপাঠের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। লৌহ যেমন পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিতে করিতে চুম্বক হয় শূদ্রও সেইরূপ ঘর্ষণ বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। এই পৃথিবীর লোকেরাই শ্রুতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে মহাবিদ্যা লাভ করে এবং স্বর্গীয় সম্পদ ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়া বড়লোক বলিয়া গণ্য মান্য হয়। শাস্ত্র বাক্য শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। যখন শাস্ত্রবাক্য অলঙ্ঘ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মে তখন সে আপনা আপনি সংযতমনা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া যায় আপনা আপনি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের শ্রুতিশাস্ত্র ইহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর। ইহা পাঠ করিতে সকলে অধিকার পায় না। সামান্য ধারণা বলে ইহা আয়ত্ত করা যায় না। যাঁহারা ইহা পাঠ করিতে অধিকারী তাঁহাদিগের জাতিও সৃষ্টি স্বতন্ত্র। স্বর্গের পূর্ণজ্যোতিঃ চূর্ণ করিয়া প্রেম স্বর্ণ গলাইয়া ইহাদিগের শরীর গঠিত হইয়া থাকে। এই জাতীয় লোকের অন্ধকার পূর্ণ দেশ ও অন্ধকার পূর্ণ কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সেই দেশ কালে ঘটিত অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন। কেন না অন্ধকার বিনাশ করাই ইহাদিগের জীবনের ব্রত। বেদ শ্রুতি পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র পৃথিবীতে আছে ইহাদিগের ভিতর দিয়াই সে সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর

---

* নযোনির্নাপি সংস্কারোনশ্রুতং নচ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কেবলং। (অনুশাসনপং)

† ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মেমতিঃ। নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্রাতিষ্ঠতি সদ্বিজঃ। (অনুশাসনপঃ)

‡ শূদ্রোব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ। (মনুঃ)

§ নবিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ।

লোকেরা যাহাকে বেদ বলে পুরাণ বলে তন্ত্র বলে তাহা আর মহাপুরুষ স্বতন্ত্র নহে। যাঁহারা স্বর্গের শ্রুতি পাঠ করে অভ্যাস করে স্বর্গের গুরু স্বয়ং যাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর লোকদিগকে শিখাইবার জন্য প্রেরণ করেন, তাঁহারা প্রয়োজনীয় জ্ঞানে পূর্ণ না হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কেন না সাধারণ লোকের যাহা অভাব তাঁহারা সেই অভাব পূর্ণ করিতেই জন্মগ্রহণ করেন। কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে যদি সদুত্তর না পায় তবে তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণই নিষ্ফল হইয়া যায়।

এই শ্রুতিতে কোন বকল্পনা স্থান পায় না। এজন্য ইহার শিক্ষিতগণ "ইহাও হইতে পারে উহাও হইতে পারে" এরূপ কথা বলিতে পারেন না। "এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে" এরূপ উক্তি স্বর্গীয় শাস্ত্রের বক্তাগণ বলেন না। কেন না তাঁহারা পূর্ণ আলোক পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৎকালোচিত জ্ঞানে তাঁহাদিগের কোন সন্দেহ থাকিলে কার্য্য অচল হয়। শ্রুতি প্রকাশক যখন স্বর্গের শ্রুতিনিষ্ঠ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন তখন যে শুনে সেই অবাক্ হইয়া যায়। পৃথিবীর লোকেরা জানিত নিমাই অতি সামান্য লিখা পড়া শিখিয়াছিলেন সুতরাং নিমাইর জ্ঞান আর কত? কিন্তু ইহা জানে না যে নিমাই দিন রাত্রি ব্যাপিয়া সেই স্বর্গের শ্রুতি স্মৃতি পাঠ করিতে নিযুক্ত ছিলেন। এই জন্য যত জ্ঞান গর্ব্বিত নিমাই পণ্ডিতকে সাধারণ ভাবে দেখিয়া অবজ্ঞা করিত, নিমাইর জ্ঞানের নিকট তাহাদিগকে মস্তক অবনত করিতে হইত। মহাপুরুষ ইব্রাহিম মুস ও ঈশা প্রভৃতি এই শ্রুতি পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ছিলেন পৃথিবীর লোকেরা ইঁহাদিগের জ্ঞান জ্যোতির সঙ্গে পরিচিত ছিল না সুতরাং অবজ্ঞার সহিত ইঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিত, কিন্তু পরাজিত হয়ে গুরু বলিয়া গৌরব দিয়া চলিয়া যাইত।

এই শ্রুতি পাঠকের কোন অভাব থাকে না। কোন অভাবের কথাও তিনি ব্যক্ত করেন না। অন্ন বস্ত্র বা গৃহ প্রভৃতি পার্থিব অভাবের ভাব তাহাদিগের মনে উদিত হয় না। কেন না শ্রুতি যোগে স্বর্গের আশা সূচক সংবাদ সর্ব্বদাই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত হন। মানুষ যেমন পরমুখাপেক্ষী, স্বর্গের শ্রুতি পাঠক তেমন নিরপেক্ষ ও নিশ্চিন্ত। কেহ তাঁহার উপকার করিবে তিনি কাহার ও নিকটে এরূপ আশা করেন না, বরং ইহাই বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী নূতনত্ব সহ্য করিতে পারে না কিন্তু নূতনজীবন দান করাই আমার কার্য্য, এস্থলে আমার জীবন আপদ সঙ্কুল হইবেই। এই শ্রুতিপাঠক তেজঃপূর্ণ শ্রুতির বলে পৃথিবীতে একাকী সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হন। অন্য কাহার ও মুখাপেক্ষা করেন না। একজন বৈ তিনি আর গুরু মানেন না জননীও জনক ও একজন বৈ আর মানেন না। এক শ্রুতি বৈ শাস্ত্র মানেন না তাঁহার বল ভরসা বিদ্যা বুদ্ধি সকল এই শ্রুতি।

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলিতে গিয়া যথা সর্ব্বস্ব শত্রুর নিকট হারিয়া অতীব দীন বেশে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধর্ম্মপত্নী সহ বনে গমন করিলেন। শত্রুগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য সহকারে বহু ক্লেশ অপমান গ্লানি সহ্য করিলেন তবু ধর্ম্ম বিচ্যুত হইলেন না। তাহা হইলে কি হয়, সংসার একদিক দিয়া মানুষকে প্রলোভিত করে না, উত্তেজিত করে না, কখন শত্রুবেশে কখন মিত্রবেশে উদিত হইয়া ধর্ম্মপথে কণ্টক পুতিতে থাকে। যুধিষ্ঠির বনে গমন করিলেন ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, অঙ্গীকার পালনের জন্য, সে স্থানে মৃত্তিকা শয্যাতে শয়ন, ফল মূল আহার, প্রভৃতি ক্লেশ সহ্য করিয়া কালযাপন করিতেছিলেন তার উপর আবার বন্ধুগণের তিরস্কার ও উত্তেজনা। একদিন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিবার জন্য, তাঁহার শান্তগম্ভীর ক্ষমাশীল হৃদয়ে মন্যু উদ্দীপ্ত করিবার জন্য, তাঁহার শীতল প্রাণে উষ্ণতা সঞ্চার করিবার জন্য বলিলেন হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমি আপনাকে উপদেশ দিতে গেলে আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইবে কিন্তু বিপদকালে মহাবুদ্ধি লোকেরা ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যান এইজন্য দুই একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন্।

"ন নূনং তস্য পাপস্য দুঃখং মস্মাসু কিঞ্চন। বিদ্যতে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য নৃশংসস্য দুরাত্মনঃ। ব: প:।

সেই পাপকারী নৃশংস ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনের মনে আমাদিগের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই।

আয়সং হৃদয়ং তস্য নূনং দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ। যত্ত্বাং ধর্ম্মপরং জ্যেষ্ঠং রুক্ষাণ্য শ্রাবয়ত্তদা।

তুমি ধর্ম্ম পরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমাকেও তৎকালে যে কটুবাক্য সকল শুনাইয়াছিল নিশ্চয় সেই দুষ্কৃতি দুর্য্যোধনের হৃদয় লৌহ ময়।

সুখোচিত মদুঃখার্হং দুরাত্মা সসুহৃদ্গণঃ। ঈদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপ পুরুষঃ।

যে দুরাত্মা সুহৃৎগণের সহিত মিলিয়া চিরসুখী দুঃখভোগের অনুপযুক্ত ধার্ম্মিক পুরুষকে এই প্রকার দুঃখে ফেলিয়া আমোদ করে সে পাপপুরুষ।

ইদঞ্চ শয়নং দৃষ্ট্বা যচ্চাসীত্তে পুরাতনং, শোচামিত্বাং মহারাজ দুঃখানর্হং সুখোচিতং।

পূর্ব্বে তোমার শয়নের যে শয্যা ছিল তাহা দেখিয়াছি বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাও দেখিতেছি এই উভয় দর্শন করিয়া আমি শোক সম্বরণ করিতে পারি না।

যদপশ্যং সভায়াং ত্বাং রাজভিঃ পরিবারিতং।
তচ্চরাজন্নপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তির্হৃদয়স্য মে॥

পূর্ব্বে সভা মধ্যে রাজগণ সর্ব্বদা তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, সেই দৃশ্য না দেখিতে পাইয়া আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়?

যা ত্বাহং চন্দনাদিগ্ধমপশ্যং সূর্য্যবর্চ্চসং।
সাত্বাং পঙ্কমলাদিগ্ধং দৃষ্ট্বা মুহ্যামি ভারত॥

যাহাকে আমি পূর্ব্বে চন্দনালিপ্ত সূর্য্যতুল্য প্রভাযুক্ত দেখিয়াছি, সেই মহারাজ তুমি তোমাকে পঙ্ক মলা লিপ্ত দেখিয়া কিরূপে অবিমুগ্ধ থাকিতে পারি?

যাত্বাহং কৌশিকৈর্বস্ত্রৈঃ শুভ্রৈরাচ্ছাদিতং পুরা।
দৃষ্টবত্যস্মিন্ রাজেন্দ্র সাত্বাং পশ্যামি চীরিণং॥

যে মহারাজকে পূর্ব্বে কৌশেয় বস্ত্রমণ্ডিত দেখিয়াছি তাঁহাকে এখন ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দেখিতে হইল? পূর্ব্বে তুমি কত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইতে, তোমাকে এখন বনবাসী ও ভিক্ষাজীবী দেখিতে হইল, এ দুঃখ কি প্রাণে সহ্য করা যায়? তোমার চারি ভ্রাতা মহাবীর, যাঁহাদিগের প্রতাপ দেবতা ও অসুরগণও সহ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহারা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তন করিয়া এই বিষম দুঃখ বনবাস সহ্য করিতেছেন? যাঁহারা পূর্ব্বে কত উপাদেয় ক্ষীর শর নবনীতাদি ভোজন করিতেন অতি সুকোমল শয্যাতে শয়ন করিতেন, রাজ প্রাসাদে বাস করিতেন, তাঁহারা এখন তোমার অনুবর্ত্তন করিয়া বন পশু দিগের সঙ্গে একত্র বনবাসীও বন্য ফলভোজী হইলেন? এই মহাবীর ভীমসেনকে বনবাসী দেখিয়া কি তোমার মনে ক্রোধ জন্মে না। হে মহারাজ! এই সকল মহাপুরুষ দিগকে এই প্রকার বিড়ম্বিত দর্শন করিয়া আমি যে আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না। যে ভীম একাকী সমস্ত কুরুকুলধ্বংস করিতে সমর্থ তাহাকে বনবাসী দেখিয়া কেন তোমার ক্রোধ জন্মে না?

ক্রমশঃ।

পূজার পূর্ব্বে অনাহার কেন?

হিন্দুশাস্ত্রের শাসন এই যে প্রতিদিন তিন বার করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে এবং উপাসনা না করিয়া কেহ আহারাদি করিতে পারিবে না। উপাসনার পূর্ব্বে আহার করিলে উপাসনা ভঙ্গ হইয়া যায় সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সে পাপ দূর হয় না। ইহা কিরূপ, একবার আলোচনা করিয়া দেখা ভাল। যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে উপাসনা করিবার প্রবৃত্তিই অতি অল্প লোকের আছে তার উপর অনাহারের শাসন চিরস্থায়ী থাকিলে লোকের হৃদয় হইতে উপাসনা দেবী চিরকালের জন্য পলায়ন করিবেন। বিশেষ কঠিন শাসন (যেরূপ শাসনে জীবন পবিত্র থাকে) প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান ঈশ্বরপূজা প্রভৃতি আর লোকের মনে দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে, তবে সে স্থলে অল্প শাসনেও ধর্ম্মবিশ্বাস স্থায়ী হইতে পারিবে না ইহা নিশ্চত সুতরাং যদি কঠিন শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা জীবন পবিত্র থাকে এরূপ সম্ভাবনীয় হয়, তবে দুশ্চরণীয় বলিয়া তাহা পরিত্যজ্য হইবে কোন বিচারে? বরং দুশ্চর ব্রতনিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা থাকিলে পাপ পরায়ণ দুর্ব্বল লোকেরা চলিয়া যায় তাহাতে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা পাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা। যাঁহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসেন তাঁহারা কিঞ্চিৎকাল উপবাসের ভয়ে উপাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, যাঁহারা বস্তুতঃ তাদৃশ ভাবে ঈশ্বরানুরাগী নহেন, তাঁহারা অদ্য থাকিলেও কল্য আর থাকিতে পারিবেন না। তপস্যা বিষয়ে বিশেষ শাসন প্রচলিত থাকে কেবল এই দুর্ব্বল কয় লোকদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য। উপাসনার পূর্ব্বে আহার না করিলে লাভ কি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। উপাসনার পূর্ব্বে যদি অন্নাদি ভোজনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের মনে উপাসনার প্রতিসম্মান কমিয়া যায়। সুতরাং ভোজন করিয়া উঠিলে আর উপাসনায় তেমন প্রবৃত্তি থাকে না। ভোজনের পর শরীরে জড়তা মনে আলস্যের সঞ্চার হয়। যদি এরূপ হয় যে উপাসনা করিবার পূর্ব্বে আহার করিলে কোন ক্ষতি নাই তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইয়া যায় যে দিনের বেলা উপাসনা না করিয়া সন্ধ্যা বেলায় করাই ভাল, কেননা সে সময়ে সমুদায় উৎপাত করিয়া যাইবে। তৎপর সন্ধ্যা বেলাতে ও আবার কোন গুরুতর কার্য্য (বন্ধু বান্ধব মিলিয়া খেলা করা বা গল্প করা) উপস্থিত হইয়া উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কমাইয়া দেয়। এইরূপ ক্রমে ক্রমে শেষে মানুষ আর উপাসনা করিতেই চাহে না।

আহার করিয়া দেবর্চ্চনা করিতে গেলে অত্যন্ত ভাব বিরুদ্ধও হইয়া পড়ে। পূজা করিবার পূর্ব্বে হৃদয় দীনতাব সম্পন্ন হইবে, শরীর ও মুখশ্রীতে শান্তি ও আশা স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে, অধীনতাতে প্রাণ মন সমুদায় মাখা হইবে তবে উপাসনা প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিবে কিন্তু আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আলস্য ও জড়তার সহিত নিষ্প্রয়োজনীয়তা ব্যঞ্জক লক্ষণ প্রকাশ করিতে করিতে ঠাকুর ঘরে উপস্থিত হইবার সময় মনের ভিতর হইতে নিরাশার সংবাদ স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

বিশেষতঃ শরীরের জড়তা বশতঃ মনোযোগ প্রদান করা অতীব দুষ্কর হইয়া পড়ে। মনোযোগ ভিন্ন সাধন ভজন হয় না। উপাসনা কালে তন্দ্রাবিহীন হইয়া সসম্ভ্রমে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে উপাসনা সিদ্ধ হইবে।

মৃত বন্ধু হরিহরের রচিত সঙ্গীত।

মূলতান একতালা।

আউলিয়া সুর।

মন, ভাবের ঘরে ভাবুক এসে ভাব দিয়েছে। (এক)

সেভাব ভেবে বোঝা যায় না রে মন, (ওহার) ভাবে অভাব হয়ে আছে।

ভাবুক যে দেশের মানুষ, সেথা সকলি পরহংস, দশ হৃদয়েতে বসে বলে এক শত একুশ; আবার তোজাতে বেজায় ভয়ে বিধির দোহাই দিতেছে।

তার এমনি চালাকি, কথায় কথায় দেয় ফাঁকি, বলে তিন ভয়ে পাঁচ বাদ দিলে হয় সপ্তদশ বাকি; ঐ কথা শুনে কত জনে মনে মনে বাদ কেটেছে।

আরো আশ্চর্য্য এক কল, হাতে চলে না কোন বুদ্ধিবল, তিন হলো মা তার উপরে চাপালে বিতল; ঘরে বেশ করে বাস করে শেষে (নীচে) মসলা দিয়ে গেঁথেছে। মন কোন দিকে বা যাও, কার পানে, কাঁকাও, সর্ব্বস্ব লইয়া ঐ ভাবুকের করে দাও; তোমায় লয়ে যাবে হস্ত ধরে (সঙ্গেকরে) যে দেশে সে বাস করিছে।

রাম প্রসাদিসুর।

মা আমি খাতায় ভুলেছি। তোর নামের মজুত লয়ে মা মোর নামে জমা করেছি।

মনমুহরী চুরি করে, উশুলেতে ভুল করেছে, আমার নামের বাঁকি, করে ফাঁক বৈকাত কেটে রেখেছি।

ধনীহবার আশায় মাগো চৌর্য্যবৃত্তি সার করেছি। কিন্তু তোমাদের হারাইয়া মূল হারায়ে বসে আছি।

বাকর মা মন যোজিনী মনের কথা জানাতেছি, তোমার প্রেম ধনেতে ধনী কর মা তোর ধন সব শোধ দিতেছি। (চুরব ধন)

দৈনিক নির্জ্জন চিন্তা।

যিনি ব্রাহ্মণ তিনি শ্রুতি পাঠ না করিয়া পান ভোজন করেন না। প্রতিদিন অন্ন ভোজন করা যেমন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রুতি পাঠ করাও তেমনি প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণ উপবাস করিয়া থাকিতে পারেন তবু শ্রুতি পাঠ না করিয়া থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য এই শ্রুতি পাঠের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রুতি পাঠ না করে তাহার ব্রাহ্মণ্য পরিবর্তিত হইয়া চণ্ডালত্ব জন্মে।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীতে যেমন জোওয়ার আসে, সেই প্রকার ঈশ্বর প্রেমিক সাধুদিগের হৃদয়েও ঈশ্বর সন্নিকর্ষ বশতঃ জোওয়ার আসে।

বসন্ত কালে সকল জগৎ নূতন বেশে ও নূতন ভাবে সজ্জিত হইয়া উৎসব করে, ঈশ্বর ভক্ত সেইরূপ ঈশ্বর সমাগমে উৎসব করেন।

যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন পাইল না সে পাগল হইতে পারে না। সে মুখ দেখিলে আর পার্থিব জ্ঞান লইয়া বসতি করা যায় না।

যে তাঁহাকে চায় সে অন্য সকল হারায়। যে অন্য বস্তুর প্রত্যাশা করে সে তাঁহাকে হারায়।

সকল বস্তুর যিনি সার বস্তু সকল ধনের যিনি মূল ধন, সকল আশার যিনি পর্য্যাপ্তি, তাঁহাকে পাইলে আর অভাব থাকিবে কিসের?

যখন শুনা যায় "আমি তোমার তুমি আমার" তখন কুমারিয়া কীটের নিকট তৈলপায়িকা যেমন, মানুষ তাঁহার নিকট সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পলাণ্ডু ভোজনে রক্ত বড় উষ্ণ হয় সুতরাং কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবল বৃদ্ধি পাইয়া উঠে, এই জন্য সাধু ভক্তবৃন্দ পলাণ্ডু ভক্ষণ দোষ বলিয়াছেন বস্তুতঃ একথা অতি সত্য এই জন্য অদ্যাপি ধর্ম্মরাজ্যে এই নীতি প্রতিপালনের যত্ন হইয়া থাকে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই অনেকের রক্তে এক প্রকার পলাণ্ডুর গন্ধ ও তেজ স্ফূর্ত্তি পায় এ পলাণ্ডু বাহিরের ক্ষেত্রাদিতে জন্মে না কিন্তু মনুষ্যের মনে যে স্বার্থপরতা বিষয় বাসনার ভূমি আছে সেই স্থানে ইহার আবাদ। ইহার দ্বিতীয় নাম অহঙ্কার, বিষয়োন্মত্ত ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মরাজ্যে বাস করিয়াও সেই ক্ষেত্র হইতে সাধু ভক্তদিগের অগোচরে চুরি করিয়া বহু ভক্ষণ করে।

চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সেইরূপ ঈশ্বরোদয়ে প্রেমের সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

যেমন পুত্র কন্যারা জননীর নিকট হইতে মিষ্টান্ন নূতন অলঙ্কার নূতন বস্ত্র নূতন পরিচ্ছদাদি আদায় করিতে না পারে তাহাদিগের প্রতি জননীর তেমন ভালবাসা নাই ইহা নিশ্চিত। যারা প্রতিদিন মার কাছে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাল ভাল বসন ভূষণ আদায় করিতে পারে তাঁহারাই মাতৃভক্ত শিশু।

সংবাদ।

সংগীত সংগ্রহ নামে "বাউলের গাঁথা" পুস্তক আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। সংগ্রহকর্ত্তা এই পুস্তক প্রকাশের জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন।

বিগত ১০ ই চৈত্র কুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভাই রামচন্দ্র সিংহ বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন এই উপলক্ষে উপাসনা কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিও হইয়াছিল।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ ধুবড়ী আসাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। ধুবড়ী হইতে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে এই পত্র আসিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহ এখানে আসিয়া ধুবড়ীস্থ নববিধান মন্দিরকে পুনঃ সংস্থাপিত করিয়াছেন। এখানকার শাখা সমাজের জন্য ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সরকার সম্পাদক ও যদুনাথ ঘোষ উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিগত রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় এই সমাজের প্রথম উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে উপাসনার কার্য্যাবলীর আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পত্র সহ আপনার নিকট প্রেরিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন। এই দিনের উপাসনাদির বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। এখানকার সমাজকে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইলে চলিবে না কারণ উহার আয় বড় অল্প। যদি ভারতবর্ষীয় সমাজ এই বিবরণ মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ করেন তবে বড় ভাল হয়। উপাচার্য্য অন্ততঃ উহার বিশ কাপি মূল্য দিয়া গ্রহণ করিবেন। এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় আমাকে সত্বর জানাইবেন।

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২রা বৈশাখ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ৮ সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ শনিবার, ১৮০৫ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে মাতঃ, আমরা আজ পর্য্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, বল মনুষ্যের প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব। তুমি বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের হিতের জন্য কি না করিলে, যখন যাহা প্রয়োজন হইল, তখন তাহা দিলে, আমাদিগের প্রকৃত প্রার্থিতব্য বিষয়ে তুমি এক দিনও কৃপণতা প্রকাশ করিলে না, কিন্তু তুমি যে প্রকার নিয়ত স্নেহ মমতা প্রকাশ করিলে, আমরা তেমন কি তোমার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিলাম? হে জননি, যখনই যে বিপদ বিঘ্নে নিপতিত হইয়াছি, যখনই যে গুরু ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছি, যখনই যে দায়িত্ব চিন্তাকুলিত করিয়াছে, তোমার শরণাপন্ন হইয়া অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি। এক বার নয় দুই বার নয় প্রকৃত জীবনের আরম্ভ হইতে এই ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, তবু আজও তোমার প্রতি একান্ত আস্থা রক্ষা করিয়া মন নিশ্চিন্ত হয় না, একি সামান্য অল্প বিশ্বাস? তুমি ইচ্ছা কর, তোমার সন্তানগণ কোন প্রকার দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় ক্লেশ না পায়, এই জন্য তাহাদের সমুদায় ভার আপনি বহন কর। আমরা স্বয়ং কিছু করিতে পারি না, তোমার সাহায্য বিনা আমরা পদে পদে অচল, অথচ অবিশ্বাসোত্থিত ভাবনা চিন্তা কিছুতেই পরিহার করিতে পারি না। হে বিশ্ববিধাত্রি, বার বার দেখিয়াছি, যখন মন কোন চিন্তার ভারে অবনত হয়, অমনি যদি তোমার পদপ্রান্তে গিয়া বলি, দাস ঈদৃশ ভার বহনে অক্ষম, তুমি সহায় না হইলে কে আমায় ইহা হইতে বিমুক্ত করিবে, অমনি পরক্ষণে দেখি তুমি আমার চিন্তার ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছ, যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, তুমি তাহা সহজে সম্পাদন করিয়া দিলে। এইরূপ দেখিয়া বুঝিয়াছি, তোমা বিনা একান্ত অসহায় মনেঃকরিয়া সন্তান আপনাকে তোমার চরণতলে নিঃক্ষেপ করিলে, আর তাহার ভাবনা চিন্তার বিষয় কিছুই থাকে না। হে মাতঃ, এ জীবনে গুরুতর কর্ত্তব্য অনেক এবং সে সকল সম্পাদন করিতে যে প্রকার জ্ঞান বুদ্ধি আলোক ও সামর্থ্যের প্রয়োজন তাহার কিছুই আমাদিগের নাই। তুমি ইহা জান, তাই সন্তান প্রণত হইয়া তোমার চরণ ধারণ করিলে, তুমি তাহার হৃদয়ে বুদ্ধি জ্ঞান আলোক ও সামর্থ্য হইয়া অবতরণ কর, চতুর্দ্দিকের ঘটনাপুঞ্জকে তাহার কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী করিয়া তুল, তোমার সন্তান হাসিতে হাসিতে সেই গুরুতর

সাধ্যাতীত করণীয় বিষয় সম্পাদন করে, যাহা অল্পবিশ্বাসী অবিনত ব্যক্তির পক্ষে পর্ব্বতসম দুর্ল্লঙ্ঘ্য। মা, যাহা দেখিয়াছি, দেখিতেছি, তাহারই উপরে সমুদায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি, আমার মন যেন কখন অল্পবিশ্বাসী না হয়, চিরকাল তোমার চরণপদ্মে সমুদায় ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনে বিচরণ করে।

মানবশক্তির নিঃশেষ।

মানুষ যত দিন আপনাকে সমর্থ মনে করে, তত দিন প্রকৃত প্রার্থনা উত্থিত হয় না, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। অবশ্য কতক দূর পর্য্যন্ত মনুষ্য আত্মকর্তৃত্ব বুঝিতে পারে, অন্যথা সে কোন কালে নিজের সামর্থ্য অনুভব করিত না। ধর্ম্মসাধনে পুরুষকার বলিয়া যাহার আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আত্মবল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধন মনুষ্যের পুরুষকার সাপেক্ষ সাধন বিনা ধর্ম্মে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সকলেই সর্ব্বপ্রথমে আত্মসামর্থ্যের উপরে ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করে। যাহার ইচ্ছার বল নাই, সে প্রতিকূল অবস্থা সকলের উপরে আত্মকর্তৃত্ব সংস্থাপন করিয়া কিছুতেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। যত্ন ও বৈরাগ্য এই জন্যই সাধনের প্রথম সোপান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। যত্ন ও বৈরাগ্য দ্বারা অগ্রসর হইলে, পরিশেষে বিবেকের অভ্যুদয় হয় প্রাচীন কালের সাধন প্রণালীতে ছিল, বর্ত্তমান যুগে বিবেক ও বৈরাগ্য সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বনীয়। ইহাতে প্রাচীন ও নবীনে এইমাত্র প্রভেদ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে যত্ন শাস্ত্রানুসারী ছিল, এখন বিবেকানুসারী। শাস্ত্র সাধকমণ্ডলীর বিবেকোত্থিত অনুশাসন, তদবলম্বনে সুতরাং তৎকালের সাধকগণের বিবেকানুমোদিতই যত্ন হইত। উন্নত-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন যে খানে অন্তরস্থ বিবেকবাণী শ্রবণ না করিলে আর চলিত না। শাস্ত্রানুসারে চলিয়া চলিয়া বিবেকবাণী শ্রবণের কণ্টকগুলি উন্মূলিত প্রায় হওয়াতে তাঁহারা তখন বিনাবরোধে তচ্ছ্রবণে সমর্থ হইতেন এবং সেই সময়ে বিবেক লাভ তাঁহারা স্বীকার করিতেন।

মানুষের পুরুষকারোত্থিত যত্ন বা অভ্যাস কতক দূর অগ্রসর হয়, পরিশেষে আর একটা চলিতে পারে না। বলিতে পারা যায় যে খানে মানবশক্তি নিঃশেষ হইয়াছে, বিষয় হইতে নিবৃত্তি পুরুষকার সাধ্য, ইচ্ছার দৃঢ়তা উহার পত্তনভূমি। সমুদায় বৌদ্ধধর্ম্ম এই দিকে মানবজাতিকে অগ্রসর করিয়াছে; বৈরাগ্য ও প্রযত্নে যত দূর হইতে পারে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। গোতম অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন। তিনি ক্ষত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজবংশের সমগ্র পুরুষকার আপনাতে প্রতিফলিত করিয়াছেন। সাধারণ লোকে তাদৃশ পুরুষকার প্রদর্শন করিবে আমরা আশা করিতে পারি না, কিন্তু পুরুষকারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইলে গোতমকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সগুণোপাসনায় কোথায় পূজা বন্দনা প্রার্থনাদি প্রবল করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি উপাস্যের গুণাভ্যাসকে সে খানেও প্রবলতর করিয়াছেন। গোতমকে পুরুষকারের উচ্চদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, নিবৃত্তি সম্বন্ধে যত দূর আবশ্যক তাহা এখানে সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিবৃত্তিতে অবস্থিতি করিয়া সমুদায় শেষ করিলেন তাহা নহে নির্ব্বাণে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণে প্রবেশ এবং ব্রহ্মে প্রবেশ একই। সে খানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনন্ত প্রেমের সহিত যোগ হইল। সর্ব্বভূতে ক্ষমা ও প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আপনার সমুদায় কর্ত্তৃত্ব তিনি

ছাড়িয়া দিলেন, আপনি বলিয়া আর কিছু রহিল না।

যে খানে মানবশক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়, সে খান হইতে আর অগ্রসর না হইলে, মনুষ্যকে পশ্চাদ্গমন করিতে হয়। মানুষ সাধনের প্রথমাবস্থাতে দিন দিন আত্মসামর্থ্য বাড়িতেছে দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হয়। আশা উদ্যম এ সময়ে সমধিক পরিমাণে প্রবল থাকে। কেন না এ সময়ে মানুষ আপনাকে সর্ব্বদা সফলযত্ন সফলমনোরথ দেখিতে পায়। ক্রমান্বয়ে কৃতকার্য্যতা মানুষকে অকৃতকার্য্যতা সহনে অক্ষম করে। যাই তাহার অকৃতকার্য্য হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি গূঢ়ভাবে নিরাশা নিরুদ্যম তাহার প্রাণের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তাহার ঘোর বিপদ উপস্থিত। যে পরিমাণে সে পূর্ব্বে আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিতে পাইয়াছে, সেই পরিমাণে অকৃতকার্য্যতায় তাহাকে ভগ্নোদ্যম করিয়া ফেলে। হয়তো সে এই শেষ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহার দ্বারা কিছু হইবার নহে। যখনি সে মনে করিল, আর আমি কিছু করিতে পারিতেছি না, অমনি তাহার বলক্ষয় উপস্থিত হইবে। পূর্ব্বে যাহা তাহার পক্ষে অতি সহজ ছিল, তাহাও কঠিন বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে। ক্রমে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পতন হইয়া কোন কালে যে সে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিল, কিছু দিন পরে আর তাহার চিহ্নও থাকে না। পূর্ব্বে যে সকল বিষয়াভিলাষ নিয়মিত হইয়াছিল, তাহারা এখন সময় পাইয়া তাহাকে আপনার একান্ত অধীন করিয়া ফেলে।

পুরুষকারের পরিচালনায় অগ্রসর হইয়া এক স্থানে গিয়া গতি স্থগিত হইলে যদি পুরুষকারসুলভ অভিমান সে ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে অপর প্রকারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। পুরুষকারের বলে সে ব্যক্তি আপনাকে অসাধারণ বলিয়া মনে করে, এবং এমন কখন সে মনে করিতে পারে না, তাহাতে কখন অসামর্থ্য উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং যে খানে তাহার অসামর্থ্য উপস্থিত হয়, সে খানেও সে আপনার অসামর্থ্য স্বীকার করে না। অভিমান বশতঃ মনে করে যে, আমাতে সকলই ঠিক চলিতেছে, অগ্রসর হইবার জন্য আমার আর প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। যখন তাহার পতন উপস্থিত হয়, তখনও সে তাহার পতিতাবস্থা বুঝিতে পারে না, সুতরাং আপনাকে তেজস্বী পুরুষ মনে করিয়া যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই যথেচ্ছাচারে তাহার কিছুই অধোগতি হইতেছে না মনে করিয়া সোপান হইতে সোপানান্তরে অবতরণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কুৎসিত মতসকল প্রবেশ করিয়াছে, ভবিষ্যতেও প্রবেশ করিবে।

এখন ব্রাহ্মসমাজ কোথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, এক বার দেখা একান্ত প্রয়োজন। সকলে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, তাঁহারা কোথায় আসিয়া সমুপস্থিত। নিবৃত্তি যোগের অন্তে মনুষ্য যে অনন্ত প্রেমের সঙ্গে পরমপুরুষকারের সঙ্গে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়কে যোগ করিয়া ফেলিয়া সর্ব্বথা বন্ধনবিমুক্ত হয়, সে অবস্থা আসিয়াছে কি না? ক্রোধ হিংসা প্রভৃতির সর্ব্বথা নিবৃত্তি, প্রেম ক্ষমা প্রভৃতির অভ্যুদয় এ দুই যুগপৎ উপস্থিত না হইলে, কেহ যে আর অগ্রসর হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মসমাজ মানবীয় পুরুষকারে যত দূর অগ্রসর হইতে হয় হইয়াছে, এখন ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকর্ত্তৃক অনুবিদ্ধ হইয়া দৈবশক্তি লাভ না করিলে আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। নববিধান এই দৈবশক্তিলাভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই শক্তিলাভ করিয়া অনন্তের দিকে গমন করিবেন, তাঁহারাই ইহার অন্তর্ভূত। ব্রাহ্মসমাজে মানবীয় শক্তি

নিঃশেষ হইয়াছে, এখন নববিধান দৈবশক্তি লইয়া অগ্রসর, এখানে প্রেমপুণ্যের চিররাজত্ব দর্শন করিয়া সকলে কৃতার্থ হইবেন।

স্বর্গীয় প্রেম।

ভাল বাসা অতি সাধারণ শব্দ। এ ভাল বাসা কোথাও নাই এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। সিংহ ব্যাঘ্র যে অতিভয়ানক জন্তু তাহাদিগের মধ্যেও ভাল বাসা আছে। পতি পত্নীকে, মাতা পিতা সন্তানকে ভাল বাসে না, পশুরাজ্যেও এমন দৃষ্টান্ত নাই। যে ভালবাসা এত সাধারণ এবং যে ভালবাসা সত্ত্বেও নীচ হিংস্র পশুভাবসকল দেদীপ্যমান থাকিতে পারে, সে ভাল বাসাকে আমরা দেবগুণ বলিয়া কি প্রকারে স্থির করিব? অবশ্য প্রেম বলিয়া এমন কিছু সামগ্রী আছে, যাহা পশুরাজ্যে বিরল। পশুরাজ্যে বিরল হইলেই পশুভাবাপন্ন মানবগণ মধ্যেও তাহার অভাব দৃষ্ট হইবে। পশুভাবের তিরোধান ভিন্ন যে প্রেমের অবতরণ হয় না, আমরা তাহাকেই স্বর্গীয় প্রেম বলি। পৃথিবীতে ঈদৃশ প্রেমের অভাব বলিয়াই ইহা স্বর্গীয়, ইহা দেবগুণ, মানবীয় নহে।

আমরা অনেক বার বলিয়াছি, যেখানে প্রেম বিনিময় সাপেক্ষ সেখানে স্বর্গীয় প্রেমের অভাব। প্রেম পাইলে প্রেম দিব, এরূপ গণনা স্বর্গীয় প্রেমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সহস্র অত্যাচার অবমাননা বহন করিয়াও যেখানে প্রেমের অণুমাত্র হ্রাস হয় না, বরং আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেখানেই ক্ষমারূপী প্রেমের আশ্চর্য্য আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। ক্ষমা এবং প্রেম এখানে পর্য্যায় শব্দ। পৃথিবীতে কি ক্ষমা নাই, এ কথার উত্তর, পৃথিবীতে যেমন সামান্য ভালবাসার অভাব নাই, তেমনই সামান্য ক্ষমারও অভাব নাই। কিন্তু এ ক্ষমাও কেবল আত্মসুখসাপেক্ষ। আমি যদি অপরের দোষ ক্ষমা না করি সেও আমার দোষ ক্ষমা করিবে না, এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সমুদায় মানবসমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, সুতরাং যত টুকু ক্ষমা না থাকিলে সমাজ রক্ষা পায় না, তত টুকু ক্ষমা আছে ইহা আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু সংসারে নিত্য এত বিবাদ বিসংবাদ এবং অসুখ যে এখানে ক্ষমা কেবল দায়ে পড়িয়া, অন্যথা এক জন আর এক জনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত।

আমরা স্বর্গীয় প্রেমকে অনন্ত ক্ষমারূপী বলিতেছি। এমন অত্যাচার অবমাননা পৃথিবীতে হইতে পারে না, যাহাতে এই প্রেমের ক্ষমা শুষ্ক হইয়া যায়। প্রেম ক্রোধ করিতে জানে না অসহিষ্ণু হইতে জানে না, হিংসা দ্বেষের কথাতো দূরে। এমন প্রেম কাহার আছে আমরা দেখিতে পাই না। তবে কি মনুষ্যে এ প্রেম অসম্ভব? যদি অসম্ভব হইত, ঈশা গৌর প্রভৃতিতে ঈদৃশ প্রেম লক্ষিত হইত না। পৃথিবীতে এ প্রেম আমরা অসম্ভব এই জন্য বলি, যে হৃদয়কে স্বর্গ চুম্বন করে নাই সে হৃদয়ে উহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। ঈশা গৌর প্রভৃতির হৃদয়ে স্বর্গ বিরাজমান ছিল তাই তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের আবির্ভাব সকলে দেখিতে পাইয়াছে, এবং এ প্রেম পৃথিবীর নয় বুঝিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দেবপদে বরণ করিয়াছে। স্বর্গ মানবহৃদয় স্পর্শ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, এজন্যই স্বর্গীয় প্রেম আমরা সাধারণ মনুষ্যসম্বন্ধে সম্ভব মনে করি, অন্যথা আমরা এ প্রস্তাবেরই অবতারণা করিতাম না।

ক্রোধাদিশূন্য স্বর্গীয় প্রেম ঈশা গৌর প্রভৃতির হৃদয়ে ছিল, একথা বলাতে তাঁহাদিগের কোন কোন ব্যবহারের প্রতিবাদ আমরা সাধারণ লোকের নিকট অপেক্ষা করি, কিন্তু আমরা জানি সে সকল ব্যবহারের অর্থান্তর এবং ভাবান্তর আছে। আমরা এই সকল মহাজনগণে

যদিও পূর্ণতা আরোপ করি না, তথাপি ইহা বিশ্বাস করি, তাঁহাদিগের জীবনে বিধিনির্দ্দিষ্ট ঘটনা স্বর্গীয় প্রেমের নিদর্শন। মহাত্মা গৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রেমে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন না, প্রেমই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, কিন্তু তাঁহার জীবনীতে একটি প্রিয় শিষ্যের প্রতি তিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন লিখিত আছে, তাহা প্রেমসঙ্গত বলিয়া সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রতীত হয় না। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ভাবী পবিত্রতা রক্ষার জন্য ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন, বৎসরাবধি সে পুনর্গ্রহণের প্রতীক্ষায় রহিল, অথচ পুনর্ব্বার পরিগৃহীত হইল না দেখিয়া ত্রিবেণীতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ সংবাদ শ্রবণে তিনি শান্তভাবে এই মাত্র বলিলেন "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" মনুষ্য আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে। এক জন প্রিয় শিষ্য সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরোধে নির্জ্জনে এক জন স্ত্রীলোকের নিকট গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে চির দিনের জন্য বর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহা অতি কঠোর ব্যবহার বলিয়া সহজে মনে হয়।

"প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
প্রভু বলে তার মুখ না করোঁ দর্শন॥"

প্রকৃতিভাব স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, তাহার মুখ আমি দর্শন করি না, এই তাঁহার ত্যাগের যুক্তি ছিল। এ ত্যাগ সামান্য ত্যাগ নহে। তিনি যে প্রেমের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে পাপ ব্যভিচার স্বসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতিজ্ঞার নিয়ম ভঙ্গ করিলে, সেই নিয়ম ভঙ্গের মধ্য দিয়া কি ভয়ানক অধর্ম্ম আসিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে তাহা তিনি যে প্রকার অবগত ছিলেন এমন আর কেহ ছিল না। সুতরাং সমুদায় সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিবার জন্য এক জন প্রিয় শিষ্যকে বর্জ্জন উচ্চতর প্রেমের কার্য্য। সমুদায় মনুষ্যসমাজের হিতের জন্য পিতা যদি তাঁহার পুত্রকে বলিদান করেন, তবে তাঁহাতে উচ্চতম প্রেম অথবা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়? এ প্রেম অতি বিরল যাহা সাধারণের হিতের জন্য অতীব প্রিয়সামগ্রীকে পরিহার করিতে পারে। মহর্ষি ঈশার ফেরুসিগণকে ভর্ৎসনাও উচ্চতম প্রেম হইতে, ইহা যদি কেহ অনুভব করিতে না পারে, তবে তাহা তাহার নিজের হৃদয়ের দোষ অথবা মহর্ষি ঈশার হৃদয়ের দোষ একথা অণুমাত্রও বিচারের বিষয় নহে।

মহাজনগণের স্বর্গীয় প্রেমকে দোষবিমুক্ত করিবার জন্য যত্ন আমাদিগের পক্ষে অনাবশ্যক, যাহার অল্প অধ্যাত্ম দৃষ্টি আছে, সেই উহা স্বীকার করিবে। আমরা আমাদিগের মধ্যে এই স্বর্গীয় প্রেমের ক্রিয়া দেখিতে অভিলাষী। অনন্ত ক্ষমাপূর্ণ প্রেম আমাদিগের আদর্শ, আমরা কোন কালে ক্ষমাশূন্য প্রেমশূন্য হইতে পারি না। সহস্র অত্যাচার অবমাননা আমাদিগকে প্রেমহীন ক্ষমাহীন করিবে ইহা কখন হইতে পারে না। সকলেরই এ সময়ে নিজ নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখা উচিত এই স্বর্গীয় প্রেম প্রাণের ভিতরে সঞ্চরিত হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে উচ্চতম নববিধানের আমরা কোন প্রকারে উপযুক্ত নহি। ক্ষমাপূর্ণ স্বর্গীয় প্রেমই আমাদিগকে বিধানবাদী বলিয়া পরিচিত করে, অতএব এই প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া যাহাতে আমরা তদুপযুক্ত হইতে পারি এজন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন আবশ্যক।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

খ্রীষ্টীয়গণ মনে করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বরবাদ খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকটে শিক্ষা করিয়াছে, আমাদিগের দেশে কখন একেশ্বরবাদ ছিল না। আমাদিগের দেশে একেশ্বরবাদ ছিল না এরূপ নির্দ্ধারণ ভ্রমসঙ্কুল। যদিও ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির বর্ণনা বশতঃ ঋগ্বেদের ধর্ম্মকে একেশ্বরবাদ বলা যায় না, বেদান্তের অভিন্নবাদকে একেশ্বর-

বাদ বলিতে অনেকে কুণ্ঠিত, তথাপি ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের স্বরূপসমূহ উপনিষৎ হইতে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিদিনের আরাধনা ধ্যান উপনিষদের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ যে উপনিষৎ অস্বীকার করিলে আমাদিগের সমুদায় উপাসনা প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে। বেদান্তের অভিন্নবাদ একমাত্র ঈশ্বরকে এমনই করিয়া হৃদয় গোচর করিয়াছে যে ঈশ্বরের সত্তাতে আর সমুদায় সত্তা একেবারে বিলীন হইয়া যায়। যদি ইহা দোষ হয় তবে গুণের দিকে। পার্থিব বস্তু পার্থিব সম্বন্ধ মনুষ্যের মনকে এমনি অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, এমন যে জীবন্ত ঈশ্বরের সত্তা তাহাও তদ্দ্বারা সাধারণের নিকটে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এই প্রবল আবরণকে উন্মোচন করিবার পক্ষে উপনিষৎ অতি প্রবল সহায়। উহা ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ সকল এমনি সুস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছে যে যে ব্যক্তি উহাতে মগ্ন হয়, সে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সংস্থাপক মুসলমানধর্ম্মে পারদর্শী হইয়া যে একেশ্বরবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ঈশ্বর একমাত্র সৎ উপনিষদের এই মত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম এমনি দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে যে দুয়ের ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই, এ দুই মতের দোষ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেহ যদি বলেন আমরা আর্য্যগণের নিকট হইতে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করি নাই, আমরা সে কথা বলিতে চাই না, কেন না আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার সদুপদেশ তাঁহাদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারি সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকটে প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছি, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। বেদাদিতে প্রার্থনা নাই তাহা নহে, কিন্তু কালে যোগের আবর্ত্তে পড়িয়া উহা এমনি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, আত্মার স্বাভাবিক প্রার্থনা আমাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন কেবল উপনিষদের ধর্ম্ম ছিল, তখন প্রার্থনা ছিল না বলিলেই হয়। তাই বলি অপক্ষপাত হইয়া যাহার নিকটে যাহা পাইয়াছি স্বীকার করিব, দশ জনের কথায় ভুলিয়া পৃথিবীর ধর্ম্মসকলের প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা অর্পণে কুণ্ঠিত হইব না।

বিবাহ একটি অসামান্য যোগ, বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য বন্ধন। প্রাচীন কালে বিবাহসম্বন্ধে অনেক শিথিল নিয়ম ছিল, বর্ত্তমানেও অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে এ সম্বন্ধে সুদৃঢ় নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা অসংযতাত্মতাবশতঃ বিবাহবন্ধনের শিথিল নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাও মনে মনে বিলক্ষণ জানেন, একবার যাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধ চিরকালের সম্বন্ধ। আমরা এ সম্বন্ধে এ দেশীয় খ্রীষ্টানগণকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়া পূর্ব্ববিবাহিত স্ত্রীকে আপনার নিকটস্থ করিতে চান, হিন্দু পরিবারের স্ত্রীগণ সহজে লজ্জাশীলা, জাতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসসম্পন্না, আত্মীয় বন্ধুর অনুগতা, ভাবী দুরবস্থার ভয়ে সর্ব্বদা আকুল। এই সকল নানা কারণে সহসা তাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত বা অল্পদিনের পরিচিত স্বামীর নিকটে যাইতে ভয়বশতঃ অস্বীকৃতা হন। এই অস্বীকারকে মূল করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করতঃ অন্য বিবাহ করা হয়। দৈবাৎ যদি নবীন বিবাহিতা স্ত্রী পরলোকস্থা হন, সে সংবাদ পূর্ব্ব স্ত্রীর নিকটে যাইবামাত্র তিনি পূর্ব্ব স্বামীর নিকটে যাইতে ব্যগ্র হন এবং স্বামীর নিকটে গিয়া বিনা বিবাহে তৎকর্ত্তৃক পত্নী বলিয়া পরিগৃহীতা হন। যিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন পূর্ব্বে তাঁহার যে পত্নীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, সে পত্নীর সঙ্গে পার্থিব বিধির শাসনে সম্বন্ধ ভঙ্গ হয় নাই। অন্যথা তিনি আসিবা মাত্র তাঁহাকে পত্নী বলিয়া পরিগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? যে ব্যক্তির একটু বিবেক আছে, তিনি এই বলিয়া পরিতপ্ত হন এমন নির্দ্দোষ পবিত্র অনুবর্ত্তিনী নারীকে কেন আন্তরিক দুর্ব্বলতায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা বলিয়াও অনুতপ্ত হন, বিধাতা যদি দ্বিতীয় পত্নীকে স্বস্থানে লইয়া না যাইতেন ন্যায্যমতে বিবাহিতা প্রথমা পত্নীর চির জীবন স্বামিবিরহে কি অসহ্য ক্লেশেই জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। তিনি এই বলিয়া আপনাকে আরও ধিক্কার করেন, দুর্ব্বলা স্ত্রী হইয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত না হইয়াও এ ব্যক্তি স্বামী বিরহক্লেশ বহন করিল, আমি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধনের অধিকারী হইয়াও তাহা পারিলাম না? যাঁহারা দেশীয় খ্রীষ্টবাদিগণের বিবাহসম্পর্কীয় শিথিল ব্যবহারে এই সকল গুরুতর অপরাধ দর্শন করিবেন, তাঁহারা এ ব্যবহারে অধর্ম্ম বলিবেন এবং বিবাহবিধি যে অখণ্ড্য অচ্ছেদ্য বিধি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

মানুষ এত কষ্টক্লেশ কেন পায় যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় কল্পনা উহার মূল। মানুষ সকল বস্তু আত্মকল্পনা যোগে দর্শন করিয়া উহার যথার্থ তথ্য এমনি ভুলিয়া যায় যে এই ব্যাপার হইতে মায়াবাদ একটি প্রকাণ্ড মত পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াছে, উহার সত্যত্ব খণ্ডন করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ চিন্তা অনুমান কল্পনা করিতে ছাড়িবে না, তাহাদিগের ক্লেশেরও অন্ত হইবে না। চিন্তা ও অনুমান যখন কল্পনা আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হয় তখন বস্তু ও ঘটনা

গুলিকে এমনই সাজে সাজাইয়া উহা নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে যে মন তাহাতে একান্ত চঞ্চল ও অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা জানি, মনুষ্য যদি নিজ কল্পনার উপরে দৃঢ় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে তাহার জীবনে অধিকাংশ পাপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করে। ধর্ম্মসাধনের প্রধান লক্ষ্য কল্পনা জয়। যে ব্যক্তি এই কল্পনাকে জয় করিল না, সে কখন উচ্চতম ধর্ম্মে প্রবেশ করিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। ভূত প্রেত নাই অথচ কল্পনাতে ভূত প্রেত নির্ম্মাণ করিয়া মানুষ কেন যে তাহাদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়, আমরা বুঝিতে পারি না। আচ্ছা সকলে বলুন যাদৃশ কল্পনাতে আমাদিগের মন বিকারগ্রস্ত হয় তদ্রূপ কল্পনা মনে উদিত হইলে শত্রু জানিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া কি সহজ নয়? তুমি বলিবে এরূপ করিলে অনেক বাস্তবিক ঘটনাকেও মিথ্যার সঙ্গে বিদায় করিয়া দিতে হয়। আমরা বলি, তাহাতে ক্ষতি কি, বস্তু বা ঘটনা যেরূপ কেন হউক না, মনের বিকার উৎপাদন করিলে তৎপ্রতি সাধক মাত্রের দ্বার অবরুদ্ধ করা সমুচিত। আমরা চাই আমাদিগের মনের ভিতরে এমন কিছু উদিত হইতে পারিবে না, যাহাতে যোগ ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা চিত্তের শান্তি গাম্ভীর্য্য যোগের বিরোধী, তাহা যাই কেন হউক না অবশ্য পরিহার্য্য।

সন্তগণের মত।

মুক্ত হওয়া কাহাকে বলে এবং কি উপায়ে মুক্তিলাভ হয় ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে দেহের নবদ্বার অবরোধ পূর্ব্বক সত্যলোকে গমনই মুক্তি। সত্যলোকে সত্য শব্দের জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রকাশিত রহিয়াছে, সেখানে অনাহত শব্দ শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়া সত্য শব্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাধুগণের প্রবচন পাঠ, নাম স্মরণ, স্বামী ঈশ্বরে প্রেম প্রীতি এবং ভক্তি, জগৎসম্বন্ধে বৈরাগ্য, সাধু গুরু সেবা, ত্যাগী সাধুগণের সঙ্গ, প্রভু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা মুক্তি পথের সাধন। শব্দধ্যান সমুদায় সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন। এ শব্দধ্যান অল্প লোকেই অবগত আছে। উপাসনা যেখানে গিয়া শেষ হয়, সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের আরম্ভ। গুরুনানক, কবীর, দাদু, পলটু, জগজ্জীবন, দরিয়া, তুলসী দাস, চরণ দাস প্রভৃতি সাধু মহাত্মা সকল এই মত রাখিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং শিব নাদধ্যানের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন মুক্ত হইবার জন্য যত পথ আছে তন্মধ্যে নাদোপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি গৌরীর নিকটে হংসনামক উপনিষদে উহার অনেক বর্ণন করিয়াছেন এবং ইহাকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার অনাহত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথম চিন্‌শব্দ, দ্বিতীয় চিন্ চিন্ ঝিঁঝিঁর শব্দ, তৃতীয় ঘণ্টা নাদ, চতুর্থ শঙ্খশব্দ, পঞ্চম বীণাশব্দ, ষষ্ঠ তালক শব্দ, সপ্তম বংশী শব্দ, অষ্টম মৃদঙ্গ শব্দ, নবম ভেরী (?) শব্দ, দশম মেঘগর্জ্জন।

প্রথম শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চ ও দ্বিতীয় শব্দ শ্রবণে দেহে আলস্য, তৃতীয় শব্দ শ্রবণে প্রেমাধিক্য, চতুর্থ শব্দ শ্রবণে সুগন্ধ অনুভব, পঞ্চম শব্দ শ্রবণে অমৃত অবতরণারম্ভ, ষষ্ঠ শব্দ শ্রবণে গলদেশের অধোতে অমৃতাবতরণ, সপ্তম শব্দ শ্রবণে অন্তর্যামিত্ব লাভ, অষ্টম শব্দ শ্রবণে সম্পূর্ণ অন্তর বাহিরের নাদ শ্রবণ, নবম শব্দ শ্রবণে অন্তর্দ্ধান হইবার শক্তিলাভ, দশম শব্দ শ্রবণে সমুদায় বাসনার নিবৃত্তি হইয়া পরব্রহ্ম সহ একত্ব লাভ। পরব্রহ্মের নাম ওঁকার, আপনাকে ওঙ্কার বলিয়া জানাই পরম মুক্তি। সাধুগণ পাঁচ শব্দ বলিয়াছেন, উহাতেই দশ প্রকার শব্দ আসিয়া যায়। শব্দ মধ্যে দুইটি শব্দকে বায়ু শব্দ কথিত হইয়াছে।

আমি কি, যন্ত্র আমার বা ঈশ্বরের বা প্রারব্ধের অধীন এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে, তুমি জীব। মন এবং মূর্ত্তি এ দুই একত্র মিলিত রহিয়াছে। নবদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রদল কমল পর্য্যন্ত যে আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, ঐ পর্য্যন্ত মন, উহার অগ্রে কেবল মূর্ত্তি। দেহ মধ্যে যে গুরু শব্দ নিরত উত্থিত হইতেছে উহাকে আশ্রয় করিয়া, ত্রিকূটীতে আরোহণ পূর্ব্বক দশ দ্বার দিয়া শূন্য সরোবরে গিয়া স্নান করিলে জীব হংসদশা প্রাপ্ত হয়। মূর্ত্তি চৈতন্যের রূপ। নীলপদ্মে তোমার [জীবের] বাস, তোমারই প্রতিবিম্ব ও আভাস সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত। সমুদায় কর্ত্তব্য সাধু গুরুর নিজাধীন। পার্সিতে নাদোপাসনাকে স্থূলতাসুল অজকার বলে। সাধুগণ যে নাদের ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা উপরিউক্ত দশ শব্দের মধ্যে নাই। উহার ভেদ কেবল যে ভেদ পাইয়াছে সেই জানে, জ্ঞানার্থী বা দাসের নিকটে উহার ভেদ প্রকাশ পায় না।

সৃষ্টিকর্ত্তা কে, কোথায় আছেন, কি প্রকারে আছেন, মায়া কি, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে, শব্দই কর্ত্তা পুরুষ, উনিই সর্ব্বোপরি, মায়া উহাঁরই ইচ্ছাশক্তি। গুরু নানক সাহ বলিয়াছেন, "শব্দো ধরতী শব্দো আকাশ। শব্দো শব্দ ভয়া প্রকাশ। সগরী সৃষ্টি শব্দকে পাছে। নানক শব্দো ঘট ঘট আছে।" শব্দই পৃথিবী, শব্দই আকাশ শব্দ হইতেই শব্দের প্রকাশ। যাহা কিছু সৃষ্টি সমুদায় শব্দ হইতে, হে নানক, এই শব্দ ঘটে ঘটে বিদ্যমান।

জগৎ কি, কোথা হইতে, কোন্ সময়ে উৎপন্ন, জগৎ সত্য বা অসত্য, স্বপ্ন এবং জগৎ এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি এবং এ জগৎ কাহার নিকটে প্রতিভাত হয়, এই

সকল প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে, সত্য পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিরঞ্জন উৎপন্ন হন, এই নিরঞ্জন হইতে জগতের উৎপত্তি। সত্যলোকের সঙ্গে তুলনায় এই প্রপঞ্চ অসত্য। নবদ্বারে যে মূর্ত্তি * বিদ্যমান অর্থাৎ উহারই নিকট ভাসমান। অপ্রসৃষ্ট মনের এবং এই জগৎসৃষ্টি নিরঞ্জনের। মনের স্বভাব চঞ্চল, উহা নাদেতে আসক্ত। মৃগ যে প্রকার নাদের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনার শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, তেমনি মন যখন নাদ শ্রবণ করে, তখন বশীভূত হইয়া যায়। মন কোন একটি আসক্তির বিষয় অবলম্বন না করিয়া স্থির থাকে না, শব্দ শ্রবণ তুল্য আসক্তির বিষয় নাই। মন ইহাতে লাগিয়া যায়, এবং জগৎকে ভুলিয়া প্রভুকে লাভ করে। বক্সনসাহ ফকীরের ইহাই মত।

সুখ দুঃখ কিসে হয়, কেন হয়, মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায়, পরলোক কি, সত্য বা অসত্য, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, সুখ দুঃখ নবদ্বার হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা জীবেরই কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। জীবের আশা যাদৃশ তাহার গতিও তাদৃশ হয়। যেখানে সত্য শব্দ সেখানে পরলোক, উহা সর্ব্বোপরি? আনন্দপূর্ণ। উহা ষাট্‌চক্রের উপরিভাগে অবস্থিত।

নাম কি, কোন্ নাম সর্ব্বোপরি, নাম নামীতে ভেদ বা অভেদ, শব্দ কি, সমুদায় মধ্যে উত্তম কর্ম্ম কি, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে, "সোহহং" সত্য নাম, আর এই নামই সর্ব্বোপরি। শব্দ ব্যাপক এবং স্থানব্যাপী উভয়ই, যাহার যে প্রকার অধিকার কর্ম্ম তদনুরূপ। সমুদয় কার্য্যের মধ্যে সাধু গুরু সেবা, সৎসঙ্গ, এবং নাদোপাসনা উত্তম। দেখ, প্রথম নাদ তৎপর বেদ, কেন না নাদ হইতে বেদের উৎপত্তি কথিত আছে। এক্ষণে কলিযুগে কর্ম্ম হইতে পারে না, কেন না এখনকার অবস্থা না কর্ম্মের উপযোগী না সকলের অবকাশ আছে। কর্ম্ম অন্যান্য যুগে হইতে পারিত, এ যুগের জন্য সন্তগণ যে পথ বাহির করিয়াছেন অর্থাৎ সাধু গুরু সেবা, নাম স্মরণ ও নাদোপাসনা ইহাই সুগম। পূর্ব্বে সকল লোকে বাদসাহী পথে গমন করিত এখন ইংরেজগণের নির্ম্মিত পথে গমনাগমন করে। বাদসাহী পথে আহারের বস্তু কিছু পাওয়া যাইত না, পথে কোন আগন্তুনিবাসও ছিল না, রক্ষা গৃহও ছিল না, এখন ইংরেজগণের পথে এ সকলই বিদ্যমান। এস্থলে বাদসাহী পথে যাওয়া বিশেষ ক্ষতিকর। বিশেষ চৈতন্যের সেবা এত মহৎ যে সহস্র বর্ষ জড়ের সেবা, এবং এক দিন চৈতন্যের সেবা সমান। "তীরথ নহায়ে এক ফল সাধ মিলে ফল চার। সৎগুরু মিলে অনেক ফল কহে কবীর বিচার।" তীর্থ স্নানে এক ফল [দেহশুদ্ধি] লাভ হয়, সাধু সঙ্গে চারি ফল [ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ] প্রাপ্ত হওয়া যায়, সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলে অনেক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কবীর বিচার করিয়া বলিতেছেন।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিদ্যাসদৃশ, অনাহত শব্দ শ্রবণ ও নাম স্মরণ অধিকার। অধিকার বিনা বিদ্যাতে কিছু লাভ নাই। তুমি বীজক [বরাত চিঠী] পাইলে অথচ ধন পাইলে না, তবে তোমার সে বীজকে কি লাভ হইল? কেবল না বুঝিয়া সুঝিয়া তীর্থ কর, ব্রত কর, পূজা কর, মাথা কোট, ইহাতে হাতে অল্পই কিছু আসিবে। অনেক লোক এই সকলকেই উপাসনা ও ভক্তি মনে করে, পরন্তু ভক্তি আর এক বস্তু। ভক্তি কয়েক প্রকার হয়, নিয়ম সহিত ভক্তি নিকৃষ্ট, প্রেম সহিত ভক্তি মধ্যম, জ্ঞান সহিত ভক্তি পরা ভক্তি। স্বামী ঈশ্বরকে ব্যাপক জল সমান এবং আপনাকে সেই জলমধ্যে তুষার সমান যাহাতে দেখা যায়, উহাকেই জ্ঞান সহিত পরা ভক্তি বলা যায়। দয়া দান ভক্তির মিত্র, ক্ষুধিতকে আহারদান মহাপুণ্য।

"পরাভক্তি জিসকে অচল পায়ো পদ নির্ব্বাণ।
উসন যোগ হিম জল হুআ মিট্ গয়ো আবন যান।"

পরাভক্তি যাহার অচল হইয়াছে, সে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়াছে। উহাতে তুষার জলের যোগ হইয়াছে, আসা যাওয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। [বিহার বিন্দাবন *]

* হৃদয়দেহকে মূর্ত্তিশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে প্রতীত হয়।

কন্‌ফুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাঁহারা জগতের ভাবনা ভাবিতে আসেন; জগতই যাঁহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার, জগতের জন্যই যাঁহারা প্রাণ মন উৎসর্গ করেন, আপনাদের স্ত্রীপুত্রের ভাবনা তাঁহাদের মনকে বড় অধিক আকৃষ্ট করিতে পারে না; বিশেষতঃ

* সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল, আগরা নগরে বিহার বিন্দাবনী নামে একটি সম্প্রদায় আচার্য্যের স্ব নামে সংস্থাপিত হইয়াছে। এ সম্প্রদায় সত্যনামী সম্প্রদায়ের শাখা বিহারবিন্দাবন গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে এই গ্রন্থে বহু দর্শন এবং প্রসিদ্ধ সমুদায় সম্প্রদায়ের এমন কি মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতির মত নিবিষ্ট আছে। সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকসম্বন্ধে আমরা এই জানিতে পাই, তিনি চাকরীও করেন, আচার্য্যের কার্য্যও নির্ব্বাহ করেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সেই সম্প্রদায়ের তাহার সঙ্গে মত লইয়া কথা বলেন। কোন সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার মতে সম্প্রদায় প্রভেদ অধিকারী ভেদে, সাধক ক্রমে উচ্চসোপানে উত্থিত হয়।

তাঁহারা পরের ভাবনাতে এত দূর নিমগ্ন থাকেন যে, আপনার পরিবারবর্গের জন্য অধিক চিন্তা করিতে প্রায় সময়ই পান না। অন্যান্য মহাপুরুষদিগের যেমন কন্ফুসের জীবনেও ঠিক সেইরূপ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কন্ফুস স্ত্রীপুত্রের বড় একটা যত্ন লইতে পারিতেন না, সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে সেরূপ আদর করিতেন না। পুত্রেরও তিনি কোন বিশেষ যত্ন লইতে পারিতেন না, সে জন্যই বোধ হয় তাঁহার পুত্র জ্ঞানধর্ম্মে তাঁহার অনুরূপ হইতে পারেন নাই। আমরা কন্ফুসের সমগ্র জীবন অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহার পুত্রের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলাম না। একস্থানে কেবল লিখিত আছে কন্ফুস আপন পুত্রকে পথিমধ্যে যাইতে দেখিয়া তাহাকে আহ্বান করত দুই বার দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক বার তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি কবিতাবলী পাঠ করিয়াছ?" তাঁহার পুত্র উত্তর করিলেন "না এখনও করি নাই।" এই কথা শুনিয়া কন্ফুস বলিলেন "যদি এখনও কবিতাবলী না পাঠ করিয়া থাক তুমি এখনও কথা কহিবার উপযুক্ত হও নাই।" আর এক বার সেইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি নীতির নিয়মাবলী শিক্ষা করিয়াছ?" পুত্র উত্তর করিলেন "না এখনও করি নাই।" ইহাতে কন্ফুস বলিলেন "যদি তুমি নীতির নিয়মাবলী অধ্যয়ন না কর তোমার চরিত্র কখনও সংগঠিত হইবে না।" ইহা দ্বারাই বুঝা যায় কন্ফুস আপন পুত্রকে কত দূর দূরস্থভাবে দর্শন করিতেন, অন্যান্য লোকও তাঁহার নিকট যেমন পুত্রও তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক নৈকট্যসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল না। মহাপুরুষদিগের সকলকেই প্রায় এই ভাব দেখা যায়। দেখ কন্ফুসের জীবনের এই ঘটনার সঙ্গে ঈশার "কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা? যাহারা আমার পিতার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করে তাহারাই আমার পিতা মাতা তাহারাই ভ্রাতা ভগ্নী" এই কথার কেমন সুন্দর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কন্ফুস্ তাঁহার শিক্ষাতেও এইভাবের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর কন্ফুস্ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে রাজ সংসারে পুনরায় কার্য্য গ্রহণ করিয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিছু দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে খুব দক্ষতা সহকারে কার্য্য করাতে শাসনকর্ত্তা তাঁহার উপর যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে চাংতু নামক একটি নগরের প্রধান বিচারপতিরপদে নিযুক্ত করিলেন। এই পদে নিযুক্ত হইয়া কন্ফুস্ যে কিরূপ সৌন্দর্য্যসহকারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন তাহা বলা যায় না, তিনি আপনার শাসনাধীন সমগ্র প্রজামণ্ডলীর সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে চারিদিকেই তাঁহার গৌরব বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসন করিতে যে কিছু উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করিতেন স্বীয় মতানুযায়িক তৎসমুদায় উপায় তিনি সেখানে খাটাইতে লাগিলেন; প্রজাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্য্যন্ত সমুদায় বিধান করিতেই তিনি কৃত সংকল্প হইলেন; এবং নগরের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে তিনি কিছুমাত্র অবহেলা করেন নাই। কথিত হইয়াছে যে তিনি প্রজাদিগের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য বৃদ্ধ ও যুবার বিভিন্ন প্রকার আহারের নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলবান্ ও দুর্ব্বলের বিভিন্ন প্রকার কার্য্য প্রণালী ও ভার বহন প্রণালী বিধান করেন। তিনি তাঁহাদের নীতি সংরক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে খুব পার্থক্য ভাব রক্ষা করিতে আদেশ করেন এবং এমন কি পথিমধ্যেও স্ত্রীপুরুষদিগের গমনাগমনের জন্য ভিন্ন ২ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায় তাঁহার শাসনাধীনে অল্পকাল মধ্যেই সেই নগরের অধিবাসীদিগের নীতির অবস্থা এত দূর উন্নত হইয়াছিল যে পথিমধ্যে কোন দ্রব্য সপ্তাহকাল পতিত থাকিলেও কেহ তাহা স্পর্শ করিত না এবং দেশে প্রতারণা ও প্রবঞ্চকতা একেবারে প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছিল। আবার কন্ফুস যেমন শাসন প্রণালী ও সামাজিক নীতি উন্নত করিতে যত্নশীল ছিলেন মৃতপ্রোথন ইত্যাদি অতি সামান্য বিষয়েও তিনি মনোযোগ করিতে অবহেলা করেন নাই। কথিত আছে শব রক্ষার্থ সিন্দুকের আকার কিরূপ হইবে ও কিরূপে তাহাকে প্রোথিত করিতে হইবে তৎসমুদায়ও তিনি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। দেশের উন্নতি বিধায়ক তাঁহার এই সমুদায় কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী প্রায় সমুদায় রাজ্যই তাঁহার নিয়ম অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শুনা যায় তিংশাসনকর্ত্তা এই সমুদায় দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া কন্ফুসকে জিজ্ঞাসা করিলেন সমগ্র রাজ্য শাসন পক্ষেও এই সমুদায় নিয়ম কার্য্যকর হইতে পারে কি না; ইহাতে কন্ফুস উত্তর করিলেন কেবল সমগ্ররাজ্য কেন সমগ্র সাম্রাজ্যেও এই নিয়মে চলিতে পারে। ইহা শুনিয়া শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সমুদায় রাজকোষের সহকারী পরিদর্শক পদে নিযুক্ত করিলেন। কন্ফুস্ এই পদে উন্নীত হইয়া চারিদিকের রাজভূমি পরিদর্শন করত রাজ্যের কৃষিকার্য্য বিষয়ে বহুল উন্নতি বিধান করিলেন। পুনরায় অল্প কাল মধ্যেই কন্ফুসের আবার পদোন্নতি হইল। তিনি যখন সহকারী রাজকার্য্য পরিদর্শকের কার্য্য করিতেছিলেন তৎকালে রাজ্যের বিচারবিধায়ক মন্ত্রীর পদ খালি হওয়ায় শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ঐ পদেই নিযুক্ত করিলেন, এবং তিনিও এমনিদক্ষতা সহকারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন যে, অল্পদিন মধ্যে দেশের

প্রায় সমুদায় দুষ্ট লোকই শাসিত হইয়া গেল এবং এমনি শান্তি বিরাজিত হইতে লাগিল যে দণ্ডবিধি আইনের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। এমন কি দুষ্ট লোকের সংখ্যা একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

এই সমুদায় বিবরণ যদিও আপাততঃ আতিশয্য দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি কন্‌ফুস যেরূপ প্রজ্ঞাবান্ ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার শাসনে যে এরূপ দেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। তবে অতি অল্প কাল মধ্যে না হউক তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে সময়েও যে দেশের অবস্থা এতদনুরূপ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কন্‌ফুসের বুদ্ধিমত্তার কথা তাঁহার বিপক্ষগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং ইহার সত্যতার প্রমাণ তাঁহার জীবনে অনেক পাওয়া যায়। একবার লুঃ এবং সৈ রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদ্বয়ের বহুকালব্যাপী বিবাদ বিসংবাদের পর মিলন সন্দর্শন হইবার কথা হওয়াতে, কন্‌ফুস্ লুঃ রাজের পক্ষ হইয়া সমুদায় কথাবার্ত্তা স্থির করেন। সমুদায় স্থিরীকৃত হইয়া গেলে অপর পক্ষীয় প্রধান কর্ম্মচারী যদিও বাহিরে মিলনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে লুঃ রাজকে বন্দ করিবার জন্য সমুদায় আয়োজন করিয়া রাখিলেন। কন্‌ফুস এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সৈ রাজ কর্ম্মচারীকে সভাস্থলে তিরস্কার করিয়া এবং সন্ধিপত্র ঠিক করাইয়া লইয়া স্বীয় শাসনকর্ত্তাকে লইয়া এমনি পলায়ন করিলেন যে তাঁহার প্রভুর কিছুই বিপদ ঘটিল না অথচ সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্‌ফুসের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক পাওয়া যায়, সুতরাং রাজনীতিবিষয়ে তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ তাঁহার সময়ে কেহ ছিল কি না সন্দেহ এবং কেবল তাঁহার সময়ে কেন, তিনি স্বীয় রাজতত্ত্ববিদ্যায় দুই একটি এমন প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন যে একালেও অর্থাৎ এত কালের শিক্ষা এবং চর্চ্চার পরেও তাঁহার ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া দুরূহ এবং এমন কি তাঁহার মত রাজতন্ত্র আবিষ্কারবুদ্ধি কাহারও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিলে হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হইবে, কিন্তু আধুনিক জুরির বিচারপ্রণালী কন্‌ফুসই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার সমক্ষে বিচারবিষয়ক কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই তিনি দেশস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে একত্র সমবেত করাইয়া তাঁহাদের সকলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার নিষ্পত্তি করিতেন, এবং বিচারে মত প্রকাশ করিবার সময় অমুক অমুক ব্যক্তিবর্গের মতানুসারে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইল এরূপ ভাব ব্যক্ত করিতেন। ইহাদ্বারায় বেশ দেখা যায় কিরূপে দেশ সুশাসিত হয় কন্‌ফুস এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সাধারণ প্রজাবর্গকে কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট হইতে দিতেন না, তাহারা যে কোন উপায়ে রাজার উপর সন্তুষ্ট থাকে তিনি তাহাই করিতেন, অথচ রাজকার্য্যবিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দিতেন না। এইরূপে স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে কন্‌ফুস সাধারণ সকল লোকেরই প্রেমপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তিনি যেরূপই কার্য্য করুন দেশস্থ লোকের সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ বা অমত থাকিলেও, তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য তাহা সম্পন্ন করিতেছেন এরূপ ভাবিয়া কেহই তাহাতে বাধা দিত না; কেবল বিনীত ভাবে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিত এবং তাহার সদুত্তর পাইয়া সকলেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিত। কথিত আছে কোন এক সময়ে, এক জনেরা পিতা পুত্রে বিবাদ করিয়া পিতা যে সে পুত্রের নামে অভিযোগ আনয়ন করিল। কন্‌ফুস্ বিচার করিয়া উভয়কেই কারারুদ্ধ করিলেন। ইহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই বলিয়াছেন পুত্রের পিতাকে মান্য করা সংসারের বন্ধনের পক্ষে প্রধান নীতি। অতএব আপনি এই পিতৃদ্রোহী পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া সমগ্র দেশে ইহার দৃষ্টান্ত কেন প্রচার করিলেন না?" কন্‌ফুস্ এই প্রশ্নে পিতা ও পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, দেখুন এই পিতা প্রথমে পুত্রকে তাঁহাকে মান্য করিতে ও তাঁহার বাধ্য হইতে শিক্ষা দেন নাই, এক্ষণে যদি সেই পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে নির্দ্দোষীকে দণ্ড দেওয়া হইবে। এস্থলে পুত্র অপেক্ষা পিতাই দোষী, সুতরাং কেবল পিতার পক্ষ হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিলে চলে না। আর দেখুন একেবারে লোকের প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নহে, কারণ বহুদিন হইতে দেশের নীতির অবস্থা হীন হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় আশা করা যায় না, যে লোকেরা আদৌ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।" এই শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং দেশস্থ সকলেই তাঁহার মতে অনুমোদন করিলেন। একথাগুলি কন্‌ফুসের রাজশাসনপ্রণালীর সুকৌশল বিষয়ে আর এক প্রমাণ এবং ইহা দ্বারাও দেখা যায় তিনি কিরূপ মেধা সহকারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কন্‌ফুস্ এই পদে সম্ভবতঃ প্রায় চারি পাঁচ বৎসর কার্য্য করেন, তাহার পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে উন্নীত হন। কিন্তু কেহ কেহ এই কথা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি আর প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

উপক্রমণিকা।

পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, মহামুনি গৌতম ও প্রেমিক চূড়ামণি গৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহাদিগের জীবন লইয়াও সেইরূপ অসম্মিলন রহিয়াছে। যেমন অন্যান্য সম্প্রদায়ে অসম্মিলন অপ্রেম দেখিতে পাওয়া যায়, গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গেরও সেইরূপ বিবাদ। কেন না শাক্যসিংহ সম্রাট-পুত্র, গৌরাঙ্গ গরিব ব্রাহ্মণের পুত্র। শাক্যমুনির জীবন চেষ্টাসম্ভূত ও বীরত্ববিজৃম্ভিত, গৌরাঙ্গের জীবন অবস্থ-সম্ভূত আনুগত্যবিজৃম্ভিত। গৌতম জ্ঞানী, গৌর ভাবুক, গৌতম চিন্তাশীল, গৌর চিন্তাশূন্য সদানন্দ। গৌতম বিধিবিহিত প্রণালীর অনুসরণ করেন, গৌরাঙ্গ বৈধাবৈধ বিচারশূন্য হইয়া ধর্ম্মপথে চলিয়াছেন। গৌতম সাধন-সিদ্ধ গৌরাঙ্গ স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল বৈষম্য ভাবই সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও অসম্মিলনের কারণ। গৌতমপ্রদর্শিত নির্ব্বাণপথাবলম্বী ভিক্ষু বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, আবার বৈষ্ণব বৌদ্ধদিগকে নাস্তিকতার অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন কালে সম্মিলন হইবে তাহার আশা করা যায় না, কিন্তু নববিধান বলিতেছেন, "বিসংবাদ আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে না, এখন সম্মিলন ও সদ্ভাববিস্তার হইবে।" সুতরাং গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের যে বিবাদ তাহা দূর করিয়া তাঁহাদিগের ভিতরে সম্মিলন ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে।

গৌতম সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গও সন্ন্যাসী। সুতরাং গৌতম ও গৌর দুই জনই বৈরাগ্যপ্রিয়। গৌতম ধ্যানেতে ব্রহ্মে স্থিতি করেন, গৌরাঙ্গ প্রেমেতে ঈশ্বর সহবাস অনুভব করেন, প্রকার গত ভেদ হইলেও দুইই এক দিকে সমান। গৌতম বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও প্রিয়তম পুত্র পরিত্যাগের সঙ্গে২ রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন গৌরাঙ্গও বৃদ্ধা জননী প্রিয়তমা পত্নী বিদ্যা বুদ্ধি মান সম্ভ্রম সকল বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। গৌতম নির্ব্বাণ সাধন করিয়াছিলেন সুতরাং রাগদ্বেষাদিতরঙ্গবর্জ্জিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ হরিভক্তির বলে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে একেবারে হরিতে উৎসর্গ করিয়া আপনার বলিয়া আর কিছুমাত্র রাখেন নাই, হরিপ্রেমের আকর্ষণে তাঁহার রাগ দ্বেষাদির বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। এই সকল সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে গৌতম ও গৌরাঙ্গের বস্তুতঃ কোন বিসংবাদ নাই। কেবল গৌতম আর গৌরাঙ্গ নহে, পৃথিবীতে যত মহাজন স্বর্গের ধন দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ থাকিতে পারে না। কেন না তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ স্বীকার করিলে স্বর্গের সঙ্গে স্বর্গের বিবাদ স্বীকার করা হয়। আমরা নববিধানের বিধাতার কৃপাবলে, স্বর্গে কি পৃথিবীতে কোথাও আর বিবাদ থাকিতে দিব না সঙ্কল্প করিয়াছি। এই জন্য প্রথমতঃ গৌতম ও গৌরাঙ্গের ভিতরে যে কোন প্রকার বিবাদ নাই তাহাই প্রদর্শন করিব স্থির করিয়াছি। বিশ্বাস, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, জীবিকা ও জীবন, উদ্দেশ্য, প্রত্যাদেশ, সাধন, সিদ্ধি, রুচি, শীলতা, পুণ্য উদারতা ইত্যাদি বিষয় লইয়া আমরা গৌতমের জীবনের সঙ্গে গৌরাঙ্গের জীবনের কিরূপ সম্বন্ধ ও সম্মিলন তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

গৌতমের বিশ্বাস।

যাহা অন্ধকার প্রতিকূলতার ভিতরে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতে দেয় না প্রত্যুত অতিদুষ্করকার্য্যসাফল্যে আলোক ও বল দিয়া অগ্রসর করে, এবং প্রাণের গভীর স্থানে আশার সংবাদ প্রচার করে তাহাকে বলা যায় বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি, শাক্যমুনি নিমাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসে এক। তাঁহারা উভয়ে একই ভূমিতে দণ্ডায়মান, একই গৃহের গৃহস্থ, একই অন্নপানে জীবিত, একই শয্যায় শায়িত, একই পরিচ্ছদপরিহিত ছিলেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে উভয়ের জীবনের গতি এক দিকে, স্ফূর্ত্তি, তেজঃ ও সৌন্দর্য্য সমুদায় একই বিষয় বা বস্তু লইয়া। সেই বস্তু কি? ব্রহ্ম। কেহ কেহ এ কথাতে আপত্তি করিবেন। তাঁহারা বলিবেন একথা সত্য নহে, কেন না গৌতম নাস্তিক বলিয়া জগতের নিকটে পরিচিত, গৌরাঙ্গ আবার একেবারে তাহার বিপরীত পৌত্তলিক বা নরপূজক। এক জন নাস্তিকের সঙ্গে এক জন নরপূজকের যে কোনক্রমেই সম্মিলন হইতে পারে না, একথাটি নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাও বুঝিতে পারে। এই কথার উত্তরে আমরা বলি, গৌতমকে যাঁহারা নাস্তিক বলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই, আবার গৌরাঙ্গকে যাঁহারা নরপূজক পৌত্তলিক বলেন তাঁহারা গৌরাঙ্গকে চিনিয়াছেন বোধ হয় না। যে নাস্তিক সে তপস্যা করিল কেন? ইন্দ্রিয় শোষণ করিল কেন? ইন্দ্রিয় জয় করিয়া নির্ব্বাণ সাধন করিল কেন? যে নাস্তিক তাহার তো ভবিষ্যচ্চিন্তা নাই, পরলোকের চিন্তা নাই। যাহার পরলোক নাই, ইহলোকই সর্ব্বস্ব, সে নির্ব্বাণ সাধন করিয়া, পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন যাপন করিবে কেন? যিনি পরলোক জানেন না, পরলোক

মানেন না, তাঁহার তাদৃশ কঠোর ব্রতপালনজনিত দুঃখ বহন করিয়া কায কি? অতএব বিশ্বাস করা প্রয়োজন হইতেছে যে শাক্যমুনি নাস্তিক নহেন, কিন্তু আস্তিক চূড়ামণি ছিলেন। কেবল এই যুক্তিমাত্র লইয়াই আমরা পরিতৃপ্ত নহি, আমরা ললিতবিস্তর হইতে প্রমাণ পাইয়াছি—যথা "ইদং পুনর্জনতা প্রসন্ন * ব্রহ্ম, † তেন অধিষ্ট ‡ প্রবর্ত্তয়ি § চক্রং।"

সুতরাং নিশ্চয় বলা যাইতেছে যে শাক্যমুনি বিশ্বাসী সাধুদিগের মধ্যে এক জন মাননীয় লোক। শাক্যের বিশ্বাস বিষয়ে আমরা তাঁহার জীবনের প্রণালী ধরিয়া চলিলে আরও উচ্চে উঠিতে পারি ও অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইতে পারি। শাক্য বাল্যকাল হইতে পরিবর্ত্তনশীল মানবজীবনের সুখ দুঃখাদির বৈষম্য দূর করিয়া এক অপরিবর্ত্তনীয় সুখে উত্থিত হইবার জন্য লালসা প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই উচ্চ্বাসের প্রতিকূলে কত শত সহস্র বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই গতির অবরোধ করিতে পারে নাই। বিশ্বাসের বল ব্যতীত কেহ এইরূপে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে না। "অন্ধকারে বস্তু আছে" এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকিলে যেমন কেহ বস্তুর অন্বেষণ করিতে অন্ধকারে প্রবেশ করে না, সেইরূপ পরে নিশ্চিত অপরিবর্ত্তনীয় সুখ আছে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কেহ পরিবর্ত্তন হইতে অপরিবর্ত্তনে উত্থিত হইতে চেষ্টা করিতে চাহে না। এই যে গতি ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত শাক্যমুনির জীবনে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই গতি তাঁহাকে পতিব্রতা পত্নীর প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, পিতা মাতার প্রগাঢ় স্নেহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, রাজ্য ও রাজপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত করিয়াছিল, ভোগ বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। তাহা কি অন্ধকারাবৃত শক্তিহীন চেষ্টা? কখনই নহে। কেহ বলিবেন এরূপ হইলে শাক্য যে দেবতার উপাসনা করিতেন তাহার ভাব, নাম, শক্তি প্রভৃতির কথা বলিতেন কিন্তু তাঁহার জীবনে কোন স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না বরং দেব দেবীর প্রতিকূলেই অনেক কথা বলিয়াছেন। নিরাকার কি সাকার কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত দেবতার উপাসনা করিলে উপাসক আপন ইষ্টদেবতা কর্ত্তৃক বিধৃত ও নিয়মিত হইয়া কার্য্য করে, শাক্যমুনির জীবনে তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাক্যমুনি কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত দেবতার উপাসক ছিলেন না ইহা সত্য। কিন্তু তিনি যে এক নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, অতীন্দ্রিয় বরণীয় দেবতার অর্চ্চনা করিতেন ইহাও অতীব সত্য। ঈশ্বরকে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা বাক্যের বিষয় করিলেই তিনি সবিকল্প ও বিবাদাস্পদ হইয়া পড়েন সুতরাং ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন ও বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বা বর্ণিত ঈশ্বর পরস্পর কর্ত্তৃক অপবাদিত দূষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" এই সকল শ্রুতিবাক্য সত্য জানিয়া তিনি বিবাদাস্পদ ঈশ্বর পরিত্যাগ করিয়া নামরূপ গুণ বর্জ্জিত বাক্যের অবিষয়ীভূত সদ্বস্তুর প্রতি চিত্ত সমাহিত করিয়াছিলেন।

---

* প্রসন্না। † ব্রহ্মণি। ‡ অধিষ্ঠায়। § প্রবর্ত্তয়িষ্যে।

আমরা শাক্যমুনির জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার জীবনের ভিতরে এমন এক অলৌকিক তেজ আলোক ও শক্তি দেখিতে পাই যাহা কোন কারণে পরাজিত হয় নাই। শাক্যমুনির সময়ে যত বড় লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যত পণ্ডিত বিদ্বান্ লোক তৎকালে জীবিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই শাক্যের শক্তির নিকট অবনত ছিলেন! এই তেজ আলোক ও শক্তির নামান্তর বিশ্বাস। বিশ্বাস মনুষ্যকে উষ্ণ রাখে, শীতল হইতে দেয় না, আলোকিত করিয়া গুহ্যস্থাননিহিত সত্যবস্তু সকল দেখাইয়া দেয়, বলের সহিত বাধা বিঘ্ন প্রতিকূলতা সকল অতিক্রম করিয়া চালিত করে। বিশ্বাসের এই তিন শক্তি শাক্যমুনির জীবনে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। শাক্য আপন জীবনে যে প্রকার অপ্রতিহত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেবল এক বিশ্বাসেই শোভা পায় অন্য কিছুতে নহে।

সংবাদ।

ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় সপরিবারে সিমলায় গমন করিয়াছেন। অসুস্থ শরীরে পথের ক্লেশনিবন্ধন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এখন সুস্থতা লাভ করিয়াছেন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হিমালয়ের শীতল প্রদেশ তাঁহার অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করিবে, আমরা তাঁহাকে সুস্থ শরীরে আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব, ইহাই আমাদিগের প্রবলতর আশা।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সিমলায় গমন করিয়াছেন। তাঁ[illegible] অনুপস্থিতিকালে সকলে পত্রাদি ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের নামে প্রেরণ করিবেন।

বিগত ৯ই বৈশাখ প্রচারক ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় "পূর্ব্ববাঙ্গলায় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্রিয়া" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার অনুবর্ত্তী বন্ধুগণ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া জীবনে যে সকল অলৌকিক ফল লাভ করিয়াছেন বক্তৃতায় তাহাই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। বক্তা জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রত্যাদেশের নূতন তত্ত্ব অত্যন্ত ওজস্বিতার সহিত শ্রোতৃবর্গকে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

গত বুধবার ভাই দুর্গানাথ রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ বরিশালে নববিধান প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। মঙ্গলবার রাত্রিতে বিধান পতাকা ও ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া নগরের অনেক বন্ধুর বাড়ীতে যাইয়া ভক্তিভাবে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকল বন্ধুর নিকটে তাঁহারা বিনীত ভাবে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইয়াছেন। এই সময়ে বাহ্য প্রকৃতি ও বরিশাল স্থান তাঁহাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাঁহারা এই ঝড় তুফানের সময়ে ভয়ঙ্কর নদ নদী সকল পার হইয়া ভয়ানক বিধানবিরোধীদিগের মধ্যে বিধানের নিশান উড়াইতে চলিয়াছেন, শ্রীহরি তাঁহাদের সহায় হউন। তাঁহারা বরিশালে ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে বিধান প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পয়সাও পথের সম্বল ছিল না, তাঁহারা যাচ্ঞার কোন উপায়ও অবলম্বন করেন নাই, যাইবার সময় আশ্চর্য্যরূপে পাথেয় আসিয়া জুটিল, এক পয়সা ছিল না, ১০ টাকা হইল।

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১১শে বৈশাখ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ। ৯ সংখ্যা।	১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৮০৫ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি অতি দুর্ব্বল, আমি অতি অকিঞ্চন, আমি শ্রেষ্ঠ মহজ্জনের নিকট বসিতে অনুপযুক্ত, এ কথা আমি কখন অস্বীকার করিতে পারি না, কেন না তুমি আমার প্রকৃতিতে সুস্পষ্ট ভাবে এ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছ। কিন্তু ক্ষুদ্র যদি আপনার ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া গিয়া বড় হইতে যায়, তবে তাহার লাঞ্ছনা এবং অধোগতি ভিন্ন আর কি লাভ হইবে? তাই বলি, নাথ, আমি যেন আমার ক্ষুদ্রতা কখন বিস্মৃত না হই। আমি জগতে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আমা হইতে কোন না কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নহে। সে ব্যক্তি যখন আপনার শ্রেষ্ঠতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া কথা বলে, আমাকে তখন মস্তক অবনত করিয়া তাহার কথা শ্রবণ করিতে হয়। তুমি জান, প্রভো, যখন কোন ব্যক্তি সতেজে কোন কথা উপস্থিত করে, তখনই এ ব্যক্তি কুণ্ঠিত এবং পশ্চাদ্‌গামী হয়, আর যদি কেহ আশ্বাস দান করে, এ ব্যক্তি সাহসের সহিত নির্ভীক হৃদয়ে আপনার বলিবার বিষয় সোৎসাহ বলে। অন্যের তেজের নিকটে সঙ্কুচিত, বিশ্রব্ধ হইলে প্রগল্‌ভ ক্ষুদ্রে এ স্বভাব প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, দেব, আমি যখন প্রগল্‌ভ হই, তখনও আমি যে ক্ষুদ্র নই এ কথা মনে করিতে পারি না। তবে নিয়ত প্রগল্‌ভ হইবার কারণ বিদ্যমান থাকিলে, তব দত্ত প্রকৃতির ক্ষতির সম্ভাবনা, এজন্য আমি এমন দলে বাস করিতে ইচ্ছা করি যেখানে আমি আমার ক্ষুদ্রতা বিস্মৃত হইতে পারি না। এখন তোমার নিকটে এই প্রার্থনা, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হইলে প্রবল ও শ্রেষ্ঠের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার যে একটি অভিলাষ হয়, তুমি সেই অভিলাষ হইতে আমায় রক্ষা কর। মানুষ যত কেন ক্ষুদ্র হউক না, আপনা হইতে যাহারা ক্ষুদ্র তাহাদিগের সঙ্গ অন্বেষণ করে। ভয় সঙ্কোচের অবস্থায় কে কোথায় চিরকাল বাস করিতে পারে? মহতের মহত্ত্বের প্রতাপ যে ব্যক্তি বহন করিতে না পারে, সে সেখানে তিষ্ঠিবে কি প্রকারে? হে দেবাদিদেব, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার দাসের বহন করিবার ক্ষমতা বাড়ে। ক্ষুদ্র যদি মহতের মহত্ত্ব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করে, তবে সে তাহার মহত্ত্ব বহন করিয়া মহৎ হইবে কি প্রকারে? তুমি মহানের মহান্, তোমার নিকটে আসিয়া যদি আমরা অসঙ্কোচে তোমার প্রতাপ ও মহিমা আত্মাতে প্রতিফলিত করিয়া কৃতার্থ

হই, তবে তোমার সন্তানগণের মহত্ত্বে সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিব কেন? বুঝিয়াছি, এখানে অভিমান পরম শত্রু। ক্ষুদ্রের আবার অভিমান কি? ভয় ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের সঙ্গে তোমার ক্ষুদ্র দাস যাহাতে বাস করিতে পারে, তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর।

নূতন চৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

চৈতন্য সন্ন্যাসী কেন? চৈতন্য এই জন্য। চৈতন্যের অর্থ জ্ঞান, সন্ন্যাসীর অর্থ ত্যাগী। সংসাররূপ মদ্যপান করিয়া মানবজাতি মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার চলিবার সাধ্য নাই সংসার ছাড়িবে কিরূপে? যত দিন এইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অবস্থিতি করে তত দিন আর সন্ন্যাস করিতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য আসিবামাত্র সে সন্ন্যাসী না হইয়া পারে না। যোগের যে দুই প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার প্রথম গতির আরম্ভে এই চৈতন্য জন্মিল। প্রথম গতিতে কেবল ত্যাগ, চৈতন্য (জ্ঞান) জন্মিলেও কেবল ত্যাগ। জ্ঞানশব্দের অর্থ সদসন্নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি। জ্ঞান বলিয়া দেয় যে এইটি সৎ আর এইটি অসৎ। যখন জ্ঞান (চৈতন্য) উদিত হইয়া অসদ্বস্তুপূর্ণ জগতের মধ্যে সৎস্বরূপ ঈশ্বরের পূর্ণতা প্রদর্শন করে তখন এই অসদ্বস্তুসমষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সেই সদ্বস্তুর দিকে উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং চৈতন্য জন্মিলেই সন্ন্যাসী হওয়া অনিবার্য্য। চৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ গৃহী থাকিতে পারে, সংসার করিতে পারে, ধন মান উপার্জ্জনে ব্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু চৈতন্য হইবামাত্র এ সকল ছাড়িয়া দিয়া সে সন্ন্যাসী হইয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, যে চৈতন্য সেই সন্ন্যাসী কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। এই প্রকার ত্যাগের পর ত্যাগ করিতে করিতে মনুষ্য ঈশ্বরের সমীপস্থ হইয়া কৃতকার্য্য হয়। সে সংসারে যে সকল অসদ্বস্তু পরিত্যাগ করে, তাহার অভাবে আর এ স্থানে দুঃখ পাইতে হয় না। কেন না সকল কাম্যবস্তুর পূর্ণপর্য্যাপ্তিস্থল ঈশ্বর। ঈশ্বর পিতা, মাতা ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, অর্থ, বিত্ত, জীবিকা ও জীবন সকলের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সকলের বিয়োগজনিত দুঃখ একাকীই দূর করিয়া দেন।

সংসারের পরিবর্ত্তনশীল সুখের পরিবর্ত্তে যখন মানব একটি স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়, অথচ সংসারের পিতা মাতা প্রভৃতি সকল প্রকার সম্বন্ধজনিত সুখও নিত্য সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার নাম হয় নিত্যানন্দ *। নিত্যানন্দের অর্থ অবিনাশী আনন্দ। যে আনন্দ হইতে আর পতন হয় না, যে আনন্দ পাইয়া মধুমত্ত ষট্‌পদের ন্যায় মানব আর সকল কথা সকল কার্য্য ভুলিয়া যায়, তাহাকে বলা যায় নিত্যানন্দ। এই অক্ষুণ্ন নিত্যানন্দসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া মানব এই অপূর্ব্ব বস্তু আপনার ন্যায় আর আর অকৃতার্থ মানবমানবীদিগকে প্রদান করিতে অভিলাষী হয়। এই সময়ে সে আবার ফিরিয়া সংসারে আগমন করে। এইটি যোগের দ্বিতীয় গতি। সংসারে আসিয়া কি তাহার যোগ ভঙ্গ হয়? না। সংসারে আসিয়া তাহার যোগ পূর্ণ হয়, না হইলে নিত্যানন্দ হওয়া যায় না। এ সময়ে দেশকালঘটিত বৈষম্য আর মানবকে ব্যথিত ভীত বা ব্যস্ত করিতে পারে না। এ অবস্থায় মানব যে দেশে বা যে কালে অবস্থিতি করে সেই দেশে বা সেই কালে থাকিয়াই সে যোগযুক্ত থাকিতে পারে। কেন না এ সময়কার যে অবস্থা তাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঈশ্বরানুভূতির অবস্থা। যে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পূর্ব্বে ঈশ্বর হইতে যোগভ্রষ্ট করিত, পূর্ব্বে

---

* আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

যাহারা যোগের অন্তরায় ছিল, এখন তাহারা যোগের অনুকূল হইল। যদি এ সময়ে মানুষ যোগভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যানন্দ নাম থাকিতে পারে না, কেন না কোন বিঘ্ন আর সেই যোগের ব্যাঘাত করিতে পারে না বলিয়াই তাহার নিত্যানন্দ নাম হইয়াছে। সংসার যদি ভেল্কী দেখাইয়া মানুষকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে, যদি সংসার যোগীর নিকট আপন সৌন্দর্য্য আপন সুখ সৌভাগ্য দেখাইতে সময় পায় তাহা হইলে তাঁহার নিত্যানন্দ নাম আর থাকে না। বস্তুতঃ নিত্যানন্দের নিকটে সংসারের ভ্রূকুটী খাটে না। নিত্যানন্দসমুদ্রের সঙ্গে অখণ্ডনীয় যোগ হইলে নিত্য (অবিচ্ছিন্ন) আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়া মানুষকে পূর্ণকাম করে। সংসার আনন্দময়, গ্রাম নগর উদ্যান প্রান্তর সমুদায় আনন্দপূর্ণ, সকল নরনারীর ভিতরে সকল বালক বালিকার ভিতরে আনন্দময়ীকে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভোজন করিতে প্রবৃত্ত তখন আনন্দময়ী অন্ন হস্তে দণ্ডায়মানা, অন্নমধ্যে অন্নরূপা অন্নশক্তি বিরাজিতা, পানীয় মধ্যে পানীয়দাত্রী, গৃহে, শয্যাতে, পরিচ্ছদে সকল বস্তুতে জগদ্ধাত্রী বিরাজিতা সুতরাং মানুষ নিত্যানন্দ না হইয়া থাকিতে পারে না। যে শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে জীবনে মরণে ইহলোক ও পরলোকে সেই সর্ব্বব্যাপিনী আনন্দময়ী মাকে দর্শন করে তার আনন্দ দূর করে কার সাধ্য ?

যোগের দ্বিতীয় অবস্থাতে মানুষ যখন নিত্যানন্দ তখন সে গৃহস্থ। নিত্যানন্দ হইলেই তাহাকে গৃহস্থ হইতে হইবে। চৈতন্য যেমন সন্ন্যাসী, অচেতন অবস্থা হইতে সচেতন অবস্থায় গেলেই যেমন সন্ন্যাসী হওয়া অনিবার্য্য, সেইরূপ ঈশ্বর সহ সম্মিলনের অবস্থা সহবাসের অবস্থা আসিলেই গৃহস্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেন না লীলাময় ঈশ্বরের লীলাভূমি সংসার, সংসার ভিন্ন লীলাদর্শনের স্থান আর নাই। লীলাদর্শন ভিন্ন আনন্দ অসম্ভব। প্রতিদিনের লীলা, প্রতিদিনের দয়া, স্নেহ, প্রতিদিনের সান্ত্বনা, প্রতিদিনের আশার শাস্ত্র পাঠ করিয়া করিয়া সাধক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন, আর উঠিতে পারেন না। এ অবস্থায় কোন বস্তু বা ব্যক্তি শত্রু থাকিতে পারে না, পর থাকিতে পারে না। সকলেই মিত্র সকলেই আপনার হইয়া যায়। এ সময়ে সাধক জগতের কোথাও কিছু ত্যাজ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না সকলই গ্রাহ্য। কেন না তিনি আপনি যেমন ঈশ্বরকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছেন অন্যকেও সেইরূপ ঈশ্বরের ক্রীড়াসামগ্রীরূপে দেখিতে পান সুতরাং ত্যাজ্য আর থাকে না। সাধক আপনি ঈশ্বরের জগৎও ঈশ্বরের, আপনাতেও ঈশ্বর জগতেও ঈশ্বর; এইরূপ ব্যাপক দর্শনের অবস্থায় কোন বস্তু কি ব্যক্তিকে * ত্যাজ্য মনে করিতে আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং সাধক নিত্যানন্দ হইলে সংসারী না হইয়া থাকিতে পারেন না।

অসত্য পরিহার।

সত্যের অনুসরণ ধর্ম্মজীবনের মূলভূমি। যাহা কিছু অসত্য মিথ্যা ভ্রম তাহা ধর্ম্মের বিরোধী সামগ্রী। ধর্ম্মশাস্ত্র অসত্য ছেদন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার যত্ন অবলম্বন করিয়াছে। যিনি ধর্ম্মসাধনে ব্রতী, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে এই দেখিতে হইবে, তিনি যাহা করিতেছেন তাহা ঠিক সত্যের অনুসরণ করিতেছে

* আমরা এ অংশে যে ভাষা ব্যবহার করিলাম, এই ভাষার বিকৃত ব্যবহারে অবিশুদ্ধ তান্ত্রিক মত উপস্থিত হইতে পারে। ঈশ্বর এবং তাঁহার নিত্য বিধি এ দুইয়ের বিচ্ছেদে ঈদৃশ বিকার সমুপস্থিত হয়, আমাদিগের সর্ব্বসমন্বয়ের ধর্ম্মে তাহার সম্ভাবনা কোথায় ?

কি না? বিনা সত্যের অনুসরণে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনে কৃতকৃত্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মের প্রথম সাধনের অবস্থায় আত্মচিন্তা সর্ব্ব-প্রধান উপায়। আমি কি তাহা না জানিলে কি জন্য কি বিষয়ে যত্ন করা আমার প্রয়োজন, তাহা আমার জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ অবগত নহে, তাহার সম্বন্ধে পরমাত্মসাধন দুরূহতর।

মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "এখন সকলে সত্যেতে এবং আত্মাতে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবে।" আত্মাতে ঈশ্বরকে সত্যভাবে অর্চ্চনা করা ইহাই ঈশ্বরের যথার্থ পূজা। "যুক্তস্যাত্মনি দেবতা" যোগযুক্ত ব্যক্তির আত্মাতে অর্চ্চনীয় দেবতা। যে আত্মাতে সেই পরম দেবতার অর্চ্চনা করিব, সেই আত্মাই যদি প্রকৃতিস্থ না হইল, ঠিক যেমন আপনি তদবস্থ আপনাকে জানিয়া উপযুক্ত উপ-হারযোগে অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত না হইল, তবে সিদ্ধি-লাভের সম্ভাবনা কোথায়। দর্শন বিজ্ঞান বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগতির জন্য যত্ন প্রকাশ করিয়াছে। ব্রহ্ম ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মা ও জগতের কি সম্বন্ধ ইহা লইয়া দর্শনাদি নিবদ্ধ। ধর্ম্মসাধনের পথ এতদ্দ্বারা পরিষ্কৃত হইবে, এই উহাদিগের উদ্দেশ্য। অনুসর্ত্তব্য বিষয়ের ভিন্নতানিবন্ধন এই সকল দর্শনাদির প্রভেদ হইয়াছে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সকলেরই এক।

ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহে যত বিকার আমরা দেখিতে পাই, সত্য হইতে দূরে গমনই তাহার মূল কারণ। যত দিন দৃষ্টি সত্যেতে আবদ্ধ থাকে, তত দিন বিকারের সম্ভাবনা অতি অল্প। সত্যদৃষ্টি আত্মাকে অবিকৃত রাখিবার একমাত্র উপায়। কোন প্রকারের ভুল কল্পনা বা কুযুক্তি অবলম্বন করিয়া আপনি যাহা তাহা ঠিক না বুঝিয়া বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতেই যাথার্থ পথ হইতে মনুষ্য পরিভ্রষ্ট হয়। অনেক সময়ে অজ্ঞানতা এবং মূঢ়তা লোককে বিপথে লইয়া যায়। যে বস্তুর যে প্রকার মূল্য বা যাহার জন্য মূল্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া তৎপ্রতি অন্যায় আদরাধিক্য বশতঃ লোকে প্রবঞ্চিত হয়। যেমন হৃদয়ের ভাবোদ্গাম সুখকর ও ভক্তিব্যঞ্জক, কিন্তু ভাবোদ্গামমাত্রই যে অতি মূল্যবান্ সামগ্রী তাহা নহে। নানা কারণে ভাবের উদয় হইয়া থাকে, যেমন সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বর, সুমধুর বচন, চিত্তের ভাবপ্রবণতা। সঙ্গীত এমনই একটী আশ্চর্য্য সামগ্রী যে এমন লোক অতি অল্প আছে যাহাদিগের চিত্ত মধুর সঙ্গীতে আর্দ্র না হয়। ভাবুকগণের ভাবো-দ্রেক অধিকাংশ সময়ে সঙ্গীত যোগেই হইয়া থাকে, সুতরাং সঙ্গীতের স্বাভাবিক আকর্ষণে অথবা ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ ভাবোদ্গাম হইল, ইহা স্থির করা সুকঠিন। এমন কতক গুলি বচনবিন্যাসের প্রণালী আছে, যে প্রকারে বচনবিন্যাস করিলে ভাবো-দয় হয়। এস্থলে সেই সকল বাক্যযোগে তাদৃশ ভাব হইল অথবা ঈশ্বরানুরাগ বশতঃ হইল তাহা কে বলিবে? কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, অল্প কারণেই তাহাদিগের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া কোন না কোন প্রকারের ভাবের অধীন হয়। এ সকল ব্যক্তি অল্প একটু উদ্দী-পনা লাভ করিলেই আর্দ্রচিত্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদিগের ভাবোদ্রেকের সঙ্গে গভীর ঈশ্বরানুরাগ থাকিবে তাহার কোন কারণ নাই। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলে তদ্ঘটিত সঙ্গীতাদিযোগে যদি ভাবের উদ্রেক হয় তবে তাহারই সমাদর, অন্যথা তাহার কোন সমাদর নাই। এখানে ভাবোদ্গামের প্রকৃত মূল্যবত্তা গাঢ় ঈশ্বরানুরাগ। গাঢ় ঈশ্বরানুরাগ আছে কি না তাহার পরীক্ষা চরিত্রদ্বারা। সুতরাং চরিত্র দেখাইয়া দেয় আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আছে কি না। সেই অনুরাগ ভাবো-দ্রেকের কারণ হইলে তাহা অতীব মনোহর এবং আদরের সামগ্রী। ভাবের পক্ষপাতী

ভক্তিশাস্ত্রও এই জন্য চরিত্রবিহীন হইয়া ভক্তিভাব প্রকাশ করিলে তাহাকে মিথ্যাচার বলিয়া নিন্দা করেন।

"ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং শ্রবণন্তথা॥"

অভিমান মনুষ্যের সত্যদৃষ্টি বিনষ্ট করে। চিত্তে ভাবোদ্রেক হয় বলিয়া যখন আপনাকে লোক একান্ত কৃতার্থ মনে করে, তখন চরিত্রের বিশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি চলিয়া যায়। চরিত্র অবিশুদ্ধ হইলেও ভাবোদ্রেকের ক্ষতি হয় না, ভাবোদ্রেক হইলেই সুখানুভব হয়, এবং সুখানুভবই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, এইরূপ ভয়ানক মূঢ়তা হইতে নানা প্রকার ব্যভিচারের মত পৃথিবীতে স্থান পাইয়াছে। বিষয়সেবাকারী ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের যে প্রকার সুখ জন্য চেষ্টা নানা অধর্ম্ম উৎপাদন করে, এই সকল বিমূঢ় ব্যক্তিগণের ভাবজনিত সুখের লালসাও তেমনই অধর্ম্ম প্রসব করিয়া থাকে। বিষয়-সেবাকারীর সুখানুভবও স্নায়ুবিকার, ভাবোদ্রিক্ত ব্যক্তির সুখানুভবেরও তাহাই কারণ, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে আর কোন প্রভেদ রহিল না। যদি ঈশ্বরানুরাগে হৃদয় উদ্রিক্ত হয় তাহা হইলে এ সুখ স্থায়ী সুখ, নিত্য সুখ, এবং দিব্য ধামের সুখ। এই সুখে মন যেমন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, শরীর আশ্চর্য্য তেজ প্রকাশ করে, তেমনি চরিত্রের মধুরতা দিন দিন প্রকাশ পাইয়া তদধীন ব্যক্তিকে অতি সৌম্য-মূর্ত্তি অর্পণ করে। ভক্তির ইহাই প্রকৃত দান, ইহা অর্পণ করিবার জন্যই ভক্তির পৃথিবীতে সমাগম।

চরিত্র যদি ভক্তির ব্যঞ্জক হইল, তবে সে চরিত্র কি প্রকারে গঠিত হয় তাহা স্থির হইলেই ভক্তির মূল আমরা নিশ্চয়রূপে জানিতে পাইব। এ মূল আর কিছুই নহে, আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাই। আত্মাতে নিয়ত ঈশ্বরকে অবলোকন করিলে, আত্মার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়। এই প্রকৃত অবস্থা জানাই সত্য দৃষ্টি। সত্য দৃষ্টি কখন আত্মসম্বন্ধে প্রবঞ্চিত হইতে দেয় না। সুতরাং ভাবোদ্রেকাদি তাহার বিমূঢ়তা উৎপাদনে সক্ষম হয় না। ঈশ্বরকে নিয়ত দর্শন করিয়া, নিয়ত তাঁহার নিকটে আত্মজীবন কি প্রকারে পরিচালন করিতে হইবে তাহার সমুদায় তথ্য জানিয়া, তদনুসারে চলিলে চরিত্র সুদৃঢ় এবং বিশুদ্ধ হয়। ঈশ্বর এবং তাঁহার বাণীর প্রতি একান্ত সমাদর বশতঃ ক্রমে তাঁহার প্রতি অনুরাগ দৃঢ়মূল হয়। এই অনুরাগের দৃঢ়তা হইতে ভাবোদ্গম স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। তখন লোকে আপনাতে ভক্তির বিকাশ দেখিয়া একান্ত কৃতকৃত্য হয়। দর্শন যোগ শ্রবণ যোগ হইতে যথার্থ দৃষ্টি চরিত্রশুদ্ধি, ঈশ্বর প্রতি অনুরাগ এবং ভক্তি সমাগম সকলই হইয়া থাকে ইহা প্রকৃত তথ্য।

মহাত্মা চৈতন্য যে বিস্তৃত ভক্তি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি চরমে গিয়া সমুপস্থিত। কিন্তু এই স্থলে তৎশাস্ত্র প্রণেতৃগণ বলিয়াছেন যে, ভক্তির প্রথমাবস্থায় একমাত্র দাস্য ভক্তিকে ভক্তগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। প্রাচীন ভক্তি শাস্ত্রে এই দাস্য ভক্তিই ছিল, অন্যবিধ ভক্তির তত প্রচার ছিল না। আমরা বলি উচ্চতম ভক্তির ইহাই মূল। ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দে অনুরক্ত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে চলা ইহাই ভক্তির আরম্ভ, চরমে ইহাতেই তাঁহার সঙ্গে ঘনতর যোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু এই দাস্যভক্তির মূল ঈশ্বরদর্শন ঈশ্বরবাণী শ্রবণজনিত আপনাকে আপনি যথাযথ জানা। আমি তৃণসদৃশ অতি হীন, আমার কিছুই মূল্য নাই, আমার প্রভুই আমার জীবনের প্রকৃত মূল্য, এই সত্য জানিয়া জীব যখন তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হয়, তখন আর তাহার মনে কোন প্রকার অভিমান আসিয়া প্রবেশ করে না, এবং নিরভিমান বশতঃ সত্যপথ হইতে তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকে না। লোকে

যদি এই প্রকার সত্যেতে স্থিতি না করে, তবে তাহার নানা প্রকারে বঞ্চিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমরা তাই বলি সত্য ভিন্ন ধর্ম্মরাজ্যে দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই, সত্য ভিন্ন কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, সত্য অনন্ত জীবনের মূল। সত্য এই, আমি কিছুই নই, আমার প্রভুই আমার জীবন গৌরব উন্নতি ও সুখের মূল; তাঁহাকে ছাড়িলেই আমার জীবন মৃত্যুমুখে পতিত। যে ব্যক্তি ইহা জানিয়া আত্মদৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে সর্ব্বদা স্থিরতর রাখে, কেবল তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে চলে, তাহারই কর্ত্তৃক সত্য রক্ষিত হয়, এবং তাহারই কর্ত্তৃক অসত্য পরিহার সর্ব্বথা সম্ভবপর।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পরলোকে বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিমূল সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে পরলোকের চর্চ্চা অতীব গ্লানিজনক। পরলোকের চর্চ্চা বাল্যকালের বিষয়। বাল্যকালে পরলোকের কথা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া গম্য বা লক্ষ্য স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। কেন না তাহা হইলে পথ চলিতে দৌর্ব্বল্য বা শ্রান্তি বোধ হইবে না। কিন্তু সমুদায় জীবন এলো মেলো মাঠে মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে (সূর্য্যাস্তের সময়) পরলোক চিন্তা করা আর নিরাশায় প্রাণত্যাগ করা একই কথা। এই জন্য আমরা এ সকল বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করা প্রয়োজনীয় মনে করি না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এ সকল তত্ত্ব সমালোচিত হইলে, নবীনজন্মা পুরুষদিগের বিশেষ উপকার দর্শে। বিশেষতঃ এক জন খৃষ্টান্ বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা অদ্য পরলোকের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতেছি। পরলোক বা পরকাল একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পর শব্দ পশ্চাৎ বা শ্রেষ্ঠ অর্থ প্রকাশ করে, লোক শব্দ ভুবন বা ব্যক্তি এবং কাল শব্দ সময় অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং পরলোক বলিতে পশ্চাতে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে লোকে আছে (এতদ্ব্যতীত অন্য কোন এক লোক) ইহা ছাড়িয়া পরে যে লোকে যাইতে হইবে তাহা; অথবা বর্ত্তমান লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক বুঝায়। পরকাল শব্দের অর্থ করিলেও ঐরূপেই করা যায়। বর্ত্তমান কালের (মুহূর্ত্তের) পরে (পশ্চাতে) যে মুহূর্ত্ত আসিতেছে তাহা অথবা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মুহূর্ত্তকে পরকাল বলা যায়। আমাদিগের এই পরকালের অর্থ এত সুন্দর ও ব্যাপক যে ইহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবার প্রচুর সামগ্রী আছে এবং সংশয়িজনের কথিত নিরাশাব্যঞ্জক পরকালকেও আমরা ইহার ভিতরে রাখিয়া পোষণ করিতে পারি। এই সকল কথা লইয়া অধিক বিতণ্ডা করিয়া ফল নাই, সময় ও নাই সুতরাং নিষ্প্রয়োজন। অতএব অল্প কথায় আমরা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছি। আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বরের নিত্যতা পরকালের মূল। আত্মা বর্ত্তমান কালে জীবিত আছে, ভবিষ্যৎ কালেও জীবিত থাকিবে। সুতরাং বর্ত্তমান কাল বা লোক না থাকিলে যেমন আমরা জীবিত থাকিতে পারি না, সেইরূপ পরলোক বা পরকাল না থাকিলেও আমরা জীবিত থাকিতে পারিব না। যে বিশ্বাস করে আমার শরীর মরিলেও আমি কদাচ মরিব না, তাহার পক্ষে পরলোক বা কাল না থাকিলেই চলে না। এখন যে আমি জীবিত আছি, চলিতেছি, বলিতেছি কার্য্য করিতেছি হাসিতেছি খেলিতেছি ইহা কিরূপে করিতেছি? আমার নিজের শক্তি নাই, আশ্রয় নাই সুতরাং চলিবার বলিবার হাসিবার খেলিবার সাধ্য নাই তথাপি তত্তৎ কার্য্য করিতেছি, কার বলে? কার শক্তি কার তেজঃ প্রভাবে? অবশ্য স্বীকার করা আবশ্যক এমন কোন অপরাজেয় শক্তি বা আশ্রয় আছে যাহাতে আমি এবং অন্যান্য সমুদায় জগৎ জীবিত ও আশ্রিত হইয়া আছে। যাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমুদায় জগৎ বর্ত্তমানে জীবিত আছে তাহা এখন আছে পরে থাকিবে না এমত কোন বিকল্পের বস্তু নহে কিন্তু উহা নিত্য কাল, সকল দেশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে এইরূপ অবিনশ্বর বস্তু। সুতরাং আমরা এখন যাঁহাকে আশ্রিত ও জীবিত আছি, পরেও তাঁহাতেই জীবিত ও আশ্রিত থাকিব। বর্ত্তমানে আমরা জানি না কোথায় ও কিরূপে আছি, মৃত্যুর পর জানিতে পারিব সুতরাং তাহাকে উৎকৃষ্ট কাল বা উৎকৃষ্ট লোক বলা যায়। যাঁহারা জীবন্ত বিশ্বাসে জীবিত আছেন বা ছিলেন তাঁহারা কেহই ইহ কাল পরকাল স্বতন্ত্র করিয়া দর্শন করেন না। বর্ত্তমান কালে আমরা যে অবস্থায় আছি তাহা অপেক্ষা পর মুহূর্ত্তে আমার জীবন যদি উন্নত না হয়, নূতন জীবনে সজীব না হয়, নূতন বেশ ভূষাতে সজ্জিত না হয়, তবে তাহাকে পরকাল বিশ্বাসী বলা যায় না। পরলোকে বিশ্বাসী জীবন আশা ও আলোকে পূর্ণ, কেন না সে মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট শিশু মাতৃক্রোড় প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আনন্দিত সেইরূপ উৎফুল্ল। অসাধু পাপ জীবন পরলোক সম্বন্ধে ভয়ের কারণ, কাহার কাহার এইরূপ মত। আমরা তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার না করিলেও কিছু কিছু স্বীকার করি। অসাধুর নিকট উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করেন এরূপ বিশ্বাস করিলে ঈশ্ব-

রকে মানুষের মত ক্রোধ লোভাদি অবস্থার অধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমরা তাহা মঙ্গলময় ঈশ্বরসম্বন্ধে স্বীকার করি না। বস্তুতঃ তাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন অসম্ভব কিন্তু পাপী আপনি পাপের জন্য অপরাধের জন্য ঈশ্বরকে ভয়ঙ্কর বলিয়া কল্পনা করে। খৃষ্টান্ মণ্ডলী যে অনন্ত নরকে বিশ্বাস করেন আমরা তাহা করি না। কেন না আমাদিগের ঈশ্বর দয়ালু অপরিবর্ত্তনীয় ও মঙ্গলময়।

নববিধান বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন, চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম, ঈশার প্রচারিত ধর্ম্মই প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে আমরা বলি, চৈতন্য ও ঈশার ধর্ম্মে প্রেম আছে কিন্তু প্রেম দ্বারা গঠিত নহে। প্রেমরূপ মহোপাদান তাহার মূল ভিত্তি নহে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "আমি পিতাতে পিতা আমাতে এবং ইহারা সকলে আমাতে, আমি সকলে" সুতরাং ইহাতে প্রেমের ভাব প্রচুর আছে কিন্তু তাঁহার এই কথার গুরুত্ব খ্রীষ্টানমণ্ডলী গ্রহণ করিতে না পারিয়া সত্য সাধুতা ও কল্যাণের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় বা দেশেতেও যে ধর্ম্ম সত্য, ন্যায় পুণ্য প্রেম আছে ইহা একেবারে অস্বীকার করিয়া সেই বিশ্বব্যাপী প্রেমের ব্যাপকতা নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বৈষ্ণবগণও শাক্ত শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়কে ঘৃণিত মনে করিয়া উড়াইতে চেষ্টা করিলেন, সুতরাং চৈতন্যদেবের মহা ভাবের ধর্ম্ম মহা অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ খৃষ্টান ও বৈষ্ণবগণ যদি আপন আপন নেতাদিগের অভিপ্রায়ের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেন এবং তদনুসারে আপন ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব বুঝিয়া কাজ করিতে পারিতেন জগতে নববিধানের আগমন প্রয়োজন হইত না। ইহাঁরা আপন স্বত্ব বুঝিতে ও বুঝিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়াতেই জগতে নববিধানের আগমন। নববিধান আসিবার কালে স্বর্গে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, জগতে যাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহা কল্যাণপূর্ণ, যাহা সত্য ধর্ম্ম তিনি তাহা বিনাশের চেষ্টা করিবেন না কিন্তু তাহাদিগকে হস্তে ধরিয়া পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত করিবেন। সুতরাং হিন্দু, মোসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ যে কেহ কেন হউক না যে কোন সম্প্রদায় কেন হউক না সকলকেই আদর ও সম্মান করিয়া তাঁহাদিগের ভিতরে যে ঈশ্বরের তেজ, সত্যের ও পুণ্যের জ্যোতিঃ আছে তাহাদিগকে প্রেমে দ্রব করিয়া পুণ্যে মিলিত করিয়া সত্যে ও ভাবে গঠিত করিবে, কাহার প্রতি, হিংসা বিদ্বেষ করিবে না সুতরাং সমুদায় দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায় ঘটিত বিভিন্নতা অসম্মিলন দূর হইবে, এবং ইউরোপ আমেরিকা আসিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি ভূখণ্ডে সভ্য অসভ্য জ্ঞানী মূর্খ যত লোক আছে সকলেই "আমি পিতাতে পিতা আমাতে" "তোমরা সকলে আমাতে আমি তোমাদের সকলেতে" মহর্ষি ঈশার উচ্চারিত মহা বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে, এবং ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকা প্রভৃতি সকলই ঈশ্বরের দেশ, সকল দেশেই ঈশ্বর আপনি আপনার প্রেমপুণ্য দিয়া শাসন করেন, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, সুতরাং স্বদেশে কি বিদেশে স্বসম্প্রদায়ে কি পর সম্প্রদায়ে ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরেরই প্রেমপুণ্য ইহাদিগের জীবনোপায়; এই কথা বুঝিলেই এ ধর্ম্ম দুষ্ট ও ধর্ম্ম দুষ্ট, ইত্যাদি শত্রুতামূলক বাক্য বলিবার প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়। এই কার্য্য করিবার জন্য নব বিধান আসিয়াছেন। সুতরাং নববিধানকে বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্ম বলা যায়। কেন না সম্মিলন প্রেম ভিন্ন হয় না, প্রেমও সম্মিলন ভিন্ন হয় না। সকল প্রকার স্বার্থ অহঙ্কার দোষ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ না করিলে এই ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না প্রতিপালনের তো কথাই নাই।

কোন্ সময়ে মৌনভাব অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, ইহা প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন। সকল সময়েই কথা বলিতে হইবে, ইহা কখন নিয়ম হইতে পারে না। যেখানে সাধুজনের নিন্দা হয়, পরের দোষোদ্ঘাটন হয়, ঈশ্বরাবমাননার স্রোত চলে, সেখানে কোন্ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি সেই সকল বিষয়ে যোগ দান করিয়া তাহাদিগের দলস্থ হইয়া বাক্‌পটুতা বিস্তার করিতে পারে? এ সকল স্থলে মূকত্ব অবলম্বন করিয়া অসম্মতি প্রদর্শন, বা তথা হইতে প্রস্থান সাধকমাত্রেই সমুচিত মনে করিবেন। কিন্তু এমন সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে অনেকের বাগ্‌বিস্তারের অনৌচিত্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। বরং সত্যের অনুরোধে এ প্রকার করিতেছি মনে হইয়া তৎসম্বন্ধে বাক্‌পটুত্ব বর্দ্ধিত হয়। কোন একটি বিষয় লইয়া লোকে যখন তর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন মতদ্বৈধ বশতঃ উষ্ণতা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এই উষ্ণতা হইতে অসদ্ভাব অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত অসদ্ভাব পক্ষান্তরের দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত করে। দোষোদ্ঘাটন নিদ্রিত ক্রোধাদিকে জাগ্রৎ করিয়া দেয়। এই সকল পশু জাগ্রৎ হইয়া উঠিলে রসনা আর ঔচিত্যের ভূমিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এমন সকল বাক্য তখন উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে, যাহাতে পক্ষান্তরের মর্ম্মপীড়া সমুপস্থিত হয়। আমরা আমাদিগের মধ্যে এই প্রকার মর্ম্মপীড়াকর বিতর্ক দর্শন করিতেছি, ইহাতে বিতর্ককারী কোন পক্ষেরই উপকার হয় না, বরং মন্দপকার, এমন কি বন্ধু বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। যদিও ভদ্রতার অনুরোধে দুজন বন্ধুর ন্যায় তাহার পরেও একত্র বাস করেন, তথাপি যখনই কথা উপস্থিত হয়, উভ

য়ের মধ্যে যে গূঢ় অসদ্ভাব চলিতেছে, তাহা পার্শ্বস্থিত চতুর ব্যক্তি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাদৃশ বিতর্কে এরূপ অসাধুসমুচিত ভাব পোষণ করিতে হয়, তাদৃশ বিতর্ক হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। সদালাপ এবং বিতর্ক এতদুভয়ের মধ্যে বহু প্রভেদ, একটী স্বর্গের অপরটী নরকের সামগ্রী ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সাধনপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রের বিতর্ক হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা সমুচিত। তর্কানুরক্ত ব্যক্তির শৃগাল যোনিত্ব লাভ হয় এ অভিশাপের অর্থ আছে। তার্কিক মাত্রে শৃগালস্বভাব প্রাপ্ত হয় ধূর্ত্ততাদি অবলম্বন করিয়া প্রতি পক্ষের উপরে আধিপত্য লাভ করে। যাহা হউক, যাদৃশ তর্ক তত্ত্বপ্রকাশক নহে, অসদ্ভাবের উদ্দীপক, যে কোন প্রকারে হউক না কেন জয় লাভ হইলেই হইল ঈদৃশ ইচ্ছা-প্রতিপোষক, তাহা হইতে সকলেরই নিবৃত্ত হওয়া সমুচিত। কোন একটী কথা সত্য হইলেও মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করিয়া সম্মতি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং হৃদয়ে তৎসত্য মুদ্রিত হওয়া দূরে থাকুক কেবল অসদ্ভাব বর্দ্ধনে হেতু হয়। এস্থলে মৌনত্ব অবলম্বন করিতে শিক্ষা করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৌরাঙ্গের বিশ্বাস।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্ধকার প্রতিকূল ঘটনা বিশ্বাসকে ভীত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না, প্রত্যুত দুষ্কর কার্য্য সাধনে আলোক ও বল দিয়া অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্য ভক্ত সাধু পুরুষেরা শত্রুর শত্রুতাকে চিরকাল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, জ্ঞানীদিগের অবিশ্বাস বিজৃম্ভিত তর্ক জাল অতি সহজ কথায় ছেদন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এদেশে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত যবন রাজাদিগের আধিপত্য ছিল। যবন রাজগণ যে প্রকার অত্যাচারী ও হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দুদিগের প্রতি ছলে বলে কৌশলে অত্যাচার করিতে অবসর পাইলে আর তাহারা ছাড়িত না। এই ঘোরতর অত্যাচারের সময়ে কেবল যে যবন রাজগণ এইরূপ উৎপীড়ক ছিল, তাহা নহে। উদ্ধত প্রকৃতির হিন্দু ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষতঃ নাস্তিক অবিশ্বাসী দাম্ভিক দার্শনিকগণ নিরীহ সরল বৈষ্ণব দিগের প্রতি সম্ভবাতীত অত্যাচার করিত। যবন কুলোদ্ভব ভক্তচূড়ামণি হরিদাসের প্রতি বাদসাহ অকারণ যে সকল উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কেবল বাদসাহ নহে হিন্দু জমিদার রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতি আসুরিক প্রকৃতিক লোকেরা সর্ব্বদাই বৈষ্ণব হরিদাস প্রভৃতিকে উপদ্রব করিয়াছে। এই ঘোরতর ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় পুরুষোত্তম চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হইয়া ছিল। অধর্ম্ম পাপ অবিশ্বাস দূর করাই * মহাপুরুষদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এইরূপ উৎপাতের সময় জন্ম গ্রহণ করাই চৈতন্য দেবের পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্য চৈতন্য দেব আপদসঙ্কুল অবস্থায় পড়িয়া সর্ব্বদাই আপনাকে নিরাপদ জানিতেন। মাতৃক্রোড়স্থ শিশু যেমন আপনাকে নিরাপদ জানে সেইরূপ পুরুষোত্তম চৈতন্যের অবস্থা ছিল।

দুশ্চরিত্র পাষণ্ডদিগের উৎপীড়ন ভয়ে বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন, তাহাদের ভয়ে প্রকাশ্যে নাম গান করিতে সাহস পাইতেন না। নিমাই সেই ভীত বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া সাহস দিতেন এবং উচ্চ রবে কীর্ত্তন করিয়া নগর মাতাইতেন। মহাপাপী জগাই মাধাইর ইতিবৃত্ত বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। তাহারা ভয়ঙ্কর মদ্যপায়ী, দস্যু, নরহন্তা ছিল, পথে ঘাটে একাকী গমন করিতে দেখিলেই ইহারা মনুষ্য হত্যা করিত। সতীর সতীত্ব ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে রক্ষা পাওয়া ভার ছিল। সাধু ভক্তদিগের নাম শুনিলে তাড়াইয়া মারিত। সেই জগাই মাধাইর সম্মুখে গিয়া হরিনাম করা কি অল্পবিশ্বাসের কার্য্য? মহা প্রতাপশালী পুণ্যাগ্নির জ্বলন্ত শিখার জ্বালা ভিন্ন কি এত পাপ আর কিছুতে দগ্ধ হইতে পারে? "হরিনামে নিশ্চয় পাপী তরে ও তারবে, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই" এইরূপ জীবন্ত বিশ্বাসের বল ছিল বলিয়া তেমন ঘোরতর নরহন্তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে সাহস পাইয়াছিলেন এবং সেই অব্যাহত অগ্নিময় বিশ্বাসেই জগাই মাধাই পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

তার পর মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য। অনেক সময়ে বাদসাহের লোক আসিয়া হরিসংকীর্ত্তনে বাধা দিত, বৈষ্ণবদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নানা প্রকারে উৎপাত ও উৎপীড়ন করিত। গৌর অকুতোভয়ে সেই সকল রাজপুরুষদিগের বাটীর উপরে গিয়া তাহাদিগকে প্রেম পুণ্যে পরাজিত করিতেন। অনেক বার গৌর কাজি প্রভৃতি বাদসাহের লোকের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক বিশ্বাস বলে যখন তাহারা নিরস্ত হইত সমুদায় লোকেরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। গৌরাঙ্গের জীবনে যে মহাভাবলহরী প্রবাহিত ছিল, তাহার মুখে যে পড়িত সেই ভাসিয়া যাইত। নাস্তিক, শঠ, প্রবঞ্চক, বাচাল, বিধর্ম্মী, জ্ঞানগর্ব্বিত, যে আসিত সেই

---

* "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গৌরাঙ্গের জীবনে মহাতেজঃপূর্ণ শক্তি ও আলোক দেখিয়াই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইত। এইরূপে গৌর পাপীকে পুণ্য, অসৎকে সত্য, অজ্ঞানকে জ্ঞান, রুগ্নকে স্বাস্থ্য, অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিয়াছেন কেবল এক অগ্নিময় বিশ্বাসের বলে। গৌর পক্ষীর ন্যায় নিশ্চিন্ত ছিলেন, কখন পরদিনের অন্নের জন্য বস্ত্রের জন্য গৃহের জন্য চিন্তা করিতেন না। শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা যে করে বিশ্বাসীদিগের শাসন মতে সে অত্যন্ত মহাপাপী *। এই প্রাপ্য পাইবার জন্য এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য তিনি বৃদ্ধা জননীর ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন নাই, প্রিয়তমা পত্নীর বিলাপ ও আর্ত্তনাদ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ মহাবিশ্বাসের অগ্নি না থাকিলে এই সকল দুষ্কর কার্য্য কেহ করিতে পারে না। আমরা এস্থলে গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের জীবনের বিশ্বাস তুল্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আমরা বিশ্বাস বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা কোন বস্তু নহে কিন্তু এক অলৌকিক নির্ভর মূলক শক্তি, সেই শক্তি এই দুই জনের জীবনেই তুল্য ছিল।

নব বর্ষের প্রথম দিনে আচার্য্যের উপদেশ।

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃগণকে, প্রেরিত বর্গকে ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া এই জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণ ভাবে পালন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার ও পরিধান সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে। এত দিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের পত্নীরা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ করিবে না, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনই অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পত্নীদিগকে বৈরাগ্য পথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক পরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিবার হইবে। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্য অর্থ স্পর্শও করিবেন না। বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসক্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। এক জন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবেন, অন্য জন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচার ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উঁহারা দিবেন না, ইঁহারা লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্যও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন। ভাণ্ডারীর হস্তেই তাহা দিতে হইবে। প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না; কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাণ্ডারে ধন আসুক আরও ধন আসুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে বিতরণ করেন। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণী সহ বৈরাগ্যব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন দুই জনে একত্র হইয়া অর্থপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র জানিয়া, পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া পতিপত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম, ভালবাসা। পরস্পরে প্রেম কর। কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও; পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। এতদ্ব্যতীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। কোটী কোটী কারণ অন্য পক্ষে থাকিলেও পরস্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও প্রেম করিবে। তোমাদের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন পৃথিবী দেখিতে পায়। ভালবাসায় অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে; প্রেমের অদ্ভুতপূর্ব্ব উদাহরণস্থল হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষমা সহিষ্ণুতা থাকিবে। প্রেম দোষ ভুলাইয়া দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সহ্য করে; প্রেম শত্রুর সহিত এক ঘরে বাস করে। এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। তৃতীয় নিয়ম

---

* চিন্তাং কুর্য্যাৎ ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পরোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা মুসা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা মুসা শাক্য গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ! কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিতের দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সংকীর্ণতা যেন আর না থাকে। চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ, পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ম্মের উচ্চসাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইও না; ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নীতি উল্লঙ্ঘন করিও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্বলিত কর। অঙ্গে নীতি, হৃদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও, নববিধান সাক্ষী; ধর্ম্মের উচ্চঅঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথা গুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রেরিতগণ! দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কার্য্যে তোমরা যেমন সুনিপুণ, ছোট ছোট কার্য্যেতেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর, উত্তীর্ণ হইবে; এই কথা প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর। বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও; সমস্ত বৎসর, তোমাদের মধ্যে এই চার নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত হবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন। তাঁহার সমক্ষে তাঁহার অনুচরগণ, পিতার সন্তানগণের সমক্ষে গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকিল; পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।

দেবাসুরের যুদ্ধ।

ইহা জগতে অতীব প্রসিদ্ধ আছে যে দেবগণ অসুরগণের চিরশত্রু, অসুরগণ দেবগণের চিরশত্রু। দেবতারা বিনা কারণে কখন অসুরদিগের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হন না কিন্তু অসুরগণ সর্ব্বদাই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় কিসে দেবতাদিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটিবে। দেবতারা যখন ধর্ম্ম পুণ্য প্রেম প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকেন তখন অসুরেরা সহস্র প্রকার ছল বল কৌশল করিয়াও দেবতাদিগের কিছুই করিতে পারে না কিন্তু দেবগণ পুণ্যভ্রষ্ট হইলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, অসুর সেই সন্ধির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেবতার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই কথাটি বস্তুতঃ রূপক, অর্থাৎ উহার ভিতরকার ভাব অন্যরূপ। ইহা কেবল কল্পিত দেবদেবী কি দানব দানবী নহে কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয় নিহিত ভাব অভাব প্রকৃতি বিকৃতির নামান্তর মাত্র। মানুষের মনে বিশ্বাস ভক্তি প্রেমপুণ্য প্রভৃতি দেবতা, আর অবিশ্বাস হিংসা বিদ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতিরা অসুর। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি অসুরগণ বলে কৌশলে দেবতাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে, উপায় আয়োজন সকল প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, দেবগণের নিজের কোন বল নাই প্রভুর বলে তাঁহারা বলী, সেই বিপদকালে যদি নিজের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রভুর প্রতি নির্ভর করিতে ভুলিয়া যান তবেই অসুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্থানচ্যুত হন। আবার যদি দেবগণ আপন আপন অধিকারে অবস্থিতি করিতে চান তবে তাহার উপায় তাঁহারা আপনারা করিতে সমর্থ না হইয়া শক্তিদাতা কল্যাণদাতা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈশ্বর যখন দেখেন যে দেবতাগণের আশ্রয় বিস্মৃতির যে অপরাধ হইয়াছিল তাহার বিমোচন হইয়াছে তখন তিনি দেবতাদিগের দেহে শক্তি পুণ্য, ক্ষমা, শান্তি বিশ্বাস, বৈরাগ্য, দীনতা ও সন্তোষ, প্রভৃতি সঞ্চার করেন। দেবগণ সেই সকল পাইয়া বলিষ্ঠ স্রষ্টিষ্ঠ হন, অর্থাৎ ক্ষমাশীল, বিনয়ী, নম্র, বিশ্বাসী হন, সুতরাং তাঁহাদের তৎকালের প্রভাব দর্শন করিয়া অসুরগণ বিনা যুদ্ধেই পলায়ন করে। যত দিন দেবতাগণ

এইরূপে দৈব বল লাভ করিতে না পারেন তত দিন অসুরগণ দেবগণের উপর আধিপত্য করিতে ক্ষান্ত হয় না।

এ স্থলে একটি বিষম ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়াতে দেবতাগণ সর্ব্বদাই অকল্যাণ ভোগ করিয়া থাকেন। সে ভ্রান্তি প্রথমতঃ ভ্রান্তি বলিয়া বুঝা যায় না কিন্তু সেই ভ্রান্তি হইতে বিপদ আসিয়া আক্রমণ করিলে বুঝিতে পারা যায়। অনেক সময়ে অসুরগণ ছদ্মবেশে দেবগণের নিকটে উপস্থিত হয় এবং আত্মীয়তা প্রকাশ করে। দেবগণ অসুরদিগকে চিনিতে না পারিয়া আপনার লোক বলিয়া গ্রহণ করেন, প্রত্যুত তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিয়া অসুরদিগকে বধ করিতে নিযুক্ত করেন সুতরাং অসুর অসুরের দলে গিয়া আনন্দধ্বনি করে, আর দেবতাদিগের "বোকামি" লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। যেমন এক অগ্নি অন্য অগ্নির নির্ব্বাণ করিতে পারে না, এক জল অন্য জলকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না— সেইরূপ কাম কখন কামজয়ের উপায় নহে, ক্রোধ কখনও ক্রোধ জয়ের উপায় নহে, কিন্তু ক্ষমাই ক্রোধ জয়ের উপায়, ব্রহ্মচর্য্যই কামজয়ের উপায়। যখন মনুষ্য অসুর কর্ত্তৃক প্রলোভিত হন, যখন অসুরগণ মিষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবগণের চিত্ত অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন প্রথমতঃ ধৈর্য্যশীল হইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন না তিনি কোথায় আছেন এবং কি অবস্থায় কার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। যদি তৎকালে সপ্রতিভ হইয়া অসুরের চক্ষুকর্ণ হাস্য আস্য ভাব ভঙ্গি প্রভৃতি মনোযোগ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে অতি সহজে অপকারী শত্রুকে বুঝিতে পারেন কিন্তু তিনি তৎকালে এত অস্বাভাবিক অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হন যে সে অবসর আর গ্রহণ করিতে পারেন না। এই জন্য রিপু দমন করিতে রিপু নিযুক্ত হয়, পাপের প্রতিকারে পাপপ্রযুক্ত হয়। বিশেষতঃ এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দেবগণ আশ্রয়দাতা বলদাতা করুণাময় ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপন বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়াতে আরও অধিক বিপদ সংঘটিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় বাঁচিবার প্রধান উপায় তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর এবং সেই নির্ভর দ্বারা দৈব বল (ক্ষমা, স্নেহ, দয়া, শান্তি, বিশ্বাস ভক্তি, বিনয় প্রভৃতি) লাভ করিয়া অসুর জয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এবং অতি সহজে জয় লাভও করিতে পারেন। প্রত্যেক মনুষ্য এই কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি ভজন সাধন করেন তাঁহারা অতি সহজে অসুরবধে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দেবতার প্রকৃতি যেরূপ, অসুরের প্রকৃতি সেরূপ নহে, দেবতার বল একরূপ অসুরের বল ঠিক তাহার বিপরীত, দেবতার আচার ব্যবহার অসুরের আচার ব্যবহারের সঙ্গে সতর্কতার সহিত মিলাইয়া তারতম্য নির্দ্দেশ কর, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমার মঙ্গল সাধন হইবে ইহা নিশ্চিত সত্য।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি *।

ন জাতু পন্থা গন্তব্যং স্থানং তেন হি গচ্ছতি।
অতঃ পৃচ্ছাত্র বৈরাগ্যং পন্থা বা গম্যমেব তৎ ॥ ১ ॥
ভাব্যং বা তস্মিন্ স্থাতব্যমুপায়ো লক্ষ্যমেব বা।
নির্বিশ্য মাননং হ্যেতচ্চিন্তায়া বিষয়স্তব ॥ ২ ॥
অসারমিতি যজ্জ্ঞানমসারে ত্যাগি তৎ সদা।
জুগুপ্সাবশতস্ত্যাগো লক্ষ্যসংসাধনায় বা ॥ ৩ ॥
ঈশ্বরাজ্ঞানুরোধেন ন্যাসিনাং ত্যাগহেতবে।
ছিন্নবস্ত্রাদিসম্ভারৈরেতে প্রকটয়ন্তি তম্ ॥ ৪ ॥
বৈরাগ্যশাস্ত্রে প্রকৃতে সর্ব্বত্যাগিত্বমিষ্যতে।
কিন্তু তস্মিংশ্চিরং তিষ্ঠেদ্বিধিনৈব কদাচন ॥ ৫ ॥
চিত্তশুদ্ধির্ব্রহ্মনিষ্ঠা তথা নিষ্ঠা পরত্র চ।
যোগবলং মৃত্যুভয়বারণং ভয়নাশনম্ ॥ ৬ ॥
উপায়ঃ সিদ্ধয়ে চৈষাং সংন্যাসালম্বনং স্মৃতম্।
সর্ব্বথাঽপরিহার্য্যোঽস্মিন্নেকদা তৎসমাশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥
লক্ষ্যান্যুচ্চানি চৈতানি সাধিতুং যুক্তকালিকম্।
যথোপযুক্তমানঞ্চ ত্যাগমাতিষ্ঠ সর্ব্বথা ॥ ৮ ॥
বৈরাগ্যং বেদৃক্ সন্ন্যাসস্তপশ্চরণমুচ্যতে।
উপবাসাদিকান্ কৃচ্ছ্রসাধ্যান্ বিদ্ধি হ্যসম্মতান্ ॥ ৯ ॥
কিয়ৎপ্রমাণং কৃচ্ছ্রন্তু যুক্তং কায়বিনিগ্রহে।
কুতস্তৎসাধকৈর্জ্ঞেয়ং তপঃশাস্ত্রবিরোধি বা ॥ ১০ ॥
পূর্ব্বোক্তেনৈব বিধিনা স্বাস্থ্যং রক্ষ্যং সুযত্নতঃ।
তৎসীমাতিক্রমে কোঽপি জ্ঞেয়ো নাত্রাধিকারবান্ ॥ ১১ ॥
অভীষ্টলাভমাত্রংহি তপস্যায়াং প্রয়োজনম্।
তাল্লভে কিম্বয়া হর্ম্ম্যে নির্ম্মিতে রোহসাধনৈঃ ॥ ১২ ॥
তুষ্টিপুষ্টিবিধানার্থমাহার উপভুজ্যতে।
ন সমগ্রদিনং ব্যাপ্য তস্যোপযোগ ইষ্যতে ॥ ১৩ ॥
সুখদুঃখাদিভিন্নায়ামবস্থায়াং হি ভিন্নতা।
তপসোনিয়মাস্তস্মাত্তিদ্যন্তে চ যথাযথম্ ॥ ১৪ ॥
অধিগমোশ্বরাদেশং ভোগত্যাগোঽথিতেন চ।
কৃচ্ছ্রেণ মনসঃ শুদ্ধিস্তপসোহি প্রয়োজনম্ ॥ ১৫ ॥
স্বর্ণময়ৌ বিশুদ্ধশ্চেদগ্নিনা কিং প্রয়োজনম্।
চিত্তে বিশুদ্ধে সুচিরং তপসা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১৬ ॥
দেশলোকপ্রসিদ্ধানামাচারাণাং রুচেস্তথা।
মাত্রং নেতৃত্বমেবাস্তি নেতাদেশঃ পরেশিতুঃ ॥ ১৭ ॥
কালেঽপি তেন নির্দিষ্টস্ত্যাগস্য নেতৃভিঃ পুনঃ।
তপোহোমেন সংশুদ্ধে চিত্তেঽগ্নিং দূরতস্ত্যজ ॥ ১৮ ॥
নিদ্রাধিক্যপরিত্যাগো ন নিদ্রায়াঃ কদাচন।
নাহারস্য পরিত্যাগ আধিক্যস্য বিবর্জ্জনম্ ॥ ১৯ ॥

* মূল কুটীরের উপদেশ বিগত ১ লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

ন সংসারপরিত্যাগস্তদাসক্তেস্তু সুব্রত।
ন সংসর্গপরিত্যাগস্ত্যাজ্যঃ সঙ্গোঽত্র সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
ন সুখং নাপি দুঃখঞ্চ দেহসম্বন্ধসাগ্রহম্।
মৃত্যুঞ্চ নাভিনন্দেৎ স ভীতো বাস্মাৎ কদাচন ॥ ২১ ॥
বৈরাগ্যং স্থায়িতামেবং চিরং বিন্দতি সাধকে।
ন সন্ন্যাসং ন শুষ্কং বা বদনং তস্য দৃশ্যতে ॥ ২২ ॥
শান্তিগাম্ভীর্য্যভাবেন কাপ্যভিখ্যাত্র দ্যোতকে।
সাধকে দীনতাহপ্যত্র যাভ্যাং লোকবিমোহনম্ ॥ ২৩ ॥
অন্যাস্তং সুখিনং দৃষ্ট্বা নাসূয়ন্তে জনাঃ ক্বচিৎ।
দীনং মত্বা বা তং কোঽপি দয়াপরবশো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
অযুক্তসময়ে ত্যাগো ন কল্যায় সুখায় চ।
দীনত্বঽত্র সুখায় স্যাৎ ন দুঃখায় কদাচন ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে
যুক্তবৈরাগ্যানুকথনং নাম দশমমন্তু-
শাসনমুপনিষৎসু ষড়্-বিংশতি-
তমমনুশাসনম্ ॥

ছায়াহোরামান।

আমরা এতৎসম্বন্ধে যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম অদ্য তাহার উপসংহার করিতে চাই। আমরা মনে করিয়াছি আর ধর্ম্মতত্ত্বে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিব না। যদিও অপর কেহ আমাদিগের অনুরোধ সত্ত্বেও ইহার পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হন নাই, তথাপি ভবিষ্যতে পর্য্যবেক্ষণ হইয়া ত্রুটি থাকিলে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই আশায় আমরা এ সম্বন্ধে মূকত্ব অবলম্বন করিলাম। আমরা স্বয়ং সময়ে সময়ে পর্য্যবেক্ষণ করিব না তাহা নহে কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বকে আর ইহার ক্ষেত্র করিব না এই অভিলাষ। আমরা পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম প্রকাশ করিয়াছি তাহা আংশিক, কেন না তখনও ধ্রুবাঙ্কের পরস্ত পূর্ণাঙ্ক প্রকাশ পায় নাই। বর্ত্তমান মাসের পর্য্যবেক্ষণে পূর্ণাঙ্ক এক বাহির হইয়াছে। ধ্রুবাঙ্কের ভুক্ত কালের * পর এই একই ক্রমে ৫।১০।১৫ মিনিটের ব্যতিক্রম কালে পাদে পাদে হীন হইয়া গিয়া ৸; ॥; ।; আকার ধারণ করে। সুতরাং দিবা রাত্রির সম বা প্রায় সম পরিমাণ সময়ে † ধ্রুবাঙ্কের পরে ১ এই পূর্ণাঙ্ক যোগের সময় থাকিয়া পরে ব্যতিক্রম অনুসারে পাদহীন ৸, ॥, ।, অঙ্কগুলি যোগের বিষয় হয়। এজন্যই পরবর্ত্তী হোরাতে ২, ১৸, ১॥, ১।, যোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপর হইতে দ্বিগুণ হইয়া শেষ হোরাতে ত্রৈগুণ্য লাভ করে। পূর্ণ ছয় ঘণ্টার সময়ে দুই এবং অর্দ্ধ ৩টার সময়ে যোগ হয়। হোরার্দ্ধ গণনায় এই বিশেষ, যেখানে হোরাঙ্ক ছয় সাত বা আট ভাগ হইতে পারে সেখানে প্রথমার্দ্ধে তিন ভাগ, আর যেখানে পাঁচ ভাগ হয় সেখানে প্রথমার্দ্ধে দুই ভাগ, শেষার্দ্ধে অবশিষ্ট ভাগগুলি গ্রহণ করিতে হয়। এই নিয়ম গুলি শ্লোকে এইরূপে নিবদ্ধ হইতে পারে,

> একোঽঙ্কবেলাসমিতঃ সমেন
> স বার্দ্ধযুক্ দ্বিগুণো গুণো হস্ত।
> ত্রৈগুণ্যতাক্ পাদশ এব হীনঃ
> কালে দিনহ্রাসচয়ানুগামী ॥

অনুযাতি হি সম্বন্ধী ছায়াহঙ্কযতো ধ্রুবাঙ্কোঽয়ম্।
নৃপদশহোরাঙ্কানুগণনে ক্রমযুক্তি তু ষড়্ভোগ্যাৎ ॥
ত্রিভির্ভাগেষু হোরার্দ্ধং ষট্‌সু সপ্তসু চাষ্টসু।
দ্বাভ্যাং পঞ্চসু পূর্ব্বত্র স্বাংশাদ্বৈগুণ্যশালিনঃ ॥

* ১, ৸, ॥, ।, এইগুলির ঊর্দ্ধ সময় ধ্রুবাঙ্ক ভুক্ত সময় বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

† দিবারাত্রি অসম যতই হয়, তত পূর্ব্বাহ্ণ পরাহ্ণের হোরাঙ্ক ন্যূনাধিক হয়। যে দিকে হ্রাস সেই দিকে হ্রাসপ্রাপ্ত হোরাঙ্ক, যে দিকে বৃদ্ধি সেই দিকে পূর্ণাঙ্ক এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুসন্ধান প্রতিব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ আমরা রাখিয়া দিলাম। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সকল বিষয় লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়, সকলের অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপনই আমাদের লক্ষ্য।

সংবাদ।

বিগত বৈশাখ মাসে নারীগণ নিম্ন লিখিত নিয়ম মত সপ্তাহ কাল ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১ তৃষিতদিগকে বরফ দান।
২ উত্তপ্তদিগকে তালপত্রের পাখা দান।
৩ গৃহপালিত জন্তুর সেবা।
৪ আকাশবিহারী পক্ষীদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ চেষ্টা।
৫ প্রতিদিন অন্ততঃ এক পয়সা করিয়া দরিদ্রদের জন্য স্বতন্ত্র রক্ষা।
৬ ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোক প্রতিদিন পাঠ ও তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ।
৭ উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হৃদয়েশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়া ভাল বাসিতে চেষ্টা করা।

(বিশেষ পক্ষে)

১ ক্ষমতা থাকিলে সপ্তাহ মধ্যে "বৈশাখী কীর্ত্তি" নামে কোন কীর্ত্তিস্থাপন।
২ যাঁহারা বিশেষ ভাবে সংযত হইবার অভিলাষিণী, তাঁহারা রাগ এবং লোভকে জয় করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিগত ১ বৈশাখ শুক্রবার বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সমাজ কালকাদেবী ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইত। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মিত্রের উৎসবোপলক্ষের সঙ্গীতটি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম।

কানপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ ও দুর্গানাথ রায় নববিধান প্রচারের জন্য বরিশাল যাত্রা করিয়াছেন আমরা সংবাদ দিয়াছি। অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল সেখানে তাঁহারা সমাদরে পরিগৃহীত হইবেন না, তাঁহাদিগকে ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইবে। সকলে শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, ফলে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে।

ভাই অমৃতলাল বসু মঙ্গলগঞ্জ প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল শীঘ্রই বাঁকিপুরে তত্রত্য সাংবৎসরিক উপলক্ষে গমন করিবেন।

ঈশাচরিতামৃতের উত্তর বিভাগ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। মূল্য ৸৹ আনা ডাকমাশুল /৹ আনা।

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ । ১০ সংখ্যা ।	১৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৮০৫ শক ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে দেব, আজও তোমার দাস বন্ধনমুক্ত হইতে পারিল না। বন্ধনমুক্ত না হইলে বল, কে তোমার কথা শুনিয়া চলিতে পারে? যখনই কোন একটি কর্ত্তব্য উপস্থিত হয়, তখন মন যদি একেবারে তোমার নিকটে উপস্থিত না হয়, এদিকে ওদিকে ইহার প্রতি উহার প্রতি যদি দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে মন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তোমার কথা শুনা যায় না, তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায় না। প্রভো, আজও যদি মন অপরের নিন্দা-প্রশংসা অভিমত অনভিমতের অধীন থাকিল, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তৃত্ব এ হৃদয়ে স্থাপিত হইল কৈ? তোমার দাস বলিতে পারে না, তাহার মন এই সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়াছে; এবং তাই সে ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে, সে সকল বিষয়ে তোমার কথা শুনিয়া চলে। তোমা ভিন্ন অপরের দিকে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, সে কি প্রকারে তোমা ভিন্ন আর কাহারও অভিপ্রায়ে চলে না সাহস করিয়া বলিবে। নাথ, এপ্রকারে জীবন অতিবাহিত করিলে, আমি তোমারই, তোমা ভিন্ন আর কাহারও নই, হৃদয়ে এ আনন্দ এ সুখ এ সামর্থ্য কিছুতেই পোষণ করিতে পারি না। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় মত চলিতে পারিল না সে কি প্রকারে তোমার আনুগত্যের সুখ লাভ করিবে? যে তোমার একান্ত অনুগত হইতে পারিল না, তৎপ্রতি অপরে আধিপত্য করিবেই করিবে। যে তোমার অধীন না হইয়া আর কাহার অধীন হইল, তাহার জীবন নিষ্ফল, তাহার জীবন পাপ অপরাধের আকর, দুঃখ শোকের নিদান। হে দেবাদিদেব, তোমার দাসকে তোমার একান্ত অনুগত করিয়া লও, সে সকল বন্ধন যে আজও কাটিতে পারিতেছে না, হে অনন্তশক্তিমান্ বিভো, তাহার সেই সমুদায় বন্ধন কাটিয়া দাও। আর এ প্রাণকে ইহার উহার দাস করিয়া কিছুতেই রাখিতে পারি না। এ প্রাণ কোথায় তোমার হইবে, তাহা না হইয়া ইহা পরের হইল? আমি কোন্ লজ্জায় তোমার উপাসক বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিব? বিভো, এই তীব্র অপরাধ হইতে এ দাসকে পরিত্রাণ কর, যেন সে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে, প্রভো, আমি তোমারই তোমাভিন্ন আর কাহারও নহি।

অপরিগ্রহ।

প্রাচীন শাস্ত্রে অপরিগ্রহ একটি উচ্চতম ধর্ম্মনিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইত। আমাদিগের মতে যাহারা ধর্ম্মের উচ্চতম ব্রত সাধন করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই নিয়মটি একান্ত মাননীয়। সংসারে অপরিগ্রহ একটি ভদ্রতার ব্যাপার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। কেহ যাচ্ঞা করিয়া স্বর্ণরৌপ্যাদি কাহারও নিকট গ্রহণ করিতে আপনাকে অপমানিত মনে করে। কেন না ইহাতে সে ব্যক্তির হীনতা এবং দরিদ্রতা সহজে জনসমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ স্থলে যদিও অপরিগ্রহ উচ্চতম ধর্ম্মনিয়ম নহে, তথাপি তাহার ছায়ানুকরণ বলিতে হইবে। স্বর্ণরৌপ্যাদির জন্য আত্মবিক্রয় ইহা অতি নীচতা সকলেই স্বভাবতঃ অনুভব করে। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা সংসারের সমুদায় উপায় পরিত্যাগ করেন, অপরিগ্রহ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চতম ধর্ম্মনিয়ম। এই সর্ব্বস্বত্যাগী ব্যক্তিগণের যেমন অপরিগ্রহ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তেমনি এই সকল লোককে প্রতিপালন করা যাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাঁহাদিগেরও এতৎ ধর্ম্ম বিদিত থাকা আবশ্যক। কেন না এক জন অপরিগ্রহাভাবে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন, আর এক জন অযথাদানবশতঃ অপরিগ্রহ ধর্ম্ম বিনাশ পূর্ব্বক সাধককে নিরয়ে লইয়া যাইবার স্বয়ং উপায় হইবেন।

প্রথমতঃ যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াছেন, শরীরসাধনান্বেষণে নিরস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলে ভিক্ষান্নোপজীবী। কেবল মাত্র শরীর রক্ষার্থ যত টুকু প্রয়োজন তন্মাত্র ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিতে তাঁহারা অধিকারী, সে সীমা অতিক্রম করিলে তাঁহারা পরিগ্রহাপরাধে অপরাধী। পূর্ব্বকালে এই শ্রেণীর লোক মধ্যে কেহ দশ দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্নসংগ্রহ করিতেন, কেহ স্বভাবজাত বন্য ফলমূলাদিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন, কেহ অযাচক ব্রত অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেন, যখন যাহা আপনি সমাগত হইত তন্মাত্র দ্বারা শরীর ধারণ করিতেন। অপরিগ্রহ সর্ব্বথা লোভত্যাগ; এ সমুদায় উপায়ে তাহা বিলক্ষণ সাধিত হইত। দশ দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যিনি অন্ন সংগ্রহ করিতেন, তিনি যে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিতেন তদুপরি তাঁহার কিছু বলিবার ছিল না। যে গৃহস্থ যাহা অর্পণ করিতেন তাহাই তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্রহণ করিতেন। ইহাতে যথাকথঞ্চিৎ অন্নে শরীর ধারণ মাত্র হইত ব্যতীত আর কিছুই হইত না। যাঁহারা অরণ্যজাত কন্দমূলফলাদিদ্বারা দেহ ধারণ করিতেন, তাঁহাদিগেরও লোভের কোন সামগ্রী ছিল না, প্রকৃতি যখন যাহা অর্পণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা দেহধারণ মাত্র করিতেন। যাঁহারা অযাচক ব্রত অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগের নিকটে কোন্ সময়ে কোন্ সামগ্রী স্বয়ং উপস্থিত হইবে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন লোভ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। এক লোভত্যাগের জন্য নিয়মপূর্ব্বক তাঁহারা যে অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিতেন, তাহা এই প্রকারে সর্ব্বথা সিদ্ধ হইত।

আমরা দেখিতেছি, অপরিগ্রহ শব্দে একেবারে কিছুই গ্রহণ না করা অর্থ নহে, বিধাতা যাহা অর্পণ করিবেন, কেবল তাহাই গ্রহণ, তদতিরিক্ত গ্রহণে লোভ না করা ইহার অর্থ। প্রথমতঃ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে গিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষানুরূপ বস্তুসংগ্রহ ভিক্ষা ব্রতের নিয়ম নহে। যিনি যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করিলেন তাহা গ্রহণ, এবং সেই পরিমাণ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্তি, যাহাতে দেহধারণ মাত্র হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি যখন যে বস্তু অর্পণ করিলেন তাহাই গ্রহণ করা হইল, সুতরাং এখানেও বিধাতার পূর্ণ কর্তৃত্ব। তৃতীয়তঃ অযাচক ব্রত। এখানে বিধাতার হস্ত হইতে যখন

যাহা উপস্থিত হইল, তদ্দ্বারা সাধকের দেহ ধারণ হইল, সুতরাং অপরিগ্রহ সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইল। এই ত্রিবিধ অপরিগ্রহ ব্রত মধ্যে কেহ কোনটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, কিন্তু ফলে তিনেতেই একতা আছে।

যাঁহারা অপরিগ্রহব্রতাবলম্বী তাঁহারা মনুষ্যসমাজ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেন না, একথা কেহ বলিতে পারেন না। যাঁহারা অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই জনসমাজকে উচ্চতম সেবা অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিয়ম এই, সেবা করিবেন অথচ তদ্বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করিবেন না। তোমাদিগের সেবা করিলাম, অতএব আমার দেহাদির সুখবর্দ্ধনার্থ তোমাদিগের যত্ন অধিকারের বিষয় হইল, এ প্রকার জ্ঞানকে তাঁহারা বিষবৎ পরিহার করিতেন। কেন না ঈদৃশ ভাবে সেবায় বিনিময়ে সেবা গ্রহণ বেতনপরিগ্রহ অপরিগ্রহ নহে। যাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্ত্যুপযোগী মাত্র ভিক্ষা করিতেন তাঁহারা গৃহিগণের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপন, তাহাদিগের সুখ ও মুক্তির উপায় আবিষ্করণ, আপনাদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিতেন। যাঁহারা বনে বাস করিয়া স্বভাবজাত বস্তুতে আপনাদিগের দেহ ধারণ করিতেন, তাঁহারা নিজ সাধন ও চিন্তার ফল জনসমাজকে অর্পণ করিয়া যাইতেন। পূর্ব্বতন নির্জ্জন অরণ্যবাসী যোগী ঋষি তপস্বিগণ গ্রন্থাকারে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন পৃথিবীর সকল লোকের অপূর্ব্ব সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। এ সম্পত্তি কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নহে বিজ্ঞানাদি সকল বিষয়েই দৃষ্ট হয়। সুতরাং বলিতে হইবে এ সকল লোক যেমন উচ্চতম ব্রত গ্রহণ করিতেন, তেমনি জনসমাজের উচ্চতম হিত সাধনে ব্রতী থাকিতেন।

বর্ত্তমান কালে কালের অবস্থানুসারে এই অপরিগ্রহ ব্রত আকারান্তর ধারণ করিয়াছে; কিন্তু মূলে তাহাই আছে। অপরিগ্রহ ব্রত মধ্যে কল্যকার জন্য ভাবিও না এ নিয়ম অতি দৃঢ় ছিল। কেন না কল্যকার জন্য সঞ্চয় করা অপরিগ্রহব্রতবিরোধী। ভিক্ষা, উৎপন্ন দ্রব্যসংগ্রহ, এবং অযাচকত্ব এই তিনটি আমরা প্রাচীন অপরিগ্রহ ব্রতমধ্যে দেখিতে পাই। বর্ত্তমানে সাধকদিগের জন্য যিনি যাহা ভিক্ষাস্বরূপ অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সংগৃহীত হয়, স্বভাবোৎপন্ন নহে কিন্তু সাধকদিগের পরিশ্রমে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা তৎসহকারে সংযুক্ত হয়, এই নিয়ম আমাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এখানে তৃতীয় অযাচকত্ব কোথায়? সাধকগণ আপনারা আপনাদিগের জন্য কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে পারেন না, আপন আপন পরিশ্রমোৎপন্ন অর্থ আপনার বা আপনার পরিবারবর্গের পরিপোষণের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন না। আত্মপোষণসম্বন্ধে সর্ব্বথা তিনি চিন্তাশূন্য। পূর্ব্ব অযাচকব্রত অন্য আকার ধারণ করিয়াছে সত্য কিন্তু মূলে তাহা সমানই আছে। এখানে যদি বাহিরের লোকের প্রতি প্রত্যাশা না হইয়া, যাঁহারা তাঁহার পরিশ্রম সম্ভোগ করিতেছেন তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যাশা বা অধিকার সংস্থাপিত হয়, তবে ব্রত কাটিয়া যায়, যে বিনিময় বিধি পরিত্যাগ করিয়া অপরিগ্রহ বিধি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা আর থাকে না। যে আত্মোৎসর্গ বিধি হইতে সর্ব্বথা লোভত্যাগরূপ অপরিগ্রহের উৎপত্তি, সেই আত্মোৎসর্গ বিধিই রহিল না অপরিগ্রহ থাকিবে কি প্রকারে? সুতরাং আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বথা চিন্তাত্যাগ, কেবল প্রভুর আদেশ পালন, ইহাই বর্ত্তমান অপরিগ্রহ ব্রত। আত্মা বলিতে এখানে আপনি এবং আপনার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গ সকলকেই বুঝিতে হইবে, অন্যথা সর্ব্বথা জীবিকাদির

জন্য চিন্তাত্যাগ সাধকে কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে *।

এখন দেখা যাউক, যাঁহারা এই প্রকারে অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি যাঁহারা ঈদৃশ লোকদিগকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য মনে করেন তাঁহাদিগের কি প্রকার ব্যবহার সঙ্গত। তাঁহারা প্রত্যেকে অপরিগ্রহব্রতধারী ব্যক্তিগণকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্পণ পূর্ব্বক যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে তদ্ব্রতধারিগণের ব্রত অক্ষুণ্ণ থাকে না। কেন না এ ব্রত মধ্যে অযাচকত্ব পর্য্যন্ত অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহারা আপনার জন্য কিছুই চাহিবেন না কিছুই গ্রহণ করিবেন না, তাহা আর এতদ্দ্বারা স্থির রহিল না। এস্থলে যাঁহারা প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদিগের এমন একটি স্থল থাকিবে, যেখানে সকলের দান একত্রিত হইবে এবং তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ এক ব্যক্তি বা যে কয়েক ব্যক্তিকে তাঁহারা মনোনীত করেন, তিনি বা সেই সকল ব্যক্তি ব্রতধারী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সমুদায় অভাব জানিয়া জীবনধারণমাত্রোপযোগী আয়োজন প্রতিদিন করিয়া দিবেন। পরিশ্রমজাত অর্থাদি সংস্পর্শ হইতে সাধকগণকে সর্ব্বথা রক্ষা করিয়া ইহাঁরাই তাহা সংগ্রহ করিবেন এবং দানের সঙ্গে মিলিত করিয়া পূর্ব্ববৎ আপনারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। বর্ত্তমান সাধক বা প্রচারকমণ্ডলীকে কেহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু অর্পণ করিবেন না, যাহা দিতে হইবে তাহা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে, বর্ত্তমানে এই যে বিধি বাহির হইয়াছে, তাহা অপরিগ্রহ ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবার জন্য। যাঁহারা অপরিগ্রহ ব্রত ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা তাহা রক্ষা করুন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য মনে করেন তাঁহারা অপরিগ্রহ ব্রতের বিঘ্ন হইতে সাধকগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, উভয়দিকেই প্রচুর কল্যাণ ফল প্রসূত হইবে।

অপরিহার্য্য সম্বন্ধ।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি সম্বন্ধ আছে, যাহা আমরা কোন কালে পরিহার করিতে পারি না। যে ব্যক্তি এই সকল সম্বন্ধের অপরিহার্য্যত্বে বিশ্বাস করে না, তাহার উন্নতি পদে পদে অবরুদ্ধ হয়। পিতা মাতা শিক্ষক আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলের সঙ্গে এমন বিশেষ সম্বন্ধ আছে যে এ সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য লালিত পালিত পরিবর্দ্ধিত শিক্ষিত এবং সুপসাধনসম্পন্ন হইতে পারে এরূপ কখনও মনে করে না। তবে একান্ত স্বার্থপর হইলে, যত দিন মনুষ্য আত্মক্ষম না হয় তত দিন পর্য্যন্তও এ সকল সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য হয়। পরিশেষে আত্মপ্রয়োজন সাধন জন্য এই সকল সম্বন্ধের কতকগুলি সম্বন্ধে চির দিন অপ্রতিহত সম্বন্ধ রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করে।

বিধাতা জনসমাজকে এ প্রকারে সঙ্গঠিত করিয়াছেন যে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক মনুষ্যকে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে। আপাত দৃষ্টিতে কোন কোন ধর্ম্মসমাজে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। আমাদিগের আর্য্যযোগিগণ নিঃসঙ্গ উদাসীন নির্দ্বন্দ্ব হইযা বিচরণ করিতেন। এখানে তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক অপরের সঙ্গে যোগ কাটিয়া দিতেন। কিন্তু এ যোগচ্ছেদ অনেক স্থলে বিশেষ সাধনের জন্য অল্প কয়েক দিনের জন্য অবলম্বিত হইত, পরিশেষে লক্ষ্যসিদ্ধ হইলে পুনরায় বিস্তৃত জনসমাজের সঙ্গে

---

* অপরিগ্রহ কত দূর উচ্চ এই বচনটিতে প্রকাশ পাইবে;
"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন্নসংশয়ঃ।
জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
মনোদগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে।"

নবীনতর সম্বন্ধে তাঁহারা আবদ্ধ হইবেন। যোগিগণ মৈত্রী করুণা প্রভৃতি সাধনের বিষয় গ্রহণ করিতেন, এই সকল সাধনে তাঁহাদিগের সর্ব্বভূতের প্রতি উদার প্রেম উৎপন্ন হইত, সুতরাং তাঁহারা স্বার্থপর ভাবে কোন প্রকারে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারিতেন না। উচ্চজীবনানুরূপ উচ্চ সম্বন্ধে তাঁহারা অপর ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগে সংযুক্ত হইতেন।

আমরা বলি যিনি যে পন্থা কেন অবলম্বন করুন না ঈশ্বর যাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগকে যে সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়াছেন, চিরকালের জন্য আমাদিগকে তাঁহাদিগের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে একত্র বাস করিতে হইবে। যে কোন ব্যক্তি বিধাতৃকৃত সম্বন্ধ বিঘটিত করিতে যায়, তাহার অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। "যাহাদিগকে ঈশ্বর একত্রিত করিয়াছেন, মনুষ্য যেন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে" দাম্পত্য সম্বন্ধে এ নিয়ম যে প্রকার সুদৃঢ় প্রত্যেক ঈশ্বর-কৃত সম্বন্ধ সম্বন্ধে এ নিয়ম তেমনি সুদৃঢ়। মনুষ্য-সমাজ স্বার্থের অনুরোধে এই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া পারে না, যাঁহারা উচ্চতম ধর্ম্মনিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রেমের অনুরোধে এই নিয়ম সহজে প্রতিপালন করেন। দাম্পত্য সম্বন্ধ যে প্রকার একান্ত অপরিহার্য্য রুচি প্রভৃতির বৈপরীত্যেও তাহা অখণ্ড্য, এ সকল সম্বন্ধও তাঁহাদিগের নিকট তেমনই। সাধক মাত্রে জানেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যে সকল সম্বন্ধের অধীন করিয়া পৃথিবীতে রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদি সেই সকল সম্বন্ধানুরূপ নিজের সমুদায় করণীয় সম্পাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা হইতে তাঁহার নিশ্চয় কল্যাণ।

সাধকমণ্ডলীসম্বন্ধে এ নিয়ম আরো সুদৃঢ়তর। যাঁহারা ঈশ্বরের কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নানা স্থান হইতে আনীত হইয়া এক স্থানে এক শাসন ও নিয়মের অধীনে সংস্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর পরিণয়সূত্রের ন্যায় অতি পবিত্র অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পর হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, কেহ কাহাকেও দূর করিয়া দিতে পারেন না, বাহিরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা দূরে থাকুক অন্তরে অন্তরেও কাহাকেও প্রাণ হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারেন না। যদি দুর্ম্মতি বশতঃ কেহ মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, অবশেষ সাধকমণ্ডলী তাঁহাকে আপনারা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এক বার যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা অনন্ত কালের জন্য জানিয়া তিনি চলিয়া গিয়াও চিরবিচ্ছিন্ন হইলেন না, ইহলোকে হউক পরলোকে হউক পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া সম্বন্ধ চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। যাহাদিগকে ঈশ্বর একত্র করিয়াছেন, মনুষ্য যেন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে, একের দুর্ম্মতিতে বিচ্ছেদ হইলেও অপরে সে স্থলে যেন হৃদয় হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেয় এই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

পূর্ব্বকালে যাঁহারা অসঙ্গ উদাসীন নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিচরণ করিতেন তাঁহারা দুই জন একত্রিত হইলে মিথুন, তিন জন একত্রিত হইলে গ্রাম এবং তদধিক একত্র হইলে নগর বলিতেন। মিথুনীভাব এবং গ্রাম ও নগর ভাব তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করিতেন, কেন না ইহাতে মায়া মোহ কলহ ঈর্ষা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। এমন কি এ সকল লোক কাহাকেও শিষ্য করিতেন না, কেন না শিষ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেই বহুজনসংসর্গ, এবং বহুজন-সংসর্গ হইতে যে সকল দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহাদিগেতে ঘটিত। ইহাঁরা যে সাধনপ্রণালী

অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্ততঃ কতক দিনের জন্য এপ্রকারে অতিবাহিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমরা দেখিযাছি, এই সকল লোক পরিশেষে লোকহিতার্থ লোকালয়ে গমনাগমন করিতেন, লোকশিক্ষার্থ বহু উপায় অবলম্বন করিতেন, ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞান প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া জনসমাজের বহু কল্যাণ সাধন করিতেন। এযুগে আমাদিগের সাধন প্রণালী প্রথম হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদিগের সাধন নির্দ্বন্দ্ব উদাসীন হইয়া নহে মণ্ডলী মধ্যে অবস্থিতি করিয়া।

ঈশ্বরের আদেশে যাহাদিগের প্রথম হইতে সাধনের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা মণ্ডলীর যে কত সম্মান করিবে, তাহা কে বলিয়া উঠিবে। তাহারা মণ্ডলীর সঙ্গে চির দিনের জন্য অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ, মণ্ডলী ত্যাগ তাহাদিগের জীবনস্রোত অবরোধের কারণ। সাধনার্থ মণ্ডলীর সঙ্গে বিধাতার নিয়োগে আবদ্ধ হইয়া কে ইচ্ছাপূর্ব্বক তৎসহ আপনার যোগ ছেদন করিয়া সুখী হইতে পারে? এখানে মূঢ়তা বশতঃ যাহারা মনে করে, আমরা একাকী জীবন পথে অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য দশের সঙ্গে মিলিত হইবার কোন প্রয়োজন রাখে না, তাহারা শীঘ্র তাহাদিগের ভ্রম বুঝিতে সক্ষম হয়। মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া একাকী সংসারের পথে চলিতে গেলে সংসার শীঘ্র তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার, সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ আর বিপরীত কোন কথা বলিতে পারেন না।

মণ্ডলী সাধনের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অসঙ্গ উদাসীন নির্দ্বন্দ্ব ভাব কোথায় স্থিতি করিতেছে, ইহা জিজ্ঞাসার বিষয়। মনুষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে অসঙ্গ উদাসীন নির্দ্বন্দ্ব ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। যখন সে তাঁহার নিকটে যাইবে, তাঁহার নিকটে কোন প্রার্থনা জানাইবে, কোন প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষী হইবে, সেখানে অপরে তাহার চিত্ত অধিকার করিলে, ঈশ্বরের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে আলোক লাভ করিতে পারে না। এরূপ স্থলেও মণ্ডলীর জীবন এবং অসঙ্গ উদাসীনের জীবন এই দুই একত্র অবস্থিতি করিয়া বিধাতৃকৃত অপরিহার্য্য সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্থির থাকে, কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

লোকে স্বাধীন হইতে অভিলাষ করে, স্বাধীনতা তাহার অপূর্ব্ব অধিকার। স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছা এত প্রবল যে, অতি শিশুকেও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে না দিলে সে অতীব ক্লেশ প্রকাশ করে। ক্রমান্বয়ে তাহার স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে অসদুপায়েও সে আত্মস্বাধীনতা রক্ষা করিতে যত্ন পায়। এইরূপে অসদুপায় অবলম্বন করিতে করিতে তাহার মন কলুষিত হইয়া পড়ে, হয়তো একেবারে অশোধ্যচরিত্র হইয়া যায়, তথাপি তাহার প্রমুক্ততা কেহ নিবারণ করিতে পারে না। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্তের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, অল্পলোকেই তাহা জানে। উপেক্ষা বা কঠোর শাসন দুইই স্বাধীনতার বিকারের হেতু। বাহিরে স্বাধীনতার যত প্রকার অন্তরায় আছে, মনুষ্যের ভিতরে তদপেক্ষায় অল্প অন্তরায় নহে। অপরে যেমন মনুষ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তেমন অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রবৃত্তিনিচয় তাহার স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া দেয়। বরং বাহিরের লোক অপেক্ষা ভিতরের প্রতিবন্ধক ভয়ানক, কেন না বাহিরের প্রতিবন্ধকের বিরাম আছে, অন্তরের প্রতিবন্ধক সকলের বিরাম নাই বলিলেই হয়। অনেক সময়ে মনুষ্য ঠিক স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে না, প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং এরূপ কার্য্য সমুদায়ের প্রতি যদি মনুষ্যসমাজ স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে ভয়ে উপেক্ষা করিয়া চলে, তবে পাপের বিপ্লবে সমাজকে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। আবার অন্য দিকে যদি ন্যায্যান্যায্যের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া কেবল কঠোর শাসনের ভয়ে লোককে ভীত করিয়া রাখা হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হয়। দুর্ব্বল লোক ভয়ে স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে পারে না, সবল লোক প্রতিরুদ্ধ স্বাধীনতার উদ্ধার জন্য ভয়ানক উগ্রভাব ধারণ করে, সুতরাং উভয় দিকেই স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার হইয়া উঠা দুর্ঘট হয়। ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনের বাহিরে না গেলে সকলকে অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য

করিতে দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি তদতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত, যে ব্যক্তি তজ্জন্য আত্মবিবেকের নিকটে অপরাধগ্রস্ত, তাহার প্রতি সামাজিক শাসন নিপতিত হইলে, সে কখন একথা বলিতে সাহসী হইবে না, আমার স্বাধীনতার উপরে কেন হস্তক্ষেপ করা হইল। যদি এই দুই সীমার মধ্যে মনুষ্যসমাজ অবস্থিতি করে, তবে মনুষ্য প্রযুক্ত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। কেন না ইহা যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষ যখন আপনি স্বাধীন হইতে চায়, তখন ধর্ম্ম ও নীতির সীমার মধ্যে অবস্থিতি না করিলে স্বাধীন হইতে পারে না, সমাজও যদি সেই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া চলে, তবে ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ না থাকা প্রযুক্ত সমুদায় সঙ্গে চলিতে থাকে। আমরা আপনাকে এইরূপ করিতে চাই, যে সমাজে বাস করি তাহাকে এইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। আমরা ভরসা করি, যে নবীন সমাজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাতে এইটি আমরা সুসিদ্ধ দেখিতে পাইব।

অনেক ব্যক্তিগণ একান্ত স্বপ্নদর্শী। তাহারা কোন একটি পরিশ্রমসাধ্য বিষয়ে অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কল্পনাযোগে এমন সকল বিষয় নিয়ত চিন্তা করিবে, যাহাতে বিনায়াসে অতি অসম্ভব অসম্ভব বিষয় সকল সম্পন্ন হইতেছে তাহারা দেখিতে পায়। এই সকল ব্যক্তি স্বভাবের বিরোধী, কেন না স্বভাব পরিশ্রম চায়, যত্ন চায়, এবং অনেক গুলি বিষয়কে সাধ্যাতীত বলিয়া দেয়। আমরা প্রকৃতির পক্ষপাতী, এবং অলস ব্যক্তিগণের স্বপ্নদর্শন আমরা একান্ত ঘৃণা করি। অলস হইয়া যাহা কল্পনা করিব, তাহা কোন কালে কাহারও মধ্যে সিদ্ধ হয় নাই দেখিয়াও এমন সময় আসিবে যে সময়ে বিনা যত্নে বিনা প্রয়াসে সিদ্ধ হইবে মনে করিব, এরূপে বৃথা আয়ুঃক্ষয় আমরা ধর্ম্মজীবনের একান্ত বিরোধী মনে করি। সংশয় সকল স্থানে নিন্দনীয়; কিন্তু স্বভাবতঃ যাহা অসম্ভব তৎপতি সন্দেহ আমরা নিয়ত পোষণ করিব। নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে;

"অসম্ভবং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে।
শিলাস্তরন্তি পানীয়ে গীতং গায়ন্তি বানরাঃ॥"

যদি প্রস্তর জলে ভাসিতেছে এবং বানর সকল গীত গাইতেছে দেখিতে পাই, তথাপি তাহা অসম্ভব বলিয়া কাহার নিকটে বলিব না, এরূপ নীতি উপদেশের মূল আছে। কেন না যাহাকে প্রস্তর বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল তাহা প্রস্তর না হইতে পারে, যাহা বানর বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহা কোন যন্ত্রসিদ্ধ বানরাকৃতি মাত্র, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা স্বভাবতঃ অসম্ভব, তাহা সম্ভব মনে করা হয় নিজের মানসিক বিকার, অথবা কোন প্রকার ভ্রান্তি সম্ভূত ইহা আমরা মনে করিতে নিয়ত বাধ্য। তবে যদি কেহ বলেন, যাহা এক সময়ে অসম্ভব, তাহা অপর সময়ে সম্ভব হয়, সুতরাং কল্পনা যাহা কেন চিত্রিত করুক না, তাহা কালে সম্ভব হইবে এ বিশ্বাস করিতে কোন ক্ষতি নাই। ক্ষতি এই যে, যাহারা কল্পনা করে, তাহারা যদি যত্ন পরিশ্রম ও পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগের কল্পনাকে সত্যে পরিণত করিতে না পারে, তবে বৃথা কল্পনায় তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া জীবন নিষ্ফল হয়, এবং আশুপ্রতারী অলসস্বভাব অনেক গুলি লোকের জীবন অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া হয়। কল্পনা এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহার সত্যতা নিষ্পাদন যেখানে নাই, সেখানে আমরা সে কল্পনাকে আলস্যে সময়ক্ষয় মনে করি। সুতরাং তাহার অনুমোদন আমরা কোন কালে করিতে পারি না। কল্পনাকে সত্যের সীমা মধ্যে আবদ্ধ রাখ, অন্যথা কল্পনা বৃথা আয়ু হরণ করিবে, একথা যেন নিয়ত স্মরণ থাকে।

এক প্রকার আধ্যাত্মিকতার অভিমান আছে, যাহা কোন প্রকারের নিয়মের শৃঙ্খল হউক না কেন আত্মবিনাশের কারণ মনে করিয়া তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়। যেখানে আধ্যাত্মভাব নাই অথচ নিয়ম আছে সেখানে যেমন ভয়ের কারণ আছে, তেমনি যেখানে ভাব আছে অথচ নিয়ম নাই সেখানেও তেমনি ভয়ের কারণ বিদ্যমান। ভক্তিশাস্ত্র এত যে ভাবের পক্ষপাতী তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই,

"শ্রুতিস্মৃতিবিহীনানাং পাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে॥"

শ্রুতিস্মৃতিবিহীন জনগণের পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি বিনা ঐকান্তিকী হরির ভক্তি উৎপাতের জন্য হয়; অর্থাৎ কেবল ভাবুকতামাত্রে পর্য্যবসান হয়, তাহাতে যথার্থ জীবন সঙ্গঠিত হয় না। এমনও হইতে পারে যে সেই ভাবুকতা সংসারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া এমন বিকৃত ভাব ধারণ করিতে পারে যে তাহা আর ধর্ম্মের অঙ্গীভূতরূপ পরিগণিত হইতে পারে না। যেখানে যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাব আছে, সেখানে নিয়মপরতন্ত্রতা আপনা হইতে সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে কখন গমন করিতে পারে না। দাসের ন্যায় নহে কিন্তু স্বাধীন সন্তানের ন্যায় অনুরাগী ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সকল বিষয়ে সম্মিলিত হয়। এই মিলন এ প্রকার উপস্থিত হয় যে, তাঁহার চিন্তা ভাব সমুদায় ঈশ্বরের চিন্তা ভাবের সঙ্গে একতা লাভ করে। সে ব্যক্তি এমন কোন চিন্তা করে না, এমন কোন ভাব তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হয় না যাহা ঈশ্বরেতে নাই। যাহাদিগের ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে,

১৪। শয্যা পরিষ্কৃতা বস্ত্রাণ্যাধ্যায়েহবস্থিতানি চ।
যথাযথং পুস্তকানি স্যুস্তথা পুস্তকালয়ে ॥ ১৯ ॥
গৃহদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি তণ্ডুলাদীনি চ সর্ব্বথা।
মৃদ্ধাতুকাচপাত্রাণি পাকানাং সাধনানি চ ॥
যথাস্থানবিনিবিষ্টানি সুরুচ্যনুগুণেন চ ॥ ২০ ॥

১৫। অধিকারবতির্নিৰ্দ্দিষ্টা পূজাগেহেহন্যা বেদিকা।
সম্মানিতব্যা সর্ব্বস্মাৎ সেয়ং যা পারিবারিকী ॥ ২১ ॥
গীতপ্রবচনগন্তা বেদী ভক্তাসনানি চ।
পুষ্পাধারাশ্চৈকতন্ত্রী বাদিত্রাণি চ নিত্যশঃ ॥ ২২ ॥
রক্ষিতব্যানি যত্নেন মার্জ্জিতানি চ তদ্‌গৃহম্।
শোভয়েবন্ পুষ্পজাতৈর্গৃহবাসিন্য উষসি ॥ ২৩ ॥

১৬। উৎকীর্ণা লম্ব্যমানা বা কুড্যে চিত্রিতস্থক্তয়ঃ।
শিক্ষার্থং শোভনার্থং বা ন ত্বর্চ্চা মূর্ত্তয়োহপরা ॥২৪॥

১৭। অথর্ব্ববেদসংপ্রোক্তং সাম্মনস বিবর্দ্ধনম্।
উৎকীর্ণো ত দর্শনীয়ে স্থানে সূক্তং মনোময়ম্। ২৫ ॥
"সহৃদয়ং সাম্মনস্যং অবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোহন্যং অভিহর্য্যত বৎসং জাতং ইবাঘ্ন্যা ॥
অনুব্রতাঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবান্।
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারং উত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতাঃ ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া ॥"

১৮। সর্ব্বোৎকৃষ্টমকর্ত্তা দর্শি প্রবচনাস্তিদম্।
গৃহস্থানাং হি তপ্রোক্তং ভবত্বত্র নিদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥
"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥"

১৯। এবং সম্মার্জ্জিতং গেহং পবিত্রঞ্চ সুশৃঙ্খলম্।
শাস্ত্রোক্তসূক্তশ্লোকৈশ্চ সদা নিয়মিতঞ্চ যৎ ॥ ২৭ ॥
তৎ সত্যং হর্ষসৌন্দর্য্যপ্রসাদসম্পদং খলু।
দেব্যা লক্ষ্ম্যাস্তত্তত্র নরনার্য্যশ্চ বালকাঃ ॥ ২৮ ॥
বালিকা দাসদাস্যশ্চ গৃহপালিতজন্তবঃ।
সর্ব্বে সুখময়া নিত্যং বসন্তু তৎসমাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥

২০। স্তোকানুদীরয়ন্ত্যিষ্টি কুড্যানাপ্যস্য সন্ততম্।
স্মরীয়য়ন্তি তত্রত্যাস্তানি নববিধেঃ প্রভুম্ ॥ ৩০ ॥

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গৌতমের জ্ঞান।

সদসদ্বিনিশ্চয়াত্মক শক্তির নাম জ্ঞান। আরও কিঞ্চিৎ স্ফুট করিতে হইলে "এইটি সৎ এইটি অসৎ" এইরূপ তত্ত্ব নির্ব্বাচিত হয় যে শক্তির বলে তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। অসত্য হইতে সত্যে অন্ধকার হইতে আলোকে মৃত্যু হইতে জীবনে উপস্থিতির প্রণালী প্রদর্শন করা মহাপুরুষদিগের জীবনে কার্য্য। শক্তিমত্তার অভাবে শক্তিহীনতা উপস্থিত হওয়া পর্য্যায়িক নিয়ম। মানবজীবনে একবিধ ঘটনা বহু বার ঘটিলে এক প্রকার কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে সে ঘটনা বা সেই কার্য্য মধ্যে যে দোষ দুর্ব্বলতা ও পাপ অপরাধ লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা আর দেখিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। ইহা এক প্রকার মানসিক পক্ষাঘাত। শরীরে যেমন পক্ষাঘাত রোগ জন্মে আত্মাতেও সেইরূপ পক্ষাঘাত হইয়া মানুষকে অকর্ম্মণ্য বা শক্তিহীন করিয়া ফেলে। পুনঃ পুনঃ পাপ দর্শন পাপ শ্রবণ ও পাপানুসরণে আর কষ্ট বোধ হয় না। এক জন দুই জন ক্রমে ক্রমে সমুদায় সমাজ সমুদায় দেশ এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। পক্ষাঘাত স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক এই দুই প্রকার। কোন এক বিশেষ অঙ্গ (হস্ত কিংবা পদ) এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে স্থানিক এবং সকল শরীর ব্যাপিয়া পীড়ার আক্রমণ হইলে তাহাকে সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত বলা যায়। যদি একটি কি দুইটি মনুষ্য পাপের মারাত্মকতা অনুভব করিতে অসমর্থ হয় তাহা স্থানিক, কিন্তু সমুদায় সমাজ যদি দোষের অপকারিত্ব বুঝিতে অসমর্থ হয় তাহা সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কেন না প্রত্যেক মনুষ্য মনুষ্যসমাজের কোন এক অঙ্গ, সমস্ত লোক সকল অঙ্গ। কোন এক অঙ্গের পীড়া তত মারাত্মক হয় না; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পীড়া হইলে মৃত্যুসম্ভাবনা। যখন এই মৃত্যুসম্ভাবনা অনুমিত হয় তখন তাহার চিকিৎসার আয়োজন প্রস্তুত হয়। পক্ষাঘাতের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, কেন না বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব হইতেই এই পীড়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করিবার জন্য "গ্যাল ব্যানিক ব্যাটারি" আবশ্যক। কেন না তদ্যোগে বৈদ্যুতিক শক্তি পুনঃ সঞ্চার করিতে পারিলেই স্পর্শশূন্য স্থান স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

পুনঃ পুনঃ পাপ অপরাধে সমাজ অসাড় হইয়া পড়িলে, মহাবৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া সাধু মহাপুরুষ "গ্যাল ব্যানিক ব্যাটারি" তৎপ্রতিকারার্থ জগতে অবতীর্ণ হন। মহামুনি গৌতম এইরূপ ঘোরতর সামাজিক অসাড়তায় চিকিৎসক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কে না জানে? সমাজের তাদৃশ মৃত্যুর সময়ে সুচিকিৎসক অতি প্রয়োজনীয় বলিয়াই শাক্যমুনি জন সমাজে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই অসাড়তা নিবারণ করিতে যে পরিমাণ শক্তি তেজ ও আলোকের প্রয়োজন শাক্যমুনির তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষদিগের জীবন অপেক্ষা শাক্যের জীবনে জ্ঞানের [illegible] অধিক ছিল, কেন না অন্যান্য মহাজন হইতে জ্ঞানের জন্য শাক্য বিশেষ ছিলেন। বাল্য কালেই তাঁহার মনে চিন্তাযোগে এটা কেন হইল,

এতো ভয়ঙ্কর রোগ, ইহা থাকিলে তো মানুষ বাঁচিবে না, ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল। বাল্যকালেই গৌতম সংসারে বিলক্ষণ ঘটনাপুঞ্জের ভাববৈষম্যদর্শনে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। আত্মানাত্মবিচার তাঁহার জীবনে সহজ ছিল। ইহা অনিত্য উহা অনিত্য কেবল আত্মাই নিত্য, আত্মাই অজর ও অমর, মনুষ্য মৃত্যুতে পড়িয়া আছে মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিলেই সে অজর ও অমর হইতে পারে. তবে কেন সে মৃত্যুমুখে পড়িয়া ক্রন্দন করিবে ইত্যাদি তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। এই চিন্তা, একি সহজ চিন্তা? এই চিন্তা শাক্যকে বীতনিদ্র, ও নিস্পৃহ করিয়াছিল। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না, কোন সুখের প্রতি তাঁহার স্পৃহা ছিল না, এই চিন্তাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ডে সর্ব্বদা উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত ছিল। অন্যে যে সকল আচরণ করিত শাক্যমুনি তাহা দর্শন করিয়া কৃপাবিগলিত চিত্তে রোদন করিতেন। ইহা সৎ নহে অসৎ. উহা সৎ নহে অসৎ. এই প্রকার এর পর ও, তার পর ও, ক্রমে ক্রমে অসৎ হইতে সত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ধ্যান করিতে (নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে) একান্ত ভাল বাসিতেন। কোন প্রকার ভোগ্য বিষয় তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বাল্যকালেও একাকী নির্জনে বসিয়া চিন্তা করা তাঁহার ভাল লাগিত। বয়স্যগণসহ খেলা করিতে করিতে তিনি কোন নিভৃত প্রদেশে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেন *। বয়স্যগণ তাঁহাকে ক্রীড়া স্থানে না পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া করিয়া ধ্যানস্থ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইত। অসত্য, অন্ধকার, পাপ দুর্ব্বলতার প্রতি বিতৃষ্ণা, সত্য সাধুতা আলোক ও শক্তির প্রতি বাল্য কালেই তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাই তিনি এরূপ বসিয়া ভাবিতেন ও ভাবিতে পারিতেন। অসত্যে অন্ধকারে থাকিব না থাকিতে দিব না এই অগ্নিময় প্রতিজ্ঞা তাঁহার জীবনকে সর্ব্বদা নিয়মিত করিয়া রাখিত।

উত্তম আহার উত্তম পরিচ্ছদ ইত্যাদি লইয়া সুখী হইবার প্রকৃতি তাঁহার ছিল না। শাক্যের যেরূপ জ্ঞান ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার অচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা ছিল। কেন না তিনি যখন কথা বলিতেন তখন বিদ্যা ও বয়সে বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকটেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন না। এক দিন তিনি ধ্যান করিতেছিলেন, তাঁহাকে না দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন অমাত্যগণ সহ তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এক জম্বু বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিতে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখনই তিনি এরূপে নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতেন যে, যে দেখিত সেই বিস্মিত হইত। এই ধ্যান হইতে উঠিয়া তিনি পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, "যদি স্বর্ণ কার্য্য (১) বহু স্বর্ণ (২) প্রবর্ষয়িষ্যে যদি বস্ত্রকার্য্য (৩) অহমপি প্রদাস্য (৪) বস্ত্রান্ (৫)। অথবান্য কার্য্য (৬)। অহমপি প্রবর্ষায়িষ্যে, সম্যক্ প্রযুক্ত (৭) তব সর্ব্বজগে (৮) নরেন্দ্র, যদি স্বর্ণ উৎপাদন করিতে হয় আমি স্বর্ণ বর্ষণ করিব, বস্ত্র উৎপাদন করিতে হয় আমি বস্ত্র দান করিব, যদি আর কিছু করিতে হয় আমি সে সকল বর্ষণ করিব, আপনি সমুদায় জগতের বিষয়ে যোগযুক্ত হউন *।" তিনি আপনার জ্ঞানের প্রতি এত বিশ্বস্ত ছিলেন যে, বৃদ্ধ পিতাকে সেই বাল্যকালেই উপদেশ দিতে কোন সঙ্কোচ বা ভয় করেন নাই। এ সাহস অল্প জ্ঞান কিংবা বাল্য স্বভাবের চাপল্য সম্ভূত নহে কিন্তু গভীর প্রতিজ্ঞাদ্যোতক। জ্ঞানীরা জ্ঞানবলে পৃথিবীর স্বর্ণ কোন্ তুচ্ছ কথা, স্বর্গের অমূল্য ধন হস্তগত করিয়া জগতের দৈন্য নিবারণ করিতে পারেন। শাক্যও যে জগতের দৈন্যদশা দূর করিবার জন্য স্বর্গের ধন লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন তাই পিতাকে তেমন করিয়া বলিতে পারিলেন। তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য নানা বিদ্যাবিষয়ক অধ্যাপক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রতিভা মেধা প্রভৃতিতে অধ্যাপকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

তাঁহার চিত্তের গতি সাধারণ লোকের বিপরীত দিকে দর্শন করিয়া তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে বিবাহিত করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। সেই সময়ে "বিবাহ করিব কি না, করিলে আমার উদ্দেশ্য বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মিবে কি না" এই বিষয়ে যখন চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন তখন বলিয়াছিলেন,

"কামগুণে ন মেহস্তি ছন্দং রাগো ন চাহং শোভে স্ত্র্যাগার মধ্যে যোহয়হমুপবনে বসেয়ং তূষ্ণীং ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্তঃ।"

ললিত বিস্তর †।

কামগুণের প্রতি আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। যে আমি ধ্যানসমাধিসুখে শান্ত চিত্ত হইয়া উপবনে বাস করিব, সেই আমি কি অন্তঃপুরে বাস করিতে পারি. না

* পশ্য দেব কুমারোহয়ং অনুচ্ছায়াং হি ধ্যায়তি।
যথা শক্রোহথবা ব্রহ্মা শ্রিয়া তেজেন শোভতে॥
যস্য বৃক্ষস্য চ্ছায়ায়াং নিষণ্ণ বরলক্ষণঃ।
নৈনং ন জহাতি চ্ছায়া ধ্যায়মানং পুরুষোত্তমং॥

ল. বিস্তর।

(১) কার্য্যং। (২) বহুস্বর্ণং। (৩) কার্য্যং। (৪) প্রদাস্যে। (৫) বস্ত্রাণ। (৬) কার্য্যং। (৭) প্রযুক্তঃ। (৮) জগতি।

* শাক্যমুনি চরিত হইতে উদ্ধৃত ললিত বিস্তর।

† শাক্যমুনি চরিত।

তাহা আমার শোভা পায়? বিবাহ করা স্থির হইলে শাক্য পিতাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন পিতা সেই কথা কন্যান্বেষী লোককে বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈব চ। যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়ঃ। ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ। গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা শূদ্র জাতীয় কন্যা, যাহার এই সকল গুণ আছে সেই কন্যার সংবাদ আমাকে বলিবে। কুল গোত্র প্রভৃতিতে কুমার বিস্মিত নহেন কিন্তু যাহার এই সকল গুণ আছে তাহাতেই কুমারের (শাক্যসিংহের) মন আকৃষ্ট।"

যে সময়ে শাক্যের জন্ম, সে সময়ে ভারতে জাতিভেদ প্রথা অতিশয় প্রবল। এই সুদৃঢ় জাতিভেদের সময়ে ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হওয়া সামান্য বলের কর্ম্ম নহে, যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য, যাহারা স্বর্গের সত্য ধন পাইয়া ধনী তাঁহাদের নিকটে কখন অসত্য অন্ধকারের আবর্জ্জনা স্থান পাইতে পারে না। শাক্য সিংহ জানিতেন জাতি গোত্র প্রভৃতি কিছু নয়, যাহার ভিতরে ব্রহ্মালোক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয় তিনিই আদরের। তিনি যদি চণ্ডালগৃহে জন্মেন তথাপি অপরিহার্য্য, ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মিলেও অপরিহার্য্য। বংশের অনুরোধে স্বর্গের ধনে অনাদর করা সঙ্গত বোধ কোন মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব পর নহে।

বিবাহ করিলেন, তৎপর তাঁহার জীবনের তেজ আরও বাড়িতে লাগিল। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে বিবাহ দিয়া ভোগ সুখে ফেলিয়া ভুলাইবেন, তাহাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল। শাক্য সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যধন ঐশ্বর্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর ক্রমে পণ্ডিতগণ আসিয়া শাক্যের জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু যিনি পরীক্ষা করিতে আসিতেন তিনি বিষম পরীক্ষায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেন। বস্তুতঃ শাক্যের জ্ঞান সামান্য লোকদিগের জ্ঞানের ন্যায় পল্লবগ্রাহী ছিল না। তাঁহার জ্ঞান গভীর অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রত্ন বাহির করিত তাঁহার জ্ঞান দূর স্থিত সত্য অতি নিকটে দেখিত। এই জন্য তিনি অতি সহজে সত্য নির্ব্বাচন ও গ্রহণ করিতে পারিতেন। যাহারা তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেন শাক্য অতিসহজ দুই একটী কথা বলিলেই তাহারা পরাজিত হইয়া যাইত। শাক্যের জ্ঞান বল অতি প্রবল ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল। জগতে অনেক জ্ঞানী লোক কথায় বিচার স্থলে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেন কিন্তু জীবনে তাহার কোনই কিছু দেখাইতে পারেন না। তাহার কারণ তাঁহারা আপনারাই আপন জ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ত নহেন। যে আপন জ্ঞানের সত্যতার উপরে দৃঢ়তর আস্থাশীল, সে কাহার অনুরোধে একচুল পরিমাণ সেই জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। শাক্যমুনি আপন জ্ঞান প্রদর্শিত পথ সংসারের অনুরোধে অতিক্রম করিতে পারিতেন না। তিনি যাহা বুঝিতেন অতি সরলভাবে তাহা জীবনে পরিণত করিতেন। তাঁহার জীবন তাঁহার জ্ঞানের অনুরূপ ছিল এইটি তাঁহার জ্ঞানের মহত্ত্ব ও গৌরব। তাঁহার জ্ঞানের ভিতরে তৎকালে অন্যান্য সকল জ্ঞানের আলোক মিশিয়া গিয়াছিল। যে প্রতিযোগিতা করিয়া বিতণ্ডা করিতে আসিত সেই আপনার তেজ শাক্যমুনির জ্ঞান জ্যোতির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত। শাক্যমুনির জীবন কাল মধ্যে কেহ তাঁহাকে অথবা তাঁহার জ্ঞানকে পরাজিত করিতে পারে নাই। সত্য বটে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে শাক্যমুনির জ্ঞানপূর্ণ জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ঐশীশক্তি প্রমাণিত হইতেছে। যখন যে মহাপুরুষ উদিত হইয়া জগতের পাপান্ধকারের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হন তৎকালে সে শক্তির নিকটে অন্য সকল শক্তি প্রণত হয় কেন না তাহার ভিতর তৎকালে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তিময় হস্ত কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রাপ্ত।

ঈশ্বর দর্শন।

ঈশ্বরদর্শন? উনবিংশ শতাব্দিতে? ইহাও কি সম্ভব? পূর্ব্বকালে ঈশ্বর দর্শন দিতেন শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা কি ঠিক ঈশ্বর দর্শন? তাহা তো বোধ হয় না। জগতে দুই প্রকার লোক দেখা যায় কতকগুলি লোক প্রতারক ধূর্ত্ত, আর কতক গুলি লোক অত্যন্ত বোকা। যাহারা প্রতারক তাহারা ঈশ্বর দর্শনের ভাণ করিয়া বোকা লোকদিগকে প্রতারণা করিত। আবার অন্য প্রতারক দল এই প্রতারকদিগের সঙ্গে মিলিয়া বহুতর নির্ব্বোধ লোকদিগকে একত্র সংগ্রহ করিত এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার কৌশলে সেই সেই মত ভজাইত। এইরূপে ক্রমে মিথ্যা ঈশ্বরদর্শন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরদর্শন এই কথাটি শশবিষাণবৎ অলীক। কেন? ঈশ্বর নিরকার অতীন্দ্রিয়, দর্শনক্রিয়া ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যাপার, যে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, ইন্দ্রিয়গণ যে স্থানে কোন ক্রমে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, সেই বস্তুর দর্শন বলিলে পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ লোকেরা বলিবে "এ লোকটা খেপেছে।" তবে কি বস্তুতই ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব? না। ঈশ্বরদর্শন অতীব গভীর ও নির্ব্বিকল্প সত্য। বিশেষ আধ্যাত্মিকতা না থাকিলে ইহার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। অনেকে বলেন ঈশ্বর আছেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা অতিঅল্প লোকেই স্বীকার করিয় থাকে। তিনি আছেন অথচ তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখা যায় কি না তাহার কোনই নিশ্চয় এরূপে হওয়া সম্ভব পর নহে। তিনি যখন আছেন তখন অবশ্যই অন্যান্য দৃশ্য পদার্থনিচয়ের মত অতি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য। অন্যান্য দৃশ্য

অপেক্ষাও তিনি অতি ঘনিষ্ঠ কেন না বাহিরে জড় পদার্থ সকল দর্শন করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়গণের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। বাহ্য বস্তু দর্শন করিতে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য অনিবার্য্য। বয়ঃক্রমের আধিক্য বশতঃ কেহ কেহ বাহ্য বস্তু দর্শন করিতে চস্‌মা ব্যবহার করেন। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য পদার্থ দর্শনের জন্য এইরূপ চস্‌মা। বৃদ্ধ যেমন চস্‌মা চক্ষুতে না লাগাইলে অক্ষরাদি দেখিতে পান না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে মধ্যে স্থাপন না করিলে জড় পদার্থ সকল আত্মার গোচর হয় না। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন করিতে আত্মাকে সেরূপ কোন বেগ সহ্য করিতে হয় না। কেন না এস্থলে আত্মা স্বয়ং দ্রষ্টা, আত্মা আত্মচক্ষুর বলে আত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে আপনাতে দর্শন করে। বাহ্য বস্তু সাকার সুতরাং তাহা দর্শন করিতে সাকার চক্ষুর প্রয়োজন কিন্তু ঈশ্বর সেরূপ সরূপ নহেন, সুতরাং চক্ষুর্গোচরও নহেন, কিন্তু ঈশ্বর আত্মস্বরূপ সুতরাং আত্মচক্ষুতে তিনি সহজে দৃশ্য।

আমরা স্বীকার করি, তাহা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ ভাবে ঈশ্বর দর্শন দেন। উপরে যাহা দর্শন বলিয়া উক্ত হইয়াছে উহা দর্শন নহে কিন্তু যুক্তি। যেস্থলে দর্শন সেস্থলে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না। কেন না উন্মত্ত ব্যতীত কে আর সম্মুখস্থ গৃহ প্রাচীর বস্তুতঃ সত্য সত্যই আছে কি না ইহা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়? ফলতঃ দর্শনে সেরূপ করিতে হয় না। যে দেখে সে কথা বলে আলাপ করে, প্রয়োজন হইলে প্রার্থনা করে, সংশয় করে না। যে সুন্দর বস্তু দেখে সে দেখিয়া ভুলে, তাহার আর বাক্যব্যয় করিবার নড়িবার সরিবার ক্ষমতা থাকে না, সে উন্মত্ত হয় প্রলাপ বকে। এইরূপ পূর্ব্বে হইয়াছিল বর্ত্তমানেও হইতেছে পরেও হইবে। নারদ মুনি দেখিয়াছিলেন কি? "নভোনিভমনিগ্‌রূপং" "মনঃকান্তং শুভাপহং।" আকাশের ন্যায় কোন পার্থিব চিহ্নরহিত রূপ, যেরূপ মনোজ্ঞ (কমনীয়) শোকনাশক। এইরূপ দেখিয়া নারদ পাগল হইলেন। ইহ জীবনে আর ভুলিতে পারিলেন না। সেই অবধি নারদ একটি অলাবুবিনির্ম্মিত যন্ত্র স্কন্ধে করিয়া গৃহে২ হরিনাম করিয়া বেড়ান। হরি বলিয়া ডাকিলেই তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান। নারদ বলিয়াছেন, "আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।" সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে ডাকিলে যেমন শীঘ্র উপস্থিত হয়, বীণা সহ নাম গান করিবা মাত্র তিনি অতিশীঘ্র আমাকে দর্শন দেন।

এই প্রকার প্রহ্লাদও দর্শন করিতেন তাই তিনি স্ফটিক স্তম্ভে ঈশ্বর আছেন বলিয়াছিলেন। তাই তিনি হরিনাম করিয়া বিষভোজনে, কুঞ্জর পদতলে পতনে, পর্ব্বতপাতে সাহস পাইয়াছিলেন, এবং কোন শত্রুকে দর্শন করিয়া তিনি ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। মহাপুরুষ ঈশা এইরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন, তাই তিনি ক্রুশযন্ত্রে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাই তিনি জননীর ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় বিশ্বস্ত চিত্তে ক্রুশে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা কি প্রতারণামূলক? প্রতারণা করিতে গিয়া কি কেহ মরিতে পারে? পরের প্রাণ বধ করিতে পারিলেও করিতে পারে কিন্তু নিজের প্রাণ দিতে কে সমর্থ হয়? কে অন্যকে প্রতারিত করিবার জন্য আপনার সুখ সৌভাগ্য মান মর্য্যাদা হারাইতে পারে? বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা সকল প্রতারণামূলক হইতে পারে না।

যদি একটু জ্ঞানের দিকে উঠিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব ব্রহ্ম আছেন এই বিশ্বাস আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ। আমি আছি বলিলেই তিনি আছেন, স্বীকার করা হয়। কেন না "আমি" তিনির উপরে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। "তিনি" ছাড়া "আমি" থাকিতে পারি না, আমার বল তাঁর বল আমার বুদ্ধি তাঁর বুদ্ধি, আমি চলি তাঁর শক্তিতে, আমি বলি তাঁর শক্তিতে, তাঁর শক্তি ভিন্ন আমার একটি নিশ্বাসও পড়ে না। তাঁর শক্তি ভিন্ন আমার রক্ত চলে না, আমার দর্শন শ্রবণ ধ্যান মনন সব তাঁরই শক্তিতে, তাঁরই বিদ্যমানতাতে। আমার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? আমি দেখি তাঁর চক্ষু দিয়া, ধরি তাঁর হস্ত দিয়া, তবে আমি কৈ তিনিই তো সব? তবু তাঁহাকে দেখি না বা দেখিতে পাই না, এ কথা মিথ্যা কথা। এই আকাশে যদি তাঁহার শক্তি না থাকিত, তাঁর উপরে যদি আমি প্রতিষ্ঠিত না থাকিতাম, আর আমি থাকিতাম না। আমি যে শয্যায় শয়ন করিয়া আছি যে অন্ন ভোজন করিতেছি, তাহা দেখি না বা দেখিতে পাই না ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলাম, জননীর স্তনের সুধা পান করিতেছি জননীর বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান আছি অথচ জননীকে দেখিতে পাই না ইহা কি সত্য কথা? সুতরাং "ব্রহ্ম দর্শন" আমার যুক্তিমূলক বিশ্বাস নহে কিন্তু বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ দর্শন। এই আমি সম্মুখস্থ প্রাচীর যেরূপে দর্শন করিতেছি প্রাচীর যাঁহাতে (যাঁহার শক্তিতে) প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। আমি সূর্য্যমণ্ডলকে আকাশে স্থিত দেখিতেছি, কিন্তু যে শক্তির বলে সূর্য্য স্থিত হইয়া আছে তাঁহাকেও সেইরূপে (প্রত্যক্ষ ভাবে) দর্শন করিতেছি। আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত অচল জড় পদার্থ কেমন চলে কি রূপে? সেই শক্তির বলে যে শক্তি সূর্য্যকে ধরিয়া রাখিয়াছে। যে হস্ত যে অঙ্গুলী অল্প অল্প রক্ত লইয়া সকল শরীরে বিভক্ত করিয়া দিতেছে আমি রক্ত দেখিতেছি, সেই অঙ্গুলী দেখিব না, ইহাও কি সম্ভব? আমরা জানি ঈশ্বরকে দেখা যায়। তাঁহাকে না দেখিলে পাগল হইতাম না, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পথের কাঙ্গালী হইতাম না। তিনি ধরিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিয়াছি তাই আজ এ দশা।

সংবাদ।

ভাই অমৃতলাল বসু প্রচারার্থ রেঙ্গুণে গমন করিয়াছেন।

বরিশাল হইতে ভাই দুর্গানাথ আমাদিগের এক জন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্ন লিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "এখানে অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন হইল। প্রাচীন বন্ধু এবং নব্যদলের অনেকে আমাদিগের প্রভুর লীলা দেখিয়া নববিধানের দিকে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম যখন এখানে আসি তখন মাথা রাখিবার স্থান ছিল না, এখন আমাদিগকে দীর্ঘকাল রাখিবার জন্য অনেকে অন্তরের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। স্থানে স্থানে উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন উপদেশ এবং বক্তৃতাদি হইয়াছে। গত শনিবার অনাবৃত স্থানে যে বক্তৃতা হয় তাহাতে বক্তার প্রতি কেবল আকৃষ্ট [illegible] হইয়া অনেকে পবিত্রাত্মার মহিমা গাইতে গাইতে [illegible] চলিয়া গিয়াছেন। বিপক্ষেরা নববিধানী[illegible] অনেক কল্পিত দোষ দর্শাইয়া এক বক্তৃতা করি[illegible] তাহাতে বিধানের মহিমা আরও উজ্জ্বল হইয়া [illegible]ড়িয়াছে।"

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১ লা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৮০৫ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, আজও মন স্থির শান্ত হইয়া তোমার চরণপদ্ম আশ্রয় করিল না, এখনও বিষয়াস্তর আসিয়া উহাকে তোমা হইতে বিচলিত করিয়া লইয়া যায়, এ মনে অবিচলিত শান্তি হইবে কি প্রকারে? সে দিন অতি দুর্দ্দিন, যে দিন তোমার অর্চ্চনাবন্দনাতে মন কৃতকৃত্য না হয়। তোমার উপাসনা যদি বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে মনের বল বীর্য্য কোথা হইতে আসিবে? সহস্র বিপদ ক্লেশের মধ্যে মন আরাম অনুভব করে, যদি অবিঘ্নে সে তোমার চরণপদ্ম যখন ইচ্ছা তখনই অবলোকন করিতে পারে। মন এ কথা বলিতে পারে না, তৎপ্রতি তোমার কৃপার ত্রুটি আছে, কেন না ক্রমান্বয়ে সে তোমার কৃপার উপরে কৃপা উপভোগ করিয়া আসিয়াছে। এখন যদি সে তোমার কৃপা অনুভব করিতে না পারে, তবে তাহা তাহার মঙ্গলেরই জন্য। তোমার কৃপা সম্ভোগ করিয়া করিয়া মন অলস হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই আলস্যে সময় পাইয়া শত্রুগণ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। এখন যদি মন জাগ্রৎ হইয়া সবলে সেই শত্রুগণকে ভিতর হইতে দূর করিয়া না দেয়, তবে কৃপাসমাগমের পথ সকল শত্রুগণ অবরোধ করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর অনাহারে তাহার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। হে কৃপাসিন্ধু, মনকে জাগ্রৎ করিয়া দেও, আর সে কত কাল ঘুমাইয়া আপনার সর্ব্বনাশের দ্বার আপনি উদ্ঘাটন করিবে। উপাসনা বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইলে শত্রুগণকে পরাজয় করা যে অসাধ্য হইবে। মন অনেক দিন কৃপা সম্ভোগ করিল, এখন তোমার কৃপাসম্ভোগ করিয়া যে সে শত্রুগণকে অনায়াসে পরাজয় করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান করুক। তোমার প্রত্যেক সন্তান তোমার করুণা জীবনে সম্ভোগ করিয়া সাধনাবস্থায় রিপুগণের পরাক্রম অবহেলায় অতিক্রম করিয়া তোমার সঙ্গে চির যোগে যোগী হইয়াছেন, এ পাপ মন সম্বন্ধেও তাহাই হউক এই তোমার নিকটে বিনীত প্রার্থনা।

প্রেম ও নির্দ্বন্দ্বভাব।

প্রেম ও নির্দ্বন্দ্ব ভাব অতি ঘনিষ্ঠ যোগে একত্র বদ্ধ এ কথা বলিলে সকলেই অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রেম সকলকে একত্র করে, নির্দ্বন্দ্বভাব সকল হইতে আপনাকে

বিযুক্ত করে, ঈদৃশ দুই বিপরীত ভাব কি প্রকার ঘনিষ্ঠযোগে বদ্ধ হইবে। যে দুই ভাবের স্বভাবতঃ বৈপরীত্য তাহাদের একতা সম্পাদন কি প্রকারে সম্ভবে? আমরা এ দুয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ দেখাইতে যত্ন করিব। ভরসা করি পাঠকগণ আমাদিগের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইলে এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য দর্শন করিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ নির্দ্বন্দ্ব ভাব কাহাকে বলা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। সামান্যতঃ সমুদায় লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী উদাসীন ভাবে অবস্থিতিকে নির্দ্বন্দ্ব ভাব বলে, কিন্তু এটি ইহার প্রথম অবস্থা। সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থানের অভিপ্রায় কি? অপরের সঙ্গে মনের চাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়নিচয়ের অদম্যভাব পরিবর্দ্ধিত হয়, এজন্য বাহিরের সমুদায় প্রকারের উদ্দীপন হইতে দূরে প্রস্থান নির্দ্বন্দ্বভাবসাধনের প্রথমাবস্থা। কিন্তু নির্জ্জনে গিয়া যখন আন্তরিক বৃত্তিনিচয় বিরোধ উপস্থিত করে, তখন তাহাদিগের হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিবার জন্য দ্বিতীয় যত্ন সমুপস্থিত হয়। এখানে আন্তরিক দ্বন্দ্বভাবসমূহ হইতে আপনাকে প্রমুক্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে আত্মা যখন সমুদায় প্রকারের বন্ধন মুক্ত হইয়া আপনাতে আপনি স্থিতি করে তখন নির্দ্বন্দ্বভাব উপস্থিত হয়। কোন কোন সাধকের এই স্থানে আসিয়া সাধন শেষ হয়, কিন্তু যথার্থ নির্দ্বন্দ্ব ভাব এখানে নিঃশেষ হইবার বিষয় নহে। আমি এবং ঈশ্বর এ দুয়ের মধ্যে একতা হইয়া যখন এক ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন তখন যথার্থ নির্দ্বন্দ্ব ভাব উপস্থিত হইল। আমরা যে নির্দ্বন্দ্ব ভাবের কথা বলিতেছি তাহা এই নির্দ্বন্দ্ব ভাব।

[illegible] সমুদায় আন্তরিক বিকারের নিবৃত্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একতা হয়, তখন সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব ভাব উপস্থিত হওয়াতে অপর কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমি বিবাদের মূল, আমি অনৈক্যের মূল, আমি চলিয়া গেলে আর বিবাদ অনৈক্য ঘটিবে কি প্রকারে? যেখানে দুই আছে সেখানে বিরোধ আছে, সুতরাং সাধকগণ এই দ্বৈতভাব দূর করিয়া সর্ব্বথা নির্দ্বন্দ্ব হইতেন। তুমি আমি যদি দুজন না থাকিলাম, এক হইয়া গেলাম, তখন আর বিরোধ হইবে কোন্ দুই জনের মধ্যে। এখানে একটি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতেছে। যিনি সাধন দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে সেই সকল লোক সহ এক হইবেন যাহারা অবিশুদ্ধকাম অবিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সংসারের পথে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। এখানে দুয়ের মধ্যে কোন একতা নাই, অথচ সাধকের পক্ষে স্বভাবতঃ অভিন্নভাব থাকিবে ইহা অসম্ভব কথা।

ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করিলে নির্দ্বন্দ্ব ভাব সমুপস্থিত হয়, আমরা বলিয়াছি। পাপী জগতের উপরে ঈশ্বরের যে ভাব সাধকেও সেই ভাব হইবে তদ্দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রেম ভিন্ন আর কিছু নহেন, পাপী জগতের প্রতি তাঁহার প্রেম করুণার আকার ধারণ করে, সাধকেও করুণার আকারে প্রেম প্রকাশিত হইয়া পাপী জগতের সঙ্গে তাঁহার নির্দ্বন্দ্ব ভাব উপস্থিত করিবে, ইহাতে আর অসম্ভব কি? প্রেম দুই ব্যক্তিকে এক ও অভিন্ন করে, করুণাও এ স্থলে তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকে। ঈদৃশ করুণা কাহাতেও সম্ভবে না একথা বলিলে চলে না। ঈশা, গৌতম, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মা সকল এই করুণাতে আর্দ্র হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, জগতের নিকটে নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ হইয়াছেন, যাঁহারাই তাঁহাদিদিগের জীবন গ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ঈদৃশ জীবন একান্ত

সম্ভব বলিয়া সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। তবে তাঁহারা এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে নির্দ্বন্দ্বভাব সমুপস্থিত না হইলে এইটি সর্ব্বথা সিদ্ধ হয় না, অতএব ভিতরের সমুদায় বিরোধ-ভাব পরিহার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যাইতে হইবে, এবং এইরূপে এক হইলে প্রেম বা করুণা হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে, যে প্রেম এবং করুণা সমুদায় জনমণ্ডলীর সঙ্গে নির্দ্বন্দ্বভাব সাধন করিয়া দিবে।

যে সকল সাধক নির্দ্বন্দ্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জনমণ্ডলীর সঙ্গে একত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অপরের ক্রন্দনে ক্রন্দন করেন, অপরের হাস্যে হাসেন, অপরের সুখে নিয়ত সুখী হন। তাঁহারা পরের কিসে কল্যাণ হইবে, মঙ্গল হইবে সুখ হইবে, এই চিন্তাতে দিনযামিনী যাপন করেন। তাঁহাদের আপনার চিন্তা করিবার কিছুই থাকে না। আমি কি খাইব কি পরিব কিসে সুখী হইব, এসকল চিন্তা একবারও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এ সম্বন্ধে পক্ষিগণের ন্যায় তাঁহারা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত এবং একান্ত নির্ভরবান্। যে ব্যক্তি আপনার বিষয়ে চিন্তা করে তাহার নির্দ্বন্দ্বভাব উপস্থিত হয় নাই কেন না আপনি এবং পর এ দুই তাহার নিকটে সম্পূর্ণ অবস্থিতি করিতেছে। আপনি এবং পর এ দুয়ের মধ্যে আপনি চলিয়া গিয়া কেবল পর বিদ্যমান থাকিলে তাহা হইলে নির্দ্বন্দ্বভাব সিদ্ধ পায়। আপনি থাকিলে পর থাকিবেই সুতরাং আপনি থাকিবার সময়ে পরের বিলোপ সম্ভাবনা নাই। আপনি গিয়া পর যাহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে সে ব্যক্তির আপনি আর থাকে না, উহা ঈশ্বরেতে নিয়ত বিলীনভাবে অবস্থিতি করে।

দ্বৈতভাব প্রেমের একান্ত বিরোধী। নির্দ্বন্দ্বভাব সাধন দ্বৈতভাব বিদূরিত করিয়া দেওয়ার জন্য। আপনি যখন ঈশ্বরেতে বিলীন হইয়া অপর সেই স্থান অধিকার করিল তখন ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়সম্বন্ধে অদ্বৈতভাব সমুপস্থিত হইল। নির্দ্বন্দ্ব ভাব সাধনের এই চরম সীমা; সুতরাং বলিতে হইবে, নির্দ্বন্দ্বভাব এবং প্রেম, এ দুই নিয়ত একত্র বাস করে, একটিকে ছাড়িয়া আর একটি কখন থাকিতে পারে না। যেখানে দ্বন্দ্ব আছে, দ্বৈত আছে, সেখানে প্রেম কখন বাস করিতে সক্ষম নহে। প্রতিযোগিতা প্রতি-দ্বন্দ্বিতা প্রেমের বিরোধী, এতদ্দ্বারা প্রেম সঙ্কু-চিত, বিনষ্ট এবং তিরোহিত হইয়া যায়। কোন জনমণ্ডলীর মধ্যে যত দিন প্রতিদ্বন্দ্বিভাব উপ-স্থিত না হয়, তত দিন বেশ সম্মিলন থাকে, যাই প্রতিদ্বন্দ্বিভাব আইসে অমনি বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। প্রেম দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে পারে না। প্রেম নিয়ত একত্বে আপনাকে সঞ্জীবিত রাখে। দ্বন্দ্বভাব ছাড়িয়া নির্দ্বন্দ্বভাব সিদ্ধ হইলে, তবে প্রেম হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। দেখিতে দুই ভাব বিপরীত দিকে গমন করে, কিন্তু চরমে ইহাদিগের মধ্যে এমনি একতা দেখিতে পাওয়া যায় যে, একক ছাড়িয়া অপর অসম্ভব বলিয়া সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা ভরসা করি, যাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এপ্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। যদি বিরোধিবৎ প্রতীয়মান ভাব সমূহের এইরূপ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ একতা থাকে, তবে সাধন কালে বিরোধ প্রতীত হওয়াতে কাহারও ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, কেন না তাঁহারা জানেন নিশ্চয় চরমে একতার রাজ্য বিরাজ করিবে। একালে ঐক্যের ভূমি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন করা হয়, পূর্ব্বকাল হইতে ইহার এই প্রভেদ।

আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।

আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে প্রতীত হয় আমরা সকল বিষয়ে পশ্চা-দ্গামী হইয়া পড়িয়াছি। এক সময়ে নীতিমত্তা আমাদিগের মধ্যে যে প্রকার প্রবল ছিল তাহা

আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কি জানি বা একটু অসত্যের সংশ্রব হয়, এজন্য পূর্ব্বকালে যে প্রকার সর্ব্বদা সাবহিত চিত্তে সকলে অবস্থিতি করিতেন এখন আর তেমন সাবহিত ভাবে কাহাকেও থাকিতে দেখা যায় না। কোন একটী কথা বলিবার পূর্ব্বে তৌল করিয়া তাহা বলা এখন সে ভাব অতি অল্প। ফলতঃ নীতির প্রখরভাবের যে অবসাদ উপস্থিত ইহা অল্প বিস্তর সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। দ্বিতীয় পাপের জন্য অনুতাপের অবস্থা। আমরা এ অবস্থায় লোককে নিয়ত ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি, আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়াছি, উপাসনা প্রভৃতিতে এমন ক্রন্দনের রোল উঠিত যে সেখানে অপর লোকের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিত। এখন উপাসনাদিতে ক্রন্দন নাই বলিলে হয়। তৃতীয় ভক্তির উচ্ছ্বাস। এই ভক্তির উচ্ছ্বাসের সময়ে সাধকমণ্ডলী পরস্পর যে ভাবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। কেহ কাহারও দোষ দর্শন করেন নাই, সকলেই পরস্পরের নিকটে অবনত। এত দূর অবনত যে তাহাতে মনুষ্য পূজার অপবাদ পর্য্যন্ত ঘোষিত হইয়াছিল। যাহা হউক আমরা এই তিন ভাবের স্বতন্ত্র আবির্ভাব দর্শন করিয়াছি যোগেতে একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই নাই। তিনের অবসাদ এই যোগের অভাবে সহজে প্রতীত হয়।

আমরা যে তিন অবস্থার কথা বলিলাম, তাহা এক সময়ে সংক্রামক রোগের ন্যায় যাহারাই ব্রাহ্মসমাজে সমাগত হইত তাহাদিগকে আশ্রয় করিত। সুতরাং পবিত্রাত্মার ক্রিয়ারূপে উহা যে সকল ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হইবে সন্দেহ নাই। তৎকালে কেহ বিশেষভাবে সাধন করেন নাই, অথচ বহমান বায়ুর গুণে সকলেই সেই সমুদায় ভাব সহজে আপনাতে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যে সাধকগণ মধ্যে দুই প্রকারের অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এক সাধনের অবস্থা আর এক ঈশ্বরানুগ্রহবায়ুর পরিচালনাবস্থা। সাধারণ সময়ে নিয়ত প্রথমটি লক্ষিত হয়, অসাধারণাবস্থার প্রথমে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়াবস্থায় প্রথমটি, তৃতীয়াবস্থায় নিত্যযোগ। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এই ক্রম প্রদর্শন করিতেছে। আমরা দেখাইতে পারি, সর্ব্বকালে এই তিন অবস্থা অসাধারণ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে।

আমাদিগের দেশে মহর্ষি নারদ এক প্রকার সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক প্রথম ঋষি। ইনি প্রথমাবস্থায় সহজে ঈশ্বর দর্শন লাভ করিলেন, দ্বিতীয়াবস্থায় তাঁহাকে কঠোর সাধন করিতে হইল, অনেক পরীক্ষায় পতিত হইয়া তৃতীয়াবস্থায় তিনি নিত্য যোগে যোগী হইলেন। মহর্ষি ঈশা যাই অবগাহন করিয়া উঠিলেন, অমনি তাঁহার মস্তকোপরি কপোতাকারে পবিত্রাত্মা অবতরণ করিলেন, তদনন্তর তিনি তৎকর্ত্তৃক নীত হইয়া অরণ্যানী মধ্যে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেখানে পাপদৈত্য কর্ত্তৃক নানা প্রকারে প্রলুব্ধ হইলেন। তৃতীয়াবস্থায় পিতা সহ নিত্য একতার অবস্থায় স্থিতি করিতে লাগিলেন। গৌতম প্রথম বয়স হইতে গূঢ়ভাবে অনুগ্রহবায়ুতে পরিচালিত হইয়া কয়েকটী ঘটনা দর্শন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাহির হইয়া কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধনান্তে মার কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া তদুপরি জয় লাভ করিলেন। জয় লাভ করিয়া ব্রহ্মে নিত্য কাল স্থিতি করিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা গৌরাঙ্গ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন কালে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া উন্মাদের অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নাম ও সঙ্কীর্ত্তন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে সংসার ও সন্ন্যাস মধ্যে সংগ্রাম সমুপস্থিত হয়। সন্ন্যাসই জয় লাভ করিলে ইষ্টদেব সহ নিত্য যোগে যোগী হইয়া বহু স্থানে হরিনাম প্রচার করতঃ নীলাচলে স্থিতি করি-

লেন। সেখানে প্রেমবৈচিত্তানিবন্ধন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে অবস্থা যোগ ভঙ্গের অবস্থা নহে প্রেমজনিত অতৃপ্তির অবস্থা মাত্র।

ইচ্ছা করিলে আমরা এ সম্বন্ধে শত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহা প্রদর্শন করিলাম, তাহাই প্রচুর। এখন দেখিতে হইবে বর্ত্তমানে আমরা কোন্ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা আজ যেখানে আসিয়াছি ঈশ্বরের কৃপা বায়ু কর্ত্তৃক সেখানে আনীত হইয়াছি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কৃপা চিরকাল সাধককে এমন স্থানে আনিয়া উপস্থিত করে, যেখানে তাহাকে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অন্যথা মহর্ষি ঈশাপ্রভৃতি পবিত্রাত্মা লাভ করিয়া তদনন্তর সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না। সাধনাবস্থায় প্রলোভনের অবস্থা উপস্থিত হয়, ইহাও তাঁহাদিগের জীবনে আমরা দেখিয়াছি। আমরাও অল্প বিস্তর সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং আমাদিগের সম্মুখেও প্রলোভন আসিয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে যত্ন করিতেছে। যাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখুন পাপপিশাচ কোন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাহার নিকট উপস্থিত, এবং কাহাকে কোন্ প্রকারে প্রলুব্ধ করিবার জন্য সে চেষ্টা পাইতেছে। সকলে আপন ২ প্রলোভনের বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন, আমরা সামান্যতঃ উহার উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্বতন মহাত্মা সকল ঈশ্বরানুগ্রহে পরিচালিত হইয়া সাধনাবস্থায় পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন, উহা সংসার ও সন্ন্যাস এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম। সর্ব্বথা আপনাকে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত করা, সাংসারিক সমুদায় চিন্তা ও ভাবনার অতীত হওয়া সন্ন্যাস। শয়তান, মার, ও সংসার এ তিনই এক; ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সম্প্রদায়ে নামান্তর ধারণ করিয়াছে মাত্র। মহর্ষি ঈশা শয়তান কর্ত্তৃক, গোতম মার কর্ত্তৃক, গৌর সংসার কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন, পরাজয় করিয়া সন্ন্যাসে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সন্ন্যাসে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যে সকল প্রলোভন উপস্থিত হয়, তাহা অসাধারণ ক্ষমতা সম্ভূত। ঈশ্বরের কৃপাযোগে মনুষ্যের নিদ্রিত সামর্থ্য সকল জাগ্রৎ হয়, বিকাশ লাভ করে, সুতরাং সাধারণ মনুষ্য হইতে আপনাকে উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। উচ্চ বলিয়া বোধ হয় বলিয়াই ইহাঁদিগের নূতন প্রকারের পরীক্ষা সমুপস্থিত হয়। সর্ব্বোপরি প্রভুত্ব লাভের বাসনা, অলৌকিক কিছু দেখাইবার জন্য অভিলাষ, মনকে গূঢ়রূপে অধিকার করে এবং এই অবকাশ পাইয়া অভিমান মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গী আর আর সকলকে ডাকিয়া আনে। ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি অভিমানের সহচর অনুচর হইয়া সাধকের শরীর মন আশ্রয় করে এবং অভিমান তাহার অনুচরগণকে এমনই সাজে সজ্জিত করিয়া দেয় যে, তাহাদিগকে সদ্গুণসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে আমাদিগকে সন্ন্যাসে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, আমরা আর আমাদিগের থাকিব না একেবারে ঈশ্বরের হইব। এই সময়ে সংসার তাহার বিচিত্র জাল আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য পাতিয়াছে, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি অনায়াসে দেখিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পাপিগণ ঈশ্বরের রুদ্রমূর্ত্তি অবলোকন করে, ইহাতে ঈশ্বরেতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না, কিন্তু পাপী নিজের চিন্তানুসারে তাঁহাকে এইরূপে অবলোকন করে, ইহাই আমাদিগের নির্দ্ধারণ। মনুষ্য কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া যখন

প্রকাশ্য পথে চলে, তখন যে কোন ব্যক্তি তাহার সম্মুখীন হয়, তাহাকে দেখিয়াই তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। সমাগত ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গী কথাবার্ত্তা সমুদায় তাহার ভয়ের কারণ হয়। মনে হয় সে ব্যক্তি গুপ্ত অপরাধ জানিতে পাইয়াছে, এবং তাহাকে ধরিবার জন্য নানা কৌশল বিস্তার করিতেছে। পাপ অপরাধ স্বভাবতঃ চিত্তকে ভীত করে, এবং ভীত চিত্ত যেখানে ভয়ের কারণ নাই সেখানেও ভয় দর্শন করে। ঈশ্বরে কোন কালে পরিবর্ত্তন নাই, আমাদিগের কোন প্রকার আচরণে তাঁহাতে বিকার উপস্থিত হইবে কেন? কিন্তু তাঁহাতে কোন বিকার হয় না বলিয়া পাপী অপরাধী পাপ করিয়া অনায়াসে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি করিবে, ইহার সম্ভাবনা নাই। পাপ অভাব পদার্থ হইলেও, তাহা পাপীর পক্ষে সামান্য নহে। অন্ধকার অভাব পদার্থ অথচ আমাদিগের চক্ষুর উপরে তাহার ক্রিয়া অতি ভয়ানক। পাপ আমাদিগের আন্তরিক চক্ষুকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, আমাদিগের তদ্দ্বারা ঈশ্বরবৈমুখ্য উপস্থিত হয়, ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা শোক মোহ ভয়ের অধীন হইয়া পড়ি। পাপের প্রতি আসক্তি বিমোহিত না হইলে এই আবরণ কোন কালে ঘোচে না, এবং ভয় মোহাদিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। রোগে ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ পূর্ব্ব ভাবাপন্ন থাকিলেও বিকারগ্রস্ত ইন্দ্রিয়গণ কি আর পূর্ব্ববৎ সে সমুদায় গ্রহণ করিতে পারে? পাপে আমাদিগের দর্শন শক্তি বিনষ্ট হইল, আমাদিগের আত্মার আরাম ও নিবাস স্থান ঈশ্বরকে আমরা নিকটে থাকিতেও হারাইলাম, ইহলোকে আমাদিগের শান্তি সুখ বিনষ্ট হইল, পরলোকে আমরা একান্ত অসহায় অবলম্ববিহীন হইলাম, আর্ত্তনাদে আমাদিগের জীবনপূর্ণ হইল। যে ব্যক্তি এ সংসারে নানাবিধ বিষয়সেবায় ঈশ্বরের বিরহ ভুলিয়া রহিয়াছে, সে যখন পরলোকে সেই সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, তখন তাহার যন্ত্রণা কে গণনা করিয়া উঠিতে পারে? আমরা এখন সে যন্ত্রণা অনুভবে আনয়ন করিতে পারি না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা পাপের ভবিষ্যৎ অবিরত ক্লেশ বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রথম হইতে বিষবৎ পাপ পরিহার করেন।

স্বামীর জীবিতাবস্থায় পত্নী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, সেই স্ত্রী জীবিত স্বামীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষান্তর আশ্রয় করিতে পারিবে ঈদৃশ বিধি নিবদ্ধ করিবার জন্য খ্রীষ্ট-সমাজে আন্দোলন চলিতেছে। মহর্ষি ঈশার উচ্চতম বিশুদ্ধতম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই প্রকার অজিতেন্দ্রিয়তামূলক আন্দোলন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এ দেশীয়গণের চক্ষে আপনাদিগকে নিতান্ত হীন করিয়া ফেলিতেছেন, ইহা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। যে দেশের স্ত্রীগণ সামান্য ধর্ম্মের শাসনে চিরকাল সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া বাস করিতেন সেই দেশের স্ত্রীগণ খ্রীষ্টপ্রচারিত স্বর্গরাজ্যের অধিকারিণী হইতে গিয়া অজিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন পুরুষান্তর আশ্রয় করিবেন ইহা যে কত দূর খ্রীষ্টের অবমাননা ইহা যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহাদিগের সে ধর্ম্মের মুখপাত্র হওয়া কখনই উচিত নহে। যাঁহারা পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত তদপেক্ষা বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন মনে করিলেন, তাঁহারা রক্তমাংসের অধীনতা স্বীকার করিবেন, ইহা অপেক্ষা আর ক্লেশের বিষয় কি আছে? যদি হিন্দুধর্ম্ম স্ত্রীগণকে সংযতেন্দ্রিয়া সংযতমনা করে, এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহার বিপরীত পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়, তবে খ্রীষ্ট কোন কালে এদেশে যে আদরের বিষয় হইবেন না, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। মহর্ষি ঈশার প্রতিকূলে তাঁহার শিষ্যাভিমানী খ্রীষ্টানগণের এই প্রকার অসচ্চেষ্টা। চিরকৌমারব্রতধারী পবিত্রচরিত্র ঈশার অকলঙ্কিত ধর্ম্মকে সাধারণ লোকের চক্ষে হীন করিতে চলিল এতদপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? যিনি স্বর্গরাজ্যের জন্য গুপ্তমেন্দ্রিয় হইবার ব্যবস্থা উপযোগী ব্যক্তিগণের প্রতি স্থির করিলেন, তাঁহার সে ব্যবস্থা কেহ যে কোন দিন জীবনে গ্রহণ করিবে তাহার পথ অবরুদ্ধ করাই কি আন্দোলনকারিগণের উদ্দেশ্য? কি রূপে পরিবর্ত্তন! খ্রীষ্ট তাঁহার ধর্ম্মে প্রবেশের দ্বার কে অতীব সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তাহা প্রশস্ততম করিতেছেন। এ পথ যে মৃত্যুর জন্য তাহা মনে রাখা উচিত।

বিশ্বাস ধর্ম্মের আরম্ভ, এবং বিশ্বাসে ধর্ম্মের পরিপক্কতা। বিশ্বাসে আরম্ভ বলিয়া অনেকে বিশ্বাসকে তত উচ্চ মনে করেন না, কিন্তু যিনি আপনাকে যত উচ্চ মনে করুন না কেন বিশ্বাসে ন্যূনতা থাকিলে উহা বাহির হইয়া পড়িবেই পড়িবে। ঈশ্বর ও পরলোক এ উভয়ের প্রতি তেমন জীবন্ত বিশ্বাস থাকিলে, সেই এক বিশ্বাসের গুণে ধর্ম্মের যত প্রকার উচ্চতম গুণ সকলই বিশ্বাসবান্ লাভ করিয়া থাকেন। বিশ্বাসে ঈশ্বর বিধৃত হইলে, সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকটে স্থিতি করিলে ঈশ্বর হইতে সাধকে যাহা কিছু তাহার অনন্ত কালের উপজীবিকা সমাগত হয়। বিশ্বাস আছে কি না ইহার প্রমাণ জীবনে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন বিঘ্ন বিপদ উপস্থিত, তখন বিশ্বাসী ভিন্ন আর সকলে বুদ্ধিকৃত বিবিধ

উপায় অন্বেষণ করে, অন্য লোকের মুখাপেক্ষী হয়, ধনবল জনবল বুদ্ধিবল প্রকৃত বল মনে করে। পৃথিবীর লোক এই সকলকে বল বলিয়া জানে, এবং এ সকলের উপর যাহার একান্ত নির্ভর সে ব্যক্তি যে ইহলোকের তাহা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। ঈশ্বরবিশ্বাসী ধনবল বুদ্ধিবল জনবলকে বল বলিয়া মনে করেন না, কেন না তিনি জানেন তাঁহার বল ঈশ্বর, সকল সময়ে তিনি নিকটবর্ত্তী, কোন সময়ে তাঁহা কর্ত্তৃক বিশ্বাসী পরিত্যক্ত হন না। বুদ্ধিতে ভ্রান্তি আছে, ধনেতে অপায় আছে, জনগণের বহুল দোষ দুর্ব্বলতা আছে, সুতরাং এ সকলের কিছুই বিশ্বাসের পাত্র নহে, বিশ্বাসের পাত্র কেবল একমাত্র ঈশ্বর। এ জন্যই যাহারা ধনাদির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারা অবসাদগ্রস্ত হয়, বঞ্চিত হয়, পদে পদে বিপদের মুখে নিপতিত হয়। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেন বিপদে সম্পৎ, দুঃখে সুখ দিব্যচক্ষে দেখিতে পান, সুতরাং অবসাদের কারণ সত্ত্বেও তাঁহারা অবসন্ন হন না, তাঁহাদিগের আশ্রয়দাতা কি প্রকার সুকৌশলে এই সকল আপদ ও দুঃখকে অনন্তকালের কল্যাণে পরিণত করেন দেখিয়া কেবলই তাঁহার মহিমা গান করেন। ফলতঃ সম্পৎ ভিন্ন বিপৎ সুখ ভিন্ন দুঃখ তাঁহাদিগের নাই, এ জন্যই পক্ষীর ন্যায় তাঁহারা সদা নিশ্চিন্ত এবং ক্রীড়নশীল।

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত।

(গত প্রকাশিতের পর)

গুরু নানক সন্ন্যাসব্রত লইয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাদের মন দুঃখ অন্ধকার ও শোকে আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের অন্ধের যষ্টিস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সের আশা একমাত্র পুত্র তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য ফেলিয়া চলিয়া গেল দেখিয়া তাঁহারা অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের রাজ্যের গূঢ় নিয়ম এই যে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য অন্ধকারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন অনন্ত আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন তন্মধ্যে কিছুই ছিল না কেবল তিনিই ছিলেন এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই জগৎপ্রসবিতা এই সুন্দর জগৎ প্রসব করিয়া এই জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যাত্মাও যখন দুঃখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সেই অবসরে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে নবজীবনের সৃষ্টি করেন। নানকের পিতা মাতার আত্মা এই গূঢ় নিয়মকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই। ঈশ্বর প্রেরিত সাধু নানকের কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত তাঁহাদিগের আত্মার উপর পড়িয়াছিল তাহাতেই ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের চিত্তভূমি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর পরমাত্মা সেই অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া নবজীবনের বীজ বপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল এবং ভক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। নানকের পিতা কালুর কঠোর পাষাণসম মন ক্রমে বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল।

এ দিকে গুরু নানক পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিপাসা নদীর কূলে আসিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। নিকটস্থ পল্লীর নর নারীরা দলে দলে নবীন তপস্বীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা দুগ্ধ, কেহ বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য লইয়া উপনীত হইলেন। নানক সকলের সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে ক্রোড়ীয়া নামে এক জন অত্যন্ত ধনী সন্তান তাঁহার ভাবে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাঁহার চরণে তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিনীত ভাবে নানককে এই বলিয়া বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে "আমার যথেষ্ট ধন সম্পদ আছে আপনি আর অন্যত্র না গিয়া এই খানেই পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র সকলকে আনয়ন করিয়া এই খানেই অবস্থিতি করুন, আমি আপনার নামে এই খানে একটী নগর নির্ম্মাণ করিব।" নানক ক্রোড়ীয়ার ভাব দেখিয়া তাহার কথায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার পুত্র পরিবারকে তথায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু বলিলেন তিনি নিজে যে কার্য্যে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা কখনই অসম্পন্ন রাখিতে পারিবেন না। নানক ভাই মর্দ্দানা ও বালাকে পরিবারবর্গকে তথায় আনিতে তালবন্তী গ্রামে প্রেরণ করিলেন। ভাই বালা ও মর্দ্দানা কালুর গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠিল, তাঁহারা দূতদিগের প্রমুখাৎ নানকের অভিপ্রায় শুনিয়া তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিলেন এবং আনন্দ বিশ্বাস ও আশার সহিত নানকেরই নিকট উপনীত হইলেন। আসিবার সময় মর্দ্দানা আপনার পরিবারকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা সকলে গম্য স্থানে আসিলে ক্রোড়ীয়া সেই স্থানে তাঁহাদিগের জন্য একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। নানক এই স্থানের নাম "কর্ত্তার পুর" অর্থাৎ কর্ত্তার পুরী রাখিয়া দিলেন। এই স্থানটী আজও বিপাসা নদীর নিকট অবস্থিতি করিতেছে। ইহা শিখদিগের এখন একটি প্রধান তীর্থ স্থান। "সাহেবজাদা" অর্থাৎ নানকের বংশ এখানে অনেকে অবস্থিতি করে, এই সাহেবজাদাদিগকে শিখেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে।

কর্ত্তারপুরে উপনীত হইলে পর নানকের পিতা কালুর পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইলে, কালু ব্রাহ্মণ ডাকিয়া শ্রাদ্ধের নানা প্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতা মহাশয় আপনি কিসের জন্য এত আয়োজন করিতেছেন?" কালু উত্তর করিলেন আমার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত তাঁহার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। নানক পিতার কথায় উত্তর করিলেন, বৃথা কেন ঐ সমস্ত আড়ম্বর করিতেছেন, উহাতে কি মৃতদের কোন উপকার হয়? আপনার পিতার উদ্ধার হইয়াছে, আপনি আপনার মোহরজ্জু দিয়া কেন তাঁহাকে বৃথা মায়ার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আকাশ-বিহারী ঘুড়ী সকল যেরূপ আকাশে উড়িয়াও রজ্জুদ্বারা বালকদিগের হস্তের সহিত বদ্ধ থাকে, ভ্রান্ত জীবেরা সেইরূপ আপনাদিগের মুক্তাত্মা পরলোকবাসী পিতৃপুরুষদিগকে আপনাদিগের মোহরূপ ডোর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। কথিত আছে, এই সময় কালুর এমনি দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, স্বর্গ পরলোক অমর লোক এবং দেবলোক তাঁহার জ্ঞান নেত্রের নিকট এমনি প্রকাশ হইয়া পড়িল যে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন যে, স্বর্গধামে স্বর্গরাজ পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবতাগণ তাঁহার স্তব স্তুতিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার পরলোকগত পিতাও দেবতাদিগের দলভুক্ত হইয়া দেবদেবের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। কালু এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কিছু কাল সেই অবস্থায় অবাক্ হইয়া রহিলেন।

নানকের জীবনচরিত পুস্তকে অনেক অলৌকিক কার্য্যের কথার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে এক দিন গুরু নানক কর্ত্তারপুরে এক স্থানে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় এক জন ক্ষুধিত আচার্য্য ব্রাহ্মণ হঠাৎ তথায় সমাগত হইলেন। নানক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে আপনার অন্নের এক অংশ দিতে চাহিলেন কিন্তু অতিথি উত্তর করিলেন, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ কাহার রন্ধনায় ভোজন করি না; আপন হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিয়া থাকি। গুরু নানক ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে তণ্ডুলাদির সিধা আনাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া চুল্লি নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা খনন করিতে গেলেন। কথিত আছে যেখানে ব্রাহ্মণ খনন করেন সেই স্থান হইতেই অস্থি বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত দিন মাটি খনন করিয়া ব্রাহ্মণ পরিশ্রান্ত হইলেন, সন্ধ্যার সময় নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু উত্তর করিলেন, এখন আমার সে অন্ন সকলি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আপনি "বাগুরু" অর্থাৎ পরম গুরু পরমেশ্বরের নাম করিয়া খনন করিয়া চুল্লি নির্ম্মাণ করিয়া লউন। নানক এই সময় তাঁহার নিকট একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন * তাহার অর্থ এইরূপ, যদি সুবর্ণের রন্ধন গৃহ হয় এবং স্বর্ণময়ী কুমারী তাহার মধ্যে বসিয়া রন্ধন করে, রজতময় গণ্ডীর মধ্যে আহার করা যায়, গঙ্গার জল ও দাবানলের অগ্নি দ্বারা রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং দুগ্ধের পরমান্ন ভক্ষ্য পদার্থ হয়, কিন্তু তোমার মন যদি হরিনামরসে আর্দ্র না হয়, হে মন তাহা হইলে কখন তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে না। অষ্টাদশ পুরাণ ও সত্য বেদ যদি তোমার মুখাগ্রে থাকে, অনেক স্নান ব্রত দান করিয়া থাক, তুমি কাজীই হও আর মল্লা অথবা সেখই হও যোগী জঙ্গম অথবা তোমার ভেক যাহাই হউক না কেন, নানক কহেন সেই সত্যস্বরূপের উপর বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয় না। ব্রাহ্মণ এই শব্দ শুনিয়া গুরুজীর নিকট প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য হইতে চাহিলেন। নানক এই স্থানে আর একটি শ্লোক বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই, হে ব্রাহ্মণ সত্যরূপ সংযম কর, আর হরিনামজপ স্নান কর, শেষে সেই উত্তম হইবে যাঁহাতে পাপ নাই। হে ব্রহ্মচারী এই ভাবে যে ব্যক্তি চৌকা প্রস্তুত করে সেই পাপের মলিনতা হইতে মুক্ত হয়। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং তিনি গুরুজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

কথিত আছে এই সময়ে দুনীচাঁদ নামে এক জন সাত লক্ষপতি ধনী ছিলেন। তিনি গুরু নানকের উপদেশ ও সৎসঙ্গ দ্বারা এমনি বৈরাগী ও ভক্ত হইয়া গেলেন যে সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য সাধুসেবায় বিতরণ করিয়া আপনারা সস্ত্রীক দীন দুঃখীর বেশে সাধুসেবায় আপনাদিগের শরীর মন চিরজীবনের মত বিক্রয় করিলেন। সাধু সন্তদিগের এবং ভক্ত মণ্ডলীর চিরদাসত্ব তাঁহাদের দুই জনের জীবনের এক মাত্র ব্রত হইল। নানক এই সময় কর্ত্তারপুর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর মত দেশ দেশান্তর যাত্রা করিলেন, যাইবার সময় নানক পত্নী তাঁহার সঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা করিলেন, নানক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এখন এই স্থানেই থাক, তোমার অত্যন্ত গৌরব হইবে।

(ক্রমশঃ)

নব সংহিতা।

গৃহস্থঃ।

১। গৃহী প্রাতঃ প্রবুদ্ধঃ স্যা নাত্যুদিতে নাতিপ্রত্যুষে।

গৃহস্থ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, অতি প্রত্যুষে নয়, অতি বিলম্বে নয়।

* রাগ বসন্ত মহল্লা যথা "সুইনকো চাউকা ইদিতায়া।"

২। সপ্তহোরাপরিব্যাপ্তস্বাপং প্রভুরথাদিশৎ।
স্বেত্যত্র প্রমাণং হি বিজ্ঞানং তেন সোঽলসঃ।
আহূতস্তেন নাক্রোশেৎ তন্দ্রা চাল্পতমাঽস্ত্বিতি॥

প্রভু আপনার লোকদিগকে সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে আদেশ করিয়াছেন, বিজ্ঞান ইহার প্রমাণ। অতএব প্রভু যখন আহ্বান করেন তখন যেন অলস হইয়া চিৎকার করিয়া সে একথা না বলে আর একটু নিদ্রা আর একটু তন্দ্রা।

৩। নবীভূতঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ পরমেশনিদেশতঃ।
স্নিগ্ধসমীরপ্রত্যগ্রসৌরালোককৃতেষু সঃ॥
উষায়া হর্ষদপ্রত্যভিবাদেষু পরস্পরম্।
সকৃতজ্ঞঃ প্রশংসেত স্বাপেনোর্জ্জস্বলঃ পুনঃ॥

ঈশ্বরের আদেশে উৎসাহ বল ও নূতনত্ব লাভ করতঃ গাত্রোত্থান করিয়া স্নিগ্ধসমীরণ ও নবীন আলোক যোগে উষা যে আনন্দকর প্রত্যভিবাদন করিতেছে তন্মধ্যে সে সকৃতজ্ঞ প্রভুর প্রশংসা করিবে।

৪। উপবিশ্যাসনে জানুপরি বা দণ্ডবৎ স্থিতঃ।
স শংসেত অহোধন্যোঽধন্যঃ পরমমঙ্গল॥
যজ্জীবামি দিনস্যান্যতমং দ্রষ্টুং নয়স্ব মাম্।
আশাস্য চ যতোঽয়ং স্যাদ্দিবসো ধর্ম্মশান্তিদঃ॥

আসনে বা জানুপরি উপবেশন করিয়া অথবা দণ্ডায়মান হইয়া সে বলিবে, হে পরম মঙ্গল, তুমি ধন্য তুমি ধন্য, যেহেতুক আমি অন্য দিন দর্শন করিবার জন্য জীবিত রহিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, পথ প্রদর্শন কর যে, এই দিন আমার নিকটে ধর্ম্ম এবং শান্তির দিন হয়।

৫। যথাত্মা শরীরং নিত্যং ব্যায়ামং খল্বপেক্ষতে।
অতো বিশ্বাসবান্ ভক্ত্যা দিনস্য কতিচিৎ ক্ষণান্।
নিযুঞ্জীত মিতে তত্র শস্তং প্রাতস্তু সর্ব্বথা॥
পেশ্যোবলযুতাঃ শুদ্ধানিলাদুশ্বসনং যতঃ।
শোণিতাব্যাহতগতির্ব্বলস্বাস্থ্যাবিবর্দ্ধনম্॥

আত্মার যেমন তেমনই শরীরের ব্যায়াম চাই। প্রত্যেক বিশ্বাসিগণ কতক ক্ষণ, প্রাতঃকালই প্রশস্ত, পরিমিত ব্যায়ামে ভক্তি ভাবে নিয়োগ করিবে। যাহাতে পেশী সকল বলিষ্ঠ হইবে, বিশুদ্ধ বায়ু শরীরস্থ হইবে, শোণিত অব্যাহতগতি হইবে, এবং স্বাস্থ্য ও বল বৰ্দ্ধিত হইবে।

৬। উপেক্ষ্য শরীরং হ্যাত্মনিবাসং সমুপেক্ষতে।
উল্লঙ্ঘতে চ স বিধিং পরমেশপ্রতিষ্ঠিতম্॥

যে ব্যক্তি শরীরকে উপেক্ষা করে সে আত্মার নিবাস গৃহের প্রতি উপেক্ষা করে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করে।

৭। স্বাস্থ্যানাং বিধয়ঃ সর্ব্বে বিধয়ঃ পরমেশিতুঃ।
যস্তানুল্লঙ্ঘতে দণ্ডং সহতে সোঽপরাধজম্॥

স্বাস্থ্যের বিধি সকল ঈশ্বরের বিধি, যে ব্যক্তি সে সকলকে উল্লঙ্ঘন করে, সে অপরাধের জন্য দণ্ডভোগ করে।

৮। ধন্যো বিশ্বাসবান্ সোঽয়ং যতঃ ক্ষুদ্রে মহত্যপি।
সেবতেঽত্র প্রভুং তস্য দেহাত্মঘটিতান্ পুনঃ॥
নিত্যজীবনবিষয়ান্ স্বাস্থ্যাসম্বন্ধিনোঽথবা।
নিদেশান্ পালয়ত্যেষ সত্যঃ সম্যক্ সমাহিতঃ॥

যথার্থ বিশ্বাসিগণ ধন্য, কারণ তাহারা ক্ষুদ্র মহৎ সকল বিষয়ে প্রভুর সেবা করে এবং দেহ বা আত্মা স্বাস্থ্য বা অনন্ত জীবন সম্পর্কীয় হউক নিদেশ সমুদায় প্রতিপালন করে।

৯। প্রাতঃসংবাদপত্রাণি পঠিত্বাঽতিপ্রয়োজনম্।
সাধয়িত্বা হথ কার্য্যঞ্চ স্নায়াদ্ভক্ত্যাঽন্বহং গৃহী॥

প্রাতঃকালের সংবাদপত্র সকল পাঠ করিয়া এবং অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সমাধা করিয়া গৃহী ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ স্নান করিবেক।

১০। প্রত্যহং সাধয়েৎ স্নানং মার্জ্জনঞ্চাত্মনঃ স চ।
নদ্যাং বা দীর্ঘিকায়াং বা ধারাযন্ত্রৈরথালয়ে॥

নদীতে, দীর্ঘিকাতে, অথবা গৃহে ধারাযন্ত্রে প্রত্যহ স্নান ও মার্জ্জন করিবে।

১১। জলং পরিষ্কৃতং স্বাস্থ্যকরং ভবতু নিত্যশঃ।
অন্যথা ত্বত্তবস্নানং ন শিবস্ত্বশিবং মহৎ॥

জল পরিষ্কৃত এবং স্বাস্থ্যকর হউক, অন্যথা তোমার স্নান মঙ্গলকর না হইয়া অতীব অমঙ্গলকর হইবে।

১২। যাবন্মালিন্যতাং ত্যক্ত্বা শুদ্ধহৃদ্বাসযোগ্যতাম্।
যাত্যঙ্গমার্জ্জনীযোগাত্তাবন্মৃজ্যাৎ কলেবরম্॥

অঙ্গমার্জ্জনী দ্বারা শরীর তত ক্ষণ মার্জ্জন করিবে, যত ক্ষণ না উহা মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র হৃদয়ের বাসযোগ্য হয়।

১৩। শিরোঽভ্যঙ্গং বিধায়াভিষিঞ্চ বারি সুশীতলম্।
তস্যোপরি তু শৈত্যায় নবীভাবায় তস্য চ॥

শিরে তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া তদুপরি সুশীতল জল ঢাল যে উহা শীতল এবং নবীভূত হয়।

১৪। এবং স্নানং ভবেত্তুভ্যং শ্রেয়ো দ্বিবিধং পরম্।
হরেন্মালিন্যমুষ্মাণং যচ্ছেৎ পাবিত্র্যনূতনে॥

এই প্রকারে স্নান তোমার দুই প্রকারে মঙ্গলকর হইবে, উহা মালিন্য ও উষ্ণতা হরণ করিবে এবং প্রত্যহ পবিত্রতা ও নবভাব অর্পণ করিবে।

১৫। সত্যং স্নানং হ্যভিষেকোঽবগাহোঽবভৃথঃ শুচিঃ।
স্মরৈতৎ সততং সম্যক্ পরমেশ্বরসন্ততে॥

হে ঈশ্বর সন্তান, স্মরণ কর, যথার্থ স্নান অভিষেক, অবগাহন পবিত্র অবভৃথ।

১৬। পূজালয়মনু স্নানাগারং মানয় তৎ সদা।
তৎকুণ্ডেষু চ পাবিত্র্যং স্তুতির্ব্বসতু বারিষু॥

অতএব পূজাগৃহের পরই স্নানালয়ের সম্মাননা কর।

উহার প্রাচীরসমূহে পবিত্রতা এবং উহার জলে ঈশ্বরের স্তুতি বাস করুক।

১৭। সম্ভাষয় জলং নিত্যং সাদরং ভক্তিপূর্ব্বকম্।
স্বীকুর্য্যাস্য মলহরে গুণেঽন্তঃশুদ্ধিসূচনম্॥
এবং দেহমন্দিরেঽস্মিন্ নীচে কৃতার্থতাত্মনঃ।
ত্বয়া সমুপলব্ধোত প্রাচীনে নূতনং প্রভোঃ।
বেদং মহীয়াংসমাপাদয়াত্র পূর্ণতাং পুনঃ॥

জলের সাদর সম্ভাষণ কর, এবং উহার মলিনতাপহারী গুণে অন্তঃশুদ্ধির নিদর্শন স্বীকার কর, এইরূপে নীচ দেহ মন্দিরে আত্মার কৃতার্থতা উপলব্ধি করিবে, এবং প্রাচীন বেদে প্রভুর নূতন বেদ পূর্ণ করিবে, এবং মহীয়ান্ করিবে।

১৮। সলিলে বিমলং জ্যোতিঃ পশ্য ত্বং পরমাত্মনঃ।
মাতেবাপঃ সমায়ান্তু মার্ষ্টুং ত্বাং শোধিতুং পুনঃ॥

জলে পরমাত্মার বিমল জ্যোতি অবলোকন কর, মাতারন্যায় জল তোমাকে শুদ্ধ এবং মার্জ্জন করিতে সমাগত হউন।

১৯। ঋগ্বেদে ক্লপ্তং সূক্তং ত্বং স্মর পূর্ব্বৈঃ প্রকল্পিতম্।
তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ কৃত ঋগ্বেদোক্ত সূক্ত স্মরণ কর।

"আপোঽস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু,
বিশ্বংহি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ।
উদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি॥"

মাতা জল আমাদিগকে শুদ্ধ করুন, আমাদিগের সমুদায় মলিনতা দৌত করুন। আমরা শুচি এবং পবিত্র হইয়া ইহাঁ হইতে বাহির হইয়া আসি।

২০। পবিত্রগ্রন্থসম্বদ্ধং দেবনন্দননাধিতম্।
অভিষেকঞ্চ জোর্দ্দানে পুণ্যযুদভুবি স্মর॥

পবিত্রগ্রন্থলিখিত পুণ্য ভূমি জুডিয়াতে জোর্দ্দান নদীতে দেবনন্দনের অভিষেকও স্মরণ কর।

"দিনেষু তেষ্বঘটিষ্ট যদীশা অগমত্তদা।
জোর্দ্দানসরিতি প্রাপ্তাভিষেকঃ সলিলান্ততঃ॥
উত্থায় সোঽস্ত্রসাঽদর্শদ্দ্যৌর্দ্বৈধাঽভবদ স্থকে।
কপোতমূর্ত্ত্যাঽবতরৎ পরাত্মা তস্য চোপরি॥
ত্বং মে প্রিয়তমঃ পুত্রো যস্মিন্ প্রীতোঽস্মি সন্ততম্।
ইতি বাণী বদন্তী দ্যোরগমৎ——॥"

সেই সকল দিনে ঘটিয়াছিল যে, ঈশা সেখানে আগমন করিলেন, এবং জোর্দ্দান নদীতে অভিষেক গ্রহণ করিলেন। এবং যাই তিনি জল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, অমনি আকাশ দ্বিধা হইয়া গেল এবং কপোতমূর্ত্তিতে পরমাত্মা তাঁহার উপরে অবতরণ করিলেন। আকাশ হইতে এই বাণী সমাগত হইল, তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাতে নিরন্তর প্রীত।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গৌরাঙ্গের জ্ঞান।

গৌরাঙ্গ প্রেমের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ। তাঁহার জ্ঞানের গৌরব ছিল ইহা কে জানে? সত্য বটে গৌতম জ্ঞানবলে বলী, তাঁহার উন্নত জ্ঞানের নিকটে সকলেরই মস্তক অবনত ছিল। কিন্তু গৌরাঙ্গের প্রেমের গৌরব ছিল, সে প্রেম সে স্বর্গীয় মত্ততার নিকটে দেবতারাও মস্তক অবনত করিতেন। তাঁহার জ্ঞানবিষয়ে প্রসিদ্ধি ছিল ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? যদি না থাকে তবে গৌতমের সঙ্গে ঐক্যবন্ধনের আশা কি? আশা আছে। যখন যে মহাপুরুষ জগতে অভ্যুদিত হন, তিনি তৎকালোচিত সমুদায় প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পূর্ণরূপে সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হন, কেন না আয়োজনের অভাব হইলে প্রয়োজন অসিদ্ধ থাকিবে। তৎকালে প্রেমের প্রয়োজন অধিক ছিল সুতরাং গৌরাঙ্গের জীবনে প্রেমের প্রবলতরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে সুন্দর করিয়াছিল। তাই বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল না এরূপ হইতে পারে না। তৎকালে যত জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তাহা সম্পূর্ণই তাঁহাতে ছিল। প্রেমের সঙ্গে জ্ঞান প্রেমের সাহায্য করিবার জন্য। প্রেমকে সপ্রমাণ করিবার জন্য যত জ্ঞান প্রয়োজনীয়, যত জ্ঞান হইলে প্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, তত জ্ঞান গৌরাঙ্গের ছিল, অভাব ছিল না। ইহা কেবল আমার মৌখিক বাক্য মাত্র নহে, প্রমাণ আছে, ইহা সপ্রমাণ করিতে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। গৌরাঙ্গের জীবনকালের পণ্ডিতগণ গৌরাঙ্গকে তেমন সম্মান দিতে চাহিত না, কেন না তাহাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে গৌরাঙ্গ কলাপনামক সামান্য ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জ্ঞান অতি সামান্য। এই ভ্রমে অন্যের সঙ্গে কিংবা তাঁহার নিজের সঙ্গে আলাপ করিতে পণ্ডিতগণ গৌরাঙ্গকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাহাদের মনের কুজ্ঝটিকা দূর হইত। এইরূপে পণ্ডিতমণ্ডলীতে গৌরাঙ্গের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যিনি তাঁহার সুন্দর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বাক্য ও বিনীত স্বভাব দর্শন করিতেন তিনিই চমৎকৃত হইতেন। এস্থলে চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত হইতে একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠ করিলেই চৈতন্যের জ্ঞানের মহিমা কত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল অনায়াসে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"এক দিন শুনা গেল, নিমাই গঙ্গাপার হইতেছিলেন সেই নৌকায় আর এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল, কথায় কথায় দুই জনে পরস্পর আলাপ হইল। নিমাইয়ের হস্তে একখানি পুস্তক দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল এখানি কি পুস্তক? নিমাই বলিলেন ইহা আমার রচিত ন্যায় শাস্ত্রের টীকা। সে কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের মুখ খানি দুঃখেতে একেবারে মলিন হইয়া গেল। নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ বলিল, আমিও একখানি টীকা রচনা করিয়াছি, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকার নাম শুনিলে আর আমার টীকা কেহ গ্রাহ্য করিবে না। গৌরাঙ্গ তখন আপন পুস্তক খানি নদী জলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মহা আহ্লাদিত হইয়া নিমাই

পণ্ডিতের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। একথা যাহারা যাহারা শুনিল সকলেই নিমাইর উদার ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া গেল। ইহা বড় সামান্য কথা নহে।" এই ঘটনাটী দ্বারা প্রমাণ হইতেছে নিমাইকে মৌখিক অবজ্ঞা করিলেও মনে মনে তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া মান্য করিত। বস্তুতঃ নিমাইকে খুব উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী বলিয়া না জানিলে তাঁহার রচিত তর্কশাস্ত্রের টীকার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইবে কেন? নিমাই কোন সংসারের বিদ্যালয়ে অধিক পুস্তক অধ্যয়ন করেন নাই কিন্তু তিনি স্বর্গের বিদ্যালয়ে অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর লোকেরা তাহা না জানিয়া প্রথমতঃ অবজ্ঞা করিত কিন্তু আলাপ করিলেই সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাইত। এক দিন নিমাই শিষ্যবর্গ সহ জোৎস্নাময়ী রজনীতে গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক জন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সামান্য কলাপের ব্যবসায় করেন বলিয়া দিগ্‌বিজয়ী তাঁহাকে কথঞ্চিৎ তুচ্ছ করিল অথচ গৌরাঙ্গ বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

* * ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি,
শিষ্যেহ না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি।
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্র কবিত্বে প্রবীণ,
কাহা আমি সবে হই পড়ুয়া নবীন।
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন,
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিল।
ঘটিকাতে শত শ্লোক বর্ণন করিল॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥
তোমার কবিতা শ্লোক বুঝে কার শক্তি॥
তুমি ভাল জান অর্থ কিংবা সরস্বতী॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পায় বড় সুখে॥
তবে দিগ্‌বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল,
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল।

"মহত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যাঃ শিরসি বিলসত্যদ্ভুতগুণা॥"

বর্ণিত শ্লোকের মধ্যে একটির উল্লেখে দিগ্‌বিজয়ী অতি আশ্চর্যান্বিত হইল। গৌরাঙ্গ বলিলেন, আপনি দেবতার বরে কবি, আমি দেববরে শ্রুতিধর। নিমাই বিনীতভাবে শ্লোকের দোষ গুণ জিজ্ঞাসা করিলে দিগ্‌বিজয়ী বলিল, কোন দোষ নাই উপমা ও অনুপ্রাসে গুণযুক্ত। নিমাই দিগ্‌বিজয়ী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার,
ক্রমে আমি কহি শুনি করহ বিচার॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন,
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুন দোষ তিন।
গঙ্গার মহত্ব শ্লোক মূল অভিধেয়,
ইদং শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয়।
বিধেয় আগে কহি কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থে ঘটিল প্রমাদ॥

"তথাহি একাদশীতত্ত্বে;
অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥"

দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব দ্বিতীয় বিধেয়,
সমাসে হইলে গৌণ অর্থ গেল ক্ষয়।
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে,
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে শুন সাবধান।
ভবানীভর্ত্তৃশব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ,
বিরুদ্ধমতি কৃত নাম এই মহা দোষ।
ভবানী শব্দেতে মহা দেবের গৃহিণী,
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি।
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ,
বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তা হস্তে দেন দান।
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥
বিলসতি ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ পুনর্ব্বিশেষণ,
অদ্ভুত গুণ এই পুনিরায় দূষণ।
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম,
একপাদে নাহি এই ভগ্নপাদক্রম।
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছার খার॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক কুষ্ঠ চিহ্ন যৈছে করয়ে বিকৃত॥

ভরত মুনিবাক্য,
রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতং,
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং॥

স্থূল এই পঞ্চ দোষ করহ বিচার,
সূক্ষ্ম বিচারিলে আর আছয়ে অপার।
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে,
অবিচার বাক্য অবশ্য পড়ে দোষবাদে।
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল;
সালঙ্কার হলে অর্থ করে ঝলমল।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্‌বিজয়ী বিস্মিত,
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত।
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাফর।
পড়ুয়া বালকে কৈল মোর বুদ্ধি লোপ
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছে কোপ।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া দিগ্‌বিজয়ী চৈতন্যে দৈবশক্তি স্বীকার করিয়া বলিল,

"যে ব্যাখ্যা করিল সে মানুষের নহে শক্তি, নিমাইর মুখেও আপনি সরস্বতী। এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত, তব ব্যাখ্যা শুনি আমি হইনু বিস্মিত। অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস, কিরূপে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ।"

এই সকল বাক্য প্রমাণ করিতেছে, নিমাই না পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার পাঠাভ্যাস পৃথিবীর নহে কিন্তু স্বর্গের। সুতরাং মানুষেরা তাঁহাকে অবজ্ঞা

করিতে গিয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইত। এই সকল স্থলে চৈতন্যের সৌজন্য উদারতা বিনয় প্রভৃতি অপার ছিল। তিনি বিচারে পরাজয় করিয়া কাহাকেও উপহাস বা ব্যঙ্গ করিতেন না, অন্য কাহাকেও ব্যঙ্গ করিতে দিতেন না। তিনি কথা বলিতে যথোচিত সম্মান সহ বলিতেন।

ইহার পর চৈতন্যদেবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রমাণ দিবার জন্য আমরা শ্রীক্ষেত্রে ঘটিত আরো দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিব। তিনি যখন শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন, তখন তাঁহার ভাবাবেশ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে এক জন ষড়্‌দর্শনবেত্তা তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং বহু শুশ্রূষা করিলেন। ক্রমে নিমাই চেতনা লাভ করিয়া উঠিলেন, কীর্ত্তন করিলেন, নৃত্য করিলেন, ভাবাবিষ্ট হইয়া হাস্য ক্রন্দনাদি করিলেন। এইরূপে গৌরের অপূর্ব্ব ভাবাবেশের সঙ্গে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ক্রমে পরিচিত হইলেন। সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের ভাব দর্শনে মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সস্নেহ বাক্যে বলিলেন, "বৎস নিমাই! তোমার বয়ঃক্রম অতি অল্প। এই অল্প বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছ, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে না পারিলে বড়ই ভয়ের কথা। কিন্তু ঈদৃশ অল্প বয়সে সন্ন্যাস রক্ষা পাওয়া বড়ই সুকঠিন। এই জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করি তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর। বেদান্ত শ্রবণ করিলে ক্রমে ক্রমে তোমার হৃদয় বৈরাগ্যপ্রবণ হইবে এবং আত্মা বিবেকযুক্ত হইয়া সন্ন্যাসানুরাগী ও নির্ম্মল হইবে। বেদান্ত ব্যতীত তোমার এই তরুণ বয়সের ধর্ম্ম রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।"

নিমাই বড় বিনীত স্বভাব, সার্ব্বভৌমের কথা শুনয়াই সম্মত হইয়া বলিলেন, "আপনি জ্ঞান ও বয়ঃক্রমে আমার অপেক্ষা প্রাচীন, আমি আপনার আজ্ঞা পালনে সম্মত আছি। সার্ব্বভৌম বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নিমাইকে পড়াইতে পারিলেই শিষ্য মধ্যে গণ্য করিয়া লইবেন কিন্তু তাহা সহজ হইল না, পরিশেষে আপনি শিষ্য হইলেন। সার্ব্বভৌম বেদান্ত পাঠ করেন, ব্যাখ্যা করেন, গৌরাঙ্গ নীরবে শ্রবণ করেন কোন বাক্যব্যয় করেন না। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইলে সার্ব্বভৌমের মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেবল নীরবে শ্রবণ করিতেছ কিন্তু বুঝিতেছ কি না তাহা ত কিছু বল না।" গৌরাঙ্গ বলিলেন, "আপনি কেবল শুনিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, শুনিতেছি। কিছু বলিতে ত বলেন নি।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমার অনুমতি শুনিবার জন্য, সেই শুনা আবার বুঝবার জন্য। শুনিয়া বুঝিলে কি না কথা না বলিলে তাহা বুঝিব কিরূপে?

তৎপর ক্রমে ক্রমে তর্কপ্রিয় বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম গৌরের সঙ্গে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌরাঙ্গ সপ্রতিভ বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে সার্ব্বভৌমকে নিরস্ত করিয়া দিলেন। এই বিচারে গৌরাঙ্গ গভীর দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে জ্ঞানহীন বলা অতীব অন্যায়। কেবল দার্শনিকতা নহে আস্তিকতারও এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেন না আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"-এই শ্লোকটির অষ্টাদশ অর্থ করিয়াছিলেন। একটি শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করা একি সহজ কথা? প্রথমতঃ সার্ব্বভৌম নয় প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন সে অর্থগুলি অধিক অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্য জন্য অভিমান গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। চৈতন্যদেব যখন তীর্থদর্শনোপলক্ষে নানা দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাশীধামের দণ্ডিগণ গৌরাঙ্গের সঙ্গে বিচার করিতে আসিয়াছিল। তাহারা প্রথমত চৈতন্য দেবের প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তার পর ক্রমে ক্রমে গৌরাঙ্গের বিচিত্র প্রেম মাধুর্য্য ও অতুল্য জ্ঞানশক্তির নিকটে তাহারা প্রণত হইল, এবং সকল গর্ব্ব সকল অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের শরণাপন্ন হইল।

সুতরাং গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের জ্ঞানবিষয়ে সম্পূর্ণ একতা দেখিতে পাওয়া যায়। অসত্য হইতে সত্যে সমুত্থান যে শক্তিতে হয় তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। এই শক্তি চৈতন্যের জন্য যত প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল। কেহ কেহ গৌরাঙ্গকে সগুণ ব্রহ্মবাদী বলিয়া তাঁহার জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে পারেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন না তিনি ঐশী শক্তির অবতরণ স্বীকার করিতেন। কৃষ্ণেতে ঐশী শক্তি ছিল তিনি এ কথা মানা করিতেন। বস্তুতঃ ইহা অতীব সত্য মনুষ্যজীবনে যে সকল দিব্য ভাব দিব্য শক্তির আবির্ভাব দেখা যায় তাহা সাধারণ ভূমি অপেক্ষা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। সুতরাং তাহা মানুষের নহে কিন্তু ঈশ্বরের। যে শক্তির নিকট সকলে পরাজিত হয়, সকলে অবনত ও লজ্জিত হয় তাহা মানুষের নহে। সেই শক্তি চৈতন্যেরও ছিল সুতরাং গৌতম ও গৌরাঙ্গ জ্ঞানে এক।

সংবাদ।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৮ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত চৌদ্দ দিন যাবৎ বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাংবৎসরিক উৎসব হয়। ভাগলপুর, মোকামা, গয়া, দানাপুর, খগোল ডোম্‌রাও প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উৎসবে আসিয়াছিলেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এবং ভাই দীননাথ মজুমদার উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর চরিত্রগঠনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল এ বৎসর "আশালতা" সভা স্থাপিত হইয়াছে। উৎসব দিনে প্রাতঃকালে উপাসনা মধ্যে ভারতেশ্বরীর জন্মদিনোপলক্ষে প্রার্থনা এবং বালিকাবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে মহারাণীর জয় সঙ্গীত হয়। সঙ্গীত দ্বারা সমগ্র উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হইয়াছিল।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের গৃহে কুটীরের সাংবৎসরিক উপলক্ষে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, দুর্গানাথ রায়, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এবং দুর্গাদাস রায় পাঁচদোনায় গমন করেন। সেখানে উপাসনা, বক্তৃতা, গৃহে গৃহে ও বাজারে সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি হয়। সেখান হইতে সকলে কালীগঞ্জ গমন করেন। এই স্থানে কয়েক মাস হইল একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হইয়াছিল।

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৩রা আষাঢ় শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ । ১২ সংখ্যা । | ১৬ ই আষাঢ় শুক্রবার ১৮০৫ শক । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে পরমদেব, তোমার আশ্রয় আমার নিরাপদ স্থান। আমি সংসারে নিয়ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি, কোন্ দিন কি আসিবে আমি কিছুই জানি না। কে জানে আজ আমার যে অবস্থা আছে, আগামী কল্য তদপেক্ষায় কঠোর অবস্থা আসিবে না? সমুদায় আমার জ্ঞানের নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। দূরতর অভেদ্য ভবিষ্যতের অভ্যন্তরে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারি না। আমার সম্মুখে সমুদায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিয়ত ঘোরান্ধকারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া আমি কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাই না। এ অবস্থায় ভয়ে আতঙ্কে একেবারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতাম, যদি না জানিতাম যে তুমি আমার নিকটে নিত্যকাল আছ। তোমার মুখের দিকে তাকাইলে সমুদায় অন্ধকার আলোকে পূর্ণ হইয়া যায়, চতুর্দ্দিক হইতে মঙ্গলবায়ু বহিতে থাকে; দেবগণের গমনাগমনে সমুদায় স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়। তাই বলি হে দেব, তোমার আশ্রয় আমার নিরাপদ স্থান। যত পারে অন্ধকার আমায় আচ্ছাদন করুক, সম্মুখের সমুদায় বিষয় অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক, ক্ষতি নাই। উহাতে আমার মন তোমা বই আর কিছুই দেখিবে না, কাহাকেও দেখিবে না, তোমাকেই দেখিবে, যখন তখন তোমারই নিকটে যাইবে, ত্রিসংসারে আর কেহ নাই কিছু নাই জানিয়া সর্ব্ব বিষয়ে তোমারই উপরে নিয়ত নির্ভর করিবে। হে প্রভো, আমি অনিশ্চিত অবস্থাকে এই জন্য ভাল বাসি, চিরনিশ্চয় তোমায় আমি তদবস্থায় দৃঢ়রূপে না ধরিয়া থাকিতে পারি না। ধন্য সিদ্ধগণ যাঁহারা অনিশ্চয়ের ভয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, কিন্তু চিরনিশ্চয় তোমাতেই চির কাল বিশ্রাম লাভ করেন। হে দীনশরণ, এই দীন ব্যক্তিকে তাঁহাদিগের অবস্থার দিকে শীঘ্র শীঘ্র উত্থান করিতে দাও, অনিশ্চিতের মধ্যে ক্রমান্বয়ে স্থিরনিশ্চয় তোমায় ধরিতে ধরিতে তোমাতেই আমার মন চির দিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করুক, যেন কখন আর কোন দিকে না যায়। অনিশ্চিত ব্যাপার সকল মনকে কেন কম্পিত করিবে, যখন অন্তরালে তুমি বসিয়া আছ। হে জননি, অন্তরাল ঘুচিয়া যাউক, তুমি আর আমি আমি আর তুমি ইহাই নিরন্তর কাল মন অনুভব করুক। অনিশ্চয়ের মেঘ উঠিয়া যেন এই সাক্ষাদ্দর্শনকে কখন

আচ্ছাদন করিতে না পারে। এখন কোন অনিশ্চয়াত্মক ব্যাপার উপস্থিত হইলে, যত ক্ষণ নিশ্চয়ে গিয়া উপস্থিত না হই, তত ক্ষণ মন স্তম্ভিতাবস্থায় অবস্থান করে, কি আসিতেছে না জানিয়া তটস্থতা অবলম্বন করে, এই অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া চিরপ্রফুল্ল চির উদ্যোগী হইয়া যাহাতে তোমার পদবী অনুসরণ করিতে পারি তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর।

সংগ্রাম ও সন্ন্যাস।

মনুষ্যের জীবনে ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম চলিতেছে। সংগ্রামই মনুষ্যজীবনের উন্নতির ভিত্তি ভূমি। মনুষ্য শারীরিক জীবন রক্ষার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে কি প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত, ইহার বর্ণনা আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, আমাদিগের সে শাখা অধিকারের বিষয় নহে, অতএব আমরা আন্তরিক সংগ্রামের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত। যাঁহারা অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা প্রত্যেকে জানেন কি প্রকার সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। মনুষ্য বাহ্য প্রকৃতির বন সমুদায় পরিষ্কার করিয়া, বন্য জন্তুগণকে বধ করিয়া, শীত বাতাতপ বর্ষা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া পূর্ব্বে সংগ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, এখনও নূতন নূতন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সকল নিবারণ করিয়া সংগ্রামের পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেক মহাজন আন্তরিক প্রবৃত্তিনিচয় এবং মনুষ্যসমাজের পাপ সহকারে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদিগের শোণিতে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথে চলিতেছি, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগের জীবন সংগ্রামবিরহিত নহে। আন্তরিক প্রবৃত্তিসমূহ, দেশের কুনিয়ম, সংস্কার ও অভ্যাসের সঙ্গে আমাদিগের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলিতেছে। আমরা এই সংগ্রামে যে পরিমাণে জয় লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি, সেই পরিমাণে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি, আর যে পরিমাণে পরাজিত হইতেছি সেই পরিমাণে অধোগমন করিতেছি।

সংগ্রাম ও সন্ন্যাস আমরা এক স্থলে নিবিষ্ট করিয়াছি। আমরা দেখিতেছি, এ দুয়ের মধ্যে অতীব ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংগ্রাম ভিন্ন সংন্যাস উপস্থিত হয় না, সন্ন্যাস ভিন্ন সংগ্রাম জয়ে পরিসমাপ্ত হয় না। অন্তরে যখন ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত, জয়ের আশা যখন অন্তর্হিতপ্রায়, নিজের সামর্থ্য বল ও বুদ্ধি পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতে লাগিল, তখন সন্ন্যাস আসিয়া হস্তাবলম্বন অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাস সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরে সমুদায় ন্যাস। যত ক্ষণ সাধক আপনি থাকেন তত ক্ষণ সংন্যাস উপস্থিত হয় না। আমাদ্বারা কিছু হইল না সকল যত্ন বিফল হইল, এই মনে করিয়া যখন অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের চরণতলে প্রার্থনা সমুত্থিত হয়, তখন আলোক বল ও সামর্থ্য আসিয়া অসমর্থকে সমর্থ করে, দুর্ব্বল ও ক্ষীণকে প্রবল প্রবৃত্তির উপরে আধিপত্য প্রদান করে। সুতরাং প্রত্যেক প্রার্থনাসিদ্ধির বীজ সংন্যাস। যে কোন বিষয়ে প্রার্থনা হয়, তাহাতে সিদ্ধি সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। সন্ন্যাস এই নাম শুনিয়া সকলের মনে ভয় উপস্থিত হয়, অস্বাভাবিক বেশ অবস্থাদির বিভীষিকা অনেককে সন্ন্যাস হইতে বিমুখ করিয়া রাখে, কিন্তু সন্ন্যাস অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে এমনি ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ যে পদে পদে সাধককে উহার শরণাপন্ন হইতে হয়। প্রার্থনাকালে সন্ন্যাস একদেশমাত্র অধিকার করিয়া থাকে, উহা জীবনের সমুদায় অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে না, এ জন্য উহা সাধকের লক্ষ্যের বিষয় হয় না, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, সংন্যাস আধ্যাত্ম জীবনের অন্ন পান, উহা বিনা জীবনার্থ সংগ্রাম কখন জয়ে পর্য্যবসিত হয় না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সংগ্রাম এবং সন্ন্যাস এ উভয়ের সম্বন্ধ পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে আমরা বিশ্বাস করি। পশু জীবন এবং আধ্যাত্ম জীবন এ উভয়ের মধ্যে যখন সংগ্রাম চলিতে থাকে, তখন সন্ন্যাস আত্মপ্রতাপে পশুজীবনকে সর্ব্বতোভাবে পরাজয় করিয়া আধ্যাত্ম জীবনকে জয়ী করে। ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম এবং জয় চলিতে চলিতে জীবন এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে সন্ন্যাসের চিররাজত্ব। শাক্য, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মা সকল এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের জীবন সন্ন্যাসের বিমল জ্যোতি সংসারকে দেখাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের সমগ্রজীবন ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের সন্ন্যাসের এত প্রতিভা। চিরসন্ন্যাসে পশু-জীবনের সংগ্রাম তিরোহিত হয়। সুতরাং সাধকের শান্তি সুখ সকল অবস্থায় অপ্রতিহত থাকে। সংগ্রাম উচ্চতম জীবনসোপানে আরোহণের অবিরোহিণী, অনন্ত জীবনের অবধি নাই, অতএব সংগ্রাম চিরকাল থাকিবে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু এ স্থলে সংগ্রামশব্দ ব্যবহার না করিয়া নূতন কোন শব্দে তৎকালের অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়, কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে বিরোধের অবস্থা বিলোপ সন্ন্যাস, এই বিরোধকেই সংগ্রামশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

সন্ন্যাস যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জীবের সম্যক্ প্রকারে ন্যাস বুঝায়, তখন সন্ন্যাস শব্দে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন, বা পবিব্রাজক হইয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম গৈরিক বস্ত্রাদি ধারণ যে সন্ন্যাস নহে, ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। শাস্ত্রকারেরা ঈদৃশ ব্যর্থ সন্ন্যাসের বারংবার নিন্দা করিয়াছেন,

ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং জটাভারোঽথ মুণ্ডনম্।
বল্কলাজিনসংবেষ্টং ব্রতচর্য্যাভিষেচনম্।
অগ্নিহোত্রং বনে বাসং শরীরপরিশোষণম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি মিথ্যা স্যুর্য্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥
বনপর্ব্ব ১৯৯ অ,

ত্রিদণ্ডধারণ, মৌন, জটাভার, মস্তকমুণ্ডন, বল্কল ও চর্ম্ম পরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক, অগ্নিহোত্র, বনে বাস, শরীর শোষণ, এসমুদায়ই বিফল যদি আশয় নির্ম্মল না হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে উহার অবিরোধ অবস্থায় স্থিতি সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস আপনার ইচ্ছা যখন রাখে না, তখন আমাকে অমুক প্রকারের বেশ ভূষা গ্রহণ করিতে হইবে, অমুক প্রকারে নিয়ত অবস্থান করিতে হইবে, এ প্রকার নির্ব্বন্ধ রাখে না, ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করেন সে সর্ব্বথা কেবল তাহারই অনুসরণ করে। জনক চির জীবন বনে অবস্থান করিবার অভিলাষ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেব তাঁহাকে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত করিলেন, তিনি কি করেন প্রভুর ইচ্ছাতেই আপনার পূর্ব্বাভিলাষ পরিহার করিলেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধেই এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল। আবার মহর্ষি শাক্য সমুদায় রাজ্যপাট ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইলেন, নিজ জীবন দ্বারা সকলকে সর্ব্বস্বত্যাগ শিক্ষা দিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীকে যখন যাহা আদেশ করিবেন তাহাই তাহার তখন প্রতিপাল্য। এতদ্দ্বারা সে লোকের শ্রদ্ধা বা নিন্দার পাত্র হইবে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত রাখে না। বর্ত্তমান যুগে ঈশ্বরের আদেশে যদি সন্ন্যাসের বেশভূষাদি অন্যান্য যুগ হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কেন না সন্ন্যাস বাহিরের বেশভূষাদি নহে, সন্ন্যাস অন্তরের অবস্থা। মহর্ষি ঈশা যখন বলিলেন তোমরা যখন উপবাস করিবে, তখন ভাল করিয়া তৈলাভ্যঙ্গ করিবে যেন লোকে জানিতে না পারে যে তোমরা উপবাস করিয়াছ, তখনই সন্ন্যাসের বিধি অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছে। মূলে সন্ন্যাস যাহা পূর্ব্বেও ছিল এখনও তাহাই রহিয়াছে।

সাধনের প্রয়োজন।

ঈশ্বর এ প্রকার আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে মনুষ্য কখন সাধনবিমুখ হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। যাঁহারা সাধনের পরপারে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আপনার ইচ্ছা করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাও সাধনবিমুখ নহেন। বরং তাঁহাদিগের তুল্য সাধক সাধনের জন্য যাঁহারা সাধক তাঁহারাও নহেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই সকল সিদ্ধ পুরুষকে এমন সকল উদাম চেষ্টা যত্ন এবং মহৎকার্য্য-সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখে যে তাঁহাদিগের ন্যায় নানা উপায় অন্বেষণকারী ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া অপরের হিতসাধন করিতেছেন, আত্মাকে ক্রমান্বয়ে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করিতেছেন। ইহাঁরা নিরবচ্ছিন্ন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন, কোন কালে ইহাঁদিগের গতির বিরাম নাই।

যাঁহারা সাধনের জন্য সাধন করেন, তাঁহারা যদিও সিদ্ধ পুরুষগণের সঙ্গে চলিতে পারেন না, কখন শীঘ্র গতি, কখন মন্দ গতি, কখন মধ্য গতি এইরূপে সাধনে অগ্রসর হইতে থাকেন, তথাপি তাঁহারা যেরূপ গতিতেই কেন অগ্রসর হউন না, একেবারে সমুদায় উদ্যোগ চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কেন না তাঁহারা জানেন সাধনভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা যে লক্ষ্য করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতো লাভ হইবেই না, তদপেক্ষা আরো অধোগমন করিতে হইবে। এই সকল ব্যক্তি বিবিধ উপায়ে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন, এবং এই সাধন ভজনে ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকে। পরিশেষে স্বতন্ত্র অভিলাষসমূহ তিরোহিত হইয়া গিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁহাদিগের সম্মিলনের অবস্থা উপস্থিত হয়। এ সময়ে তাঁহারা সিদ্ধ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়েন এবং এই শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা পূর্ব্বে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি তদনুরূপ তাঁহাদিগের উদ্যম চেষ্টা যত্ন আরও ঘনীভূত হয়। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহারই উচ্চাবস্থা প্রতিভাত হইয়া থাকে।

সাধনের জন্য যাঁহারা জীবন সমর্পণ করেন নাই, অথচ একেবারে সাধনবিমুখ নহেন, তাঁহাদিগের জীবন ক্রমে সাধকের অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সংসারের সঙ্গে তাঁহাদিগের যে মিশ্রভাব ছিল, তাহা দিন দিন হ্রাস হইতে থাকে। ইহাঁদিগের বয়স যতই পরিণত হইতে থাকে ততই সাধনের অবস্থায় আসিয়া চরমে সিদ্ধিতে জীবন পর্য্যবসান করেন, কেহ বয়সের তৃতীয় ভাগে ভজন সাধনের অবস্থায় আসিয়া তদবস্থাতেই জীবন শেষ করেন। এই শ্রেণীর লোকই পূর্ব্ব দুই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অধিক কেন না সাধারণতঃ সকলে এই শ্রেণীতে ভুক্ত।

চতুর্থ শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের সাধনে ব্রতী নহে, সংসার সাধনে ব্রতী। অধ্যয়ন, অর্থোপার্জ্জন, বাহ্য বিজ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি সমুদায় এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে সাধনের অল্পতা আছে, ইহা কেহই বলিতে পারেন না, বরং শেষোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা এখানে সাধনে যত্নাধিক্য সমধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব তিন শ্রেণীর এই শ্রেণীর লোক দ্বারা পরিপূরণ হয়, সুতরাং এখানে এক সময়ে সকলেই ছিলেন, এবং এখন যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও পূর্ব্ব তিন শ্রেণী অপেক্ষা সমধিক। বিদ্যাসাধনে যত্ন সামান্য যত্ন নহে, এখানে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয়। উপার্জ্জিত বিদ্যা লক্ষ্যানুসারে কাহাকেও ধর্ম্ম সাধনে ব্রতী করে, কাহাকেও অর্থোপার্জ্জনের দিকে লইয়া যায়, কাহাকেও বা বিজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত করে। সাধন অর্থাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন এখানে কোথাও

অল্প নহে। এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কেন না ইহা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমরা বলি, এই প্রকারে সকলের সাধনে প্রবৃত্তি ঈশ্বরের একটি সুমহৎ কৌশল। এই কৌশলসাধনের জন্য সর্ব্ব প্রথমে তিনি আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিছেন, কি হইবে তাহা জনবুদ্ধির অগোচর করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের মহত্তম শক্তি বল বীর্য্য দর্শন করিয়া ক্ষুদ্রতম মনুষ্য হতোদ্যম হইবে, এজন্য তিনি সর্ব্বদা অন্তরালে থাকিয়া মনুষ্যকেই যেন আত্মচেষ্টায় সমুদায় সাধন করিতে হইবে এই ভাবে তাহাকে জগতে বিচরণ করিতে দিতেছেন। কল্য কি হইবে মনুষ্যের নিকটে তাহা প্রচ্ছন্ন, সুতরাং সে দুঃখ দুর্গতি অগ্রে জানিয়া নিরাশ্বাস হইয়া পড়ে না, অথবা কল্যকার সুখ ঐশ্বর্য্য অদ্য দর্শন করিয়া উদ্যোগ চেষ্টা শিথিল করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের কৌশলে সকল ব্যক্তিকেই নিয়ত সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতে হইতেছে।

এক প্রকারের লোক আছে, যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত অলস। তাহারা আলস্যের পরবশ হইয়া এমন সকল মত উদ্ভাবন করে যাহাতে উদ্যোগ চেষ্টা ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়া সহজে দুর্ব্বলচিত্ত লোকের নিকট প্রতিভাত হয়। তাহারা বলে যাহা হইবার তাহা হইবেই, আমাদিগের কোন প্রকারের যত্ন ও চেষ্টা তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না। অতএব যাহা আসিবার আসুক আমরা যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত তাহাতেই নিরুদ্যম হইয়া অবস্থান করি। সৌভাগ্যের বিষয় এই, ঈশ্বরের কৌশলচক্রে এই সকল ব্যক্তিকেও নিরুদ্যম হইতে চাহিলেও উদ্যমশীল হইতে হয়, তাই তাহাদিগের জীবন একেবারে নিষ্ফল হয় না। ঈশ্বর যাহা আপনি অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে? ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে। ধর্ম্মাভিমানে যদি কেহ যত্ন চেষ্টা পরিত্যাগ করে, সিদ্ধ পুরুষগণের জীবন তাহাদিগকে লজ্জিত করিবে, এবং তাহারা যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে গমন করিতেছে দেখাইয়া দিবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে উদ্যোগ চেষ্টা• যত্নকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করা হইল, শান্ত ভাবকে আমরা তুচ্ছ করিলাম তাহা নহে। শান্ত ভাব ও উদ্যম আমরা উভয়েরই পক্ষপাতী। শান্ত ভাবে আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কি করিতে হইবে যে ব্যক্তি জানিল না, তাহার উদ্যম ও যত্ন বৃথা অহঙ্কারপোষক। তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি ক্ষণিক ফল লাভ করিলেও তাহার আত্মা তদ্দ্বারা কখন ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। সামান্য অর্থোপার্জ্জনের জন্য জীবিকার জন্য, অতি সামান্য লোকেও সুবহু আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি আর তাহারা প্রশংসা পাইবার যোগ্য? তাঁহাদিগের উদ্যম যত্ন ও উৎসাহ ধন্যবাদার্হ, যাঁহারা শান্ত ভাবে হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেখানে কি করিতে হইবে জানিয়া লইয়া তদুপরি আপনাদিগের উদ্যম ও উৎসাহ নিয়োগ করেন। ঈদৃশ লোকদিগের উদ্যম তাঁহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যায়, তাঁহারা যে সকল উপায় গ্রহণ করেন, তাহাতে সিদ্ধি তাঁহাদিগের হস্ত গত হয়, সুতরাং তাঁহাদিগের ক্রিয়াসাধনই যথার্থ সাধন। সাধনকে অতি বিস্তৃত ভূমির মধ্যে রাখিয়া অদ্যকার প্রস্তাব আমরা পর্য্যালোচনা করিলাম, সকল বিষয়ে সাধনের উপযুক্ত নিয়োগ দ্বারা সকলে সুন্দর ফল লাভ করিবেন আমরা আশা করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সকল ধর্ম্মেই দয়া অতি উচ্চ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র এই দয়া দেখাইতে হইবে সকলে স্বীকার করেন না। কেন না অবিচারে সকলের প্রতি দয়া করিতে গেলে পাপী অপরাধী প্রশ্রয় পাইবে, সমাজ অতীব বিশৃঙ্খল হইবে, শান্তি ভঙ্গ হইবে, এই তাঁহাদিগের ভয়। এরূপ ভয় করিবার কারণ আছে, কিন্তু লোকে এ সময়ে আপনাকে ভুলিয়া যায় বলিয়া ঈদৃশ বিচার অবিচারে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তি কে আছে যে আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না? যদি আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে আশঙ্কার কারণ না থাকে, তবে অপরের প্রতি দয়া দেখাইতে আশঙ্কার কারণ কি? তবে বলিবে, অপরাধীর অপরাধে অপরাধী নই, কোন কালে তাদৃশ অপরাধ আমার হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে তৎপ্রতি বিচারের কঠোর নয়নে আমাকে দর্শন করিতে হইবে, অন্যথা অপরাধীর প্রতি সমুচিত ব্যবহার হইবে না, ব্যবহারের বৈষম্য জন্য সমাজকে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে। মানিলাম, কিন্তু তুমি যে আপনার চক্ষে আপনাকে বৃথা অভিমানে স্ফীত করিয়া দেখিতেছ না তাহার প্রমাণ কি? যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, এবং অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়াছে, সেই অপরাধ তোমাতে নাই এবং তোমাতে কখন হইতে পারে না তুমি এরূপ মনে করিতেছ কি প্রকারে? ভাল করিয়া অন্তস্তত্ত্ব লও দেখিবে সেই অপরাধ বীজায়মান হইয়া তোমাতে স্থিতি করিতেছে, তুমি আপনাকে যদ্রূপ নির্দ্দোষ মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি সে প্রকার নহ। তুমি আপনার ক্ষুদ্র আদর্শে আপনাকে দেখিতেছ, তাই তোমার চক্ষে পাপ অপরাধ প্রতিভাত হইতেছে না। ঈশা গৌতম প্রভৃতি যদি তোমায় দেখেন তবে তোমার ভিতরে তাঁহারা এত পাপ অপরাধ দেখিতে পাইবেন যে, তোমার সঙ্গ পরিহার করিয়া তুমি যাহাদিগকে ঘৃণা করিতেছ তাহাদের সঙ্গে তাঁহারা বেড়াইবেন। কেন না তাহারা পাপ অপরাধ করিয়া তাহার গুরুভারে অবনত, তোমাতে সেই সমুদায় অপরাধ আছে, অথচ তুমি গর্ব্বে-স্ফীত, সুতরাং তোমার শোধন হওয়া সুদূরপরাহত। ঈশা গৌতম প্রভৃতির নিকটে যদি তুমি দাঁড়াইতে না পারিলে, এক বার ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরের নিকটে তুমি দাঁড়াইবার যোগ্য কিনা? যদি ঈশ্বর তোমার এত অপরাধ-সত্ত্বেও দয়া করেন তুমি কে যে অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে না?

হে মনুষ্য, তোমার উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার অভিমান। তুমি মনে কর, আমি স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি, আমার নিজের যত্ন চেষ্টায় প্রয়োজন কি? স্রোতই আমাকে গম্য স্থানে লইয়া উপস্থিত করিবে। জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি স্রোতের নিকটে গিয়াছ বা স্রোতে পড়িয়াছ? যে স্রোতের নিকটেই গেল না সে স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবে কি প্রকারে? আচ্ছা, না হয় মানিলাম, তুমি স্রোতের সমীপবর্ত্তী হইয়াছ, স্রোতে পড়িয়াছ, কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি পাপপ্রস্তর গলায় বান্ধিয়া স্রোতে পড়িলে ডুবিবে না ভাসিবে? হে মনুষ্য, এতো সামান্য স্রোতের সঙ্গে অনন্ত জীবনস্রোতের তুলনা করা হইল। অনন্ত জীবনস্রোতের স্বভাব স্বীকার না করিলে যে কেহ তন্মধ্যে নিপতিত হইতেই পারে না। অনন্ত জীবনস্রোত নিত্য নিরলস, ক্রমান্বয়ে বেগে প্রবহমাণ, তুমি যদি একটু আলস্য জড়তা আপনার ভিতরে পোষণ কর সে স্রোত আপনার মধ্যে তোমায় টানিয়া লইবে না, কেন না তুমি সে আবর্ত্তে পড়িবার যোগ্য নও। প্রস্তর কি কখন জলে ভাসে না সে ডুবিয়া নিম্নে পড়িয়া যায়। তবে বলিবে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড স্রোতের বেগে নিম্নে পড়িয়াও ক্রমে গড়াইয়া চলিয়া যাইবে। সত্য, কিন্তু স্রোত যদি মূলেই তাহাকে আপনার ভিতরে টানিয়া না লইল তবে সে আর গড়াইবে কি প্রকারে! তুমি স্বয়ং ইচ্ছাবান্ জীব, এ স্রোতও জীবন্ত ইচ্ছা, অনিচ্ছুককে এ স্রোত কেন টানিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিবে। সিদ্ধ পুরুষগণ এই স্রোতে উন্নত উন্নতির দিকে বেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে সর্ব্বথা আলস্য জড়তাকে বিদায় দিয়া স্রোতের সমস্বভাব হইয়াছিলেন, তাই এখন স্রোতের টানে প্রবল বেগে চলিয়া যাইতেছেন। সিদ্ধি এবং সাধন এ দুই তাঁহাদিগের নিকটে এই স্রোতের বেগে এক হইয়া গিয়াছে। স্রোতের সমস্বভাব হইতে প্রাণগত যত্ন কর, তৎপরে অভিমান করিও যে আমি এখন ক্রমান্বয়ে স্রোতের টানে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছি। স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেওয়া অনধিকারীর মুখে উচ্চারিত না হওয়াই ভাল, অগ্রে অধিকারী হও তৎপরে সে কথা বলিতে হয় বলিও, তোমার বলা না বলায় কিছু আসিবেও না যাইবেও না।

কল্যকার জন্য ভাবিও না, প্রত্যেক দিনের ক্লেশ সে দিনের পক্ষে যথেষ্ট এই কথার মধ্যে কি গূঢ় গভীর জ্ঞান স্থিতি করিতেছে! ক্লেশ আমাদিগের আত্মার বলবৃদ্ধির এবং বলহ্রাস উভয়েরই কারণ। ক্লেশ এবং বিষ এ দুইকে যদি আমরা সদৃশ বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি, তবে দেখিতে পাইব বিষয়ও অবস্থাবিশেষে অল্পপরিমাণে গ্রহণ করিলে বল প্রত্যানয়ন করে, আবার সেই অবস্থাতেই অধিক

পরিমাণে প্রয়োগ করা হইলে বল বিনষ্ট হইয়া ঘোরতর অবসাদ উপস্থিত হয়। প্রতিদিন যে ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা উপযুক্ত হস্ত হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আইসে, সুতরাং তাহা সেবন করিয়া আত্মার বল বাড়ে, কিন্তু সেই ক্লেশের উপরে যদি ভাবী ক্লেশের চিন্তা আসিয়া পরিমাণাধিক্য করিয়া দেয়, তাহা হইলে অনুপযুক্ত প্রমাণে প্রযুক্ত বিষের ন্যায় অবসাদ ও মৃত্যুর কারণ হয়। চিকিৎসক যে পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করিলেন, আমরা যদি নিজ বুদ্ধিতে তাহার উপরে মাত্রা বাড়াইয়া লই, হইতে পারে তাহাতেই আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে। যাহা আত্ম অধিকারের অন্তর্গত নহে, তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ অনেক সময়ে মৃত্যুর হেতু হয়। চিকিৎসকপ্রদত্ত বিষয়ও প্রাণ দেয়, কিন্তু সেই বিষই অচিকিৎসকের হস্তে প্রাণ বিনাশ করে। স্বভাবের গতিতে যে ক্লেশ সমাগত হয়, অপরাধের ফলস্বরূপ যে ক্লেশ দণ্ডের আকারে উপস্থিত হয়, তাহা বহন করিয়া আত্মা বলিষ্ঠ হয়, বিশুদ্ধ হয়। স্বাভাবিক ক্লেশের সহিত সংগ্রাম, অপরাধজনিত ক্লেশে অনুতাপ, এ দুইই আমাদিগের আধ্যাত্ম জীবনের কল্যাণের কারণ। ক্লেশ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বর্দ্ধন করে, বীরত্ব উদ্দীপন করে, গূঢ় শক্তিসমূহ বিকাশ করিয়া দেয়। কিন্তু যে ভবিষ্যৎ আমাদিগের অধিকারের অন্তর্গত নয়, সেই ভবিষ্যৎ হইতে মিথ্যা চিন্তাযোগে ক্লেশ আনয়ন করিয়া যদি ক্লেশের ভার সমধিক করা হয়, তাহা হইলে অবসাদ ভিন্ন আর কোন ফলেরই সম্ভাবনা নাই। যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে চিকিৎসক প্রযুক্ত বিষের ন্যায় তাহার সদ্ব্যবহার কর, উহাতে তোমার আত্মা রোগবিমুক্ত হইবে, বল স্বাস্থ্য পুনরাবর্ত্তন করিবে, আপনাকে শুদ্ধ ও পবিত্র দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিবে। প্রতিদিনের জীবনের সদ্ব্যবহার নিত্য জীবনের মূল। যে দিন হস্তে আছে তাহার সদ্ব্যবহার কর, তাহাতে যাহা সমাগত হয় সমাহিত মনে গ্রহণ করিয়া তৎসমাগমের অভিপ্রায় সফল কর, সমুদায় ভবিষ্যৎ পরমেশ্বরের হস্তে রাখিয়া আকাশবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় প্রমুক্ত ভাবে বিচরণ কর, বৃথা চিন্তা ভাবনাতে মনকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিও না। "যদিও তিনি আমাকে বিনাশ করেন তথাপি আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিব" এই উক্তি মনে রাখিয়া মৃত্যুকেও দৃক্‌পাত না করিয়া ঈশ্বরে বিশ্বস্তহৃদয়ে জীবন অতিবাহিত করিব, ইহা হইলে মহর্ষি ঈশার উপদেশ অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা হইবে। মহর্ষির বচনের মধ্যে গভীর বিজ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে, যিনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন, জীবনে প্রত্যক্ষ করিবেন, তিনিই অবাক্ হইবেন।

নব সংহিতা।

১। স্নাত্বা মৃষ্ট্বা গৃহী বাসো গৃহ্নীতোপাসনোচিতম্।

স্নান ও মার্জ্জনানন্তর গৃহী ব্যক্তি উপাসনার উপযুক্ত শুদ্ধ বসন পরিধান করিবে।

২। মলিনঞ্চাপবিত্রঞ্চ বাসঃ পার্থিবচিন্তনম্।

অপাপাবিত্র্যমুদ্দীপ্যাত্মানং বধ্নাতি সংসৃতৌ॥

কারণ অপবিত্র মলিন বসন পার্থিব চিন্তা এবং অপবিত্র ভাব উদ্দীপন করিয়া আত্মাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে।

৩। শুদ্ধেন বাসসা দেবসাক্ষাৎকারোপযোগিনা।

সন্তাবিতাত্মা প্রবিশ প্রভোঃ পূজাগৃহন্ততঃ॥

• দেবসাক্ষাৎকারোপযোগী শুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া তদনন্তর প্রভুর পূজাগৃহে প্রবেশ কর।

৪। স্থানে স্বস্যাসনে নিত্যমুপবিষ্টো ভবাত্র ন।

স্বেচ্ছাচারী পরস্যানাত্মভূতঞ্চ সমাবিশন্॥

আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কর, যাহা পরের অথবা নিত্য ব্যবহার দ্বারা আপনার হইয়া যায় নাই তদুপরি উপবেশন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইও না।

৫। সম্মানয়াসনং তত্র প্রীতিং বহ চ বন্ধুবৎ।

গণয়োপাসনে সঙ্গিবদ্যত্র যাসি তন্নয়॥

যে আসনে উপাসনা কর সেই আসনের সম্মান কর; উহাকে ভাল বাস, এবং উপাসনাতে বন্ধু ও সহকারীর মত গণনা কর এবং যেখানে যাইবে সঙ্গে লইয়া যাও।

৬। আবেষ্ট্য গৃহবেদীং তাং পতিঃ পত্নী পিতা সুতঃ।

মাতা কন্যা স্বসা ভ্রাতা বিশেৎ স্বস্বাসনেষু চ॥

পতি পত্নী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী গৃহের বেদী বেষ্টন করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিবে।

৭। নিমন্ত্রিতা বান্ধবাশ্চেদ্ যুঞ্জীরন্নর্চ্চনে তদা।

উপবিশেয়ুঃ পুরুষা স্ত্রিয়শ্চ পার্শ্বয়োঃ পৃথক্॥

নিমন্ত্রিত বা বান্ধবগণ যদি উপাসনায় যোগ দেন, তাহা হইলে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ পৃথক্ পৃথক্ উভয় পার্শ্বে বসিবে।

৮। আসনং পরিগৃহ্যাগ্রে প্রণমেদ্গৃহদেবতাম্।

আসন পরিগ্রহ করিয়া অগ্রে গৃহদেবতাকে প্রণাম করিবে।

৯। উপাসনাং নির্ব্বহেত গৃহী গাম্ভীর্য্যমাবহন্।

গৃহোচিতগিরা তত্তদ্বুদ্ধ্যভাবানুসারতঃ॥

গৃহী ব্যক্তি গাম্ভীর্য্য সহকারে গৃহোচিত ভাষায় পরিজনবর্গের বুদ্ধি ও অভাবানুসারে উপাসনা নির্ব্বাহ করিবে।

১০। আরভোতোদ্বোধনেন গায়েয়ুঃ পুরুষাস্ততঃ।

স্ত্রীণাং স্বরৈরেকতানপ্রাপিতৈঃ স্তুতিপ্রার্থনৈঃ॥

উদ্বোধনে উপসনা আরম্ভ হইবে, তদনন্তর পুরুষগণ স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত স্বরে স্তুতি প্রার্থনায় গান করিবে।

১১। আরাধনা ততো যত্র স্বরূপাণি ক্রমাদ্বিভোঃ।
বিবৃতানি বিধৃতানি প্রদত্তগৌরবাণি চ॥

অনন্তর আরাধনা। আরাধনাতে ঈশ্বরের স্বরূপ গুলি যথাক্রমে বিবৃত করিবে, ধারণ করিবে, এবং গৌরবান্বিত করিবে।

১২। ততো ধ্যানেন তান্যত্র পুণ্যে পরমপূরুষে।
সাক্ষাৎক্রিয়েরন্নেকত্র তুষ্ণীম্ভাবেন চ ক্ষণম্॥

অনন্তর কিছু ক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিয়া ধ্যানযোগে সেই সমুদায় স্বরূপ পুণ্যময় পরমপুরুষে একত্র প্রত্যক্ষ করিবে।

১৩। হৃদ্যেবং তং প্রভুং দৃষ্টা সর্ব্বে নির্দ্দিষ্টপ্রার্থনম্।
মিলিত্বোদীরয়েয়ুস্তে চৈকৈকঃ ক্রমযোগতঃ।
অভাবান্ স্বস্য পাপানি সমুল্লেখ্য চ প্রার্থয়েৎ।

এইরূপে হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে মিলিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনা করিবে। তৎপর তাহাদিগের মধ্যে এক জন পালানুসারে আপনার পাপ ও অভাব উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিবে।

১৪। দ্বিতীয়সঙ্গীতস্যান্তে নামানি পরমেশিতুঃ।
উদীরয়েয়ুস্ত্রাণানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ॥

দ্বিতীয় সঙ্গীতের অন্তে পরমেশ্বরের প্রিয় মধুর পরিত্রাণদ নাম সকলে উচ্চারণ করিবে।

১৫। ঋষীন্ প্রাচ্যান্ প্রতীচ্যাংশ্চ শ্রুতানি বহুমানয়ন্।
মহীয়ন্ পৌর্ব্বিকাণি জ্ঞানানি বচনং পঠেৎ॥

তদনন্তর আচার্য্য পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের ঋষি ও শাস্ত্র সকলের সম্মান করিয়া এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞানের মহিমা বর্দ্ধন করিয়া প্রবচন পাঠ করিবেন।

১৬। জ্ঞানানুরক্তিসারল্যভক্ত্যুৎসাহৈন প্রার্থনম্।
ন ভারবত্তযত্নেন কুর্ব্বীত তদ্দিনস্য চ॥

জ্ঞান, অনুরাগ, সারল্য এবং উৎসাহ সহকারে ভারবৎ নয় অযত্নে নয় আচার্য্য সে দিনের প্রার্থনা করিবেন।

১৭। নবপুষ্পসমং সাত্তৎ প্রত্যহং সুমনোহরম্।
চিন্তাভাবসমুচ্ছ্বাসাচ্ছ্বসিতান্নূতনান্॥

নিত্য নূতন চিন্তা, ভাব, ও উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত করে এরূপ প্রতিদিন নবীন পুষ্পের ন্যায় নবীন ও মনোহর প্রার্থনা হইবে।

১৮। ন শব্দাড়ম্বরো ব্যর্থবাক্যং বা গ্রথিতানি চ।
পদানি বাক্যভূতানি পুনরুক্তানি তানি চ॥
বিনয়স্য চ দৈন্যস্য বাঙ্মাত্রেণ প্রদর্শনম্।
স্বরোঽস্বাভাবিকোবাথ বিকৃতা অঙ্গভঙ্গয়ঃ॥

তোষয়ন্তি পরাত্মানমুপহাসাবমাননে।
মহতো মহতস্তস্য স তেভ্যস্তদ্ জুগুপ্সতে॥

শব্দাড়ম্বর, ব্যর্থবাক্য, গ্রথিত পদ, কেবল কথামাত্র যে সকল হইয়া গিয়াছে, ঐ সকলের পুনরুক্তি, কেবল কথায় বিনয় ও দীনতা প্রদর্শন, অস্বাভাবিক স্বর, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, এ সকল পরমাত্মার সন্তোষ জন্মায় না। এ সকল মহৎ হইতে মহতের উপহাস ও অবমাননা, এ জন্য তিনি এ সকলকে ঘৃণা করেন।

১৯। গৃহপূজাগৃহে নিত্যং সত্যোপাসনমস্তু তৎ।
প্রার্থয়ন্তি চ যে তত্র প্রার্থয়ন্তু হৃতেন চ।
হৃদয়েন চ পূর্ণেন ভক্ত্যা ভাবেন সম্ভ্রমৈঃ॥

পারিবারিক পূজাগৃহে নিত্য সত্যোপাসনা হউক। যাহারা সেখানে প্রার্থনা করে তাহারা সত্য, ভাব, সম্ভ্রম, ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করুক।

২০। স্মরন্তু তে প্রার্থয়ন্তি যে তত্র যন্ন কেবলম্।
প্রার্থয়েরন্ লভেরংস্তু নান্বিষ্যেরন্ পরংপ্রভুম্।
পশ্যেয়ুশ্চয়ুর্ধর্ম্মং শান্তিং শ্বসিতনন্দিতে॥

যাহারা প্রার্থনা করে তাহারা স্মরণ করুক যে, কেবল প্রার্থনা করিবে না কিন্তু লাভ করিবে, কেবল অন্বেষণ করিবে না কিন্তু পরম প্রভুকে দর্শন করিবে এবং ধর্ম্ম, শান্তি, প্রত্যাদেশ এবং আনন্দ সঞ্চয় করিবে।

২১। প্রার্থয়থাঽন্বহং চেৎ কিং লভধ্বেঽত্র ততঃ ফলম্।
অবদৎ স প্রভুর্যোঽসৌ যংযৎ প্রার্থয়তি প্রিয়ম্॥
তস্য তত্তৎ প্রদাস্যামি প্রণতস্য চ ভক্তিতঃ।
প্রার্থনং পাপযুক্তস্য সরলং স্বীকরোম্যহম্॥

যদি তোমরা প্রতিদিন কেবল প্রার্থনা কর, প্রার্থনাতে তোমরা কি লাভ করিবে? প্রভু বলিয়াছেন, যে কেহ যাহা প্রার্থনা করে, আমি তাহার সেই প্রার্থিত বিষয় অর্পণ করিব। ভক্তিতে প্রণত পাপীর আমি সরল প্রার্থনা স্বীকার করিয়া থাকি।

২২। প্রার্থয়ত প্রতীক্ষধ্বমাশ্বস্তহৃদয়ঃ প্রভুঃ।
বক্তি যচ্ছতি যাবন্ন সম্পদোঽনুগ্রহস্য চ।
জ্ঞানানুখসনানন্দপুণ্যৈশ্চিত্তং প্রপূরয়ন্॥

প্রার্থনা কর এবং আশ্বস্তহৃদয় হইয়া প্রতীক্ষা কর, যত ক্ষণ না প্রভু কথা বলেন এবং জ্ঞান প্রত্যাদেশ আনন্দ এবং পুণ্যে প্রত্যেক চিত্ত পূর্ণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহসম্পদ্ হইতে দান করেন।

২৩। ধন্যং প্রাতর্বন্দনায়াং স্তুতৌ চ প্রার্থনেষু চ।
অনমাভুঞ্জতে ভত্র সর্ব্বেঽনুগ্রহমীশিতুঃ।
পরাত্মানুখসনেন তেবাযাত্মা সমৃদ্ধিমান্॥

ধন্য প্রাতঃকাল, যে সময়ে স্তুতি বন্দনা এবং প্রার্থনাতে সকলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণে ভোগ

করে এবং সকলের আত্মা পরমাত্মার নিঃশ্বাসে সম্বদ্ধমান্ হয়।

২৪। আশীর্ব্বচনসঙ্গীতানন্তরং প্রণমেদ্ভুবি।
সম্ভাবয়ন্ ধন্যবাদৈরনুগ্রহায় তং প্রভুম্॥

আশীর্ব্বচন এবং সঙ্গীতের পর অনুগ্রহের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতে করিতে ভূতলে প্রণাম করিবে।

২৫। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি বাচয়ন্বং মুদা ততঃ।
তদনন্তর আনন্দে বল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গৌতমের ভক্তি।

গৌতমের ভক্তি? এ যে নূতন কথা। নববিধানের প্রসাদে সমুদায় নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। সেই জন্য গৌরাঙ্গের জ্ঞান গৌতমের ভক্তি এই সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। গৌতমের ভক্তি অপ্রসিদ্ধ কথা, কেহ জানে না, কেহ কখন শোনে নাই। নববিধানের প্রসাদে সেই অপ্রসিদ্ধ কথা প্রসিদ্ধ হইবে, এই জন্য আমাদের চেষ্টা। শাক্যমুনির জীবনে যে সকল ভক্তির লক্ষণ ছিল তাহা প্রদর্শন করিতেছি। এ বিষয় বুঝতে হইলে অগ্রে জানা আবশ্যক, "ভক্তি কি"? ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ এই, কেবল সেই একমাত্র ইষ্ট দেবতার প্রতি—একমাত্র লক্ষ্য সাধনের প্রতি অনুরক্তি, অন্য বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি নিরভিলাষিতা, জ্ঞান অর্থাৎ মতামত বিষয়ে শুষ্কতার্কিকতা এবং কর্ম্ম অর্থাৎ পশুবধ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতঃ যে অনুষ্ঠান তাহা দ্বারা আবৃত না হওয়া এবং প্রিয়ভাবে ইষ্টবস্তুর অনুশীলনকে ভক্তি বলা যায়। এ বিষয়ে নারদ পঞ্চরাত্রে লক্ষণ করিয়াছেন যথা—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

সকল প্রকার উপাধিশূন্য, ইষ্ট দেবতার প্রতি একান্ত আনুগত্য বশতঃ নির্ম্মল, ঈদৃশ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যে ঈশ্বর সেবা তাহাকে ভক্তি বলা যায়।

এই দুইটি লক্ষণই শাক্যমুনির জীবনে সম্পূর্ণ ছিল। তাঁর মনে সেই বস্তু সেই দেবদুর্লভ লভ্য লাভ করিবার জন্য এমত আসক্তি জন্মিয়াছিল যে তিনি সংসারের স্ত্রীপুত্রাদি সমুদায় প্রিয়ব্যক্তি ও প্রিয়বস্তুর প্রতি অভিলাষশূন্য হইয়াছিলেন, জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কোন শাস্ত্রবিশেষ বা মতবিশেষের পক্ষপাতী হইয়া যে শুষ্ক বস্তুতত্ত্ব আলোচনা করা তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি কোন বিশেষ মত ভাল বাসিতেন না, কিন্তু যাহা সত্য তাহারই অনুসরণ করিতেন। তাঁহার জ্ঞানবিবাদমূলক ছিল না কিন্তু তাঁহার জ্ঞান জীবনপ্রদ ছিল। সুতরাং সে জ্ঞান অনুরাগের বাধা জন্মাইতে পারিত না। কর্ম্মানুষ্ঠান পশুবধাদিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, কোন প্রাণীকে হিংসা না করা প্রত্যুত প্রাণিহিংসামূলক ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতি এবং অনুকূল ভাবে ইষ্টানুশীলন উভয়ই তাঁহাতে ছিল।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কোন সাকার দেবতা মানিতেন না। কেবল তাহাই নহে, নিরাকার কোন দেবতা কি তদ্বোধক শব্দ, যাহার অর্থ লইয়া ভাব লইয়া উদ্দেশ্য লইয়া জগতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ বিসংবাদ চলিতেছে তাহা তিনি ভাল বাসিতেন না, কিন্তু তিনি এক বিশ্বজনীন, সর্ব্বজনাদিগত চিৎ শক্তির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সেই বিষয়ে তাঁহার তৎপরতা নৈর্ম্মল্য ছিল, অর্থাৎ সেই প্রাপ্য পাইবার জন্য তিনি আর সমুদায় প্রাপ্যের আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। সুখপূর্ণ রাজ্যসুখ, প্রিয়তমা পত্নী, প্রিয়তম পুত্র, নমস্য ও মাননীয় পিতা মাতা, এ সমুদায় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "হৃষীক" বলিতে ইন্দ্রিয়। সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, মনন, রসন, স্পর্শন প্রভৃতি সমুদায় শক্তি দ্বারা "হৃষিকেশ" অর্থাৎ এই সকল ইন্দ্রিয়শক্তির অধীশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা বা সর্ব্বশক্তির মূল চিৎ শক্তির সেবাও রূপান্তরে তাঁহাতে ছিল। এ সকল দ্বারা অন্ততঃ এত দূর প্রমাণিত হইল যে শাক্যমুনির জীবনে ভক্তির শক্তি ছিল। ভক্তির যে সকল গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা ধরিয়া অন্বেষণ করিলেও তাঁহার জীবনে ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা॥

ভক্তি ক্লেশঘ্নী, ভক্তি জন্মিলে ক্লেশ দূর হয়। গৌতমের জীবন কেবল ক্লেশ দূর করিবার জন্যই প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিল। কেবল প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিল না কিন্তু সমুদায় ক্লেশের মূলচ্ছেদ করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে ক্লেশ কি?

"ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তত্রিধা।"

পাপের মূল অবিদ্যা ও পাপকেই ক্লেশ বলা যায়। ভক্তি জন্মিলে এই পাপ থাকে না। ভাগবতে যথা—

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"

বর্দ্ধিতশিখ অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলকে সহজে ভস্মসাৎ করে, মদ্বিষয়া ভক্তি সেইরূপ সমুদায় পাপকে সমূলে বিনাশ করে। এত গেল অন্যের কথা,—আমাদের কথা কি? ভক্তি জন্মিলে যে পাপ থাকিতে পারে না তাহার প্রমাণ

কি? ভক্তির অর্থ আনুগত্য, অর্থাৎ একান্তভাবে তাঁহার হইয়া যাওয়া। আমি যাঁহার, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ কখন করিতে পারি না। আমি যদি কাহারও ভক্ত হই অর্থাৎ কাহার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হই, তবে কি তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারি? পারি না। পারিলে অনুগত বা ভক্ত নাম আর রাহবে না। যাই বিরুদ্ধাচরণ করিব অমনি সেই মুহূর্ত্তে আমার ভক্ত নাম চলিয়া যাইবে। সুতরাং অতি সহজেই বুঝা যায় যে বিরুদ্ধাচারী লোক কদাচ ভক্ত হইতে পারে না, আবার ভক্তি হইলেও বিরুদ্ধাচার থাকিতে পারে না। পাপ আর বিরুদ্ধাচার একই কথা।

গোতম জীবনের অপবিত্রতা ও মৃত্যু একই মনে করিতেন। তাঁহার মনে লক্ষ্য ও সাধন এক ছিল। অঁনেরা নির্ব্বাণ সাধন করিতে যাই ঈশ্বর লাভের জন্য, তিনি নির্ব্বাণ সাধনে নিরত ছিলেন নির্ব্বাণেরই জন্য। নির্ব্বাণ প্রাপ্তি তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। নির্ব্বাণশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বেগ, প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া হৃদয়ের উষ্ণতা নিবিয়া গেলে, আমাদিগের জীবনে স্বতঃ চিরসংযুক্ত যে ঈশ্বর তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। এই জন্য গৌতম সাধন আর লক্ষ্যকে এক মনে করিতেন, এবং তাঁহার নিকটে নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম একই বস্তু ছিল।

দ্বিতীয়তঃ ভক্তিশুভদা, অর্থাৎ ভক্তি মঙ্গল দান করেন। যখন অমঙ্গল বিনাশ করেন তখন মঙ্গল দান করবেন আশ্চর্য্য কি? ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরাগিতা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥"

ভক্তি হইলে সকল জগতের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ জন্মে সদ্গুণ ও সুখ সকল বাড়ে এই সকলকে শুভ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। ভক্তির শুভদাতৃত্ববিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—যথা—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

ভগবানেতে অকিঞ্চন ভক্তি জন্মিলে সকল গুণের সহিত দেবতাগণ তাহাতে বাস করে, হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্গুণ সকল কোথায়? কেন না অভক্তগণ মনোরথে আরোহণ করিয়া অসৎপথে ধাবিত হয়। অকিঞ্চন হইলে আর ভক্তির শুভদায়িত্ব সিদ্ধ হইবে না কেন? এরূপ শুভ গোতম হস্তগত করিয়াছিলেন। কেন না তাঁহার জীবনের পুণ্যময়ী জ্যোৎস্না জগৎকে আলোকিত ও উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। জগৎ তাঁহার জীবনের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া অদ্যাপি গললগ্নীকৃতবাসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর মঙ্গল লাভ কি হইতে পারে?

তৃতীয়তঃ ভক্তি সুদুর্লভা, অর্থাৎ সহজে লাভ করা যায় না। ভক্তি সহজে লাভ হয় না এ কথা বলিলে ভক্তির প্রতি দোষ দেওয়া হয়। এই জন্য আমরা বলি ভক্তি সুদুর্লভ নহে কিন্তু পাপ ত্যাগ কঠিন বলিয়া ভক্তি সুদুর্লভ। মানুষ সহজে পাপ ছাড়িতে পারে না; পাপ ছাড়িলেও ভক্তি হয় না, এই জন্য সুদুর্লভ।

সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা,—ভক্তি জন্মিলে আত্মা গাঢ় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এমন ভাবে থাকে যে অন্য বিষয়, অন্য ব্যক্তির কথা স্মরণে রাখিতে অবসর পায় না।

"ভয়ং দ্বিতীয় ভিনিবেশতঃ স্যাৎ"

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মে, অর্থাৎ সংসারে অভিনিবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সংসার চিন্তা করিলে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরাভিনিবেশ অল্প হইয়া যায়, ঈশ্বরলাভের রুচি ও অনুরাগ শিথিল হইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরলাভ জন্য আনন্দ দ্বারা যদি মানুষের মন ও তপ্রোত হইয়া থাকে তাহার দ্বৈতাভিনিবেশ, অর্থাৎ সংসারাভিনিবেশ আর থাকিতে পারে না। ভাল বস্ত্র, ভাল অলঙ্কার, ভাল শয্যা, ভাল খাদ্য প্রভৃতি আর তাহাকে উদ্বেগগ্রস্ত করিতে পারে না। সে সেই দেবারাধ্য ধনের জন্য আর সমুদায় সুখ সৌভাগ্য ভুলিয়া যায়, তাই গৌতম তাদৃশ ভাবে সংসার ছাড়িতে পারিয়াছিলেন, তাই গৌতম কঠিন ভাবে ইন্দ্রিয়দমন করিয়া তীব্রব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাই গৌতম তীব্র ভাবে সমুদায় পাপ প্রলোভনকে দগ্ধ করিতে জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ভক্তিতে হৃদয় কোমল হয়, জ্ঞানে কঠিন হয়। গৌতমের জ্ঞানপ্রধান হৃদয় অত্যন্ত কোমল মৃদু ও দয়ালু ছিল, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের সহচরী ভক্তি ছিল ইহা বলাতে দোষ বোধ হয় না। ফলতঃ যে গুণ থাকাতে অথবা যে দেবশক্তি আসিয়া মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে, মানুষকে ব্যস্ত করিয়া তোলে, পূর্ব্বভাবে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সেই দৈবশক্তি ভক্তি গৌতমের ছিল। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে চৈতন্যের জীবনে যেমন ভক্তির পূর্ণতা ছিল, গৌতমের জীবনে সেরূপ ছিল না কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনী শক্তি অবশ্যই ছিল, যাহাতে জীবনকে সহজে সহসা পরিবর্ত্তিত করে। চৈতন্যের জীবনে যেমন জ্ঞান ছিল, কিন্তু গৌতমের জ্ঞানের ন্যায় তীব্রজ্ঞান ছিল না, গৌতমের জীবনেও সেইরূপ ভক্তি ছিল কিন্তু তাহার তাদৃশ তীব্রতা ছিল না। "তীব্রতা ছিল না" ইহার অর্থ ইহা নয় যে অভাব ছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার শক্তি প্রকাশ পাইত না এই মাত্র।

চৈতন্যের জীবনে ভক্তি যেমন তরঙ্গায়িত নদীজলের ন্যায় বিলাসময়ী, উল্লাস ও উচ্ছ্বাস পূর্ণা ছিল শাক্যের জীবনে ভক্তির তেমন লীলা বিলাসাদি ছিল না। যাহউক শাক্যের জীবন ভাবময় ছিল। তিনি ধ্যান করিতেন সত্য, কিন্তু যে জীবন ভাববিহীন তাহা ধ্যান করিতে পটু নহে। ধ্যানের ভিতরে রস চাই, মাধুর্য্য চাই, যাহাতে তৃপ্তি জন্মে আনন্দ জন্মে, এমন কিছু চাই। রস না পাইলে, সুখ না পাইলে একান্ত ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে কেন? এস্থলে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য মনে পড়িতেছে। জ্ঞান বল, ভক্তি বল, কর্ম্ম বল, পরস্পরেতে পরস্পরের পোষণশক্তি আছে। যে স্থলে জ্ঞান আছে সে স্থলে সেই জ্ঞানের পোষণার্থ ভক্তি কর্ম্মও কিছু না কিছু থাকিবেই; ভক্তি থাকিলেও কিছু না কিছু জ্ঞান কর্ম্ম থাকিবেই; কর্ম্ম থাকিলে তাহার পোষণার্থ কিছু না কিছু জ্ঞান ভক্তি থাকিবেই। অতএব একটী প্রধান শক্তি থাকিলে সেই শক্তির পোষণ জন্য অন্য শক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমন "দ্রব্যমেকরসং নাস্তি ন রোগো দোষকোষজঃ।" কোন দ্রব্য যেমন কেবল তিক্ত কটু বা মধুর হয় না, রোগ যেমন একটি মাত্র দোষ হইতে জন্মে না, সেইরূপ কোন মনুষ্যোতে কেবল ভক্তি কি কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম্ম প্রভৃতি থাকিতে পারে না।

কুটীর।

শনিবার, ১০ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তি শিক্ষার্থী, যদি জল এল মরুভূমিতে, তবে সেই মরুভূমি উর্ব্বরা হওয়ার উপায় হইল। আকাশের জল, নদীর প্লাবনের জল ক্রমাগত দুই দিক্ থেকে এসে হৃদয়ভূমিকে অভিষিক্ত করিলে হৃদয় ভিজে কোমল এবং নরম হইল, ক্রমে সক্ত ভূমি উর্ব্বরা হওয়ার উপক্রম হইল। হৃদয় প্রেমচন্দ্র দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় নরম হইল। বিনয়, দীনতা এবং দয়া এই কয়েকটী ফুল বিশেষ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া সেই স্থানকে সুশোভিত করিল। হৃদয় উদ্যানের ন্যায় হইল। চারিদিকে লতা, বৃক্ষ, পুষ্প, ফলে সুন্দর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে ভূমি পাথরের মত কঠোর, তীব্র এবং নয়নকষ্টকর ছিল এখন তাহা মনোহর হইল। যত ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় হৃদয় ততই নরম হয়; অহঙ্কার, তেজ অথবা গর্ব্বিতভাব চলিয়া যায়। অহঙ্কার ভক্তির শত্রু, ভক্তি অহঙ্কারের শত্রু, যেথানে একটী থাকে সেথানে আর একটী থাকিতে পারে না। যথার্থ ভক্ত, বিনয়ী, দীনাত্মা, এবং অকিঞ্চন, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না। তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার নিজের বল, নিজের জ্ঞান, নিজের ভাব কিছুই নাই। যত ভক্তি বৃদ্ধি হয় ততই এ সকল ভাব বৃদ্ধি হয় এবং যত এ সকল ভাব বৃদ্ধি হয় তত ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ভক্ত ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হন, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর কিছুই থাকে না, তাঁহার আমিত্ব পর্য্যন্ত জলপ্লাবনে ধৌত হইয়া যায়। কেবল যাহা ঈশ্বরকে ভক্তি এবং সেবা করে সেই টুকু থাকে। যেমন একটী বাগানের মধ্যে ফকীর বসে আছে ভক্তির অবস্থা সেইরূপ। যাহা মরুভূমি ছিল প্রেমচন্দ্র লয়ে তাহা বাগান হইল। সেথানে রাজার ঐশ্বর্য্য বিপুল ধন সম্পত্তি আসিয়া নূতন দৃশ্য সৃজন করিল। যিনি ভক্ত তিনি তাহার মধ্যে দীন বৈরাগী, অকিঞ্চন, এবং নিঃসম্বল ফকীরের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

প্রেমোদ্যানের মধ্যে ভক্তের এই ছবি। ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত অহঙ্কারী, ধনাভিমানী, এবং স্বার্থপর ছিলেন। কিন্তু ভক্তির সমাগম মাত্র তিনি পরপ্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বস্ব পরের জন্য হইল। পূর্ব্বে তাঁহার দান করিবার অনেক সামগ্রী ছিল কিন্তু সকলি নিজের জন্য ব্যবহার করিতেন অন্যকে দিতেন না, এখন নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না, সকলই পরের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এই রূপে ভক্তি আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়, দীনতা, এবং দয়া আসে। এই তিন ভাবই মূলে এক। ভক্ত যিনি তিনি কেবল আধার হইলেন; আধেয় রহিল না, শরীর মন রহিল কিন্তু তাহার ভিতরে যে কর্ত্তা, ভূস্বামী, ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিল সে আর নাই, সে আধারেতে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইল। দয়ার স্বধর্ম্ম এই যে তাহা চারিদিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অহঙ্কার, ধনগর্ব্ব, নির্দ্দয়তা, এই তিনটি ভক্তির শত্রু। অহঙ্কার এবং ধনগর্ব্ব থাকিলে পরের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। যখন অহঙ্কার চলিয়া যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা এবং পরের প্রতি নির্দ্দয়তা কমিয়া যায়। এ সমুদয়ের মূলে কি, বুঝিলে? অহং, আপনার প্রতি আসক্তি, স্বার্থপরতা। যখন অহং পরিত্যক্ত হইল, তখন ঈশ্বর আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জগদ্বাসী লোক সকলও আসিল। জলপ্লাবনে আমিত্বের রাজ্য বিপ্লব হইল। আমিত্ব নির্ব্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্তুত হইল তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার আপনার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন ইহার অর্থ এই যে ভক্ত বিনয়ী, দীন, এবং দয়াবান্ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা ছিল তত দিন আপনার উপর দয়া ছিল, যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন সেই দয়া অন্যের প্রতি ধাবিত হইল। এক ভক্তি আসিয়া এত দূর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। যত ভক্তি বাড়ে ক্রমে বিনয়, দীনতা, দয়া ফুল আরও প্রস্ফুটিত হয়। প্রেমচন্দ্রপানে তাকাইয়া আছেন যে ভক্ত তাঁহার হৃদয় হইল উদ্যানের ন্যায়। ভক্ত বিনয়ী, দীন, এবং দয়ার্দ্র হইয়া ঈশ্বরের সেবা করেন। ঈশ্বর দর্শনে এত ফল। স্মৃতিশাস্ত্রে দয়া স্মরণ করিতে করিতে ভক্তি হয়, এখানে ঈশ্বরদর্শনমাত্র হৃদয়ের এ সকল কোমল ভাব প্রস্ফুটিত হয়। ভক্ত বিনয়ী হইয়া আপনাকে ভাল না বেসে পরকে ভাল বাসে। শিবং অর্থাৎ মঙ্গলময় ঈশ্বরের মুখ ভক্ত যত দেখেন, ততই তিনি নিরহঙ্কারী, দীন, এবং দয়ার্দ্র হন, যত ব্রহ্মকে দেখেন, তত তিনি নিজে ছোট হন। জ্ঞানেতে মানুষ আপনাকে বড় দেখে, ভক্তিতে আপনাকে ছোট দেখে। পৃথিবীতে দুই রকম কাচ আছে। এক রকম কাচ ছোট বস্তুকে বড় দেখায়, আর এক প্রকার কাচ বড় বস্তুকে ছোট দেখায়। ভক্তির ভিতর দিয়া আপনাকে যত দেখিবে, ততই ছোট দেখিবে। ভক্তের আমিত্বত নাইই, যদিও ভক্তিকাচ দ্বারা কিছু আপনাকে দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত ছোট দেখায়। ক্রমে ভক্তিকাচের গুণ যত বাড়িবে, সেই পরিমাণে আপনাকে আরও ক্ষুদ্র দেখাইবে। শেষে আপনাকে ঈশ্বরের পদধূলি, এবং সকলের পদধূলি দেখিবে। যত ধন, মান, সমুদয় কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়।

যতই ভক্তি বাড়ে ভক্ত ততই দীনাত্মা হয়; এবং ভক্তের হৃদয় সমস্ত জগতের বাস স্থান হয়। যদি বল একটি সর্ষপের ন্যায় মনুষ্য হৃদয়, কোটি কোটি মনুষ্য পৃথিবীতে বাস করে, তবে একটি ক্ষুদ্র হৃদয় কিরূপে এত বড় জগতের বাসস্থান হইবে? হাঁ, ইহা সম্ভব। ভক্তির উদয়ে যখন সেই সর্ষপবৎ আমিত্ব নির্ব্বাসিত হয়, তখন ঈশ্বর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং ঈশ্বর আসিলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত জগৎ আসে। যে আমিত্ব ব্যবধান অথবা প্রাচীর ছিল তাহা দূর হইল। ভক্তের হৃদয় জগতের মঙ্গলের জন্য, জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড আধার হইল। ঈশ্বরের প্রেম ভক্তের ভিতর দিয়া জগতের উপকার করিতে লাগিল। ভক্তিশাস্ত্রের এই বিশেষ ভাব যে ঈশ্বর কাজ করেন, ভক্ত গ্রহণ করেন। ঈশ্বর দাতা, ভক্ত ক্রমাগত ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিয়া তাহা আবার জগৎকে দেন। ভক্ত কেবল এই দেখেন যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে চাঁদের আকর্ষণ লাগে। ঈশ্বরই সমুদয় কাজ করেন, ভক্ত কেবল চুপ করে বসে দেখেন। শিবং দর্শন সম্পর্কে এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল। শিবং মঙ্গলময় ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত যখন মোহিত, এবং বশীভূত হইয়া সেই সুন্দরং ঈশ্বরকে দর্শন করেন সেই দর্শনজনিত যে একান্ত বশীভূত ভাব তাহা হইতে তৃতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

মরুভূমিরুর্ব্বরাভিসংসিক্তা যদি বারিণা।
শুষ্কা হৃদয়ভূমিশ্চ সিক্তা সোর্ব্বরতাং ব্রজেৎ॥ ১॥
প্রেমেন্দুনা সমাকৃষ্টে হৃদয়ে সুমহানয়ম্।
ভক্ত্যম্বুরাশিস্তত্তচ্চ সিক্ততত্বং হি গচ্ছতি॥ ২॥
পুষ্পাণি বিকসন্ত্যস্মিন্ বিনয়োদীনতা দয়া।
বিশেষেণ শোভনীয়া তৈর্ভূমিরভবত্তদা॥ ৩॥
উদ্যানত্বে পরিণতং হৃদয়ং ফলপুষ্পকৈঃ।
বৃক্ষবল্ল্যাদিভিঃ শ্রীমদ্ভক্ত্যাতিমনোহরম্॥ ৪॥
শিলাশকলবত্তত্তু কঠোরঞ্চাক্ষিপীড়নম্।
আসীৎ পুরা তদেবাতিমনোরমমজায়ত॥ ৫॥
তেজোহহঙ্কারগর্ব্বাশ্চ সদ্ভক্তিপরিপন্থিনঃ।
তিরোভবন্তি তে সাক্ষাদ্ ভক্ত্যাগমমাত্রতঃ॥ ৬॥
ভক্তেঃ শত্রুরহঙ্কারঃ সা শত্রুস্তস্য যত্র সঃ।
ন সা সা রাজতে যত্র ন তত্র স চ নিশ্চিতম্॥ ৭॥
দীনাত্মাহকিঞ্চনঃ সোহয়ং বিনয়ী ভক্তিমান্ জনঃ।
জ্ঞানং বলঞ্চ ভাবশ্চ নাত্মনোহস্তীতি মন্যতে॥ ৮॥
অস্য ভাবস্য বৃদ্ধিঃ স্যাদ্ভক্তিবৃদ্ধ্যনুসারিণী।
ভক্তিবৃদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়া তদ্ভাবপরিবর্দ্ধনৈঃ॥ ৯॥
সর্ব্বস্বমীশ্বরস্তস্য ভক্তস্যাপ্লাবনেন তু।
অহন্তাপি ধৌতমূলা তাবতোবাবশিষ্যতে॥
ভক্তিঃ সেবা চ যাবত্যা সন্ধা স্যাৎ পরমেশ্বরে।
উদ্যানবাসিসন্ন্যাসিসমা ভক্তিদশা স্মৃতা॥ ১০॥
আরামো মরুভূমিঃ সা প্রেমেন্দুপরিবারিতা।
ধনধানান্যৈশ্বর্য্যোদ্দিশ্যাত্বং সমুপাগতঃ॥ ১১॥
দীনো বৈরাগ্যসম্পন্নো নিঃসম্বল ইবাত্র সঃ।
ভক্তো নিবসতি জ্যোষা প্রেমোদ্যানেহত্র তচ্ছবিঃ॥ ১২॥
আত্মপ্রতিষ্ঠ আসীৎ স পূর্ব্বং স্বার্থপরায়ণঃ।
পরপ্রতিষ্ঠিতঃ সোহসৌ পরার্থজীবিকং বহন্॥ ১৩॥
যৎ সর্ব্বং নিজভোগার্থং তদাসীৎ সুখিনঃ পুরা।
তৎসর্ব্বং পরভোগার্থং সুখেন স সমাসৃজৎ॥ ১৪॥
ভক্তেরস্য গতো যোহয়ং বিনয়ো দীনতা দয়া।
ভক্তিমূলক এবৈক আবির্ভূতস্তদৈব হি॥ ১৫॥
কর্ত্তাসীদ্যঃ পুরা যস্মিন্ ন স সম্প্রতি বিদ্যতে।
অবতীর্ণা পরেশস্য দয়া সর্ব্বহিতার্থিনী॥ ১৬॥
পরানুরাগঃ সংজাতো গর্ব্বাহঙ্কারলোপতঃ।
তন্নয়ে স্বার্থসম্বন্ধো নৈষ্ঠুর্য্যং প্রবিলীয়তে॥ ১৭॥
আত্মানং প্রতি চাসক্তিঃ স্বার্থান্বেষণমেব চ।
অংং তত্ত্যাগতস্তস্মিন্ স্যাদ্বিশেষেণেশ্বরাগমঃ॥ ১৮॥
তদাগমে স বিনয়ী দীনোজাতো দয়ান্বিতঃ।
স্মৃতাস্তেহস্য দর্শনতো জ্ঞেয়মেবং মহৎ ফলম্॥ ১৯॥
জ্ঞানাভিমানতো বিদ্বান্ মহান্তং মন্যতে স্বকম্।
ব্রহ্মদর্শনমাত্রস্তু ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরং পুনঃ॥ ২০॥
ভক্তিকাচগুণেনৈবং দৃষ্ট্বাত্মানং স ভক্তিমান্।
সর্ব্বেষাং পাদরজসা তুল্যমাত্মানমীক্ষতে॥ ২১॥
ক্ষুদ্রে চাত্মনি জগতাং নিবাসে পরমাত্মনি।
আবির্ভূতে জগৎ সর্ব্বং সাবকাশং বসত্যহো॥ ২২॥
অহন্ত্বাব্যবধানেন জগদ্ব্যবহিতং পুরা।
আসীত্তদ্বিলয়ে প্রেম ধায়োহয়ং বিপুলোহভবৎ॥ ২৩॥
প্রেমাহয়ং পরমেশস্য ভক্তমাশ্রিত্য রাজতে।
জগতাং হিতমাতিষ্ঠন্ গ্রগীতা স চ কেবলম্॥ ২৪॥
চন্দ্রাকর্ষণমাত্রং হি তেনানুভূয়তে হৃদি।
ঈশ্বরেণৈব সংসিদ্ধং করণীয়ং স পশ্যতি॥ ২৫॥
শিবদর্শনসম্বন্ধং ফলকৈঃ ত্বদ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ন্তু ভবেৎ স্যাৎ সৌন্দর্য্যানুভবে পুনঃ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে
শিবদর্শনফলং নাম একাদশমুপনিষৎসু
সপ্তবিংশতিতমমনুশাসনম্।

সংবাদ।

"নব্য ভারত" মাসিকপত্র ও সমালোচনের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে লিখিত প্রবন্ধ সকলের অধিকাংশ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ "যোগমতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধটি (আমাদিগের মতের সঙ্গে না মিলুক) অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যদি ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে পরিণামে আরও উৎকৃষ্ট হইবার আশা আছে।

৩ আষাঢ় শনিবার ভাই অমৃতলাল বসু রাঙ্গুণে "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" এ সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, বারমিস্, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, পারসী, মুসলমান ও চিনদেশী উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে প্রধানাদালতের জজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বক্তাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ ধুবড়ী, গৌহাটী, তেজপুর, গোলাঘাট, জোড়হাট, শিবসাগর হইয়া সম্প্রতি ডিব্রুগড়ে গমন করিয়াছেন। সেখান হইতে নওগাঁ যাইবেন। তাঁহার গমনে অনেক স্থলে ব্রাহ্মসমাজ পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় স্বদেশীয় বিদেশীয় লোক সকল আমাদিগের ভ্রাতার প্রতি যে প্রকার আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, পীড়ার সময়ে চিকিৎসাদি করিয়াছেন তজ্জন্য আমারা একান্ত কৃতজ্ঞ।

এই পত্রিকা ৬ নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২০ আষাঢ় শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ ।
১৩ সংখ্যা ।

১ লা শ্রাবণ রবিবার ১৮০৫ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে দেবাদিদেব, আমি এত দিন তোমায় আচ্ছাদন করিয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছি, লোকের নিকটে লইয়া গিয়াছি, সাধন ভজনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন প্রার্থনা তুমি আমায় আচ্ছাদন করিয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ কর। এ প্রার্থনার অধিকার জন্মিয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু যেখানে আসিয়া উপস্থিত, যেরূপ অবস্থায় নিপতিত, আর এ প্রার্থনা না করিয়া চলে না। ষোড়শ বর্ষের অধিক কাল যে ব্যক্তি আপনাকে প্রবল রাখিয়া হার মানিল, সে বল আর তোমার নিকটে অন্য কি প্রার্থনা করিবে? কিন্তু মন বলে না আজও সে এ প্রকার প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইয়াছে। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া তোমাকে অগ্রসর হইতে দেওয়া সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। মনুষ্য আপনার বুদ্ধি, বল, ধন, জনাদির অভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা করে যাহা ভাবে, সকলেতেই এই সকল তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করে। হে মহান্ পরমেশ্বর, আমি কি প্রকারে বলিব, আমি কখন এ সকলের একটিকেও চিন্তাপথে সম্মুখে রাখিব না, সর্ব্বদা তোমাকেই সম্মুখে রাখিব। যে তোমায় এ সকলের অগ্রে সর্ব্বদা চিন্তাপথে হৃদয়পথে রাখিতে পারে না, তাহাকে তুমি পশ্চাতে রাখিয়া কখনওতো অগ্রগামী হও না। আমি বলহীন, সহায়সম্পদ্বিহীন হইয়াছি, অথচ আমার অভিমান আমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। প্রভো, এ দুর্ব্বুদ্ধি তুমি বিনা আর কে অপহরণ করিবে। আমি নিজ দুর্ব্বুদ্ধির হস্তে পড়িয়া নিজে মারা গেলাম, তুমি আসিয়া আমায় স্পর্শ কর আমি সঞ্জীবিত হই; নূতন জীবন লাভ করিয়া নিত্যোন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করি। যদি এখন আমি তোমায় আমার হৃদয় মনের অগ্রবর্ত্তী ভূমিতে অধিষ্ঠিত করিতে না পারি, তবে আর আমার অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই, হে দেব, তোমার নিকট প্রার্থনা, আমার জ্ঞান বল বুদ্ধি প্রভৃতির অভিমান সমূলে নির্ম্মূল করিয়া তুমি সে সমুদায়ের স্থান চিরকালের জন্য অধিকার কর যে, আমার চিন্তা নিমেষের জন্যও সে সকলের দিকে ধাবিত না হয়; আমার চিন্তা ও হৃদয় নিয়ত কাল তোমাতেই সংলগ্ন হইয়া থাকে। তুমি আমাকে তোমার হাতের ক্রীড়ন সামগ্রী করিয়া রাখ, আমি সেইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া সুখী এবং চিরকৃতার্থ হই।

বুদ্ধকে আমরা কেন গ্রহণ করি?

আমরা এত দিন বুদ্ধসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, নববিধান মধ্যে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার কারণ এখনও বিশদরূপে অনেকের নিকট প্রস্ফুট হয় নাই। আমরা নিজ বুদ্ধিতে কাহাকেও গ্রহণ বা অগ্রহণ করি না। আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তনে এই সকল মহাত্মা আমাদিগের কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিগৃহীত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের যুক্তি আমাদিগের নিজ জীবনে অনুভূত সত্য। আমরা কোন্ আকর্ষণে কাহার নিকটে গিয়াছি যদি তাহা বলিতে পারি, তাহা হইলে অপরের হৃদয়েও গ্রহণের কারণ অনুভূত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গ্রহণ কালে যে ভাব বীজায়মান থাকে তাহা যতই প্রস্ফুট হইতে থাকে, ততই সেই মহাত্মার সঙ্গে আমাদের যোগ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের হৃদয়ে গোতমের সঙ্গে যোগের যে বন্ধন প্রস্ফুট হইয়াছে তাহা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, সকলে নিজ নিজ হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা পূর্ব্বেও বলি নাই তাহা নহে, কিন্তু আবার নূতন ভাবে অনুভূত সেই সত্য নূতন প্রণালীতে প্রদর্শন করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়া পুনরায় তদ্বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

আমরা বলিয়াছি, আমাদিগের যোগী ঋষি মহর্ষিগণের সাধনে অহমের প্রাধান্য, গোতমের সাধনের প্রণালীতে সেই অহমের তিরোধান। ঋষিগণের পরে গোতম, কেন না অহম্ পরিশুদ্ধ না হইলে তাহার তিরোধান হইবার কিছুতেই সম্ভাবনা নাই। অবিশুদ্ধ অহম্ সর্ব্বদা পশুত্বে আমোদ লাভ করে। বিষয়ের বন্ধনে সে নিয়ত আবদ্ধ, এক মুহূর্ত্ত সে আপনাতে আপনি স্থিতি করিতে পারে না। সে আর আপনার থাকে না, সে তখন পরের হয়। ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে সর্ব্বথা আপনার করিয়া লয়, সে আপনাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে কিছু মাত্র ভেদ করিতে পারে না। এই বদ্ধ আত্মা কখন শুদ্ধ আত্মা নহে। এ আত্মা বিষয়ের দাস, এবং আপনার স্বরূপ আপনি বুঝিতে অক্ষম। সর্ব্বপ্রথম সাধনে এই আত্মাকে আপনার স্বরূপ বুঝিতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঋষিগণ এজন্য সাধনের এই আদিম ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষিগণের মতে, এই আত্মা পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।

> "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

এই আত্মা কখন জন্মে না বা মরে না, এ হইয়া পুনরায় হইবে না। ইহা অজ, নিত্য, পুরাণ, শাশ্বত, শরীরকে বিনাশ করিলেও ইহা বিনষ্ট হয় না। এই আত্মাই শরীরী, এবং ইহাই অবিনাশী ও অপ্রমেয়।

> "অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
> অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥"

শরীরী অবিনাশী এবং অপ্রমেয়, এই সকল অন্তবৎ দেহ তাহারই, অতএব হে ভারত, তুমি যুদ্ধ কর।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, তবে কি ঋষিগণ ব্রহ্ম বস্তু জানিতেন না, আপনাদিগকে আপনারা উপাসনা করিতেন? ইহা হইলে তো আর তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে কখন মানবধর্ম্মের অতীত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আপাততঃ দেখিতে এইরূপই প্রতীত হয় এবং সাংখ্য শাস্ত্র এই জন্য নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে, এবং এই জন্যই গোতম পরিশেষে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া অহম্‌কে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বলিতে কি এ অহম্ ব্রহ্ম সহ অভিন্ন ব্রহ্মময় ব্রহ্মকর্ত্তৃক সম্প্

আবিদ্ধ। ভূতাদি সমুদায়কে পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া

"অহং ব্রহ্মেতি সংযোগেদেকাগ্রমনসা ক্রমম্।
সর্ব্বং তরন্তি পাপ্যানং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্॥"

অহম্ ব্রহ্ম এইরূপ একান্ত মনে ধ্যান করিবে, এইরূপ ধ্যান করিলে কল্পকোটিশতকৃত সর্ব্ববিধ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। এই অহম্ ব্রহ্ম সহ অভিন্ন ভাবে স্থিত,

"যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষং ভবেত্তদ্বৎ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥"

জলে জল নিঃক্ষেপ করিলে, ক্ষীরে ক্ষীর নিঃক্ষেপ করিলে ঘৃতে ঘৃত নিঃক্ষেপ করিলে, যেরূপ তত্ত্ব অবিশেষ হয় তেমনি জীবাত্মা পরামাত্মার অবিশেষ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ঋষিগণের সাধনে অহম্ প্রবল ছিল, কিন্তু অহম্ ব্রহ্মময় ব্রহ্মবিদ্ধ ব্রহ্ম সহ অভিন্ন ভাবে স্থিত। এই রূপে স্থিতি বশতঃ শাস্ত্রে এরূপ সমুদায় কথা উল্লিখিত আছে যাহা শুনিলে ঈশ্বরবিশ্বাসীর মন ব্যথিত হয়, "অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জগচ্চ" আমিই হরি আমিই এ সমুদায় জগৎ একথা শুনিয়া কে না কর্ণে অঙ্গুলি দান করে? কিন্তু সে কালে পরম ভক্তেরাও একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কেন না এ অহম্ তাঁহাদিগের নীচ অহম্ ছিল না, পরমাত্মা সহ একাকারে অবস্থিত অহম্।

কালে যখন অহংবাদ অহঙ্কারে পরিণত হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম এক হইয়া গেল, ব্যভিচারে দেশ ডুবিল, তখন এই দুষিত অহম্‌কে সর্ব্বথা উড়াইয়া দেওয়ার জন্য গোতমের সমাগম হইল। গোতম প্রখর সমাধির শাণিত অস্ত্রে এই অহম্‌কে অপদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এই কার্য্য করিবার জন্য তিনি ঋষিগণ পূর্ব্বে যে পথ দিয়া সমাগত হইয়াছিলেন সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। ঋষিগণ কর্ম্মকাণ্ডের পর ব্রহ্মজ্ঞানেতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডে অহম্ সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে। ঋষিগণ কর্ম্মকাণ্ডের অহম্‌কে লইয়া চিন্তাতে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং চিন্তাতে অহম্‌কে লইয়া স্থিতি করিলেন। গোতম চিন্তার পথ ধরিয়া এমন স্থানে আসিলেন যেখানে অহম্ উড়িয়া গেল। আর্য্য ঋষিগণের অনুসৃত প্রণালী শোধন করা গোতমের কার্য্য ছিল, সুতরাং তাঁহার জীবন সর্ব্বদা সে পথের প্রতিবাদ। তাঁহার দৃষ্টি কেবল তাঁহাদিগের উক্তির বিহতত্ব দর্শন করিত। তিনিও ঋষিগণের ন্যায় ধ্যান ধারণাতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু এই ধ্যান ধারণা সর্ব্ব প্রকার চিন্তার বিষয় হইতে নিবৃত্তি। যখন সমুদায় নিবৃত্ত হইল অর্থাৎ অহমের পর্য্যন্ত তিরোধান হইল, সমুদায় নির্ম্মল আকাশের ন্যায় হইয়া গেল, এক আকাশবৎ নির্ম্মল চিদ্বস্তু মাত্র রহিল, তখন তিনি ব্রহ্মেতে স্থিতি অনুভব করিলেন, নির্ব্বাণ লাভ হইল; এবং সেই সামগ্রী জগতের লোক যাহাতে লাভ করিতে পারে তজ্জন্য যত্নশীল হইলেন।

গোতম যাহা জীবনে সাধন করিলেন, আমরা তাহারই জন্য তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া পারি না। কিন্তু জানিতে হইবে ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ গোতমের জীবন হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারে না। প্রথম হইতে ঋষিগণ প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইতে আত্মা যখন আত্মনিষ্ঠ হয়, "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" অবস্থা লাভ করে, তখনই গোতমের পথে আসিবার সময় হয়। ব্রাহ্মসমাজ এই নিয়মে কার্য্য হইয়াছে আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, এবং ব্রাহ্মসমাজ এখন যেখানে আসিয়া উপস্থিত সেখানে গোতমের সঙ্গে সম্মিলন হওয়া প্রয়োজন। মানবাত্মাকে পশ্চাতে রাখিয়া ঈশ্বরের নিত্য লীলা দর্শনের যদি এ সময় হয়, তবে গোতমের নিকটে আত্মনিবৃত্তি না শিখিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। গোতম আত্মাকে অস্বীকার করিলেন, আমরা কল্যাণ মঙ্গলাদিতে তাহার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার

করিয়া তত্তৎস্থলে ঈশ্বরকে নিয়ত অবলোকন করিব, এবং আত্মকর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহা-রই নিয়ত কর্ত্তৃত্বাধীন হইব, এইরূপে আমরা গোতম ও ঋষিগণকে যুগপৎ সত্যের ভূমিতে মিলিত করিয়া নববিধ জীবন লাভ করিব, ইহাই আমাদিগের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

আত্মগোপন।

আত্মগোপন অন্যত্র অধর্ম্ম বলিয়া পরিগ-ণিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মে আত্মগোপন ভিন্ন কোন কালে ধর্ম্ম উন্নত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে আত্মগোপন করিতে শিক্ষা করে না, তাহার ধর্ম্ম অভিমানে পরি-ণত হয়, এবং এই অভিমান তাহার সমুদায় ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলে। মহাজনগণ সর্ব্বদা সাধন ভজনের বিষয় গোপন রাখিতে পরা-মর্শ দিয়াছেন, দান ধর্ম্মাদি সমুদায় লোকের অগোচরে সম্পাদন করিতে উপদেশ করি-য়াছেন। যাহারা মনে করে এই সকল কার্য্য প্রকাশ্যে সম্পাদন না করিলে অপর লোকের দৃষ্টান্ত দর্শন দ্বারা উপকার লাভ হইবে কি প্রকারে, তাহারা আপনারা লোকের উপকার সাধন করিতে যায়, ঈশ্বর যে কাহারও উপকার সাধন করেন এ কথায় তাহারা বিশ্বাস করে না। সুতরাং এইরূপে আত্মসাধুতা দয়া প্রভৃতি লোকের গোচর করিতে গিয়া তাহারা ঘোরতর আত্মাভিমান প্রকাশ করে, ইহা দ্বারা অপরের উপকার সাধন হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের মধ্যে এই অভিমানের বীজ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের ধর্ম্মজীবন কলুষিত হইয়া যায়।

যদি কোথাও যথার্থ জীবন থাকে তবে তাহা প্রদর্শনের সামগ্রী করা নিষ্প্রয়োজন। আলোকের আধার বস্তু আপনি চেষ্টা করিয়া অপরের নিকট আলোক দান করে না, অথচ তাহা হইতে আলোক বিনিঃসৃত হইয়া সকলকে আলোকিত করে। সুতরাং আত্মগোপন অপরের নিকটে আলোক প্রকাশে ব্যাঘাত নহে, বরং স্বতঃ আলোক বিনিঃসৃত হইবার পক্ষে মহদুপায়। যে আপনি আলোক দিতে যায়, সে আলোক না দিয়া লোককে অন্ধকার দেয়, আর যে ব্যক্তি আপনাকে কোন প্রকারে আলোক দাতা মনে করে না, সর্ব্বদা পশ্চাদ্ভূ-মিতে স্থিতি করে, ঈশ্বর তাহার ভিতর দিয়া অপরের নিকট এমন আলোক উপস্থিত করেন যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র হইয়া যায়।

আত্মগোপন বলিতে চেষ্টা পূর্ব্বক আপ-নাকে গোপন করা বুঝায় না। ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, আপনি হইয়া আইসে। আমি অতি ক্ষুদ্র এ বোধ যত হৃদয়ে মুদ্রিত হইতে থাকে, তত সাধক গূঢ়তর হইতে থাকেন। নিজের অক্ষমতা অশক্তি প্রভৃতি যত হৃদঙ্গম হয়, আমার আজও কিছু হয় নাই, এখনও কত হইবার আছে হৃদয়ে যত সুদৃঢ় মুদ্রিত হয়, তত সাধক আপনাকে গোপন হইতে গোপনের অবস্থাতে লইয়া যান। তিনি এখানে আপনি যত্ন করিয়া কিছু করেন না, আত্মার সঙ্কোচা-বস্থা আপনি উপস্থিত হয়। কিন্তু যে পরি-মাণে তাঁহাতে আত্মসঙ্কোচ উপস্থিত সেই পরিমাণে পরমাত্মকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া পড়েন, সুতরাং সঙ্কোচে তাঁহার উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিবার পথ খুলিয়া গেল, এবং আপনাকে প্রদর্শন করা দূরে থাকুক জগতের নিকটে পরমাত্মার প্রদর্শক হইয়া পড়িলেন।

মহাত্মাদিগেতে এই আত্মসঙ্কোচ এবং আত্মসঙ্কোচ হইতে আত্মগোপন আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা আপনাকে এত ক্ষুদ্র এবং সামান্য দেখিতেন যে পরম প্রেমিক চৈতন্য প্রেমের অভাব জন্য কেবলই আর্ত্তনাদ করিতেন, এবং দন্তে তৃণ লইয়া ভক্তমণ্ডলীর

নিকটে কাতরে প্রেম ভিক্ষা করিতেন। মহাত্মা ঈশা আপনাকে ভুলিয়া গিয়া সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে এমনি দেখিতেন যে, অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল দেখিয়া কেহ বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় মনে করিতেন। শুদ্ধ তাহা নহে, আপনাকে পশ্চাদ্ভূমিতে রাখিয়া ঈশ্বরকে এত দূর সম্মুখে রাখিতেন যে তাঁহাকে দেখিতে গেলে সর্ব্ব প্রথম ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তবে তাঁহাকে লোকে দেখিতে পায় বিশ্বাস করিতেন। ঈদৃশ মহাত্মাদিগকে দেখিতে হইলে ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তিত্বে দেখিতে হয়, এই জন্যই আমরা বলিয়াছি। পূর্ব্বতন মহাত্মা সকল আপনাকে এত দূর গোপন করিতেন যে কোন উপদেশ তাঁহারা আপনার নামে জগতে প্রচার করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের নামে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শিষ্য-বর্গ এই আত্মগোপন বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদিগের কোন অপরাধ হয় নাই, যাহারা তাঁহাদিগের অবস্থায় উপস্থিত না হওয়াতে তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারে নাই, অপরাধ তাহাদিগেরই।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে আত্মগোপন আত্মসঙ্কোচ হইতে উপস্থিত হয়। যত আত্মসঙ্কোচ উপস্থিত তত পরমাত্মার প্রকাশ উজ্জ্বল হইতে থাকে। আত্মা প্রথমাবস্থায় অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া সমুদায় কার্য্য করিত, এখন আত্মা পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূমিতে গিয়া দণ্ডায়মান হইল, পরমাত্মা অগ্রবর্ত্তী ভূমি অধিকার করিলেন। আত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক এইরূপে আচ্ছাদিত হইয়া ক্রমে গুপ্ত হইতে গুপ্ত হইতে চলিল। এখানেই সাধকের কৃতার্থতার অবস্থা, আমরাও এই অবস্থা লাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে আমাদিগের ভয় কি? মনুষ্য তুমি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নিকটে জান, তোমার ভয় ভাবনার কোন কারণ থাকিবে না। বল তোমার কোন্ প্রকারের বিপদ্ উপস্থিত? বিপদ্ভঞ্জন নিকটে থাকিতে কোন প্রকারের বিপদ্ তাঁহার সাধককে বিপন্ন করিতে পারে না। তুমি বৃথা কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র তোমার বিপদুদ্ধারের জন্য আশা নিবদ্ধ কর। তুমি কি জান না, ঈশ্বর ভিন্ন কেহ তোমার বিপদ্ ভঞ্জন করিতে পারে না। তুমি অন্যের উপরে আশা কর, তাই তুমি তোমার আশা ভঙ্গ হইল বলিয়া তাহাদিগের প্রতি একান্ত বিরক্ত হও। তুমি অন্যের প্রতি বিরক্ত হও, ইহাতে এই দেখায় যে তুমি ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র তোমার আশা বান্ধিয়া ছিলে, সেই আশা ভঙ্গ হইল বলিয়া তোমার এত বিরক্তি। হে মানব, তুমি কি জান না যে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র আশা নিবদ্ধ করা ঘোর পৌত্তলিকতা। তুমি কাষ্ঠ পুত্তল পূজাকে এত ভয় কর, তুমি যে প্রতিদিন মনুষ্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছ তাহাতে তোমার মনে একটু মাত্র ভয়ের উদয় হয় না। তুমি যদি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে উপকারের প্রার্থী হও, তবে সেই উপকারের জন্য তাহাকে তোমার আরাধ্য করিয়া লইতে হইবে, তাহার সন্তুষ্টির জন্য হয়তো তোমাকে অসদুপায় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অসৎ পুরুষের আরাধনা অসদুপায় ভিন্ন কে করিতে পারে? অতএব সাবধান হও, কখন মনুষ্যের নিকটে উপকারের প্রার্থী হইও না, তাহারা তোমার কি করিল না করিল ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি তোমার হৃদয়ের ভাবের একটু মাত্র ব্যতিক্রম করিও না। কেন না তুমি তাহা হইলে গূঢ়ভাবে হৃদয়ে পৌত্তলিকতা পোষণ করিবার অপরাধে অপরাধী হইবে। ঈশ্বর যাহার নিকটে লইয়া যান যাইও, যাহার নিকটে যাহা চাহিতে বলেন চাহিও, তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ হইও, তাহাতে তোমার কোন ভয় বা ক্ষতি হইবে না, কেন না প্রভুর কথা শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই দাসের জীবন, প্রভু যদ্দ্বারা তোমার উপকার সাধন করিয়া লন তিনিও কৃতজ্ঞতাভাজন।

সংসার চিরকাল নিন্দার সামগ্রী হইয়া আসিয়াছে। সাধারণ লোকে যে ভাবে সংসার নির্ব্বাহ করে, তাহা একান্ত নিন্দাস্পদ সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসার অনিত্যতা হইতে সংসার নাম নাম গ্রহণ করিয়াও নিত্য বস্তু আনিয়া দিয়া চলিয়া যায়, ইহা সকলকে মানিতেই হইবে। পৃথি-

বীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীস্থ বস্তুজাতের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ হওয়াতে আমাদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়, অন্যথা উহা চিরনিদ্রিত থাকিয়া যাইত। প্রতিদিন সংসারের নানা ঘটনার সংঘর্ষণে আমাদিগের ঈশ্বরজ্ঞান বিলুপ্ত হইতে পায় না। আমাদিগের প্রকৃতি এই, যে বিষয় বস্তু বা পদার্থ সহ আমরা নিয়ত সংঘর্ষণে আসি, সেই সকল বিষয় বস্তু বা পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিবোধ উজ্জ্বল ও স্ফুট হইতে স্ফুটতর হয়। বাহিরের বস্তুসমূহের সঙ্গে আমাদিগের প্রতিনিমিষের সম্বন্ধ বশতঃ আমাদিগের তৎসম্বন্ধে কেমন ধ্রুবজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই সকলের সঙ্গে আমাদিগের নিত্য সংস্পর্শ হয় বলিয়া আত্মজ্ঞান আমাদিগের এত প্রস্ফুট এই আত্মজ্ঞান পর্য্যন্তে পর্য্যবসান হয় না, ইহার উপরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিদিন সঞ্চিত, বর্দ্ধিত এবং উজ্জ্বল হইবার পক্ষে বাহ্য জগৎ ও আত্মা উভয়ই সহায়তা করে। কিছুতেই যাহারা নিদ্রিতাবস্থা পরিহার করিতে চায় না, সংসারের প্রবলতর ঘটনাসমূহ বল পূর্ব্বক তাহাদিগের চেতনা উৎপাদন করে। প্রতিদিনের আহার বিহার সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে যাহার ঈশ্বরবিষয়ে চেতনা হইল না, জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি সকলে আঘাত করিয়া তাহাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করে, এবং বলিয়া দেয় যে, এই সমুদায় সংসারের অনিত্য বিষয় এক নিত্য সামগ্রীকে দেখাইয়া দিবার জন্য চারিদিকে তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগের চেতনার জন্য ভয়ঙ্কর ঘটনা সকলের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু প্রতিদিনের সহজলভ্য আহার বিহারাদি ঈশ্বরকে নিয়ত কাল সম্মুখীন করিয়া রাখে।

আজ পর্য্যন্ত উপাসনার যথার্থ ব্যবহার আমাদিগের দ্বারা হইল না। আমরা দেখিতেছি, উপাসনা শুদ্ধ স্বর্গে লইয়া যায় না, কিন্তু সংসারে আমরা কি প্রকারে চলিব, কার্য্য করিব, তাহারও পন্থা দেখাইয়া দেয়। সকলেই জানেন, আমরা সংসারের কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি না এবং সেরূপ প্রার্থনা করাকে আমরা অপরাধ মনে করি। আমরা যাহা বলিলাম তদ্দ্বারা সে মতের কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে না। চাওয়া এবং প্রদর্শিত পথে চলা এ দুই নিতান্ত স্বতন্ত্র। একটি আর একটির সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি আমার নিজের প্রার্থিত কিছু থাকে তবে আমি প্রদর্শিত পথে চলিতে পারি না, কেন না সেখানে উভয়ের ইচ্ছার সম্যক্ মিলন নাই, সেখানে প্রার্থিত বিষয় এবং প্রদর্শিত পথ এ দুয়ের মিলন সম্ভবে না। যে ব্যক্তি আপনার সমুদায় প্রার্থনা পরিহার করিয়াছে সেই কেবল প্রদর্শিত পথে চলিতে পারে। যদি বল, সংসারে যদি প্রার্থিত কিছু না থাকে, তবে কোন্ বিষয়ে পথ প্রদর্শন আমরা আকাঙ্ক্ষা করিব। প্রদর্শিতব্য বিষয় নিজের চক্ষের সম্মুখে না থাকিলে প্রদর্শন বুঝিয়া লইব কি প্রকারে? প্রদর্শিতব্য বিষয় সম্মুখে রাখা এক কথা, আর এটি এইরূপ হউক ঈদৃশ একান্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অন্য কথা। সংসারে প্রতিদিন যাহা ঘটে, তৎসম্বন্ধে কি প্রকারে চলিতে হইবে, কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহার জন্য আলোক প্রতীক্ষা করা এবং এ সকল আমার ইচ্ছানুরূপ পর্য্যবসিত হউক অভিলাষ করা, এ দুই কখন এক নহে। উপাসনা ঈশ্বরের নিকট বসা, ঈশ্বরের নিকটে না বসিলে, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া না থাকিলে, কে পথ ও প্রণালী প্রদর্শন করিবে। মানুষ ব্যর্থ চিন্তা ভাবনা পরিহার করিতে পারে না কেন? কোন একটী ঘটনা উপস্থিত হইলে কি করিব কি হইবে বলিয়া এত আকুল হয় কেন? তাহারা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তৎসম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করিতে যায় অক্ষমতানিবন্ধন চিন্তার উপর চিন্তা ভাবনার উপরে ভাবনা, নিরাশার উপরে নিরাশা আসিয়া তাহাকে একান্ত আকুলিত করিয়া তোলে। উপাসনাকে একমাত্র সার যে ব্যক্তি জানিয়াছে তাহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রশান্ত, কেন না সে জানে এ সকল সম্বন্ধে সংপরামর্শ দাতা নিকট, তিনি যে বুদ্ধি জ্ঞান দিবেন, তাহাতে সে অবহেলায় সমুদায় ঘটনার পরপারে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৌরাঙ্গের ভক্তি।

গৌরাঙ্গের ভক্তি, না ভক্তির গৌরাঙ্গ কি বলিব? কি বলিলে তাঁহার গৌরব রক্ষা পাইবে তাহাতো জানি না। না জানিয়া কথা বলিলে যদি তাঁহার অবমাননা করা হয়, তবে তো আমাদের অপরাধ হইবে। বস্তুতঃ সাধুমুখে শুনিয়াছি গৌরাঙ্গের ভক্তি নহে কিন্তু ভক্তির গৌরাঙ্গ। ভক্তিরূপ উপাদান লইয়া গৌরাঙ্গমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া যেমন ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপ ভক্তির মৃত্তিকা দ্বারা গৌরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ কেন? ভক্তিনির্ম্মিত এই জন্য। ভক্তির বর্ণ গৌর, কেন না ভক্তিতে পাপ (কৃষ্ণবর্ণ) ভাবিবেনা প্রভৃতি মালিন্য নাই। ভক্তি অতিশুভ্র অতি জ্যোতিঃপূর্ণ। জ্যোতিঃপূর্ণ ভক্তি যাহার উপাদান তাহা কাজেই গৌরাঙ্গ না হইয়া আর কি হইবে? গৌরাঙ্গ সুন্দর। গৌরাঙ্গের এত সৌন্দর্য্য কিসের? তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী, সুন্দর গঠনপ্রণালী, সে সুন্দর দেহ-

কান্তি যে অবলোকন করিত সে আর চক্ষু ফিরাইয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিত না। এ সকল কথা কল্পিত নহে ইহা বহুকাল হইতে জগতে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে এক বার গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, সেই মহিমান্বিত ভাবময় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিত, সে আত্মবশে থাকিতে পারিত না। সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেমন দংশন মাত্র কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলশায়ী হয়, গৌরাঙ্গদর্শনে সেইরূপ হইত। গৌরাঙ্গের জীবন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দহনশীল এবং নদীসলিলের ন্যায় তরঙ্গময়। ইহার ভিতরে পড়িলে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মসাৎ হইতে হইত, অথবা নদীতরঙ্গে পতিতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে হইত। এরূপ হইত কেন, কে জানে? গৌরাঙ্গদর্শনে মানুষ আত্মহারা হইত, স্পর্শ করিলে কি হইত তাহা দেবতা জানেন। আমরা ক্ষুদ্র কীট মানুষ আমরা গৌরাঙ্গের মহিমা কি জানি! সে যে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভক্তিগঙ্গার মূর্ত্তি। নদীর মূর্ত্তি আছে ইহা কে জানে? মূর্ত্তির তরঙ্গ আছে এ কথা কে শুনিয়াছে? কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, ভগবানের পাদপদ্ম হইতে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া ধরাতলে আগমন করিল। সেই নদীর মানুষ ভক্তিগঙ্গার মনুষ্য ধরাতলে আসিয়াছে কেন না তাহাতে তরঙ্গ আছে, প্রবাহ আছে। তরঙ্গ ও প্রবাহ তো নদী ভিন্ন থাকে না। তাই বলি গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ নহে গৌরাঙ্গ ভক্তিনদীর মূর্ত্তি। আবার অন্য দিগে দগ্ধ করে, মানুষকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া সেই ছাই দিয়া দেবতা নির্ম্মাণ করে—একি? সে কি ঐন্দ্রজালিক (বাজিকর বা যাদুকর) ছিল? ইহার তো কিছুই বুঝিতে পারি না। এ ভাববৈচিত্র্য কি এই দূষিত দুর্গন্ধপূর্ণ পৃথিবীতে ছিল? কখনও না। এ প্রেমের অগ্নি স্বর্গে ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্য সেই অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া ধরাতলে আসিয়াছিল। সে কি ভাব? সে কি প্রেম? না সে বিকার? সে কি, কে জানে?

গৌরাঙ্গের রক্তমাংস অস্থি প্রভৃতি ভক্তির, গৌরাঙ্গের সেই পবিত্র রক্ত কেবল প্রেম ও পুণ্য মাখা ছিল। যখন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিত রোমকূপ হইতে ভাবময় রক্তোদ্গম হইত; কদম্বকুসুমের ন্যায় রোম সকল কণ্টকিত হইত; হস্ত পদের সন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িত, দেখিয়া বোধ হইত গৌরাঙ্গ জীবিত নাই, গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন! না, আবার সেই ভক্তি সেই প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি দৈবশক্তি আসিয়া শ্লথ সন্ধি সকল একত্র করিয়া দিত, মূর্চ্ছা বিকার দূর করিত। তাঁহার চিন্তা প্রেমের, কথা প্রেমের, কার্য্য প্রেমের, নিদ্রা যাইতেন প্রেমে, আহার করিতেন প্রেমে, প্রেম ব্যতীত তাঁহার জীবনে অন্য কিছু দেখা যাইত না। মদ্যপায়ী লোকেরা যেমন সর্ব্বদা আত্মহারা হইয়া থাকে, কি কথা বলে, কি কার্য্য করে, কি আহার করে পান করে, কার সঙ্গে আলাপ করে, তাহার কিছু সে আপনি জানে না; গৌরাঙ্গ সেইরূপ পরবশ ছিলেন। তিনি কি বলিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, কার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, কিসের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহা যেন তিনি জানিতেছেন না, বাহিরের লোকেরা এইরূপ মনে করিত। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন চির জাগ্রৎ চির জীবন্ত ছিল। অদ্যাপি সেই তেজ সেই বীর্য্য মানবহৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে —বংশমূলে শাক ও এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে ভাবতরঙ্গে পড়িয়া ডুবিতেন উঠিতেন ভাসিয়া বেড়াইতেন, এদিগে ওদিগে নড়িয়া সরিয়া অন্য কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। ভক্তিতে গৌতম নহে, কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রসিদ্ধ। আমরা বলি যে শক্তিতে বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়গণকে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণ এবং স্বার্থ অহঙ্কার অভিমান প্রভৃতিকে বিনাশ করে, সেই শক্তিকে আমরা ভক্তি বলি, সুতরাং নির্ব্বাণ আর ভক্তি কার্য্যতঃ একই হইতেছে। নির্ব্বাণ মানুষকে আমিত্ববর্জ্জিত করে নিঃশঙ্ক করে, ভক্তিও তাই করে। এস্থলে নামে একতা না থাকিলেও ফলে একই দাঁড়াইতেছে। আমরা ফল চাই, কিন্তু অনুষ্ঠান আয়োজন চাই না। সুতরাং গৌতম ও গৌরাঙ্গের পরস্পরে কোন অনৈক্য বিসংবাদ নাই; প্রত্যুত ঐক্য ও সম্মিলন আছে।

গৌরাঙ্গের এই ভাবতরঙ্গের সঙ্গে শাস্ত্র প্রসঙ্গ মিলাইয়া বৈষ্ণবগণ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক ভক্তির ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। আমরা এস্থলে কিয়ৎ পরিমাণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গ হইতে কত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ পৃথিবীকে যে জীবনকল্পতরু দান করিয়াছেন, তাহারই ফল ভক্তি ও প্রেম। তিনি দীনহীন কাঙ্গাল জগৎকে অতুলনীয় সম্পত্তি প্রেম ভক্তি দান করিয়া মহাধনবান্ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা দান করিলেন পৃথিবী সেই দানের আদর করিল না, সে ধনের গৌরব বুঝিল না, যে ধন অক্ষয়, দেবতাগণ পাইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করেন। অভাগা জগৎ তাহা পাইয়া অনাদর করিল? হায়রে হায়!! ইহা অপেক্ষা কি দুঃখ আছে? এমন সোণার গৌরাঙ্গকে প্রাণের ভিতরে পুরিয়া রাখিল না? এমন সোণার গৌরাঙ্গ সাজে প্রাণের প্রকোষ্ঠ সাজাইল না? গৌরাঙ্গরঙ্গে দেহ মন চিত্র বিচিত্র করিল না? সোণার অলঙ্কার পরিয়া সাজিল না? এ দুঃখ কাহারে বলিব? বিধাতা কৃপা করিয়া দেবভোগ্য অমৃত দুঃখী মর্ত্ত্যবাসীদিগকে ভোগ করিতে দিলেন, তাহারা অমৃতদ্বেষী চণ্ডালের ন্যায় বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিল। সময় ফিরিয়াছে, সুবাতাস বহিতেছে এখন নববিধানের প্রসাদে সকল বিধান সকল সাধুভক্ত-

দিগের সম্প ন বাড়িবে সেই সময় আসিয়াছে। নব বিধান ভক্তিরত্ন সাধুরত্ন সকল একত্র গাঁথিয়াছেন, এবার সকলকেই সেই মালা পরিতে হইবে। গৌরাঙ্গ কি ধন ছিল, সে ধনের কত মূল্য ছিল, অদ্য তাহা ব্যক্ত করিব মনে করিয়াছি।

ভক্তিসমুদ্রের চারিটি বিভাগ। তাহার পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিনিরূপক চারিটী লহরী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সামান্য ভক্তি, দ্বিতীয়া সাধনাত্মিকা, তৃতীয়া ভাবাশ্রিতা, চতুর্থী প্রেমনিরূপণী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শক্তি বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে তাহার আত্মকর্ত্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করে, ঈশ্বরের পদতলে লইয়া বলিদান করে, অন্য বস্তু অন্য ব্যক্তির প্রতি কোন আসক্তি বা অনুরাগ রাখিতে দেয় না, জ্ঞান কি কর্ম্মের ফলবাদ হইতে বিমুক্ত করে, তাহাকে ভক্তি বলে। চৈতন্য সকল অভিলাষ বিসর্জন দিয়া হরিচরণে আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য চৈতন্যের জীবন অমূল্য নিধি। যে ভক্তি কোন হেতু হইতে জন্মে না এবং ভজনীয়ের সঙ্গে কোন ব্যবধান রাখে না, সেই আত্যন্তিকী ভক্তিকে উত্তমা ভক্তি বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে *। গৌরাঙ্গ এই প্রকার হেতুশূন্য ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা অব্যবহিত থাকিয়া হরিভজন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে অনেক প্রমাণ আছে যে তিনি এক মুহূর্ত্তও বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন না। দৈবাৎ দুই এক মুহূর্ত্ত ঈশ্বরসঙ্গ বিচ্যুত হইলেই অনুতাপে চুল ছিঁড়িতেন দেয়ালে বা মৃত্তিকাতে মুখ ঘর্ষণ করিয়া শোণিতপাত করিতেন।

ভক্তি ক্লেশ দূর করে, মঙ্গলবিধান করে, মুক্তির গৌরব খর্ব্ব করে, বহু ক্লেশে হস্তগতা হয়, আর গভীর ঘন আনন্দ বিতরণ করে, ঈশ্বরকে ভক্তের নিকট আকর্ষণ করিয়া আনে। গৌরাঙ্গের ভক্তি তাঁহার সকল ক্লেশ দূর করিয়া তাঁহাকে সদানন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সেই প্রগল্‌ভা ভক্তিসমুদ্রের মহোচ্ছ্বাস দর্শন করিয়া এবং আপন জীবনে সেই উচ্ছ্বাস লাভ করিতে গিয়া যাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন, সেই মানবগণ দেখাইয়াছেন যে ভক্তি সহজ লভ্য নহে, দেবপ্রসাদ ব্যতীত ভক্তি লাভ করা যায় না। ভক্তি পাপ নাশ করে, দুঃখ শোক নিবারণ করে, সকল অভাব মোচন করে এবং স্বর্গীয় সুখ বিতরণ করে।

ভক্তি জন্মিলে তাহার আকৃতি প্রকৃতি সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উদ্ধত বিনীত হয়, কুটিল সরল হয়, বিষয়ী বিষয়বিমুক্ত হয়, সংসারী সংসারমুক্ত হয়, অধন্য ধন্য, অসাধু সাধু শান্ত দান্ত সুশীল হইয়া যায়। অন্য লোকে দেখিলে মনে করে এ কি যুগান্তর উপস্থিত? গৌরাঙ্গ যখন সংসারী ছিলেন তখন তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি প্রচুর ছিল। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত ও অহঙ্কারী ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহার জীবনে স্বর্গের ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইল, তখন সমুদায় ধৌত করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ যাঁহার নামশ্রবণ করিলে, গুণ কীর্ত্তন করিলে, যাঁহাকে প্রণাম করিলে, স্মরণ করিলে শ্বাদও (চণ্ডালেরও) সবনত্ব প্রাপ্ত হয় যাঁহারা তাঁহার দর্শন পান তাঁহাদিগের আর কথা কি?

এই ভক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা— সাধনা, ভাবামিশ্রা, প্রেমা।

উপায় করিয়া কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিয়া যে ভক্তি হৃদয়ে উদিত হয় তাহাকে সাধনা ভক্তি বলা যায়। সাধন করিলে অভক্ত ভক্ত হয়, অসাধু সাধু হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়। আমাদিগের গৌরাঙ্গ শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবদিগকে স্নানের কালে বস্ত্র যোগাইয়া দিতেন, প্রণাম করিতেন, আর তাঁহাদিগের নিকট হরিভক্তির জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন, কেন না শাস্ত্রে লিখিত আছে যদি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হইয়া অনুরাগী বৈরাগী না হইয়াও কেহ কোন অতি ভগবল্লোক কর্ত্তৃক জাতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের সেবাতে অনুরক্ত হয়, তাহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয় †। সাধনা ভক্তি উপার্জ্জন করিতে আরও চেষ্টা করিতে হয়, সাধু ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলে ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি ভোগলালসা থাকে, বিষয় তৃষ্ণা থাকে, তবে কখন হরিভক্তির উদয় হইতে পারে না ‡; সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়। গৌরাঙ্গ এই প্রতিবন্ধক দূর করিতে গিয়া যুবতী স্ত্রী এবং বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ভক্তি কালে ভাবরূপে পরিণত হয়।

গৌরাঙ্গের ভক্তি ভাবময়ী ছিল। সেই ভাব অপার; তাহার তরঙ্গরঙ্গ অপার। অপার সেই ভাবতরঙ্গ না দেখিলে

* অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥

* যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত হরিভক্তি রতাত্মনাম্॥

† যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

‡ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
হরিভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

কিরূপে বুঝা যাইবে? কিন্তু দয়াময় শ্রীহরির কৃপা হইলে সে ভাব লাভ করিবার তেমন যোগ্যতা না থাকিলেও যোগ্যতা জন্মে। হরিকৃপাতে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, হরি কৃপার অসাধ্য নাই *। আবার সে কৃপার ভিকারী হইতে পারিলেও কেহ তাহাতে বঞ্চিত হয় না। তাই আশাতে বুক বান্ধিয়া ভক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি এখন ইচ্ছা তাঁহার। ভাব কি? যাহা থাকিলে রুচি বিশুদ্ধ, ইচ্ছা বিশুদ্ধ, চিন্তা বিশুদ্ধ, অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ, দেহ বিশুদ্ধ হয়, এবং সাধারণ ভূম হইতে বিশেষ উন্নত স্থানে লইয়া তোলে। যাহাতে প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া আলোকিত করে, তৎকিরণ দ্বারা চিত্তকে মসৃণ (চিক্কণ) করিয়া দেয়, তাহাকে ভাব বলা যায় †। আরও কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হওয়া চাই। প্রথমতঃ ভজনানুরাগ জন্মে তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই ভক্তির পরিপাক অবস্থাকে ভাব বলা যায়, আবার ভাব পরিপক হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে ‡। ভক্তি কেবল মনুষ্যকে সংসার হইতে বিরত করে কিন্তু আলোকিত করে না। যখন অনুরাগ হইতে ক্রমে ক্রমে প্রেমময় শ্রীহরির অতুল ঐশ্বর্য্য সকল হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই প্রতিবিম্ব সকলের আকর্ষণে মানুষ বিমুগ্ধ হইয়া সাধন ভজনে মনোভিনিবেশ করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিত করিতে পারে, সেই সময়ের অবস্থাকে ভাব বলা যায়।

গৌরাঙ্গ অনুরাগের অবস্থা (ভক্তি) লাভ করিবার জন্য ভক্ত পদধূলা মস্তকে লইতেন, ভক্তদিগের সেবা পরিচর্য্যা করিতেন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাব লাভের জন্য কি করিয়াছিলেন তাহা বলা হয় নাই। যখন তাঁহার মনে অনুরাগ জন্মিল, তখন তিনি অসার সাংসারিক জ্ঞানের অসারতা বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তখন তিনি যত চিত্ত নিবেশ করেন, যত চিন্তা করেন, ততই তাঁহার মনে ঈশ্বরের বহু ঐশ্বর্য্য সকল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে গৌরাঙ্গ উদাসীন উন্মত্তবৎ কেবল একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন হাসিতেন, কখন চুপ করিয়া থাকিতেন, কেহ ডাকিলে উত্তর দিতেন না। উত্তর দিলেও সদুত্তর দিতেন না। এজন্য সচী দেবী মনে করিয়াছিলেন তাঁহার সন্তানকে বায়ুরোগ আশ্রয় করিয়াছে; এবং যে সকল ছাত্র পড়াইতেন তাহাদিগকে প্রস্তাববিহীন কথা বলিতেন, ব্যাকরণের পাঠে "হরিনাম" পাঠ দিতেন। ইহার পরে ক্রমে ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া কেবল হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। মাতা মাতি নাচা নাচী কতই যে করিতেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই ভাব লাভ করিলে তাঁহার রুচি পরিবর্ত্তিত হইল, ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইল, চিন্তা পরিবর্ত্তিত হইল, দেহ মন বিশুদ্ধ হইল এবং স্বর্গের রমণীয় কান্তি তাঁহার মুখে ও শরীরে পড়িয়া তাঁহাকে সুন্দর করিয়া তুলিল। সে কি সৌন্দর্য্য? সে উন্মত্ততা। তখন আর গৌরাঙ্গের সে বিদ্যাভিমান অর্থোপার্জনস্পৃহা রহিল না, আর বিচার করিয়া কাহাকেও পরাজয় করিতে চাহিতেন না, কাহাকেও কটু কথা বলিতেন না, গৌরাঙ্গের ঔদ্ধত্য কমিয়া গিয়াছিল। এ সময়ে গৌরাঙ্গ কোমল মসৃণ এবং বিশুদ্ধকর্ম্মা হইয়াছিলেন, যে নিকটে বসিত তাহারই প্রাণ জুড়াইত।

(ক্রমশঃ)

নবসংহিতা।

১। চেদশ্নীথাত্র পশুবৎ কিন্নোদরপরায়ণাঃ।
যূয়ং পুষ্টাঙ্গবৃষভা মাংসাদাঃ শ্বাপদাইব॥

পশুর ন্যায় যদি তোমরা ভোজন কর, তাহা হইলে কি তোমরা উদরপরায়ণ নহ? হাঁ, তোমরা পুষ্টাঙ্গ বৃষভ এবং মাংসাশী ব্যাঘ্র সদৃশ।

২। যে চোদরপরাঃ সত্যং পার্থিবাহারভোজিনঃ।
অনন্তজীবনং সাক্ষাদ্ভোজ্যান্যধ্যাত্মদর্শিনাম্॥

সত্যই যাহারা উদরপরায়ণ তাহারা পার্থিব আহার ভোজন করে, যাহারা অধ্যাত্মদর্শী তাহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্তজীবন ভোজ্য।

৩। ধন্যাস্তে পরমেশায় পিবন্ত্যশ্নন্তি যে পুনঃ।
দেবত্বমনুপশ্যন্তি দৈনিকাহারবস্তুষু॥

তাহারা ধন্য, যাহারা ঈশ্বরের জন্য পান করে, ভোজন করে, এবং দৈনিক আহারের সামগ্রীতে দেবত্ব দর্শন করে।

৪। অন্নঞ্চ পানীয়ং সত্যং দেবত্বানুগুণং হি যে।
নাম্নেশস্য পিবন্ত্যশ্নন্ত্যাপ্নুবন্তে বিমোচনম্॥

সত্যই অন্নপান দেবত্বসংসৃষ্ট, যাহারা ঈশ্বরের নামে পান ভোজন করে তাহারা মুক্তি লাভ করে।

৫। চার্ব্বাকাইব মা ভূত ভোজ্যপানেষু সংরতাঃ।
পিবন্ত্যশ্নন্তি মোদন্তে যে বিনাশায় কেবলম্॥

চার্ব্বাকদিগের ন্যায় ভোজন পানে রত হইও না, যাহারা কেবল ভোজন পান করে এবং বিনাশের জন্য আমোদ করে।

---

* "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥"

† "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

‡ "প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ । ১৬ সংখ্যা । — ১৬ই ভাদ্র, শনিবার ১৮০৫ শক । — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে করুণাসিন্ধু, এ দাস এক মুখে তোমার কত প্রশংসা করিবে? যদি সহস্র মুখ হইত, তথাপি তোমার প্রশংসার সহস্রাংশের একাংশও যে হইত না। সাধনভজনবিহীন দাসের প্রতি তুমি যে করুণা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা অতি অসামান্য। শুনিয়াছি, একেন্দ্রিয়ের জয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের জয় হয়, আর এক ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে অবশেষ সকলে অবকাশ পায়। প্রভো, তোমার কৃপায় দেখিতেছি অতি দুর্জ্জয় প্রধানতম ইন্দ্রিয় নির্জ্জিত ভাবে অবস্থিত। যে ইন্দ্রিয় শোণিত মাংসে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যাহাকে জয় করিবার জন্য পূর্ব্বতন কালে কত কঠোর যোগতপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া তাপসগণ তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছেন, সেই প্রবল শত্রু এক তোমার করুণাকটাক্ষে পরাজয় স্বীকার করিল, এ দাস তোমার এ মহিমার গুণ গান না করিয়া কিছুতেই নিঃস্তব্ধ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে এরূপ জয়ের আভাস অনেক বার দেখিয়াছি, কিন্তু এবার যে উহার চিরপরাজয় লক্ষিত হইতেছে। প্রভো, তোমার করুণা আসিয়া তোমার দাসকে ভাল করিয়া পরিবেষ্টন করুক, এক বার সেই পরিবেষ্টনের মধ্যে উপবেশন করিয়া সে তোমার গুণ ভাল করিয়া গান করুক। কি আশ্চর্য্য, পাপী এ কথা বলিতে পারে না যে সে তোমার ভাল করিয়া উপাসনা করিয়াছে, বল কিসে তোমার করুণা এত সন্তুষ্ট হইল যে তপস্বিগণের দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার বিনা কারণে তাহার সম্বন্ধে সম্ভব করিল। দেব, জানিয়াছি, যে ব্যক্তি আপনাকে একান্ত দীন জানিয়া সকল বিষয়ে তোমার উপরে নির্ভর করে, উপাসনা সাধন ভজনাদি কোন বিষয়ে অণুমাত্র অভিমান করিবার কারণ পায় না, অথচ তোমার হইবার জন্য তাহার বাসনা আছে, তাহাকে তুমি নিজ গুণে এমনি করিয়াই উদ্ধার করিয়া থাক। এ গতি দীনের গতি, তপস্বী যোগী সাধক উপাসকবর্গের নহে। নাথ, আমি তোমার দ্বারে একান্ত দীন হইয়া থাকিতে চাই, যাহাতে আমার দীনতা চলিয়া যাইবে, এমন কিছু আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি না। যোগাদির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে গিয়া যদি আমার দীনতা যায়, আমি সে সকলের প্রার্থী নহি। দাস জানে, তুমি তোমার ভৃত্যের দীনতা রক্ষা করিয়া এ সকল উচ্চতম দান দিতে পার। যদি এ সমুদয় দানসম্বন্ধে সেইরূপ করিবার সময় হইয়া থাকে,

তবে দীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া ইহাকে সেই সকল অর্পণ কর। হে দীনজনগতি, তোমার কৃপার আশ্চর্য্য মহত্ত্ব দেখিয়া এখন এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি দীন দেখিয়া নিজ করুণায় উচ্চতম শত্রুকে আপনি পরাজয় করিয়া দিলে, তবে যে দীনতা দেখিয়া তোমার দয়া হইল, সেই দীনতাতে তোমার অন্যান্য উচ্চতম দান লাভ করিয়া দাস কৃতার্থ হউক।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

গৌতম ভিন্ন গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ ভিন্ন গৌতম অসম্ভব, এজন্য আমরা গৌতম ও গৌরাঙ্গকে যুগপৎ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা এ কথা বলি না গৌতম ও গৌরাঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু আমরা বলি ভেদে অভেদ এ দুয়ের মধ্যে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। যখন আমরা গৌরাঙ্গের ভক্তি গৌতমে এবং গৌতমের জ্ঞান গৌরাঙ্গে প্রদর্শন করিতে যত্ন করি, তখন ইহা বুঝিতে হইবে না এদুয়ের জ্ঞান ও ভক্তিতে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই, কিন্তু ইহাই বুঝিতে হইবে যে যেখানে জ্ঞান প্রধান সেখানেও তাহার নিম্নে ভক্তি লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত, আবার যেখানে ভক্তি প্রধান সেখানেও তন্নিম্নে জ্ঞান প্রচ্ছন্নবেশে বিদ্যমান। কোথাও প্রচ্ছন্ন কোথাও দুপ্রহরের দিবাকরের ন্যায় প্রকাশমান, এপ্রভেদ কিছু সামান্য প্রভেদ নহে। প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে এক স্থলে স্থিতি জন্য আমরা ভেদে অভেদ স্বীকার করি।

এতো গেল বাহিরের কথা, মূলতঃ উভয়ের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ যে এক জনকে ছাড়িয়া আর এক জনের হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ গৌতম ছাড়া গৌরাঙ্গ আমরা ভাবিতে পারি না। গৌতম—বিষয়বাসনানিবৃত্তি নির্ব্বাণে একান্তানুরক্তি। যদি তোমার বিষয়বাসনানিবৃত্তি না হয়, তবে তোমার ভক্তিতে প্রবেশ হইবে কি প্রকারে? বিষয়বাসনা থাকিবে, অথচ ঈশ্বরবাসনারূপা ভক্তি সিদ্ধ হইবে ইহা একান্ত অসম্ভব। ভক্ত বিষয়ানুরক্ত, ইহা বদতো ব্যাঘাত। ভক্ত ভজনীয়ের অনুরক্ত না হইয়া অপরের অনুরক্ত হইলে সে ভক্ত হইল কি প্রকারে? যাহাতে এরূপ ঘটে সে ভক্ত নহে, সে ব্যভিচারী। ব্যভিচারপরায়ণেরা যে প্রকার বাহিরে এক জনের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গূঢ়ভাবে অপরের প্রতি অনুরাগ পোষণ করে, ইহা তাহাই তাহা হইতে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নহে। ব্যভিচারের প্রতি যাদৃশ ঘৃণা ভক্তিতে ব্যভিচারেও তাদৃশ ঘৃণা সাধকগণের সম্বন্ধে একান্ত স্বাভাবিক। এক জনেতে হাস্য রোদন কম্প প্রভৃতি ভক্তির বাহ্য বিকার প্রকাশ পাইল, অথচ সে পরক্ষণে বিষয়াধীন হইয়া ভজনীয়ের প্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া তাহা হইতে দূরে প্রস্থান করিল, এ ব্যক্তি সামান্য ব্যভিচারী অপেক্ষা আরো ঘৃণাস্পদ, কেন না এ ব্যক্তি ভক্তির বিকার প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে বলিয়া তাহাদিগকে তাহা হইতে সতর্ক হইতে অবসর দেয় না। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা কত লোক ধর্ম্ম ও নীতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয় গণনা করিয়া দেখিলে, ঈদৃশ লোকদিগকে মনুষ্যসমাজের পরম শত্রু ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, গৌতম ছাড়া যাহারা গৌরাঙ্গকে নাম মাত্র গ্রহণ করিতে যায়, তাহাদিগের দ্বারা কি প্রকার ভয়ানক সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হয়। আমরা এদেশে এ শ্রেণীর লোকদিগকে নিয়ত দেখিতে পাই, সুতরাং নিঃসংশয় বলিতে পারি, কেহ গৌতমকে ছাড়িয়া গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিতে যাইও না, তাহা হইলে তোমরা গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না, কেবল তাঁহার অবমাননা

করিবে। যদিও আমাদিগের এ দেশে বৌদ্ধ নাই, তথাপি আমরা কিছু কালের জন্য মনে মনে দেশ ছাড়িয়া দেশান্তর গমন করিয়া ইহা ও নির্দ্ধারণ করিতে পারি যে গৌরাঙ্গকে ছাড়িয়া কেহ গৌতমকে গ্রহণ করিও না, যদি করিতে যাও বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার একান্তই তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। তোমরা কি জান না গৌতমের এমন বিশুদ্ধ পবিত্র নীতি কি ভয়ানক জুগুপ্সিত অনীতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! বৌদ্ধগণের তান্ত্রিক ব্যভিচার শাক্তগণের তান্ত্রিক ব্যভিচারকে উপহাস করে, কেন না শাক্ততান্ত্রিক ব্যভিচারে বর্জ্জন আছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ব্যভিচারে বর্জ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। শাক্তগণ শক্তিকে মা বলিয়া মানে, ঈশ্বর বলিয়া তাহাদিগের সামগ্রী আছে, সুতরাং এ দুই যাহারা মা ে না তদপেক্ষা তাহাদিগের ব্যভিচারের গতি কোন কোন স্থলে অবরুদ্ধ হইবেই।

গৌতমকে ছাড়িয়া গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিতে গেলে ব্যভিচার উপস্থিত হয়, এ কথা যেমন সুস্পষ্ট বুঝা যায়, গৌরাঙ্গকে ছাড়িয়া গৌতমকে গ্রহণ করিতে গেলে ব্যভিচার ঘটিবে, এ কথা তেমন বুঝিবার পক্ষে বাধা আছে। কেন না গৌরাঙ্গ প্রগাঢ় অনুরাগে ঈশ্বরে আসক্ত ছিলেন, শাক্যসম্বন্ধে তাহার বিপরীত। এই বৈপরীত্য দৃষ্টতঃ ফলতঃ নহে। গৌরাঙ্গ অসঙ্গ উদাসীন ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন না, তিনি অবতীর্ণ ঈশ্বরের প্রতি আপনার হৃদয়ের সমুদায় অনুরাগ সমর্পণ করিয়াছিলেন। শাক্য ঈশ্বর শব্দ না বলুন, অসঙ্গ উদাসীন নির্গুণ চিদ্‌ব্রহ্মের নামান্তর নির্ব্বাণে আসক্ত ছিলেন, এবং তদবতরণে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া স্বয়ং পূর্ব্ববুদ্ধগণের অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুধ্যান করিয়াছেন, এবং অপরকে তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে তিনি এখানে আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই, পরিশেষে নির্ব্বাণে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গৌরাঙ্গের বিরহের মর্ম্ম বোধ হয় এখনও ভাল করিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।"

সঙ্গ এবং বিয়োগ এ দুয়ের একটি চাহিতে হইলে তাঁহার সঙ্গ অপেক্ষা বিরহ ভাল। কেন না সঙ্গে তিনি এক স্থানে আবদ্ধ, বিয়োগে ত্রিভুবন তন্ময় দেখিতে পাওয়া যায়।

এত গেল উপাস্য সম্বন্ধে। "জীবে দয়া নামে ভক্তি বৈষ্ণববন্দন" এতন্মধ্যে জীবে দয়াতেও শাক্য গৌরাঙ্গের সঙ্গে এক। তিনি রাজ্য পাট পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন কেন? জরা মৃত্যু ব্যাধি আক্রান্ত জীবগণের দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া। গৌরাঙ্গও তজ্জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন। সমুদায় জগতে এক ব্রহ্ম বস্তুর অবতরণ দর্শন এবং জীবের প্রতি প্রগাঢ় দয়া, এ দুই একত্র যেখানে নাই সেখানে মানবমানবীসম্বন্ধে গৌতমের বিশুদ্ধতম নীতি ও বৈরাগ্য সংরক্ষণ একান্ত অসম্ভব। গৌতম শ্রমণ প্রভৃতির বন্দনা প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ করিয়াছেন, ইহাতে গৌরাঙ্গের তৃতীয় মতের সহিত তিনি এক। গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়বিহীনকে সিদ্ধির অনুপযুক্ত বলিতেন, ইনিও সঙ্ঘের একান্ত পক্ষপাতী। গৌরাঙ্গে প্রেম প্রধানরূপে প্রতিভাত। এ তিন অঙ্গ এক প্রেম ভিন্ন কখন স্থির থাকিতে পারে না। সকলের সম্বন্ধে বিশুদ্ধতা পবিত্রতা হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ রক্ষা করিতে হইলে গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিল না, সে হৃদয়ের অভাবে গৌতম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ঘোর ব্যভিচারে নিপতিত হইবে। বর্ত্তমান বিধান গৌতম ও গৌরাঙ্গকে এক স্থানে আনয়ন করিয়া কোন এক জনের অভাবনিবন্ধন পতন হইবার সম্ভাবনা বিদূরিত করিয়াছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা যথার্থভাবে এই বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ ভাদ্রোৎসব।

আমাদিগের চতুর্দ্দশ ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসবে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় অনুপস্থিত, অথচ তাঁহার পূর্ব্ব উৎসবের উপদেশ আমাদিগের নিকটে নূতন ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ সময় এবং সে সময় কি এক? আপাতদৃষ্টিতে এক নয় কিন্তু সত্যের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ কাল দ্বারা পরিমেয় নহে। সে সময়ে যাহা বলা হইয়াছে এ সময়ে তাহার পূর্ণতা আমরা দেখিব। সে সময়ে তিনি ভাগবতের উক্তি আশ্রয় করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভক্তজনের প্রিয়" এই বলিয়া ঈশ্বর আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। যদি কেহ তাঁহাকে প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করে, তবে ঈশ্বরের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তিনি দেবগণকে বলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন, দেখ অমুক ভক্ত বলিয়াছে, আমি তাহার প্রিয়। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এরূপে আনন্দ প্রকাশ করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। জননীর দুষ্ট বিমুখ সন্তান যদি জননীর নিকটে ফিরিয়া আইসে এবং বলে, মাতঃ, পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই প্রিয় নাই, আমি চির দিন তোমারই হইয়া থাকিব এ কথা শুনিলে জননীর মনে কত আহ্লাদ উপস্থিত হয়। পৃথিবীতে বহু লোক বিমুখ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, সেই বিমুখ লোকদিগের মধ্যে যদি এক জন বৈমুখ্য পরিহার করিয়া তাঁহার নিকটে আইসে, তাহা হইলে ঈশ্বর কেন না এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন, "অমুক বলিয়াছে আমি তাহার প্রিয়।" ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিলেন "অমুক আমায় প্রিয় বলিয়াছে।"

ভাদ্রোৎসব সাধনপ্রধান। উৎসবে যাহা প্রকাশ পায় তাহা সাধন করিয়া আমরা পরবর্ত্তী মাঘোৎসবের জন্য প্রস্তুত হই। এবার তবে আমরা কি সাধন করিব? এই সাধন করিব যে, ঈশ্বর আমাদিগের সম্বন্ধে বলিতে পারেন, অমুক সাধক বলিয়াছে, আমি তাহার প্রিয়। সাধকসম্বন্ধে ঈশ্বর এ কথা বলিবেন, একি তাহার অল্প সৌভাগ্য। পৃথিবী সাধককে প্রশংসা দিতে পারে, উচ্চ আসন অর্পণ করিতে পারে, ভক্ত অনুরাগী যোগী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, অথচ স্বয়ং ঈশ্বর সে সকল কিছুই নয় বলিয়া অস্বীকার করিতে পারেন। মানুষ কি বলিল না বলিল তাহা লইয়া সাধক হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হন না, তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরের কি মত তিনি কেবল তাহাই জানিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক। যদি তিনি এক বার ঈশ্বরের মুখ হইতে শুনিতে পান যে তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার প্রিয় নাই, তাহা হইলে সাধক আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এত দিনে বিষয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি ঈশ্বরের হইয়াছেন সাধকের এই আনন্দই যথার্থ আনন্দ।

আগামী উৎসবের পূর্ব্বে আমরা কি করিব? এই করিব যাহাতে ঈশ্বর আমাদিগের সম্বন্ধে বলিতে পারেন, এ ব্যক্তির প্রতি আমি এই জন্য তুষ্ট হইয়াছি যে, এ ব্যক্তির আমি ভিন্ন আর কোন প্রিয় বস্তু নাই। তাঁহার মুখে একথা শুনিবার কি কোন উপায় আছে? অবশ্য আছে। তিনি কি বলিতেছেন, এক বার কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর। তোমার ভিতরে এমন কি আছে, যাহা তিনি বারংবার তোমায় পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন। তুমি এ কথা বলিতে পার না, কৈ আমার ভিতরে এমন কিছুতো দেখিতে পাইতেছি না, যৎসম্বন্ধে ঈশ্বর পুনঃ পুনঃ তাঁহার অনভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। যদি তাঁহার অনভিপ্রায় প্রকাশ শুনিতে না পাইতে, তবে নিশ্চয় তাঁহার মুখে শুনিতে সন্তান এত দিন পরে আমার হইয়াছে। যদি বক্ষে হাত রাখিয়া বলিতে পার, পিতার সহিত আমার সম্মিলন হইয়াছে, আর কোন বিষয়ে বিবাদ বা বিসংবাদ নাই, তুমি ধন্য।

কিন্তু জানিও তুমি এ কথা বলিতে কখন সাহসী হইবে না, যত ক্ষণ না ঈশ্বরের মুখে তুমি শুনিতে পাও, আমার সন্তানের এ জগতে আমা ভিন্ন আর কিছুই প্রিয় নাই। যদি তোমার প্রাণের কোণে অণুপরিমাণও অন্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে, তাহা হইলে জানিও, এ কথা তাঁহার মুখ হইতে কদাপি শুনিতে পাইবে না। তিনি সন্তানের ভিতরে আত্মবিরোধী কিছু থাকে, ইহা কখনই সহ্য করিতে পারেন না, এই জানিয়া আগামী উৎসবের পূর্ব্বে যে কোন বিষয়ে বিরোধ আছে, যাহা কিছুর জন্য তোমার সঙ্গে তাঁহার মিলন হইতেছে না, পরিহার কর, দেখিবে তাঁহার মুখ হইতে অচিরে এই সুমিষ্ট বাণী শ্রবণ করিয়া সুখী হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সংসারে আহার পরিচ্ছদাদি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় সকল স্বয়ং বিধাতা সকলকে যোগাইতেছেন অথচ এ সম্বন্ধে মনুষ্যের অভাব কেন উপস্থিত হয়, এ প্রশ্ন মনে স্বতঃ উদিত হয়। বিধাতা তবে কি প্রয়োজনীয় বস্তু সকল বিধান করেন না? অথবা যত দূর করা উচিত তত দূর করেন না বলিয়া ধার করিয়া অকুলনাংশ পূরণ করিতে হয়? আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মনুষ্যের ভরণ পোষণের যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহার সম্বন্ধে ঠিক আছে। তবে যে তাহার অভাব হয়, তাহার কারণ বিধাতার ঔদাসীন্য নহে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে মনুষ্য অবস্থান করে না, তাই এ প্রকার অভাব উপস্থিত হয়। বিধাতা যাহার সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া দিলেন, তাহার তন্মধ্যে অবস্থিতি করা একান্ত প্রয়োজন। সে কোন কারণে তৎসীমায় বহির্ভাগে গমন করিবে, এ প্রকার কামাচার এখানে নাই। যদি যায়, তবে তজ্জন্য ক্লেশ দুঃখ বিপদ্ যাহা সমাগত হইবে, তজ্জন্য বিধাতা কখন দায়ী নহেন। যদি বল এমন সকল অনপেক্ষিত ঘটনা আছে, যাহার জন্য মনুষ্য দায়ে পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এখানেও আমরা বলি, এই সকল ঘটনাতে কি প্রকার ব্যয় বিধান করিতে হইবে, বিধাতা তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন, মনুষ্য একান্ত ব্যগ্রতানিবন্ধন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, তাই তাহাকে ঋণাদিতে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। মনে কর তোমার পুত্রের সঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত। তাহার পীড়া দর্শনে তোমার এবং তোমার পরিবারস্থ সকলের মন একান্ত আকুল হইয়া পড়িল। সে সময়ে আর তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিধাতার অভিপ্রায় অবগত হইতে তাঁহার নিকটস্থ হইলে না, আপনি দৌড়িয়া উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে। বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সীমা তুমি অতিক্রম করিলে, এবং যাহা তোমার করা উচিত ছিল না তাহা করিয়া এমন দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িলে যে তোমার সংসারের সমুদায় ব্যবস্থা চূর্ণ হইয়া গেল, এবং চিরজীবন তাহার দুর্ভোগ তোমায় ভুগিতে হইল। বল এখানে বিধাতার অপরাধ কি?

"খ্রীষ্ট এবং কেশবচন্দ্র সেন"—"প্রস্তাবের শিরোভাগ চমকিত হইবার! পাঠক, তবু স্খলিতপদ হইও না, কিন্তু পাঠ কর। ঈশা খ্রীষ্ট পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। কেশবচন্দ্র সেনও পৃথিবী পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হয়, ধর্ম্মেতে পুনর্জ্জীবিত হয়, এ জন্য উৎকণ্ঠিত। খ্রীষ্ট সামাজিক পূর্ণতার আদর্শ এবং উন্নতিশীল মনুষ্যজাতির শেষগতিস্বরূপ স্বর্গরাজ্য প্রচার করিয়াছিলেন। কেশবও বিনীত প্রার্থিভাবে ভারতে স্বর্গরাজ্যস্থাপনে যত্নবান্। খ্রীষ্ট সর্ব্বথা আত্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য চাহিতেন, কেশবও চেষ্টা করিতেছেন যে মনুষ্য সাংসারিকতা এবং ইন্দ্রিয়াধীনতা পরিহার করে এবং কল্যকার বিষয়ে কোন চিন্তা না করে। খ্রীষ্ট ক্ষমাধর্ম্মের উপরে অত্যন্ত ভর দিতেন, এবং প্রেমের অতি উচ্চতম মত শত্রুর প্রতি প্রেম প্রচার করিতেন। কেশবও নীতির সেই উচ্চতম মত তাঁহার দেশীয় লোকগণের নিকট প্রচার করেন। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, জলাভিষেকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার তত্ত্ব এবং আহার্য্য আহারে আধ্যাত্মিক দেবজীবন আত্মস্থ করণের তত্ত্ব অবস্থিতি করিতেছে। কেশবও সেই প্রকার হিন্দুগণকে বলিতেছেন। ঈশ্বরকে প্রীতি কর এবং তোমার প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম কর, এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টের আর কোন মত ছিল না। কেশবও আর কোন মত স্বীকার করেন না, এবং সর্ব্বদা সেই সহজ সুমিষ্ট শুভসংবাদ প্রচার করেন। খ্রীষ্ট সমুদায় সত্য প্রকাশ করিয়া যান নাই, কিন্তু পবিত্রাত্মা সমগ্র সত্যে মনুষ্যগণকে লইয়া যাইবেন, এজন্য তাঁহারই হস্তে উহা রাখিয়া গিয়াছেন। কেশবও সেই পবিত্রাত্মাকে জীবন্ত গুরু বলিয়া মহিমান্বিত করেন যিনি সমুদায় সত্য শিক্ষা দেন এবং খ্রীষ্টের শিক্ষা পূর্ণ করেন, এবং তিনি যাহা শিক্ষা দিতে অবশেষ রাখিয়াছেন তাহা শিক্ষা দেন। খ্রীষ্টের মতে পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি পরিত্রাণ নহে,

কিন্তু দেবস্বভাবাংশ লাভ করা। ঈশ্বর ও মানবস্বভাবের চিরন্তন যোগ ভিন্ন আর কি উচ্চতম মুক্তি বলিয়া কেশব প্রচার করেন। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ সেইরূপ পূর্ণ হও, এতদপেক্ষা কোন নীচ লক্ষ্য তিনি মনুষ্যগণকে স্বীকার করিতে দিতেন না। কেশবের ধর্ম্মশাস্ত্রও পার্থিব শ্রেষ্ঠতার সমুদায় নীচতর আদর্শ অস্বীকার করে, এবং সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্যের সন্ধি বা অর্দ্ধসংস্করণের নিন্দা করে। অন্যান্য বিধানকে বিনষ্ট না করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধন করা খ্রীষ্ট আপনার জীবনের লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেইরূপ কেশবও ঈশ্বরের পূর্ব্ববিধান সকলের শত্রু বা বিনাশক নহেন কিন্তু মিত্র, যিনি সেই সকলকে পূর্ণ করিতে এবং যুক্তিসঙ্গত চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে যত্নপর। খ্রীষ্ট অপরিমিতাচারী পুত্রের আখ্যায়িকা দ্বারা অতি নীচতম পাপীর নিকটেও বিশ্বাস আশা এবং স্বর্গ প্রচার করিয়াছেন। কেশবেরও এই আখ্যায়িকা অপেক্ষা অন্য কোন সুসংবাদ প্রচার করিবার নাই, যে সুসংবাদ সমুদায় শ্রুতির সার। খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং পুণ্যময় পিতার সঙ্গে সমুদায় পাপী মনুষ্যমণ্ডলীর নিত্য সার্ব্বভৌমিক একত্ব-সাধন বলিয়াছেন। কেশবও খ্রীষ্টের পুত্রত্ব এবং তাঁহাতে একত্ব সাধন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন এবং এ সত্যের সাক্ষ্যদান করেন। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি পথ। হে ঈশা তুমি তাই, কেশব বলেন। খ্রীষ্ট বলেন, আমি জীবনের আহার্য্য, এবং শিষ্যগণ আমাকে আহার করিবে যে আমি তাহাদিগের মাংসের মাংস রক্তের রক্ত হইতে পারি। প্রভু ঈশাভক্ত শিষ্য কেশব খ্রীষ্ট ঈশাতে বাস করেন, তাঁহার বলে বর্দ্ধিত হন, তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হন, এবং সত্যই বিশ্বাসযোগে কেশবের মাংস খ্রীষ্টের মাংস, কেশবের রক্ত খ্রীষ্টের রক্ত। খ্রীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, যেখানে আমার শিষ্য এবং দাসগণ সর্ব্বদা আমি সেখানেই এবং যেখানে আমি সেখানে তাহারা থাকিবে। এজন্যই যেখানে ঈশাদাস কেশব, সেখানেই ধন্য ঈশা এবং যেখানে ঈশা সেখানেই তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশাদাস চিরকাল থাকিবেন। ঈশা অধম পাপীকে ভাল বাসেন, তৎপ্রতি করুণার্দ্র। তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এবং তাহাতে বাস করেন, এবং সে তাঁহাতে বাস করে এবং তাঁহারা উভয়ে একত্র পিতাতে বাস করেন। এজন্যই ঈশাদাসে ঈশা, এবং ঈশাতে ঈশাদাস গূঢ়যোগে পারস্পরিক যোগে অবস্থিত; এবং সৎপ্রভু এবং নীচ দাস উভয়ে পিতাতে এক। সুখী সুখী সুখী আমি, দাস সেন বলেন, এবং ত্রিগুণ সুখী আমার প্রভু ঈশাতে।"——নববিধান পত্রিকা।

নবসংহিতা।

সম্বন্ধঃ।

১। কর্ত্তব্যান্যথ সম্বন্ধা গৃহ্যাঃ শুদ্ধতমাঃ স্মৃতাঃ।
শোচ্যোঽবহেলতে যোঽসৌ পার্থিবানীতি বুদ্ধিতঃ॥

গৃহের সম্বন্ধ এবং কর্ত্তব্য সকল অতীব বিশুদ্ধ। সে ব্যক্তি শোচ্য যে এ সকলকে পার্থিব মনে করিয়া অবহেলা করে।

২। বহবঃ সন্তি যে গর্ব্বং বহন্তি বিষয়েষু চ।
মহৎসু চ যথা যোগে ভক্তৌ পরহিতে তথা॥
বৈরাগ্যে স্ময়তো বিস্মরন্তি ক্ষুদ্রাণি তানি চ।
দৈনন্দিনানি কৃত্যানি ছলয়ন্তি চ সন্ততীঃ॥
পিতৄন্ মাতৄংশ্চ পত্নীশ্চোপেক্ষন্ত ইতি তে পুনঃ॥

অনেকে আছে যাহারা যোগ, ভক্তি, পরহিত, বৈরাগ্য এইরূপ মহৎ বিষয় সকলেতে গর্ব্ব বহন করে এবং অভিমানে দৈনন্দিন ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সকল ভুলিয়া যায় এবং পিতা মাতা স্ত্রী ও সন্ততিগণকে উপেক্ষা করে এইরূপ ছল করে।

৩। চরন্তি দিবি তে চোর্দ্ধ্বমিতি মিথ্যাভিমানিনঃ।
কর্ত্তব্যভূমিসংস্পর্শং মন্যন্তে নীচতামিহ॥

তাহারা ঊর্দ্ধ্বে আকাশে উড়িতেছে এইরূপ মিথ্যা অভিমান করে এবং কর্ত্তব্যের ভূমিসংস্পর্শ তাহারা নীচতা মনে করে।

৪। ন দোষাপনয়স্তেষামস্তি দেববিচারণে।
অস্থাপয়চ্চাপুনাৎ স সম্বন্ধাংশ্চ প্রভুঃ স্বয়ম্॥
গৃহস্থানাঞ্চ কৃত্যান্যাদিশত্তান্যভিমানতঃ।
উল্লঙ্ঘতে চ তান্ দণ্ডমুপযুক্তং স দাস্যতি॥

ঈশ্বরের বিচারে তাহাদের দোষক্ষালন নাই। স্বয়ং প্রভু সেই সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; পবিত্র করিয়াছেন এবং গৃহস্থগণের সমুদায় কর্ত্তব্য আপনি আদেশ করিয়াছেন। অভিমানবশতঃ সে সকলকে উল্লঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন।

৫। কিং মন্যসে গৃহং বাসমপুণ্যং গর্ব্বসন্ততে।
পিতরৌ পত্ন্যপত্যানি পশুসম্বন্ধভূময়ঃ॥
ন চাস্তি তব তত্রেষু বাধ্যতা নীতিসঙ্গতা॥

হে গর্ব্বের সন্তান, তুমি কি গৃহকে অপবিত্র বাসস্থান মনে কর। পিতা, মাতা পত্নী অপত্য এ সকল কি পশু-সম্বন্ধ যে তাহাদিগের প্রতি তোমার নীতিসঙ্গত কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

৬। মন্যস্ব পুণ্যসম্বন্ধান্ স্বান্ গৃহঞ্চ তব প্রভোঃ।
মানিতুং সেবিতুং তাংশ্চ তেনাদিষ্টোঽসি নিত্যশঃ॥

তোমার গৃহ প্রভুর এবং তোমার আত্মীয়গণ পুণ্যসম্বন্ধ মনে কর। তাহাদিগকে সেবা এবং সম্মান করিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন।

৭। ক্ষুদ্রতমং প্রভো র্গেহেহস্তবমন্তুং ন সাহসঃ ॥

প্রভুর গৃহের অতি ক্ষুদ্রকেও অবমাননা করিতে যেন তোমার সাহস না হয়।

৮। প্রতিক্ষুদ্রবাধাতায়া অমুত্র চ পরত্র চ।
দাতুং সংখ্যানমেব স্যাঃ সমাহূতো বিনিশ্চিতম্ ॥

ইহলোক পরলোকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বাধাতার সংখ্যান (হিসাব) দিতে নিশ্চয় আহূত হইবে।

৯। অহো মানব জানাসি ন কিং কৌ পিতরৌ ভুবি।
স্বর্গীয়াৎ স্বর্গীয়ৌ জ্ঞেয়ৌ পিতা মাতা চ তে খলু ॥

হে মানব তুমি কি জান না, পৃথিবীতে পিতা মাতা কে? তোমার পিতা মাতা নিশ্চয় স্বর্গীয় হইতেও স্বর্গীয়।

১০। শ্রদ্ধেহি ত্বং নমাগে চ ভক্তিং যচ্ছ চ নিত্যশঃ।
পিতরৌ তৌ যথতুং হি পবিত্রপুরুষাবিব ॥

পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা কর, নমস্কার কর, পবিত্র পুরুষকে যে প্রকার সেই প্রকার ভক্তি অর্পণ কর।

১১। কোবা মহান্ ভুবি হ্যত্র যথা মানাং পিতা তব।
তব মাতা ন কিং দৈবাৎ পাদপ উচ্চতমা পুনঃ ॥

পৃথিবীতে তোমার পিতার তুল্য মহান্ কে? তোমার মাতা, তিনি কি আকাশ হইতেও উচ্চতমা নন?

১২। আত্মপ্রতিনিধিত্বেন প্রভুনা তৌ নিয়োজিতৌ।
গৃহলোকে পালয়িতুং শিশূন্ নেতুং চ তৎপথে ॥

গৃহলোকে সন্তানগণকে প্রতিপালন এবং তাঁহার পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রভু পিতা মাতাকে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৩। স্বর্গস্থপিতরং পশ্য পিতর্য্যেব সমন্বয়ম্।
স্বর্গস্থমাতৃপ্রেমোত্তবতারং মাতরি নিশ্চিতম্ ॥

তোমার পিতাতে স্বর্গস্থ পিতাকে দেখ এবং তোমার মাতাতে স্বর্গস্থ মাতার প্রেমের অবতার দর্শন কর।

১৪। সত্যং হি পিতরৌ দেবৌ পুরুষৌ তৌ যথা শ্রুতম্।
আহ সম্মাননীয়ৌ চ সেব্যৌ নিত্যং তথৈব হি ॥

সত্যই শাস্ত্র যেমন বলিয়াছে তেমনই পিতা মাতা দেবপুরুষ এবং এইরূপেই তাঁহাদিগকে সম্মান ও সেবা করিতে হইবে।

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥"

গৃহী ব্যক্তি মাতা পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা মনে করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার যত্নে সেবা করিবেক।

১৫। পিত্রোর্বশংবদাঃ স্যাত সেবধ্বং তৌ সমগ্রয়া।
শক্ত্যা প্রয়োজনান্যত্র তয়োর্যচ্ছত তুষ্টয়ে ॥
ক্লেশভারং শময়ত মধুরপ্রেমমিশ্রয়া।
নন্দয়ত তয়োর্বাচা হৃদয়ান্যাত্মজন্মনঃ ॥

হে সন্তানগণ, তোমরা তোমাদিগের পিতা মাতার বশীভূত হও, সমগ্র শক্তিতে তাঁহাদিগের সেবা কর, তুষ্টির জন্য তাঁহাদিগের সমুদায় প্রয়োজন দান কর, তাঁহাদিগের ক্লেশভার প্রশমিত কর, মধুর প্রেমমিশ্র বাক্যে তাঁহাদিগের হৃদয় আনন্দিত কর।

১৬। কায়েন মনসা নিত্যং যাবজ্জীবনমেতয়োঃ।
ঋণং স্নেহবতোরব্ধিতুল্যং শোধয়তাত্মনা ॥

যত দিন জীবিত থাক, কায় মনে তাঁহাদিগের সমুদ্রতুল্য ঋণ পরিশোধ কর।

১৭। বৃদ্ধৌ দুর্ব্বলকায়ৌ তৌ যদা পালয়তানিশম্।
সাংসারিকসুখারেহ সেবয়া চ প্রকৃষ্টয়া ॥
সন্তোষয়ত পুণ্যানাধ্যয়নেন চ তৌ পুনঃ ॥
আনন্দয়ত সঙ্গীতৈরুপকারায় চাত্মনোঃ ॥

যখন তাঁহারা বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বলকায় হন তাঁহাদিগকে পালন কর, নিরন্তর প্রকৃষ্ট সেবা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট কর, পবিত্র বিষয় সকল পাঠ এবং আত্মার উপকারের জন্য পবিত্র সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগকে আনন্দিত কর।

১৮। ন তে সেবাঃ শূন্যগর্ভা বাহ্যদাসত্বমেব বা।
ভবন্তু বেতনভুজাম্যচ্ছাসাং সন্তু তাঃপুনঃ।
কৃতজ্ঞতায়া ভক্তেশ্চ প্রেম্ণশ্চাত্যান্তিকস্য চ ॥

তোমার সেবা শূন্যগর্ভ এবং বেতনভোগিগণের বাহ্য দাসত্ব যেন না হয়। সে সকল ভক্তি কৃতজ্ঞতা এবং আত্যন্তিক প্রেমের উচ্ছ্বাস হউক।

১৯। অহো পুত্রাশ্চ কন্যাশ্চ গৃহস্থানাং পরেশিতুঃ।
পিত্রোঃ স্নেহোপরক্তেন নেতৃত্বেন চ শিক্ষয়া ॥
বিশ্বাসে বর্দ্ধিতাঃ প্রেম্নি সাধুত্বে ভবতাশ্বহম্ ॥

ঈশ্বরের গৃহস্থগণের পুত্র কন্যা সকল, পিতা মাতার স্নেহবিমিশ্র নেতৃত্ব এবং শিক্ষাতে প্রেম বিশ্বাস এবং সাধুত্বে বর্দ্ধিত হও।

২০। শারীরং মানসং তেভ্যশ্চাধ্যাত্মং শিক্ষণং সদা।
পিতরৌ যচ্ছতং হেতোঃ প্রভোর্নয়তমেব হি ॥

পিতা মাতা, তোমরা সন্তানদিগকে শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান কর, এবং ঈশ্বরের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুল।

২১। দূষয়েদ্ধিকং চৈতান্ লালনং তাড়নং তথা।

অধিক লালনে যেমন অধিক তাড়নে তেমনি সন্তানগণ নষ্ট হয়।

২২। স্নেহেন সুকুমারেণ বিনয়স্য কঠোরতা।
মার্দ্দবং ভজমানাস্তু কর্ত্তৃত্বং তত্তয়োর্মিতম্ ॥

সুকোমলস্নেহযোগে বিনয়নের কঠোরতা কোমল হইয়া পিতা মাতার কর্ত্তৃত্ব পরিমিত হউক।

২৩। বলপূর্ব্বকশিক্ষায়ারীতিং নাশ্রয়তং কচিৎ।
স্বাভাবিকী চ সহজা সন্ততীনাং ভবত্বসৌ ॥

বলপূর্ব্বক যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে রীতি কখন আশ্রয় করিও না। সন্ততিগণের শিক্ষা সহজ এবং স্বাভাবিক হউক।

২৪। প্রভাববশগাঃ স্বস্থোপচয়ং প্রাপ্তুমুত্তমম্।
সক্ষমাঃ সন্তু মাভূত্তৎ হস্তক্ষেপপরাবলম্॥

সমধিক হস্তক্ষেপ করিও না, প্রভাবাধীনে সুস্থ উপচয় লাভ করিতে সক্ষম হউক।

২৫। অকালোন্মেষএষাং যন্মাভূদ্বলপ্রয়োগতঃ॥
সদা সাবহিতৌ স্যাতস্তত্রোপায়পরাবিহ॥

বলপ্রয়োগে যাহাতে ইহাদিগের অকালে উন্মেষ না হয় সে বিষয়ে সাবধান হও এবং উপায় অবলম্বন কর।

২৬। স্বাস্থ্যং তান্ প্রথমং দেহি বিশুদ্ধমনিলস্তথা।
নিত্যং প্রকৃষ্টমাহারং ব্যায়ামং শ্রান্তিসংহৃতিম্॥

প্রথম তাহাদিগকে স্বাস্থ্য দাও, বিশুদ্ধ বায়ু দাও, নিত্য প্রকৃষ্ট আহার দাও, ব্যায়াম দাও এবং বিশ্রাম দাও।

২৭। যদা হি বালিকা বালা নীতিশিক্ষাং প্রযচ্ছতম্।
যদা যৌবনসম্পন্না ধর্ম্মশিক্ষা প্রদীয়তাম্॥

যখন তাহারা বালক এবং বালিকা, নীতি শিক্ষা দাও; যখন যুবক যুবতী ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা হউক।

২৮। ন মতৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তৈঃ কঠোরৈস্তু শিরাংসি চ।
তরুণানাং পূরয়তং বাক্যোবাক্যানি সর্ব্বথা।
উদীরয়ন্তি শুকবৎ পশ্যান্তৌ তন্ন নন্দতম্॥

ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কঠোর মতসমূহ দ্বারা তরুণগণের মস্তক পূরণ করিও না। শুকের ন্যায় বাক্যোবাক্য (প্রশ্নোত্তর) উচ্চারণ করে ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইও না।

২৯। শিক্ষায়াং পালনে চাত্র পিতুর্মাতুশ্চ সন্ততম্।
অস্ত্বেব সহযোগিত্বং প্রত্যেকস্যাস্তি যৎ পুনঃ।
ভাগিত্বং পূর্ণতামেতুমুভয়োর্ন ভবেদ্যদি।
প্রভাবাণাস্ত যোগঃ স্যাদসমগ্রং হি শিক্ষণম্॥

শিক্ষা এবং প্রতিপালন উভয়েতেই পিতা এবং মাতার সহযোগিতা থাকুক, কেন না পূর্ণতা সম্পাদন জন্য উভয়েরই ভাগিত্ব আছে। উভয়ের প্রভাবের যোগ না হইলে শিক্ষা সমগ্র হয় না।

৩০। শিক্ষা পূর্ণা তদা ধর্ম্মাঃ পিতুর্মাতুশ্চ শোভনাঃ।
গুণাঃ সর্ব্বে যদা একীভবন্তি সন্ততাবিহ॥

তখন শিক্ষা পূর্ণ হয়, পিতার ধর্ম্ম এবং মাতার শোভন গুণ সমূহ সন্তানের চরিত্রে যখন এক হয়।

৩১। অসৎসংসর্গতোঽনীতিপ্রভাবাৎ তাংশ্চ রক্ষতম্।

অসৎসংসর্গ এবং অনীতির প্রভাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩২। মনোনীতান্ হি গ্রন্থাংশ্চ সঙ্গিনোযচ্ছতঃ পুনঃ।
বালিকাভ্যশ্চ বালেভ্যঃ সন্তি চিত্রপটানি চ।
সচিত্রনীতিদার্ষ্টান্তান্ প্রদর্শয়তমত্র যৎ।
গ্রহণপ্রবণান্যেষাং সুকুমারাণি তানি চ॥
হৃদয়ানি প্রগৃহ্ণন্তি বাল্যে সম্মুদ্রণানি চ॥

বালক বালিকাকে মনোনীত গ্রন্থ এবং সঙ্গী দাও, ভাল ভাল চিত্রপট এবং সচিত্র নীতিদৃষ্টান্ত গ্রন্থ দেখাও যে, তাহাদিগের সুকোমল গ্রহণপ্রবণ হৃদয় বাল্যকালেই ভাল মুদ্রণ গ্রহণ করিতে পারে।

৩৩। কাব্যপ্রকৃতিসৌন্দর্য্যাস্বাদানুভবমেষু চ।
প্রোন্মেষয় প্রসূনানুরাগঞ্চ পরিভাবয়॥

কাব্য ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের স্বাদানুভব ইহাদিগেতে উন্মেষ করিয়া দাও, এবং পুষ্পের প্রতি অনুরাগ উদ্ভাবন কর।

৩৪। উদ্যানং গৃহসংযুক্তঞ্চাস্তি চেৎ তে চরন্তিহ।
পশ্যান্তো বৃক্ষবল্ল্যাদীন্ সহায়া রোপণাদিষু॥

গৃহসংযুক্ত উদ্যান যদি থাকে, উহারা সেখানে বৃক্ষলতাদি দর্শন করত বিচরণ করুক এবং রোপণাদি কার্য্যে সহায় হউক।

৩৫। পক্ষিণঃ পশবঃ সন্তি চেৎ তত্র গৃহপালিতাঃ।
স্নেহেন তান্ পালয়িতুং লালয়িতুঞ্চ শিক্ষয়॥

যদি গৃহে গৃহপালিত পশুপক্ষী থাকে তাহাদিগকে স্নেহে লালন পালন করিতে শিক্ষা দাও।

৩৬। পরমেশগৃহে নিত্যং দয়য়া তে পশূন্ প্রতি।
ভবিষ্যন্তি প্রসিদ্ধা হি ক্ষুদ্র কীটানপি প্রতি॥

ঈশ্বরের গৃহে পশুর প্রতি এমন কি ক্ষুদ্রকীটের প্রতি দয়াতে তাহারা প্রসিদ্ধ হইবে।

৩৭। শিশূন্ মানয় তৈস্তুল্যৈর্দিব্যধাম যতঃ স্মৃতঃ।
অভিলাষশ্চ যত্নশ্চ তথা ভবতু বঃ সদা॥
শিক্ষয়িতুং যথা তেষাং নির্দ্দোষভাবএষ হি।
সাধুত্বেঽত্র পরিণতঃ স্বর্গোঽমুত্র চ নিশ্চিতঃ॥

শিশুদিগকে সম্মান কর, কেন না তৎসদৃশ ব্যক্তিগণ দ্বারাই দিব্যধাম। এইরূপে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে তোমাদিগের অভিলাষ ও যত্ন হউক যে তাহাদিগের এই নির্দ্দোষভাব সাধুত্বে পরিণত হয়, এবং পরকালে স্বর্গ নিশ্চিত হয়।

৩৮। শিশূনাং শিক্ষণে চাত্র, পিতরৌ পশ্যতাং সদা।
পিতরং পরমং নেতৃত্বেনাদর্শস্বরূপতঃ॥

শিশুগণের শিক্ষাতে পিতা মাতা সর্ব্বদা পরম পিতাকে নেতা এবং আদর্শস্বরূপে দর্শন করিবে।

সম্বন্ধঃ—ভ্রাতা ভগিনী।

১। ভ্রাতরো বহত প্রীতিং নিত্যং বো ভগিনীং প্রতি।
ভ্রাতৄন্ প্রতি ভগিন্যোঽত্র প্রীতিং বহত সর্ব্বদা॥

ভাইয়েরা ভগিনীদিগকে এবং ভগিনীগণ ভাইদিগকে ভাল বাস।

২। যতোঽত্রাবয়োরেকস্মাৎ পিতুর্মাতুশ্চ সম্প্রভুঃ।
দিশতি প্রেমযোগেন মধুরেণ নিবন্ধনম্॥
তৎকারণবশাদেব ন ত্বন্যকারণাৎ পুনঃ॥

যেহেতুক তোমরা এক পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রেমযোগে একত্র বদ্ধ হইতে আদেশ করিতেছেন, এক মাতা পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া অন্য কারণে নহে।

৩। মনাধ্বং নিন্দনীয়ান্ হি দোষান্ মতস্বভাবতঃ।
ভিন্না ভবেত কিন্ত্বেকমাতৃপিতৃসমুদ্ভবান্॥
প্রগাঢ়ানুরাগেণ প্রীণীধ্বং নিত্যং চিরম্॥

দোষ সকলকে নিন্দনীয় মনে করিতে পার, মত এবং স্বভাবে ভিন্ন হইতে পার। কিন্তু এক মাতা পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত চিরকাল ভাল বাসিতে হইবে।

৪। ভূত্বৈকপরিবারে'ত্র শান্তৌ পিত্রোর্গৃহে সদা।
পরস্পরং সেবমানা নিঃস্বার্থশুদ্ধরাগতঃ॥
বসতাপ্রিয়দুর্দ্দশাকলির্ভিন্দ্যাং ন চৈকতাম্॥

এক পরিবার হইয়া শান্তিতে পিতামাতার গৃহে পরস্পরকে নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ অনুরাগে সেবা করত বাস কর, যেন অপ্রিয় দুর্দ্দশা বিবাদ তোমাদিগের একতা ভঙ্গ না করে।

৫। মা কার্ষ্ট কলহং জাতু মাসূয়িষ্বং কদাচন।
মা ভূত নির্দ্দয়া জ্যেষ্ঠান্ মাবমংস্বং যদৃচ্ছয়া॥
মা হীনদৃষ্ট্যা কুধ্বং বা হীনদৃষ্ট্যা কনীয়সঃ॥

কখন কলহ করিও না, কখন অসূয়া করিও না, কখন নির্দ্দয় হইও না, জ্যেষ্ঠগণের অবমাননা করিও না, কনিষ্ঠগণকে হীন দৃষ্টিতে অনাদর করিও না।

৬। বিবাহিতা বয়োবৃদ্ধ্যা পত্নীভর্ত্তা বিবোঢ়ভিঃ।
গচ্ছমনাত্র বা বস্তুং স্বাধীনাঃ কিন্তু জাতুচিৎ॥
বিচ্ছেদো হৃদয়ানাং বানৈক্যং তত্র বিয়োগতঃ।
শরীরঘটিতান্মা ভূৎ স্যাৎ কারণান্তরাৎ॥

বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন বিবাহিত হও, পত্নী বা পতি সহকারে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে পার, কিন্তু শরীরের বিচ্ছেদনিবন্ধন বা অন্য কারণে যেন হৃদয়ের বিচ্ছেদ অথবা অনৈক্য না হয়।

৭। যত্র যূয়ং হি বসত হৃদয়ানি ভবন্তু বঃ।
একতায়াঞ্চ শান্তৌ চ বদ্ধানি চ চিরন্তনম্॥
সখিত্বে বন্ধনং জাতু ন ভগ্নাৎ কিঞ্চিদপ্যহো।
অস্থাপয়ৎ স্বয়ং যচ্চ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ॥

তোমরা যেখানে বাস কর, চিরন্তন সখীভাবে নিবদ্ধ হইয়া তোমাদের হৃদয় একতা এবং শান্তিতে অবস্থিতি করুক। স্বয়ং ঈশ্বর যে বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন তাহা যেন কখন ভঙ্গ না হয়।

৮। উদ্বাহোভ্রাতৃকলহনিদানং ভ্রাতরো ভুবি।
বহবোহপ্যত্র সদ্ভাবসম্পন্না বাবদংশ্চিরম্॥
বিচ্ছেদমগুজন্ ঘোরশত্রুবাঞ্চাভবন্নহো।
বিসংবাদপরা নাস্ত পত্নীনাং কারণাৎ কিল॥

বিবাহ ভ্রাতৃকলহের নিদান। অনেক সদ্ভাবাপন্ন ভাই কলহপরায়ণা পত্নীগণের জন্য বিবাদ করিয়াছে, বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং ঘোর শত্রু হইয়া গিয়াছে।

৯। অতঃ সাবহিতা যন্ন ভ্রাতরং সন্ত্যজেৎ প্রিয়ম্।
প্রিয়াং বা ভগিনীং কোহপি পত্নীসন্তোষহেতবে॥

অতএব সাবধান হও, কেহ পত্নীর সন্তোষের জন্য যেন প্রিয় ভাই বা ভগিনীকে পরিত্যাগ না করে।

১০। ন কাপি নারী ভবতু ভ্রাতরং ভগিনীং প্রতি।
শত্রুভাবেন বদ্ধা বা পতিং তোষয়িতুং পুনঃ॥

কোন নারীও যেন পতিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভ্রাতা বা ভগিনীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন না হয়।

১১। ভ্রাতৃত্বভ্রাতৃপ্রেমার্থং প্রত্যক্ষং কুরুতাবহম্।
অন্যোন্যাচরণং তাদৃক্ ভবত্বত্র চ যাদৃশা॥
সখ্যস্যাদর্শদৃষ্টান্তৌ সুখস্যাতিপ্রিয়স্য চ।

ভ্রাতৃত্ব এবং ভ্রাতৃপ্রেমের অর্থ প্রত্যক্ষ কর। তোমাদের পরস্পরের আচরণ সেইরূপ হউক যেরূপে উহা সুখকর অতিপ্রিয় সখ্যভাবের আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

১২ ভ্রাতৃত্বং ভগিনীত্বঞ্চ ক্ষুদ্রমেবং হি যৎ পুনঃ।
বিশ্বব্যাপি চ পশ্চাত্তৎ স্বর্গরাজ্যাগতং ভবেৎ॥
সর্ব্বসাধারণস্যায়ং পিতেতি পরমেশ্বরম্
স্বীকৃত্য তঞ্চ সংসেব্য যথা প্রেমবতামিহ।
আত্মনাং সজ্যএষোহয়মাশিষা নিত্যমন্বিতঃ॥

এইরূপে এই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃত্ব এবং ভগিনীত্ব পরে ঈশ্বরকে সর্ব্বসাধারণের পিতা স্বীকার করিয়া এবং তাঁহার সেবা করিয়া নিত্য আশীর্যুক্ত প্রেমিক আত্মাসমূহের ভ্রাতৃমণ্ডলের ন্যায় বিশ্বব্যাপী স্বর্গরাজ্য সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্ব এবং ভগিনীত্ব হউক।

পতিঃ পত্নী।

১৩। দেবপ্রতিষ্ঠিতং জ্ঞেয়মনুষ্ঠানং চিরন্তনম্।
বিবাহকর্ম্ম তত্তস্মাৎ তথা সম্মানয়েৎ সদা॥

বিবাহকর্ম্ম দেবপ্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান, অতএব তাহাকে তদ্রূপে সম্মাননা করিবে।

১৪। লোকপ্রতিষ্ঠিতং ত্বেতে সখিত্বে পার্থিবে পুনঃ।
বিমানয়ন্তি মন্যন্তে যে তদ্রাজনিবন্ধনম্॥

যাহারা বিবাহকে রাজকৃত একটি নিবন্ধন মাত্র মনে করে, তাহারা ইহাকে মনুষ্যপ্রতিষ্ঠিত পার্থিব সখ্য ভাবে বিমাননা করে।

১৫। বাণিজ্যেন তু পত্নীং কিং পতিঃ ক্রীণাতি তাঃ কিমু।
পণ্যবৎ পণ্যবীথীষু ক্রয়বিক্রয়ভাজনাঃ॥

পতি কি পত্নীকে বাণিজ্যে ক্রয় করে? পত্নী সকল কি অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় পণ্যবীথীতে (হাটে) ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়।

১৬। কিময়ং রাজপুরুষো বিবাহদৈবতং পরম্।
তন্মুদ্রয়া দার্ঢ্যমেতি দারকর্ম্ম নবন্ধনম্॥

রাজপুরুষ কি বিবাহের দেবতা? ইঁহার মুদ্রাতে (মোহরে) কি বিবাহবন্ধন দৃঢ়তা লাভ করে।

১৭। আত্মোপযন্থতে তত্রাময়েণাম মাত্মনা।
বধ্নাতি গ্রন্থিনাত্মানং নিত্যেনৈব স্বয়ং প্রভুঃ॥

আত্মাই বিবাহ করে। বিবাহে স্বয়ং প্রভু অমর আত্মার সঙ্গে অমর আত্মাকে নিত্য গ্রন্থিযোগে বদ্ধ করেন।

১৮। স্মরৈতন্ন স চোদ্বাহশ্চেন্ন নির্ব্বাহয়েৎ স তু।
স্মরণ কর, স্বয়ং ঈশ্বর নির্ব্বাহ না করিলে বিবাহ হয় না।

১৯। অতঃ পরিণয়ে রাজ্যব্যবস্থায়াঃ সহায়তাম্।
রাজাজ্ঞানাঞ্চ মাকাঙ্ক্ষীঃ পণ্যদ্রব্যমিবৈব তু॥
অন্যোন্যং ক্রেতুমত্রৈতাঃ রাজকীয়নিবন্ধনৈঃ।
স্বর্গস্থলেখসত্যস্য সম্পাদয়িতুরগ্রতঃ॥
তন্মুদ্রয়া নিবদ্ধে চ বিশেদ্বাহনিবন্ধনে॥

অতএব পণ্যদ্রব্যের ন্যায় রাজকীয় নিবন্ধন দ্বারা পরস্পরকে ক্রয় করিবার জন্য রাজব্যবস্থা বা রাজাজ্ঞার সহায়তা আকাঙ্ক্ষা করিও না। স্বর্গস্থ লেখের সত্যতা সম্পাদকের সম্মুখে তাঁহার মুদ্রা দ্বারা নিবদ্ধ উদ্বাহবন্ধনে প্রবেশ কর।

২০। যুষ্মাসু কোঽস্তি বা যোঽহর্ব্বুমৃঢ দারিদ্র্যকাম্যত।
ভীমাং শক্তো গ্রহীতুমাশিষমনুগ্রহং বিনা॥

তোমাদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে বিবাহিতের ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং অনুগ্রহ বিনা গ্রহণ করিতে সক্ষম।

২১। বিবাহদেবতাপাদপদ্মে ভক্ত্যা নমস্কুরু।
গম্ভীরেণ চ ভাবেন পরীক্ষাভিঃ প্রলোভনৈঃ।
পূর্ণেঽস্মিন্ বিশ সংসার আশিষং তস্য মূর্দ্ধ্নি তে।
হৃদয়ে তস্য চালোকং বলঞ্চ খলু ধারয়ন্॥

বিবাহের দেবতার পাদপদ্মে ভক্তিতে প্রণাম কর, গম্ভীর ভাবে পরীক্ষা প্রলোভন পূর্ণ এই সংসারে মস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ, হৃদয়ে তাঁহার আলোক ও বল লইয়া প্রবেশ কর।

২২। যাবজ্জীবসি চেদ্বাহসম্বন্ধমাত্মনোরিহ।
প্রাপয্য পূর্ণতাং বর্ষং বর্ষং কর্ত্তুং চিরন্তনম্॥
স্বর্গীয়ং খলু যোগঞ্চ যতস্ব প্রার্থয়ানিশম্॥

যত দিন জীবিত থাক, আপনাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ বর্ষে বর্ষে পূর্ণতা লাভ করাইয়া চিরন্তন স্বর্গীয় যোগে পরিণত করিতে নিরন্তর যত্ন ও প্রার্থনা কর।

২৩। নোদ্বাহশ্চরমাপত্তির্ভাবিনী সা ক্রমোন্নতেঃ।
অবস্থা বর্দ্ধমানায়াঃ শুদ্ধেরকেশ্চ নিত্যশঃ॥

উদ্বাহই চরমাবস্থা নহে, কিন্তু ভাবী ক্রমোন্নতির অবস্থা, যাহাতে প্রতিদিন পবিত্রতা ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

২৪। সত্যতঃ পূর্ণতো বাথ পরিণীতো নরো ন বা।
নার্য্যপ্যয়ম্ এষোঽয়ং সোপানমান্তরস্য চ॥
প্রথমং হি সম্বিত্ত্বস্য ভাবিনঃ প্রতিমা পুনঃ।
উচ্চতরাত্মযোগস্য বৎস্যতঃ ক্রমশঃ খলু॥

নর বা নারী সত্যতঃ বা পূর্ণভাবে বিবাহিত নয়। বিবাহ আন্তরিক সদ্ভাবের প্রথম সোপান। আন্তরিক ভাবী উচ্চতর আত্মার যোগের উহা প্রতিমা যাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে।

২৫। অতঃ পতিশ্চ পত্নী চ বিবাহবন্ধনেন চ।
আধ্যাত্মিকেন যোগেন সম্বন্ধ্যাধিকাধিকম্॥

অতএব পতি ও পত্নী বিবাহবন্ধনে আধ্যাত্মিক যোগে অধিকাধিক বদ্ধ হউক।

২৬। অর্দ্ধো হ্যঙ্গ তাবিদানীং মানবিকঃ পরেশ্বরে।
এখন তাহারা অর্দ্ধ অঙ্গ আছে, ঈশ্বরেতে এক অবিভক্ত হইবে।

২৭। লক্ষ্যং পরিণয়স্যাদং পত্নুশ্চ পতয়ো হ্যতঃ।
বিশ্বসিত চ প্রীণীত মানয়ত পরস্পরম্॥
আধ্যাত্মিকেষু গতিষু সংসারবিষয়েষু চ।
একভাবায় নিতরং কর্ত্তুং কর্ম্মকারিণঃ॥

বিবাহের উচ্চতম লক্ষ্য। অতএব পত্নী ও পতিগণ, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভালবাস এবং সম্মান কর। আধ্যাত্মিক এবং সংসারের বিষয় সকলেতে এক হইবার জন্য ঐকাভাবে কার্য্য করিতে যত্ন কর।

২৮। অভিমানবশাৎ প্রশ্নান্ প্রাধান্যস্য চ জাতিতঃ।
নোত্থাপয়েৎ স্বজাতেস্তু পত্নী পতিরথাপি বা॥
পরস্পরং মানয়ন্তু সমানাবিব নিত্যশঃ।
ঈশ্বরস্য গৃহে তেঽত্র যথা চ সহযোগিনঃ॥

অভিমান বশতঃ পত্নী অথবা পতি স্বজাতির প্রাধান্য বিষয়ের প্রশ্ন যেন উত্থাপিত না করে, কিন্তু ঈশ্বরের গৃহে সমান ও সহযোগীর ন্যায় তাহারা পরস্পরকে সম্মান করুক।

২৯। দাসীবদ্ব্যবহরতি পত্ন্যা বিশ্বসিতীহ ন।
সতীত্বেঽন্তঃপুরে তাং ন রক্ষন্ কারবাসিবৎ॥
ক্রীতপ্রেষ্যেব তাং নিত্যং প্রণতাং রক্ষিতুং সদা।
যততে যো নচোন্নেতুং দত্তেঽস্যাঃ সদৃশো ন সঃ॥

যে পতি পত্নীর সঙ্গে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে, অন্তঃপুরে কারাবাসীর ন্যায় বদ্ধ না রাখিয়া যে তাহার সতীত্বে বিশ্বাস করিতে পারে না; যে তাহাকে ক্রীতদাসীর ন্যায় সর্ব্বদা প্রণত রাখিতে যত্ন করে, কখন উন্নত হইতে দেয় না, সে কখন পত্নীর অনুরূপ নহে।

৩০। অনুরূপা ন সা তদ্বদ্যা কর্ত্তুং দাসবৎ পতিম্।
তস্যোপরি চ সাম্রাজ্যং মোহয়ন্তী চ শৃঙ্খলৈঃ॥

ইন্দ্রিয়াধীনতাসাংসারিকতাঘটিতৈর্দৃঢ়ম্।
আবদ্ধং রক্ষিতুং নিত্যং যদি যত্নপরা পুনঃ॥

সেও পতির অনুরূপ পত্নী নহে, যে সেইরূপ পতিকে দাসবৎ করিতে, তাহার উপরে সাম্রাজ্য করিতে এবং তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়াধীনতা এবং সাংসারিকতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে যত্ন করে।

৩১। ন চাতিচরণঞ্চাস্য পক্ষাদেকতরাদিহ।
তয়োঃ সম্মিলনেনৈব সেবা তু স্বপ্রভোর্গৃহে॥

এক পক্ষ হইতেও যেন অত্যাচার না হয়, তাহাদিগের উভয়ের সম্মিলনে প্রভুর গৃহে সেবা হউক।

৩২। সমানত্বেঽপি নো নারী নরো বা চরিতং পুনঃ।
অন্যদীয়ং স্বীয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্ম বাধিকরোত্বিহ॥

সমানত্ব হইলেও নর বা নারী এক জন আর এক জনের চরিত্র যেন আপনার না করে, এক জন আর এক জনের কর্ম্ম যেন অধিকার না করে।

৩৩। চরিত্রং জীবনস্যাত্র লক্ষ্যং ভিন্নং প্রভুঃ স্বয়ম্।
নির্দ্দিষ্টবান্ তয়োস্তস্মান্ নির্যাতু কদাচন॥

স্বয়ং প্রভু তাহাদিগের চরিত্র এবং জীবনের লক্ষ্য ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কেহ যেন তাহা হইতে বাহির হইয়া না যায়।

৩৪। নরঃ ক্রীড়তু নারীত্বমাশ্রিত্য গৃহিণীব ন।
নরকর্ম্ম চ নারী নান্বিষ্যাতু নরতাং গতা॥

নারীত্ব অবলম্বন করিয়া নর গৃহিণীর ন্যায় যেন ক্রীড়া না করে, নারীও নরত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেন নরের কর্ম্ম অন্বেষণ না করে।

৩৫। প্রভোর্নিয়োজিতং কর্ম্ম প্রত্যেকং কুরুতাং সদা।
রক্ষতাং মৈত্রসম্বন্ধমংশভাগাবিব প্রিয়ম্॥
বিবদেতাং ন জাত্বত্র যথৈব প্রতিযোগিনৌ॥

প্রত্যেকে তাহারা প্রভুর নিয়োজিত কার্য্য করুক, সর্ব্বদা পরস্পরের প্রতি অংশভাগীর ন্যায় মৈত্র সম্বন্ধ রক্ষা করুক, কখন যেন প্রতিযোগীর ন্যায় বিবাদ না করে।

৩৬। শোচ্যা সা প্রকৃতিং স্বাঞ্চ খণ্ডতে চাবমন্যতে।
ঈশ্বরং কর্ম্ম সংত্যজ্য স্বীয়ং পৌরুষমাশ্রিতা॥
নরকর্ম্মসু তেষাঞ্চ ক্রীড়ানর্ম্মসু সংরতা।
বিড়ম্বয়তি চেষ্টাশ্চ তেষাঞ্চাপেক্ষতে খলু॥
নাশং লজ্জাঞ্চ পাতিত্যং ভাগ্যং তস্যা বিনিশ্চিতম্॥

সে স্ত্রী শোচ্যা যে আপনার প্রকৃতিকে খণ্ডন করে এবং ঈশ্বরকে অবমাননা করে, নিজের সমুচিত কার্য্য ছাড়িয়া পুরুষভাব আশ্রয় করত পুরুষের কার্য্য পুরুষের ক্রীড়া পুরুষের হাস্য পরিহাসে রত হয় এবং তাহাদিগের চেষ্টার অনুকরণ করে। তাহার ভাগ্যে নাশ লজ্জা এবং পাতিত্য নিশ্চিত।

৩৭। গৃহং নাশয়তে গর্ব্বো যদীর্ষ্যা সুখমস্য চ।
হরতে তাং জহিহ্যত্র মিথ্যাবৎ পাপবত্তথা॥

যদি গর্ব্ব গৃহকে নাশ করে, তবে ঈর্ষা উহার সুখ হরণ করে। মিথ্যা ও পাপের ন্যায় ঈর্ষাকে পরিহার কর।

৩৮। অবিশ্বস্তত্বতো রক্ষেদাত্মানং মহতেনসঃ।
পতিঃ পত্নী চ চিন্তায়ামপি নাভিচরেৎ ক্বচিৎ।
জুগুপ্সিতমকোঁদৃশানাং ঘৃণ্যতমং সদা॥

পতি এবং পত্নী অবিশ্বস্ততারূপ মহাপাপ হইতে আপনাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। চিন্তাতেও কখন ব্যভিচার করিবে না। চিন্তাতে আচরণ অতীব ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত।

৩৯। সত্বং সতীত্বং নির্বিঘ্নং যত্র নাস্তি বিপৎ পুনঃ।
প্রলোভনমুখে নাশোন্মুখং সত্যং ন জাতুচিৎ।
বিশ্বস্ততা তয়োর্নিত্যং প্রলোভনপরীক্ষয়োঃ।
পরীক্ষা নিকষে ভস্ম স্যাতাং তৌ দম্পতী তথা।
পরস্পরানুরক্তৌ যদিহ চিন্তা হ সত্যচিরম্।
ন সত্বেদবস্থাস্মু সদা সু চ কদাচন॥

যেখানে বিপদ নাই সেখানে সত্ব এবং সতীত্ব নির্বিঘ্ন, প্রলোভনের মুখে বিনাশোন্মুখ, সে সতীত্ব এবং সত্ব কখন সত্য নহে। পতি এবং পত্নীর বিশ্বস্ততা প্রলোভন এবং পরীক্ষার নিকষে পরীক্ষিত হউক। পতি পত্নী পরস্পরের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হউক যে কখন যে কোন অবস্থাতে অসাধুচিন্তা পর্য্যন্ত সম্ভবপর না হয়।

৪০। সত্বে সতীত্বে প্রেম যৎ যোজয়াদস্তু ভাববৎ।
ভাবো তৎ পক্ষ মুকুলং প্রফুল্লকুসুমস্তু সৌ॥

সত্ব এবং সতীত্বে প্রেম সংযুক্ত কর। ওটী অভাবপক্ষ ইটি ভাবপক্ষ, সেটি মুকুল ইটি প্রফুল্ল কুসুম।

৪১। প্রগাঢ়েনানুরাগেণ পতিঃ পত্নী চ সন্ততম্।
পরস্পরং হি বধ্নীয়াদন্যো নাস্মিন্ বসেৎ সদা॥

পতি এবং পত্নী প্রগাঢ় অনুরাগে পরস্পরকে বন্ধন করিবে এবং এক জন আর এক জনেতে বাস করিবে।

৪২। সাংসারিকান্ হি বিষয়ান্ নিয়মা মিলিতৌ যথা।
কুর্ব্বীয়াতাং তথা প্রার্থয়েতাঞ্চ শাশ্বতং পুনঃ।
আত্মনোর্হিতমুদ্দিশ্য লপেতাং সময়ে চ তৌ।

সাংসারিক বিষয় সকলকে নিয়মিত করিয়া মিলিত ভাবে যেমন তাহারা কার্য্য করে, তেমনি তাহারা একত্র প্রার্থনা করুক, এবং আত্মার নিত্য কালের হিত উদ্দেশ করিয়া সময়ে সময়ে আলাপ করুক।

৪৩। স্বর্গীয়ং খলু দৃশ্যং তদুপবিশ্য রহশ্চ তৌ।
গায়েতাং প্রার্থয়েতাঞ্চ যোগঞ্চ পরমাত্মনা।
যুঞ্জীয়াতাং হৃদয়েনানন্দসংপ্লাবিতেন চ॥

এ দৃশ্য স্বর্গীয় যে পতি পত্নী নির্জ্জনে একত্র উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করে গান করে, এবং পরমাত্মার সঙ্গে আনন্দসংপ্লাবিত হৃদয়ে যোগ সমাধান করে।

৪৪। এবমন্তে ক্ষমৌ স্যাতং স্বর্গীয়ায়াঞ্চ নির্বৃতৌ।
উত্থাতুং প্রবিশেতাঞ্চ পূর্ণানন্দালয়ে সমম্॥

এইরূপে তাহারা জীবনের অন্তে স্বর্গীয় নির্বৃতিতে উত্থান করিতে সক্ষম হউক এবং একত্র পুণ্য এবং আনন্দের গৃহে প্রবেশ করুক।

ভ্রম শোধন—১৮৪ পৃষ্ঠা প্রত্যেকস্য স্থলে প্রত্যেকম্।

প্রাপ্ত।

প্রেম ও যোগ।

ভাল বাসিলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রেমের সঙ্গে দর্শনস্পৃহার অতি নিকট সম্পর্ক। হৃদয়ে প্রেম আছে, অথচ প্রেমাস্পদকে দেখিবার অভিলাষ নাই, ইহা কল্পনাতেও ধারণা করা যায় না। মানবসমাজে দেখিতে পাই, প্রেম যতই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দর্শন ও সহবাস বাসনা ততই প্রবলা হইতে থাকে। যাঁহার প্রতি যতই প্রেম, তাঁহার বিরহে আমাকে ততই কাতর হইতে হয়। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা প্রেমাস্পদকে প্রেমিকের নিকটস্থ করিয়া রাখিতে চায়। সন্তানবৎসলা জননীহৃদয় সন্তানকে অঙ্কচ্যুত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; দূর দেশে প্রেরণ করিয়া বহু দিন অদর্শনাবস্থায় অবস্থান করিতে হইলে কত সময় যে তাঁহার অঞ্চলদেশ নেত্রনীরে সিক্ত হইয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। পতিপ্রাণা সতীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় স্বামীর সঙ্গচ্যুত হইয়া অবস্থান করিতে সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ। যে সকল বন্ধুর প্রতি তোমার আমার প্রগাঢ় প্রেম, বাধা হইয়া যদি তাঁহাদিগকে বহু কাল না দেখিয়া অবস্থিতি করিতে হয়, কোন সময়ে তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিলে আমাদের হৃদয়ে প্রেমপ্রকৃতি দর্শনসুখ কি অপূর্ব্বরূপেই উচ্ছসিত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক ছায়া যেমন বস্তুর অনুসরণ করে দর্শনস্পৃহাও তদ্রূপ প্রেমের অনুসারিণী হয়। সেই জন্যই আমরা স্বীকার করি, প্রেমের পথে চলিলে যোগের পথে যাইতেই হইবে। ব্রহ্মের প্রতি যদি আমাদিগের প্রেম থাকে, ভগবানের প্রতি যদি আমাদিগের প্রেম থাকে, ঐকান্তিক অনুরাগ থাকে, আমরা তাঁহার নির্ম্মল সুন্দর সত্ত্বা না দেখিয়া কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে পারিব না। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সত্ত্বা স্পষ্ট অনুভব করিয়া দর্শনসুখ লাভ করিবার জন্য প্রাণ লালায়িত হইবে। ব্রহ্মকে ভাল বাসি, অথচ তাঁহাকে দেখিতে চাই না, ইহা কি সম্ভব? আমি যদি হৃদয়ের পূর্ণপ্রেম তাঁহারই জন্য রাখিয়া থাকি, যেখানে গমন করিব, সেই স্থানেই আমার ব্রহ্মকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মধুর সহবাস লাভ করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে থাকিবে। এই দর্শনস্পৃহা যতই চরিতার্থ করিব, ততই যোগের আস্বাদ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব। প্রেমের সঙ্গে যোগের কি নিকট সম্পর্ক!

দর্শন ও সহবাস যদি কোন সময়ে সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়ায়, প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের যোগ তথাপি বিচ্ছিন্ন হয় না। দর্শনস্পৃহার মধ্যেই যোগের মূল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবীতে দেখিতে পাই, মাতার প্রাণ প্রবাসী পুত্রের নিকটেই যেন পড়িয়া থাকে। প্রণয়ী পতিপত্নীর হৃদয়যুগল যেন কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। পরস্পরে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও এমন এক অদৃশ্য আকর্ষণ সূত্র উভয়কে আবদ্ধ রাখে যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দিগ্‌দর্শনের শলাকা যেমন উত্তর মুখ হইতে কখনই আপনাকে বিচ্যুত হইতে দেয় না, প্রেমিকের প্রাণ তেমনি কখনই আপনাকে প্রেমাস্পদের চিন্তা হইতে বিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হয় না। কেবল সেই এক চিন্তা, কেবল সেই একই ভাবনা! এখানে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যোগ কি বিয়োগ? যোগই স্বীকার করিতে হইবে। এই অদৃশ্য যোগের বন্ধনকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না বিয়োগে প্রেমিকের বিনাশ হয়; সুতরাং এ অবস্থাকে কেহই বিয়োগের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ভগবানের প্রতি যদি যথার্থই আমরা প্রেমিক হই যোগভ্রষ্ট হইতে হইবে না। তাঁহার অনন্ত অখণ্ড সত্ত্বার প্রতীতি হইতে যদি কখন বঞ্চিত হইতে হয়, যদি কখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া দেহ রোমাঞ্চিত ও হৃদয় পুলকিত হইয়া নাও উঠে তথাপি প্রাণমন তাঁহারই অনুধ্যানে আসক্ত থাকিবে; তাঁহারই প্রেম ও তাঁহারই প্রকৃতি হৃদয়ের মধ্যে বার বার আলোড়িত হইবে। কিন্তু ইহাতেই যোগের অভিলাষ সার্থক হয় না; প্রাণ ব্রহ্মের আরও নিকটস্থ হইতে চায়; স্পষ্ট দেখিবার প্রার্থনা করে; ক্রমে ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ হইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। একবার দর্শন লাভ করিলেই যোগের সমাপ্তি হয় না, অদর্শনাবস্থায় অনুরাগের আকর্ষণরূপ অদৃশ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও প্রেমিকের মনস্কামনা পরিপূর্ণ হয় না। প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত মিলিয়া অভেদ হইতে চায়।

সংবাদ।

১১ই জুলাই (২৯ আষাঢ়) বৃহস্পতিবার ডণ্ডীতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "ভারতে ধর্ম্ম ও নীতি সংস্কার" সম্বন্ধে কিনেয়ার্ড হলে বক্তৃতা দিয়াছেন। অনেক শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড ডেবিড মাক্রে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনেক ধর্ম্ম যাজক ও অপরাপর অনেকে সভাস্থলে ছিলেন। সভাপতি তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেওয়ার সময় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে সার রিচার্ড টেম্পল যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিবেচনায় ইউরোপীয় সকল ধর্ম্মমণ্ডলী অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজই ভারতবাসিগণের হৃদয় অধিকার করিবার উপযুক্ত। রবিবার সায়ংকালে সেই হলেতেই উপদেশ দেন, রেবারেণ্ড ডি মাক্রে উপাসনার কার্য্য করেন।

হিমালয় শিখরে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনা একটা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া হয়। প্রথমতঃ পাঞ্জাবী ভাষাতে ভাই বলরাম উপাসনা করেন। তৎপর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনা এবং আচার্য্য মহাশয় উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় "কৈলাস অবশেষে প্রকাশিত হইল।" চারিটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অলৌকিক কর্ম্ম, বিশেষ বিধান, ধ্যান ধারণাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে উৎসব শেষ হয়।

বর্দ্ধিংহাম হইতে একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক নববিধানে ভুক্ত হইবার জন্য আচার্য্য মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন।

বেলজিয়ামের কাউণ্ট গবলেট ডি আলবাইলা পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম্মের সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লিখিবেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক শত পত্র অধিকার করিবে।

"খ্রীষ্টধর্ম্ম ইউরোপের যোগ্য ধর্ম্ম নয়" বলিয়া সোমপ্রকাশ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উপসংহারে বলিয়াছেন; "আমরা পুনরায় কহিতেছি, খ্রীষ্টধর্ম্ম সাংসারিক লোকের ধর্ম্ম নয়। এই সৎ উদার ধর্ম্মটী অতি অযোগ্য ইউরোপখণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মটী আমাদিগের মুনিগণের পক্ষে যোগ্য।"

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২০ ভাদ্র শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন সোমবার ১৮০৫ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে ভগবন্, আমার এ প্রাণ কত দিন প্রেমহীন হইয়া থাকিবে। আমি প্রমত্ত প্রেম চাই। কেবল শুষ্কতাতে যে প্রাণের আরাম নাই। প্রেম পুণ্য দুই একত্র মিলিত না হইলে জীবনে যে কিছুই হইল না। হে প্রেমময়, আমার হৃদয়ে যে টুকু প্রেম আছে, তাহাতে তোমার বিধান যাহা চায় তাহা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারে না। প্রেমে হাসিব কাঁদিব এ আমার সম্বন্ধে যেন অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। তোমার রাজ্যে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে কিছুই অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় না। যাহার যাহা নাই, তুমি তাহাকে অর্পণ কর, এইতো তোমার মহিমা। আমি পুণ্যের ভিখারী হইয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এখন প্রেম চাই। তোমার কৃপায় পুণ্যের আস্বাদ কথঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি, এখন কৃপা করিয়া প্রেমের আস্বাদ দাও। আমি সকলকে ভাল বাসিব, এমন ভাল বাসিব যে, সে ভাল বাসাতে একেবারে বিরক্তি চির দিনের জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অপরের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিবে না, তাহা হইলে আমার যে কিছুই হইল না। আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন কারণে যদি আমার ভাল বাসা হইতে আজও বঞ্চিত করিতে পারি, তবে আমার সাধন ভজন তোমার আশ্রয় গ্রহণ সকলই বৃথা। কে আমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিল তাহা গণনা করিয়া যদি আমার তৎসম্বন্ধে প্রেম বা অপ্রেম উপস্থিত হয়, তবে যে উহা একান্ত পৃথিবীর সামগ্রী হইল। স্বর্গীয় প্রেমেতো বিনিময় প্রথা নাই। কে আমার মতের বিরোধী হইয়াছে, কে আমায় কটু বলিয়াছে, কে আমার সকল কথায় অনুমোদন করে, আমায় সর্ব্বদা সুমিষ্ট বচন্ শুনায়, এ সকল বিচার করিয়া তবে আমি আমার প্রেম দিব! ধিক্ আমার জীবনে, আমি সাধুজনের পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাদিগের স্বর্গীয় প্রেমের সামান্য উচ্ছিষ্টও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যাহারা তাঁহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছে তাহাদিগকে তাঁহারা অকাতরে প্রেম দিয়াছেন, আর আমি তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী শিষ্য হইয়া সামান্য কারণে অপরকে প্রেম দিতে সঙ্কুচিত হইলাম। হে দেব, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার দাস বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া অকাতরে সকলকে প্রেম দানে সর্ব্বদা রত থাকুক। তোমার বিধান যে প্রেম চায় এ প্রেমহীনকে সেই প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার বর্ত্তমান বিধানের লোক

সকল এক বিশ্বব্যাপী প্রেমে পরিচিত হইবে, এই যে তোমার বিধানের ঘোষণা তাহা এ পাপ জীবনে সিদ্ধ হউক।

সংসার যোগ ও ভক্তির অনুকূল।

সংসারের সমুদায় অবস্থা এমনি ভাবে নিয়মিত যে, হয় উহা যোগের অনুকূল, নয় উহা ভক্তির অনুকূল। সংসার যোগ ভক্তির শিক্ষা-স্থল ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টিতে আমরা আর উহাকে দেখিতে পারি না। সংসারের ক্লেশ দুঃখ শোক দরিদ্রতা মৃত্যু প্রভৃতি যোগের এবং সুখ সম্পৎ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল, ইহা প্রত্যেক সাধকমাত্রকে স্বীকার করিতে হইবে। কেন করিতে হইবে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

ক্লেশ দুঃখ দরিদ্রতা প্রভৃতি মনুষ্যকে নিতান্ত হীন ও নীচমনা করিয়া দেয়, অবিশ্বাস বর্দ্ধন করে, অনেক প্রকার অধর্ম্ম ও অনীতিতে নিঃক্ষেপ করে। এ সকল অবস্থা যোগের অনুকূল কে বলিতে সাহসী হইবে? কিন্তু এক বার পৃথিবীস্থ যোগিসমূহের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তাহাদিগের যোগের জীবন এই সকলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদিগের বাহিরে এই সকল অবস্থা ছিল, অথবা ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা এই সকল অবস্থার মধ্যে আপনাদিগকে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। ঘৃণা নিন্দা অপমান দুঃখ দারিদ্র্য ক্লেশ প্রভৃতিকে তাঁহারা আদরের সহিত আহ্বান করিতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই সকলের মধ্যে আপনার উচ্চতম রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। মহর্ষি ঈশার পূর্ণযোগ এই সকলের শত শত প্রশংসা করিয়াছে। আমাদিগের দেশের মহাযোগী মহাদেব শ্মশানবাসী, সর্ব্বদা দরিদ্রতার অবস্থায় নিপীড়িত, পত্নীকর্ত্তৃক তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত। অথচ চণ্ডীর চণ্ডীত্বে তাঁহার যোগ আরও প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। যোগকামী ঋষিদিগের তো কথাই নাই, তাঁহাদিগের অনশন ব্রতাদি চিরপ্রসিদ্ধ।

সাধনবিমুখ লোকেরা দুঃখ দরিদ্রতা প্রভৃতিতে হীন ও নীচ, নীতি ও ধর্ম্মবিহীন হয়, ইহা কে নিবারণ করিবে? সাধনবিমুখ মনুষ্যের যে গতি হয় তাহা তাহারা লাভ করিবে, ইহা আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু সাধকগণ সংসারকে ভিন্ন দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। সুখদুঃখাদি সমুদায়ই তাঁহাদিগকে সাধনের পথে অগ্রসর করিবার জন্য সমাগত হয়, ইহা তাঁহারা দিব্য চক্ষে অবলোকন করেন। যখন তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে অভাব দুঃখে দিতে একান্ত নিপীড়িত হন, তখন সে সময়কে যোগের একান্ত অনুকূল বলিয়া আলিঙ্গন করেন। যোগ অপর সমুদায়ের লয় সাধন করিয়া এক মাত্র ঈশ্বরকে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। যখন বাহিরে অভাব দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি আসিয়া সাধককে বেষ্টন করে; তখন তাঁহার চিত্ত অন্তর্ম্মুখীন হয়। যে রাজ্যে অভাব নাই, দুঃখ নাই, ক্লেশ নাই, শোক নাই, সন্তাপ নাই, সেখানে গিয়া উহা উপস্থিত হয়। অভাবাদি সংসারের অভাব সাধন করে, সুতরাং সমুদায় যোগে বিলীন হইয়া যায়। যোগী ব্যক্তি সে সময়ে চক্ষু নিমীলন করিয়া থাকুন, অথবা উন্মীলন করিয়া থাকুন, নিঃস্তব্ধ গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকুন, অথবা কার্য্য কর্ম্মের মধ্যে স্থিতি করুন, তাঁহার চিত্ত তখন বাহিরে নাই, ভিতরে পরমাত্মার সঙ্গে বাস করিতেছে। সুতরাং বাহিরের এ সকল কিছুতেই তিনি উদ্বিগ্ন নন।

যোগের এ অবস্থায় কেহ যোগযুক্ত না হইয়া অনুকরণ করিতে পারে না। যদি যোগাবস্থা উপস্থিত না হইয়া থাকে, এই সকলের অধীনে সাধারণের যে প্রকার মনের গতি হয়, যোগাভিমানীরও সেইরূপ হইবে। অভাবাদির অবস্থায় অধীরতা অস্থিরতা ক্রোধ মোহাদি প্রকাশ পায়,

চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপীড়ন উপস্থিত হইলে যোগের অভিমান রক্ষা করা একান্ত কঠিন হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প ক্ষণের মধ্যেই বঝিতে পারা যায় যে চিত্ত এখনও যোগ হইতে অনেক দূরে। ঘোর অন্নকষ্ট সমুপস্থিত, পরীবারবর্গ দরিদতার কষাঘাতে অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রোধন-প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বদা অবিশ্বাসের মর্ম্মাঘাতকর কথা সকল দ্বারা সাধকের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেছে, এ অবস্থায় আপনাকে স্থির রাখা সহজ কথা নহে। পরীবার মধ্যে মারাত্মক রোগ উপস্থিত, এমন সংস্থান নাই যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, বা পথ্য শুশ্রূষা প্রভৃতির সুব্যবস্থা হয়, এ অবস্থায় যোগের সমাহিত অবস্থা রক্ষা করা সাধারণ কথা নয়। বরং পঞ্চতপা প্রভৃতি দুঃসাধ্যকর তপঃক্লেশ অভ্যাসযোগে বহন করা যাইতে পারে, কেন না সে সকল নিজ শরীরসাধ্য ব্যাপার। যেখানে হৃদয়ের অতিসুকোমল স্থানে আঘাত পড়ে, সেখানে যোগ ও বিশ্বাস বলে চিত্ত ঈশ্বরেতে রাখিয়া শান্ত ভাবে সমুদায় বহন করা অনেক দূর অগ্রসর হইবার ফল।

আমরা যে দুই দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহাতে যোগী হৃদয়হীন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু যোগী হৃদয়হীন হইলে যোগ একান্ত অসম্ভব, ইহা সর্ব্বপ্রথমে স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতিসম্বন্ধে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিবোধ না থাকিলে তিনি অন্তরের দিকে ধাবিত হইবেন কেন? যদি শাক্যের চিত্ত জরা মৃত্যু প্রভৃতির কষাঘাত গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্ব্বাণে কখনই প্রবৃত্তি হইত না। সংসারের দুঃখ ক্লেশ অভাব প্রভৃতি তদ্রূপে যাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব না করিবেন, তাঁহারা শীতলতা লাভের জন্য সকল ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিবেন কেন?

মানিলাম যোগী হৃদয়শূন্য নহেন, স্বার্থপর, কেন না তিনি আপনি শীতল স্থান আশ্রয় করিয়া নির্বৃতি লাভ করিলেন, কিন্তু দুঃখী পরীবারবর্গ কেবল দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিল তাহাদিগের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। যে ব্যক্তি যোগিসম্বন্ধে এ প্রকার মনে করে তাহার মহা অপরাধ হয়। যোগী যেমন নিজ দুঃখী পরিবারের জন্য ব্যথিতহৃদয়, এমন কেহ নাই অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তাহাদিগের মোহ তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যথা দেয়। তিনি দেখিতেছেন তাহারা বৃথা ক্লেশ দুঃখ অবিশ্বাসে নিপতিত হইতেছে, যদি তাঁহার মত তাহারা বিশ্বাসভরে ঈশ্বরের চরণতলে বসিত, তাহাদিগের কোন ক্লেশেরই কারণ ছিল না। পরিজনবর্গকে যোগভূমি প্রবিষ্ট করাইবার জন্য যোগী ব্যক্তির সমগ্র জীবনের যত্ন।

তবে কি যোগী কর্ত্তব্যবিমুখ? দুঃখ দরিদ্রতা প্রভৃতি দেখিতেছেন অথচ তাহার নিরসনের উপায় অবলম্বন না করিয়া যোগে প্রবিষ্ট। ইহা যাঁহারা মনে করেন তাঁহার যোগীর স্বভাব অবগত নন। যোগীসংসারিগণের ন্যায় উপায় অন্বেষণ করেন না, কিন্তু বিশ্বাসিগণের ন্যায় উপায় সকলের অনুসরণ করেন। তিনি যোগচক্ষে যে উপায় দর্শন করেন, তাহার অনুসরণ করেন। অনেক সময়ে উহা সংসারিগণের চক্ষে কোন উপায় অবলম্বিত হইল না বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু যখন তিনি কৃতার্থ হন, তখন তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে, যোগী আপনি ঈশ্বরের গৌরবের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়া যান। তিনি আপনি কার্য্যের প্রশংসা চান না, কেন না যাহা হইল তাহা ঈশ্বরের নির্দ্দেশে তাঁহার বুদ্ধি আদির প্রভাবে নহে। চিরকাল ঈদৃশ যোগিগণ কর্তৃকই পৃথিবীর ক্লেশ দুঃখভার নিরস্ত হইয়াছে, ইতিহাস ইহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য দান করিবে।

দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি যেমন যোগের অনুকূল, সুখ সম্পৎ প্রভৃতি আবার তেমনই ভক্তির অনুকূল। যখন অভাবের পরিপূরণ হইল, অজস্র সুখ সম্পৎ আসিতে লাগিল, তখন করুণা দর্শনে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইল. ভক্তি উপহার ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হইল। ভক্তি সর্ব্বদা এই সকলেতে ঈশ্বরের স্নেহ মমতা দয়া দর্শন করিয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে; ঈশ্বরের অনুরাগে একেবারে বদ্ধ হইয়া পড়ে। ভক্তি সর্ব্বদা সুখের দিক্ অবলোকন করে দুঃখের দিক্ নহে। ঈশ্বরের দয়া মঙ্গল ভাব ভক্তির আশ্রয়ের বিষয়। যাহাতে সেই সকল সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তাহা লইয়াই তাহার চির আমোদ।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই দৃষ্ট হইতেছে, এ সংসারের গঠন কেবল যোগ কেবল ভক্তির জন্য নহে উভয়েরই জন্য। এ দুয়ের একটিকে পরিত্যাগ করিলে সাধকের পতনের সম্ভাবনা, এবং যত প্রকারের পতন এই প্রকারেই সংঘটিত হইয়াছে। যোগী ভক্তিহীন হইয়া কেবল দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া গমন করিলে যখন সুখ সম্পৎ আইসে তখন তাহাতে লিপ্ত হইয়া ভ্রষ্ট হন, আবার ভক্ত সুখ সম্পদের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে যখন ঘোরতর দুঃখ বিপদ্ পরীক্ষায় নিপতিত হন, তখন কেবল অন্ধকার দর্শন করেন। ভক্তি অনুকূল অবস্থা না পাইয়া সঙ্কুচিত হয়, শুষ্কতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, সংসার মোহে চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়, হয় তো ক্রমে সমুদায় ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত হয়। সুতরাং বলিতে হইতেছে সংসার কেবল যোগ কেবল ভক্তির অনুকূল নহে, নিয়ত উভয়ের অনুকূল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা নববিধানের আশ্রয়ে যুগপৎ উভয়কে অবলম্বন করিয়া দুঃখ ক্লেশ সুখ সম্পৎ দুইকেই আপনাদের অনন্ত জীবনের অনুকূল করিয়া লইয়াছেন। আমরা সংসারের এই বিচিত্র গঠন দেখিয়া তাহার প্রশংসা করি, এবং তাহাকে আমাদিগের অদ্ভুত সাধনক্ষেত্রে করিয়া লই।

আমাদের ধর্ম্মের শত্রু কোথায়?

আমাদিগের ধর্ম্ম উদার বিশ্বব্যাপী, ইহা সকল সম্প্রদায় সকল মতকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়, কাহার সহিত ইহার বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে নাস্তিকগণ কি আমাদিগের ধর্ম্মের শত্রু নহে? শত্রু, কিন্তু তাহাদিগের শত্রুতা আমাদিগের কিছু করিতে পারে না, বরং তাহাদিগের শত্রুতা আমাদিগের ধর্ম্মকে আরও সুদৃঢ় ভূমিতে সংস্থাপিত করে। মিত্রের অনুকূলে প্রমাণ দেওয়া অপেক্ষা শত্রুর অনুকূলে প্রমাণ সমধিক মূল্যবান্। যাহারা নাস্তিক, তাহারা বাধ্য হইয়া যতটুকু স্বীকার করিয়াছে, তাহা এই জন্য তাহাদিগের শত্রুতাকে পরাভূত করিয়াছে। নাস্তিকতা অতি ঘৃণার্হ সামগ্রী, তদপেক্ষা সমুদায় মানবজাতির অমঙ্গলসাধক আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা চিন্তাবিহীন সাধনবিহীন যুবকবৃন্দের সর্ব্বনাশের হেতু; পাপ ব্যভিচার প্রবাহিত করিবার পক্ষে উহা এক অব্যর্থ উপায়। এ সকল সত্ত্বেও আমরা বলি, নাস্তিকতা বাধ্য হইয়া আস্তিকগণের আশ্রয়ভূমি সুদৃঢ় করিয়াছে এবং চিরকাল করিতে থাকিবে।

এক প্রকারের নাস্তিকতা আছে, যাহা সুস্পষ্ট নাস্তিকতা অপেক্ষা ভয়ানক। জগতের আদিকারণ অনন্ত শক্তিকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদিগকে বিচারশক্তিহীন বলিয়া এখনকার যে কেহ তাহাদিগের কথায় অশ্রদ্ধা করিবে, কিন্তু বর্ত্তমান কালের নাস্তিকতা অপরিজ্ঞেয়বাদ এবং অপূর্ণতাবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞানকে স্তোভ দিয়া সর্ব্বনাশ করে। দুর্ব্বল চিত্তে

বৃথা জ্ঞানাভিমান উদ্দীপন করে বলিয়া ইহার জাল ছেদন করা এক প্রকার অসাধ্য। অথচ এ দুই মতের যাহা মূল উপাদান আমরা তাহা হস্তে লইয়া বলিতে পারি, এ দুইও আমাদিগের ধর্ম্মের প্রতিকূলে শত্রুতা সাধন করিতে পারে না।

প্রথমতঃ অজ্ঞেয়বাদ। অজ্ঞেয়বাদ ঈশ্বরের দুর্ব্বিগাহ্য স্বরূপের উপরে সংস্থাপিত। এ অংশ আমরাও অস্বীকার করি না। নিঃশেষরূপে ঈশ্বরকে কেহ জানিবে ইহা কোন কালে সম্ভব নহে। অনন্ত চির অনায়ত্ত, এবং উহা চিরকালই অনায়ত্ত থাকিবে। ঈশ্বর দুর্ব্বিজ্ঞেয় একেবারে অবিজ্ঞেয় নহেন। যদি অবিজ্ঞেয় হইতেন, তবে তাঁহাকে কারণরূপে শক্তিরূপে কি প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? অবশ্য কারণ ও শক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের কথঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। যতটুকু আছে, ততটুকু আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। সেই শক্তির ক্রিয়া আমরা সর্ব্বদা অবলোকন করিতেছি, এবং উহা প্রকৃতির অভ্যন্তর দিয়া যে অশেষ কল্যাণ উৎপাদন করিতেছে তাহাও নিত্য প্রত্যক্ষ। এই আদি কারণ আমাদিগের জ্ঞান ও ভাব সমুদায়ের প্রেরক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। অজ্ঞেয়বাদীরা যখন এ সকল স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের শত্রুতা সাধন একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় অপূর্ণতাবাদ। যদিও এমতটি উপহাসাস্পদ, কেন না ক্ষুদ্র অল্পজ্ঞান মনুষ্যের অসীম অনন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরম পুরুষের দোষ দর্শন নিতান্ত বালচাপল্য, তথাপি যে মূল হইতে এই মতের সমাগম হইয়াছে, তাহা সকল লোকের চক্ষেই নিত্য নিপতিত। জগৎ অপূর্ণতার পরিচয় প্রদান করে, এবং সেই অপূর্ণতানিবন্ধন যে সকল ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখাদি সমুপস্থিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ নিরসন করিয়া একমাত্র সুখের রাজ্য তিনি কেন পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিলেন না? অবশ্য তাঁহাতে অপূর্ণতা না থাকিলে জগতের অপূর্ণতা দোষ হরণে তিনি কেন অসমর্থ হইবেন? এই অপূর্ণতাবাদ কি প্রকারে নিরসন হয়, আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। উচ্চ হইতে উচ্চতম সোপানে জীবগণকে উত্থিত করাইবার জন্য জগতের বিচিত্র সৃষ্টি। একই অবস্থাতে স্থিতি জীবের নিয়তি নহে। অপূর্ণকে ক্রমে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়া, ক্রমে আত্মসদৃশ করিয়া তোলা এইতো পূর্ণতার পূর্ণ সামর্থ্য। যদি অপূর্ণকে পূর্ণ ঈশ্বর দিন দিন পূর্ণ করিতে না পারিতেন তাহা হইলে অপূর্ণতাবাদের অবকাশ ছিল। তবে যদি কেহ বলেন, একেবারে কেন সকলকে পূর্ণ করিয়া সৃজন করা হইল না, ইহাতে এই বলা হয় ঈশ্বর ঈশ্বরকে কেন সৃজন করিলেন না। এক ঈশ্বর ভিন্ন দুই ঈশ্বর কখন হইতে পারে না, ইহা অপূর্ণতা নহে পূর্ণতার অপরিহার্য্য অবস্থা।

এ দুই ব্যতীত ভোগবাদ শত্রুতার স্থল। সর্ব্ব প্রকারের ভোগসাধন দ্বারা সাধক সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইবেন ভোগবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ভোগ হইতে নিবৃত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত সাধনের পথ, ভোগ করিয়া সিদ্ধি ইহা ভোগবাদের পথ। এ পাপ পথে ব্যভিচার অনেক আসিয়া পড়িয়াছে, এজন্য ইহা কুৎসিত ঘৃণিত, এবং সাধুজনবিগর্হিত। কিন্তু ভোগবাদকেও ধর্ম্ম ও নীতির সীমার মধ্যে রক্ষা করিয়া শত্রুতাবিহীন করিয়া তুলিতে পারি। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিতে অবিকারচিত্ত বহন করা ভোগবাদের অভিপ্রায়, এ অভিপ্রায় যথার্থতঃ ধর্ম্ম ও নীতির সীমার মধ্যেই সাধিত হয়। কেন না নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মকে এইরূপেই সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিয়া সাধক অবিকারচিত্ত বহন করেন। অন্নপানাদিতে ঈশ্বরের শক্তি অবলোকন করিয়া তত্তদ্ভোগে ঈশ্বর সহ অবিচ্ছেদে একত্র বাস-

জনিত সুখসম্ভোগ, এ ভোগবাদ সকলেরই আকাঙ্ক্ষণীয়। ভোগবাদের যে অংশ মরণশীল তাহা দূরে পরিহার করিলে, উহার শত্রুতাও আকাশে বিলীন হইয়া যায়।

অযুক্তধর্ম্মাবলম্বিগণ বিজ্ঞানকে প্রধান শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়াছে, আমরা ইহা মনে করিতে পারি না। বিজ্ঞান যদি যথার্থ বিজ্ঞান হয়, তবে উহা কখন ধর্ম্মের বিরোধী নহে, ঈশ্বরের মহিমা, জ্ঞান, শক্তি, কল্যাণাভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বর্দ্ধন করে। বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের এই সকল স্বরূপ চক্ষুর সন্নিধানে আনয়ন করত অপরিজ্ঞেয়বাদের প্রতিবাদ করে। সুতরাং বিজ্ঞান আমাদিগের শত্রু নহে, উহা পরম মিত্র। যদি কোন প্রকার অবিশ্বাস বিজ্ঞানযোগে প্রচারিত হয়, তাহা বিজ্ঞানের দোষ নহে, যে সকল অবিজ্ঞানবিৎ মিথ্যা বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদিগের। বিজ্ঞান আমাদিগের পরম মিত্র, বিজ্ঞান হইতে কোন কালে আমাদিগের ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সর্ব্বপ্রকারের পাপ অনীতি দুর্নীতি হইতে আমাদিগের ধর্ম্মের কোন কালে বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অনীতি দুর্নীতি কোন কালে ইহার অবিষহ্য তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। যখন নাশ্য নাশক সম্বন্ধ, অনীতি দুর্নীতি অতি দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ, তখন আমাদিগের ধর্ম্মের প্রতাপের নিকটে দণ্ডায়মান হইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়। আজ বহু বর্ষ আমাদিগের ধর্ম্মের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়া এই দেখিলাম, অনীতি দুর্নীতি কিছুতেই মুখ আচ্ছাদন করিয়া ইহার নিকটে থাকিতে পারিল না, সরিয়া দূরে পলায়ন করিল। তাই বলি যত দিন আমাদের ধর্ম্ম সহায় আছেন, আমরা কোথাও শত্রু দেখিতে পাই না, সকলে মিত্র হইয়া ইহাঁর সঙ্গে সংযুক্ত। এক অধর্ম্ম অনীতি শত্রু, তাহাও ভীত কম্পিত হইয়া দূরে পলায়িত। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, আমাদিগের ধর্ম্মের শত্রু কোথায়? কোথাও শত্রুতার অবকাশ নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যোগ ও ভক্তি এ দুয়ের যুগপৎ সাধন সম্ভবপর, না একের পর অপরের সাধন স্বাভাবিক। সাধন কালে চিত্তের এক বিষয়ে অধিক অভিনিবেশ দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যদিও সাধনকৌশল, তথাপি প্রকৃতিতে একের সঙ্গে অপরটি চিরসংযুক্ত, এক হইতে অপরকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। সংসারের অবস্থা সমূহের মধ্যে যোগ ভক্তির অনুকূল সাধন আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। বিচারসৌকর্য্যার্থ যদিও আমরা অবস্থা সকলকে ভিন্নতঃ গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি বিপরীত অবস্থাসমূহ এক সময়ে অবস্থিতি করে বলিয়া যোগভক্তি সাধন যুগপৎ এক স্থানে থাকে স্বীকার করিতে হইবে। তবে অভাবাদির আধিক্য সময়ে যোগের ভাব এবং সুখাদির আধিক্য সময়ে ভক্তির ভাব প্রবলতর বলিয়া প্রাধান্য অনুসারে দুইয়ের ভিন্ন সময়বিভাগ হয়। যখন আমরা অভাবাদি নিপীড়িত তখনও তন্মধ্যে সুখের বিষয় সকল অবস্থান করে, আবার যখন সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করি তখনও অভাবাদি সম্যক্ তিরোহিত হয় না। সুতরাং যোগ ও ভক্তি সর্ব্বদা হস্তধারণ করিয়া চলে, কখনও এক অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, ইহাই যথার্থ কথা। নববিধান যে যোগভক্ত্যাদি একত্র সম্মিলিত করিতে অগ্রসর, ইহা ঠিক স্বভাবের অনুসারী। স্বভাবে কোন একটি ভাবের কখনও অভাব হয় না। যখন একটি প্রবল তখন অন্যটি তাহার অন্তর্ভূত এই মাত্র। যাঁহারা স্বভাবের অনুসরণ করিবেন যুগপৎ তাঁহাদিগের জীবনে উভয় সাধন চলিতে থাকিবে। পুরাকালে অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে এ দুয়ের সাধন চলিত তাই সিদ্ধি সম্ভবপর হইত। যেখানে এতৎসম্বন্ধে ব্যতিক্রম হইত সেখানে সাধন একান্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইত।

পূর্ব্বকালে বিবাহপদ্ধতি অতি শিথিল ছিল। এতৎসম্বন্ধে ক্রমোন্নতি যে কেহ দেখিতে পান। মহর্ষি ঈশা যখন যথেচ্ছ পত্নীত্যাগ নিষেধ করিলেন, তখন মুসার সময় যথেচ্ছত্যাগ অনুমত হইবার কারণ কেবল য়িহুদিগণের হৃদয়ের কাঠিন্য প্রদর্শন করিলেন। মহর্ষি ঈশা যথেচ্ছ ত্যাগ নিবারণ করিয়াও ব্যভিচার ত্যাগের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। নবসংহিতা ব্যভিচারকেও ত্যাগের

কারণ নয় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যে মহর্ষি ঈশা ব্যভিচারনিরতা নারীর অপরাধ ক্ষমা করিলেন তিনিই আবার প্রলোভনে পড়িয়া এক বার স্খলিতপদ হইলেও ত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন, ক্ষমা দ্বারা শোধন করিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার উপায় কেন রাখিলেন না, ইহা জিজ্ঞাস্য বটে। তৎসময়ের লোক সকলের হৃদয়ের কাঠিন্য দর্শন করিয়া ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে আমরা সাহসের সহিত নির্দ্ধারণ করিতে পারি। যাহারা যথেচ্ছ ত্যাগ করিত, তাহাদিগকে কোন একটি ত্যাগের পথ রাখিয়া না দিলে একেবারে উচ্চ আভস্থার বৈবাহিক নিয়ম ধারণ করিতে পারিবে না, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এক বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে অনন্ত কালের জন্য পরস্পর আবদ্ধ হয় এবং কোন প্রকার পাপ সে বন্ধনকে ছেদন করিতে পারে না, কেন না পরস্পরের পাপ নিরসন করিয়া পুণ্য পবিত্রতাতে প্রত্যানয়ন বিবাহবন্ধনের প্রধান অঙ্গীকার। সকল পাপের যে প্রকার উচ্ছেদ আছে, ইহারও তেমনি আছে, একেবারে ছুরপনেয় মনে করিলে পাপকে নিত্যকাল স্থায়ী করা হয়, ইহা সর্ব্বথা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের অধিক স্থান নবসংহিতার জন্য দিতেছি, ভরসা করি পাঠকবর্গ সংহিতানুসারে নিজ নিজ জীবন পরিচালন করিতে যত্ন করিতেছেন। সংহিতার সমুদায় নিয়ম গুলি সহজ স্বাভাবিক, ইহার সহিত কাহারও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বকালের সংহিতা সমূহের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে কালের পরিবর্ত্তনে যে উন্নতি সমুপস্থিত হইয়াছে, তৎসহকারে ইহার উপযোগিতানিবন্ধন পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। পূর্ব্ব সংহিতা সমূহ হইতে ইহার পার্থক্য উচ্চতম নীতিঘটিত; ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিনিবন্ধন। বিবাহ প্রভৃতি যে কোন বিষয় এই সংহিতাতে নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতেই এ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রাচীন সংহিতায় দাসদাসীগণের প্রতি ব্যবহার যথেচ্ছ ছিল, নবসংহিতায় তৎসম্বন্ধের নিয়ম যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহারা সে কাল এ কালের প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝিতে সক্ষম হইবেন। সর্ব্বত্র বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ইটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার আমাদিগের অভিপ্রায় আছে। আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতৃগণ আজও দাসগণের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন না। তাঁহাদিগের দোষে দাসগণের চরিত্র অসৎ হইয়া যায়, রোগাদির সময়ে তাহারা আপনাদিগকে পিতৃমাতৃহীন অনুভব করে, বেতনাদি যথাসময় না পাইয়া সপরিবারে বহু ক্লেশ সহ করে, এবং অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা অগত্যা একান্ত অনুসরণীয় মনে করে। দাসগণসম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এবার নবসংহিতায় পাঠ করিয়া পাঠকগণ তৎসম্বন্ধে সাবহিত হইবেন আমরা ভরসা করি।

নব সংহিতা।

দাসঃ।

১। ধন্যঃ স নিলয়ো যস্মিন্ স্নেহদৃষ্ট্যা বিলোকিতাঃ।
ভৃত্যাস্তেষামভাবাংশ্চৈকান্তে সাবহিতং সদা॥

সেই গৃহ ধন্য যেখানে ভৃত্যগণ স্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকিত হয় এবং তাহাদিগের অভাব সকল মনোযোগের সহিত দৃষ্ট হয়।

২। গর্ব্বো জনং তথা স্ফীতং করোতি যদ্বিলোকতে।
হীনদৃষ্ট্যা ভৃত্যবর্গান্ নীচত্বং হিতমার্গণম্॥

গর্ব্ব লোককে এমন স্ফীত করে যে, সে ভৃত্যবর্গকে হীনদৃষ্টিতে অবলোকন করে, এবং তাহাদিগের হিতান্বেষণ নীচতা মনে করে।

৩। সেবেত কিং প্রভুর্দাসঃ কেবলঃ সেবকঃ স্মৃতঃ।
যুক্তিমেবং দর্শয়তি গর্ব্বিতং হৃদয়ন্ত্বসৎ॥

প্রভু কি সেবা করিবে? দাসই একমাত্র সেবক। অসৎ গর্ব্বিত হৃদয় এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করে।

৪। সেবতে স প্রভুর্বাঢ়ং ন ন্যূনং দাসতঃ কচিৎ।
যঃ কশ্চিৎ সেবতে নাত্র প্রভুর্ভবিতুমক্ষমঃ॥

হাঁ, প্রভু সেবা করে, দাস হইতে উহা কিছুতে ন্যূন নহে। যে কেহ সেবা করে না সে প্রভু হইতে অক্ষম।

৫। পৃথ্ব্যাশ্চ দিব্যধাম্নশ্চ সেবতে প্রভুরপ্যসৌ।
আগচ্ছতি ধরাধাম দাসান্ ক্ষুদ্রাংশ্চ সেবিতুম্।

পৃথিবী ও দিব্যধামের প্রভুও সেবা করেন। ক্ষুদ্র দাসদিগকে সেবা করিবার জন্য উচ্চতম সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ধরাধামে আগমন করেন।

৬। অতো গর্ব্বিতমর্ত্ত্য ত্বং দূরে নিঃক্ষিপ তে স্ময়ম্।
আযান্তি সেবিতুং যেঽত্র তৎসেবাং দেবতোচিতাম্।

অতএব, হে গর্ব্বিত মনুষ্য, দূরে তোমার গর্ব্ব নিক্ষেপ কর। যাহারা সেবা করিতে আইসে তাহাদিগকে সেবা করা দেবোচিত বলিয়া জান।

৭। ঈশ্বরোদ্দীপ্তভাবেন গৃহী সন্তানবৎ সদা।
পশ্যেৎ তান্ স্নেহযত্নানাং ভাজনান্ পিতুরেব হি॥

ঈশ্বরোদ্দীপ্ত ভাবে গৃহী সর্ব্বদা সন্তানবৎ তাহাদিগকে পিতৃস্নেহ ও পিতৃ যত্নের পাত্র বলিয়া দেখিবেন।

৮। যেষাং হি রক্ষণাদ্যর্থং প্রভুর্ভারমদাৎ স্বয়ম্।
তদর্থং গণনাদানে বাধ্যো নিত্যং স্মরত্বসৌ॥

যাহাদিগের রক্ষণাদির জন্য প্রভু স্বয়ং ভার দিয়াছেন, তাহাদিগের জন্য গণনাদানে বাধ্য গৃহী নিত্য স্মরণ করুক।

৯। পিতা ভবতু মাতা চ গৃহস্থো গৃহিণী তয়োঃ।
আনন্দোৎসবএষাং স্যাৎ ভক্ত্যা সেবা চিরং মুদা॥

গৃহস্থ পিতা গৃহিণী মাতা হউক, তাহা হইলে ইহাদিগের আনন্দোৎসব হইবে এবং ভক্তি ও আহ্লাদের সহিত সেবা করিবে।

১০। যদা ত্বং নূতনং ভৃত্যং নিয়োজয়সি কর্ম্মণি।
কিং করিষ্যতি কর্ম্মাঽসৌ নিবোধয় যথার্থতঃ।
স্বরূপং তস্য কৃতস্য পরিমাণঞ্চ সংখ্যকান্।
কতিচিদ্বা ক্ষণান্ বিশ্রামার্থং প্রাপ্স্যতি তৎ পুনঃ॥
নির্দ্দিষ্টসময়ঞ্চার্থে বেতনপ্রাপণস্য চ।
সপ্তাহে মাসি বা বর্ষচতুর্থভাগতোঽথ বা॥

যখন তুমি নূতন ভৃত্য কর্ম্মে নিয়োগ কর, সে কি কর্ম্ম করিবে, তাহার কার্য্যের স্বরূপ ও পরিমাণ, কত সময় বিশ্রামের জন্য পাইবে, সপ্তাহ মাস বা বর্ষের চতুর্থ ভাগ কোন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেতন পাইবে, এ সকল ঠিক করিয়া বুঝাইয়া দাও।

১১। সন্তু যস্যাং বেতনানি ন জাতু স হি ধাবতি।
ঋণে তেন হি ভিদ্যেত কৃতং পূর্ব্বং নিবন্ধনম্॥
দুঃখং ক্লেশস্ত্বভাবশ্চ ধারশ্চানবধানতা।
অসহায়েষু দীনেষু নিঃক্ষিপ্যেত স্বয়ং পুনঃ॥
খাদত্যামোদতঃ খাদ্যং প্রাচুর্য্যেণ চ মোদতে॥

কখন যেন বেতন জমিয়া না যায়। ইহাতে গৃহী ঋণে ধাবিত হয় এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বকৃত নিবন্ধন ভঙ্গ হয় এবং অসহায় দীন সকলের উপরে দুঃখ, ক্লেশ, অভাব, ধার ও অনবধানতা নিঃক্ষেপ করা হয়, অথচ স্বয়ং আমোদে আহার্য্য আহার করে এবং প্রাচুর্য্যে আমোদিত হয়।

১২। নিষ্ঠুরত্বেন কিন্তুং ভো প্রাপ্যাদ্বঞ্চয়সে চ তম্।
ভমোদনমদত্ত্বা তস্মৈ স্বয়ামাত্মানমাত্মনাম্॥
সন্ততীঃ স্থূলপিণ্ডৈশ্চ সন্তাবয়সি নিত্যশঃ॥

তুমি কি নিষ্ঠুরতা সহকারে তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবে? তাহাকে আহার না দিয়া আপনাকে এবং আপনার সন্তানগণকে স্থূল শরীর করিবে।

১৩। মা ভূদেবং পরমেশস্তাদৃশান্নিষ্ঠুরাৎ সদা।
স্বার্থান্বেষণতোঽন্যায়াদমনুষ্যত্বতোঽবতু॥

এরূপ না হউক। পরমেশ্বর তাদৃশ নিষ্ঠুর স্বার্থান্বেষণ, অন্যায় এবং অমনুষ্যত্ব হইতে রক্ষা করুন।

১৪ ন প্রলোভয় দাসাংস্তে দীনাংশ্চ দুর্ব্বলান্ ক্ষিপেৎ।
প্রলোভনেষু যঃ পাপমহত্যাতিমহৎ স তু॥

তোমার দাসগণকে প্রলোভিত করিও না। দীন দুর্ব্বলদিগকে যে প্রলোভনে নিক্ষেপ করে, সে অতি মহৎ পাপভাজন হয়।

১৫। নির্দ্দিষ্টং কর্ম্ম চেৎ ত্বম্ন তস্য দদাস্যনস্যসি।
সাধারণাতিবিস্তীর্ণকার্য্যাব্ধৌ তস্ত পাচকম্॥
অশ্বপালঞ্চ দাসঞ্চ বস্ত্রসেবকমেব চ।
কৃত্বাতিভারসংগ্রস্তং দায়িত্বৈর্বহুতৈরিহ।
প্রলোভয়সি শৈথিল্যপরো ভবিতুমক্ষমঃ।
অলসো দূষয়স্ত্যেবমত্যুদ্বেগাতিকর্ম্মভিঃ॥

যদি তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না দাও, তাহাকেই পাচক, অশ্বপালক, দাস, বস্ত্রসেবক [দরজী] করিয়া, বিস্তৃত দায়িত্বে ভারগ্রস্ত করত তাহাকে সাধারণ অতিবিস্তীর্ণ কার্য্যসমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তুমি তাহাকে শিথিল অক্ষম এবং অলস হইতে প্রলোভিত কর এবং অতিশয় উদ্বেগ ও অধিক কর্ম্ম দ্বারা দূষিত কর।

১৬। নিখিলানি চ কর্ম্মাণি কর্ত্তুং যং ত্বমপেক্ষসে।
ন সমগ্রেণ কুর্য্যাৎ স্যাদ্বিরক্ত্যুদ্বেগকারণম্॥

সকল প্রকারের কার্য্য করিবে বলিয়া তুমি যাহাকে অপেক্ষা কর, সে কিছুই সমগ্র ভাবে করিবে না, বিরক্তি এবং উদ্বেগের কারণ হইবে।

১৭। অলঙ্কারাংশ্চ মুদ্রাশ্চ দ্রব্যাণি মূল্যবন্তি চ।
ইতস্ততো বিকিরংস্তং প্রলোভয় ন চাপয়॥
অকৃত্বা গণনালিপিং স্পষ্টং চানববোধয়ন্।
দায়িত্বং গৃহবস্তূনাং সাধনান্নাঙ্গ জাতুচিৎ॥

অলঙ্কার, টাকা, মূল্যবান্ দ্রব্য সকল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিয়া দাসকে প্রলোভিত করিও না এবং গৃহের সমুদায় দ্রব্যজাতের একটী গণনালিপি (তালিকা) না করিয়া, স্পষ্ট তজ্জন্য দায়িত্ব বুঝাইয়া না দিয়া ভারার্পণ করিও না।

১৮। আত্মীয়ানাস্ত বস্তূনাং গণনাং যো ন রক্ষতি।
অবিবেকী মিতাচারহীনো ভৃত্যান্ স শাসনে॥
দায়িত্বমুভবে চাপি ন স ভবতু বিস্মিতঃ।
দুঃখিতো বাঽসকৃৎ তেষাং দ্রব্যাণাঞ্চাদর্শনম্।
বঞ্চকত্বমসত্ত্বঞ্চ ভৃত্যানাং পরিবর্দ্ধিতম্॥

আপনার দ্রব্য সকলের যে গণনা রাখে না সে অবিবেকী অমিতাচারী। ভৃত্যগণকে শাসনে এবং দায়িত্বানুভবে রক্ষা করে না, ইহাতে নিরন্তর যদি গৃহের দ্রব্য সকলের অদর্শন হয়, ভৃত্যগণের বঞ্চকত্ব, অসাধুত্ব বাড়িতে থাকে, তবে তাহার বিস্মিত ও দুঃখিত হওয়া অনুচিত।

১৯। প্রভবঃ কতি সন্ত্যস্মিন্ সতঃ কৃতবানসৌ।
নিঃক্ষিপ্য ক্ষীণচিত্তানি প্রলোভনমুখে ভৃশম্॥

কত প্রভু দাসগণের ক্ষীণ চিত্ত প্রলোভনমুখে নিঃক্ষেপ করিয়া সৎ ভৃত্যগণকে অসৎ করিয়াছে।

২০। পরেঽপরাধিনো ত্যেতে দ্রব্যাণ্যনবধানতঃ।
অপহারপদানাত্র কৃত্বা তস্য গৃহে প্রভোঃ॥
যেষাং তে রক্ষকাস্তেঽনির্দ্দিষ্টা মানবে ঽপি চ।
অপরাদ্ধা বিনিক্ষিপ্য লোভে চিত্তবিদূষণে॥
অবধানবিহীনাংস্তান্ প্রভূন্ দাসাংশ্চ তান্ পুনঃ।
অসতঃ পরমঃ সত্যং প্রভুর্দণ্ডং বিধাস্যতি॥

প্রভুর গৃহের যে সকল দ্রব্যের রক্ষক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দ্রব্য অনবধান বশতঃ অপহরণের বিষয় করিয়া তাহারা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী, লোভে চিত্তদূষণে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা মনুষ্যের নিকটেও অপরাধী। অবধানবিহীন প্রভু এবং সেই অসৎ দাসগণকে প্রভু সত্যই দণ্ড দিবেন।

২১। বাসগৃহং বিনির্দ্দিষ্টং তেষাং যন্ন ভবেত্তু।
অস্বাস্থ্যজনকঞ্চার্দ্রস্থানং বা স্বাস্থ্যবর্দ্ধকম্॥
কুটীরং শয়নীয়ঞ্চ সুখদং চোষ্ণশাটকম্।
শীতে পুষ্টিকরং খাদ্যং প্রাপ্নুবন্তু বিধানতঃ॥

তাহাদিগের জন্য যে বাস গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা যেন অস্বাস্থ্যজনক এবং আর্দ্রস্থান না হয়। স্বাস্থ্যবর্দ্ধক কুটীর (কুঠরী), সুখজনক শয্যা, শীতে উষ্ণ বস্ত্র, পুষ্টিকর খাদ্য তাহারা নিয়মপূর্ব্বক প্রাপ্ত হউক।

২২। ব্যাধিগ্রস্তা যদা তে স্যুর্নাবহেলস্ব জাতুচিৎ।
তান্ সম্ভাবয়িতুং পথ্যেনাগদেনোপযোগিনা॥

যখন তাহারা পীড়িত হয় তাহাদিগকে উপযুক্ত পথ্য ও ঔষধ যোগাইতে অবহেলা করিও না।

২৩। অবাধ্যেষু চ তেষ্বত্র তথানবহিতেষু চ।
ভর্ৎসয়সি যথা শাস্সি তথৈব স্নেহভাবনৈঃ॥
আহ্লাদয় পুরস্কারৈস্তান্ কর্ত্তব্যানি তে পুনঃ।
সম্পাদয়ন্তি সন্তোষমুৎপাদ্য চ যদা তব॥

তাহারা অবাধ্য বা অনবধান হইলে যেরূপ ভর্ৎসনা করিবে, শাসন করিবে, সেইরূপ তোমার সন্তোষোৎপাদন করিয়া কর্ত্তব্য সকল যখন সম্পাদন করে, তখন স্নেহ বাক্য ও পুরস্কার দ্বারা [illegible]দিগকে আহ্লাদিত করিবে।

২৪। উৎসবে[illegible]ষ্ঠানেষ্বেতাংশ্চ ভোজয়।

উৎসব এবং [illegible] অনুষ্ঠান সকলেতে ইহাদিগকে ভোজ দাও।

২৫। আর্ত্তবানি ফলান্যেতাস্তুষারখণ্ডকানি চ।
মিষ্টান্নানি চ বস্ত্রাণি তথোপানহএব বা॥
পুরাতনানি নূত্নানি গ্রাহ্যাণ্যুপায়নানি চ।
মুখান্যেষাং প্রফুল্লানি সম্ভাবয়ন্তি চাশিষা॥

ঋতুজাত ফল, তুষারখণ্ড (বরফ), মিষ্টান্ন, পুরাতন বা নূতন বস্ত্র বা উপানৎ (জুতা) এই সকল ইহাদিগের গ্রাহ্য উপায়ন হইবে। এ সকলেতে ইহাদিগের মুখ প্রফুল্ল হইবে, এবং ইহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

২৬। দাসো দাসী চ নিবসেৎ পৃথগন্যোন্যতো ন তু।
পরিচয়েনানুচিতেনানেতুং গর্হিতং ক্বচিৎ॥
প্রভোর্গৃহেঽপবাদঞ্চ মানুষং স্যাদ্ধি দূষণং॥

দাস এবং দাসী পরস্পর পৃথক্ স্থানে বাস করিবে। অনুচিত পরিচয় দ্বারা প্রভুর গৃহে গর্হিত অপবাদ এবং দূষণ আনয়ন করিতে দিও না।

২৭। বিনয়েন্ন কঠোরেণ পানাসক্তিমপব্যয়ম্।
স্বেচ্ছাচরণমেষাঞ্চ নিবারয় নিরন্তরম্॥

কঠোর বিনয়ন দ্বারা ইহাদিগের পানাসক্তি, অপব্যয় ও স্বেচ্ছাচরণ বারণ কর।

২৮। অসৎকিঙ্করসংসর্গজনিতাচরণাৎ সদা।
রক্ষাত্মসন্ততীর্নষ্টাঃ পরীবারাশ্চ তৈঃ কতি॥

অসৎ ভৃত্যবর্গের সংসর্গ বশতঃ যে অসৎ আচরণ উপস্থিত হয় তাহা হইতে আত্মসন্তানগণকে রক্ষা কর। তাহাদিগের দ্বারা কত পরীবার নষ্ট হইয়াছে।

২৯। বিনষ্টচরিত্রাভ্যশ্চ রূপজীবাভ্য এব চ।
• সতর্কস্তিষ্ঠ যা দাসীচ্ছদ্মেন কর্ম্ম সন্ততম্॥
অন্বিষ্যন্তি নাশয়ন্ত্যনবধানপরং জনম্।
• মহামারীসমাভ্যস্তদ্দ্বারং রুদ্ধং হি রক্ষ চ॥

বিনষ্টচরিত্রা এবং রূপজীবা সকল হইতে সতর্ক থাক; যাহারা দাসীর ছলে গৃহস্থগৃহে কর্ম্ম অন্বেষণ করে এবং অনবধান ব্যক্তিকে বিনাশ করে। মহামারীসদৃশা এই সকল হইতে তোমার দ্বার অবরুদ্ধ রাখ।

৩০। শক্ত্যা সমগ্রয়া নীতিঘটিতং বিনয়ং সদা।
প্রবর্ত্তয় চ তেষ্বত্র নয় সাবহিতং পুনঃ॥
প্রকৃতিস্থত্বসাধুত্বপাবিত্র্যবর্ত্মনীহ তান্॥

তোমার যত শক্তি আছে তৎসহকারে তাহাদিগের মধ্যে নীতিঘটিত বিনয়ন প্রবর্ত্তিত কর। অতি সাবধানে তাহাদিগকে সাধুত্ব, পবিত্রতা এবং প্রকৃতিস্থতার পথে লইয়া যাও।

৩১। পত্রিকাঃ সুলভাশ্চিত্রযুক্তা মাসিকপুস্তিকাঃ।
হস্তে বিন্যস্য তেষাঞ্চ স্যুস্তে চেৎ পঠনক্ষমাঃ॥
এবং বিশ্রান্তিসময়ে মনঃ কর্ম্মাণি প্রাপ্স্যতি॥

যদি তাহারা পড়িতে পারে, তবে তাহাদিগের হস্তে সুলভ পত্রিকা বা মাসিক চিত্রযুক্ত পুস্তকাকারের পত্রিকা সকল অর্পণ কর যে, বিশ্রামের সময়ে তাহাদিগের মন কার্য্য প্রাপ্ত হইবে।

৩২। উপাসনে সাধনেষু রতাংস্তেভ্যোঽত্র মা ছিন্দঃ॥

যখন তাহারা উপাসনা ধর্ম্মসাধনে রত তখন তাহাদিগকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিও না।

৩৩। সমবিশ্বাসিনশ্চেত্তে গীতেষু পঠনেষু চ।
উপাসনাসু যদ্যৎ স্যাদুপযোগি চ মঙ্গলম্॥
কালে কালেঽনুমন্যস্ব তত্র তত্র গৃহোদ্যতে॥

তাহারা যদি সমবিশ্বাসী হয় তবে সঙ্গীত, পাঠ, উপাসনা এ সকলের মধ্যে যে যে অংশ তাহাদিগের উপযোগী এবং গৃহে সম্পাদিত সেই সেই অংশে সময়ে সময়ে [যোগদিতে] অনুমতি দাও।

৩৪। পরমেশো যথা দাসান্ তস্য নিত্যং নিযচ্ছতি।
তথা তে যচ্ছ দাসাংশ্চ ধর্ম্মেণ কৃপয়া সদা॥

পরমেশ্বর যে প্রকার তাঁহার দাসদিগকে নিয়মিত করেন, তেমনি ধর্ম্মেতে ও করুণাতে তোমার দাসদিগকে নিয়মিত কর।

অনুষ্ঠানানি।

১। অদ্বিতীয়পরব্রহ্মনাম্নানুষ্ঠানমেব হি।
কৃৎস্নং কুর্ব্বীত নিয়তং গৃহস্থঃ শংসিতব্রতঃ॥

গৃহস্থ সমুদায় অনুষ্ঠান অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের নামে করিবে।

২। ত্যজেদযুক্তধর্ম্মঞ্চ তত্র চার্চ্চনমপ্যসৌ॥

অনুষ্ঠানে অযুক্ত ধর্ম্ম এবং পুত্তলিকার অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিবে।

৩। তোষয়িতুং কুটুম্বান্ স্বান্ দেশ্যদেবান্নমেন্ন সঃ।
নার্চ্চার্চ্চনং নূতনং বাপ্যযুক্তধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়েৎ॥

আত্মীয় কুটুম্বদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেশীয় দেবতা সকলকে নমস্কার করিবে না, অথবা নূতন পুত্তলিকার্চ্চনা বা অযুক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবে না।

৪। মতশুদ্ধিং নিষ্কলুষাং রক্ষেৎ স বিবিধেষু চ।
নির্ম্মলং স্ববিবেকঞ্চ তমনুসৃত্য কৃৎস্নশঃ॥

বিবিধ অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়ার মধ্যে মতশুদ্ধি নিষ্কলঙ্ক রাখিতে হইবে, সর্ব্বথা বিবেকের অনুসরণ করিয়া আত্মবিবেককে নির্ম্মল এবং অদূষিত রাখিতে হইবে।

৫। মাভূস্ত্বমনুরক্তোঽত্র বাহ্যপদ্ধতিষু ক্বচিৎ।
আড়ম্বরপ্রপূর্ণেষু প্রতিমাকরণেষু চ॥
বাহ্যপ্রদর্শনং দৃশ্যাড়ম্বরঞ্চ পরিত্যজ॥

বাহ্য পদ্ধতি এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিমাসাধনে অনুরক্ত হইও না। বাহ্য প্রদর্শন এবং দৃশ্যের আড়ম্বর পরিত্যাগ কর।

৬। হৃদয়ানি চ যানাত্রাসক্তানি বিষয়ানিহ।
ইন্দ্রিয়াণাং হি কাঙ্ক্ষন্তি ন তু তান্ পুনরাত্মনাম্॥
বাহ্যক্রিয়াপরত্বাধিক্যেষু ধাবন্তি তানি চ॥

যে সকল হৃদয় এ সমুদায়ে আসক্ত, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় আকাঙ্ক্ষা করে; আত্মার বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে না এবং বাহ্যক্রিয়াপরায়ণতার আধিক্যে ধাবিত হয়।

৭। পদ্ধতিভিশ্চ শূন্যাভির্মাত্মানং ভারপীড়িতম্।
কার্ষীঃ সংশ্রয় তাএব যাশ্চাত্মা পরিকাঙ্ক্ষতি॥
প্রয়োজনঞ্চ তস্যাত্র তৎসাধনাশ্চ তা নতু।
তৎসাধনঃ স চাত্মা স্যারন্যথা নিষ্ফলাহি তাঃ॥

শূন্য পদ্ধতি সমূহের দ্বারা আত্মাকে ভারনিপীড়িত করিও না। সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন কর যাহা আত্মা আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তাহার প্রয়োজন। আত্মা ক্রিয়াসকলের কার্য্য সাধক নহে, ক্রিয়া সকলই আত্মার কার্য্যসাধক, অন্যথা ক্রিয়াসমূহ নিষ্ফল।

৮। আমোদং সহজেনৈব পরমাত্মপ্রসূতয়ঃ।
বহন্তি ন চ বাহ্যেষু ক্রিয়াধিক্যেষু জাতুচিৎ॥

পরমাত্মার সন্তান সকল সহজেতে আনন্দ লাভ করে, কখন বাহ্যক্রিয়ার আধিক্যে নহে।

৯। ন বিশেষকৃতার্থত্বমনুষ্ঠানেষু বিদ্যতে।
ক্রিয়াসু চ গুণঃ শুদ্ধিকৃৎ পদ্ধতিষু বস্তুষু॥

অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াতে বিশেষ কোন কৃতার্থতা নাই, বাহিরের পদ্ধতি বা বস্তুতে কোন শুদ্ধিকর গুণ নাই।

১০। ন কাচিন্মুক্তিদা শক্তির্মহত্যা অপি চাত্মনি।
ক্রিয়ায়া মন্যমানস্য পাবনস্য ন পাবনম্॥

অতি মহতী ক্রিয়ারও আপনাতে কোন মুক্তিপ্রদ শক্তি নাই। যাহাকে পবিত্রকর বস্তু বলিয়া মনে করা হয় তাহারও আপনাতে পবিত্র করিবার সামর্থ্য নাই।

১১। পুষ্পাণি পীতকাদীনি গন্ধদ্রব্যাণি যানি চ।
অগ্নিরাপঃ পতাকা চ তথা চিত্রপটা ইহ॥
ভক্তৌ সহায়াস্তে শোচ্যাঃ পাবনানীতি বাদিনঃ॥

পুষ্প এবং অগুরু আদি গন্ধ দ্রব্য, অগ্নি, জল, পতাকা, বা চিত্রপট, এ সকল ভক্তিতে সহায়, তাহারা শোচ্য যাহারা ইহাদিগকেই পবিত্রকর বলে।

১২। কালশ্চর্ত্তুশ্চ মাসশ্চ নিয়োজ্যাঃ সাধনোপ্যিতে।
অভিপ্রায়ে বিশেষে বা গৃহ্যে পাবন ইত্যতঃ॥
প্রতীয়তেঽত্র শোচ্যোঽসৌ তস্মিংস্ত স্বান্ পবিত্রতাম্।
আরোপ্যান্যত্র মৌঢ্যাচ্চেৎ বিপরীতং বিনির্দ্দিশেৎ॥

কাল, ঋতু, মাস, বিশেষ সাধন বা গৃহসম্পর্কীয় অভিপ্রায়ে নিয়োগ করা হয়, এ জন্য ঐ সকল পবিত্রকর বলিয়া প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি শোচ্য যে সেই সকলেতে পবিত্রতা আরোপ করিয়া মূঢ়তাবশতঃ তদ[illegible] মনে করে।

১৩। পাঠঃ প্রবচনানাং [illegible]সাম্।
অভিষেকো ব্রতঞ্চা[illegible] সর্ব্বং কার্য্যকরং তথা॥
অভিপ্রায়সাধনঞ্চ শোচ্যোঽসৌ মন্যতে যদি।
ঋতে তত্তৎ পাবনং ন মুক্তিঃ কেনাপি লভ্যতে॥

প্রবচন পাঠ, পুরোহিতের কার্য্য, অভিষেক, ব্রত সকলই কার্য্যে লাগে, এবং তাহারা অভিপ্রায়সাধক হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি শোচ্য যদি মনে করে সেই সেই পবিত্রকর বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হয় না।

১৪। অথাপি যাঃ ক্রিয়াশ্চানুষ্ঠানানি প্রভুনা স্বয়ম্।
আদিষ্টানি চ ভক্ত্যোহ শ্রদ্ধয়া নির্ব্বহেঃ সদা॥

এরূপ হইলেও যে সকল ক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান ঈশ্বর আদেশ করেন, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল নির্ব্বাহ কর।

১৫। নির্ব্বর্ত্ত্যানি পুণ্যকৃত্যান্যথ গৃহ্যোৎসবা যদা।
মণ্ডল্যা নিয়মান্ নিত্যং বিনয়ান্যনুবর্ত্তয়॥
স্যুর্যথা গম্ভীরাণ্যত্র হৃদয়স্পৃংশি তানি চ॥

যখন কোন পুণ্য কার্য্য বা গৃহের উৎসব সম্পন্ন করিতে

হইবে, তখন মণ্ডলীর যে প্রকার নিয়ম ও শাসন আছে, তাহার এরূপে অনুবর্ত্তন কর যে সে সকল গম্ভীর এবং হৃদয়স্পর্শী হয়।

১৬। জনাঃ পবিত্রমণ্ডল্যাঃ সদৈকবিধতামিহ।
ক্রিয়াসু পদ্ধতিষত্র মূলে রক্ষন্তু নিত্যশঃ॥
আচারপরিষদ্বংশরুচিপ্রয়োজনানাম্।
ভবিতুং ভবতু প্রায়ঃ শাখাঙ্গেষু ভিন্নতা॥

পবিত্র মণ্ডলীর জনসমূহ ক্রিয়া এবং পদ্ধতিতে মূল বিষয়ে একবিধতা রক্ষা করুক, আবার পরিষৎ, বংশ, রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে হইতে পারে এ জন্য শাখা ও অঙ্গসমূহে ভিন্নতা হউক।

১৭। এবং ক্রিয়াসু পূজাসু স্যাদৈক্যং নিলয়েষু চ।
মণ্ডল্যামনুরক্তানামদ্বিতীয়ে পরেশ্বরে॥

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এবং মণ্ডলীতে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের গৃহে এইরূপে ক্রিয়া এবং পূজাতে একতা হইবে।

সংবাদ।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করিয়াছেন।

মাঙ্গালোরে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমাদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুগণ মন্দির নির্ম্মাণার্থ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন। তাঁহারা ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান। সকলে মন্দির নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া সেবাব্রত পালনে সহায়তা করেন, [illegible]াদিগের প্রার্থনা। আমরা আশা করি সেব[illegible] প্রার্থনা সকলের হৃদয়স্পর্শ করিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

১৮০৪ শকের চৈত্র মাস হইতে ১৮০৫ শকের শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

আয়।

পূর্ব্ব স্থিতি	...	৩০৫/০
মাসিক দানসংগ্রহ	...	৩২২৸৵০
এককালীন দান	...	৭৪৸০
শুভকর্ম্মের দান	...	৬৩৲
বস্ত্রজন্য সাহায্য	...	৯৫৵০
আনুষ্ঠানিক দান	...	১০৲
বিশেষ সাহায্য	...	২৭৲
সুলভ সমাচার	...	১৭৬৵৫
পুস্তক বিক্রয়	...	৪৪৮৵৫
পাথেয়	...	১৭৩।৵০
পরিচারিকা	...	২১৩৸৵০
ব্রহ্মমন্দির	...	১০০৲
পৃথিবী প্রদক্ষিণ জন্য সাহায্য	...	৫৬
স্ত্রীবিদ্যালয়	...	৩০৲
মৃতভুবনকৃষ্ণ সিংহের পরীবারের জন্য		১৯৲
গচ্ছিত	...	১০০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

গ্রাহকদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্তি	...	২৯১।৵১০
সমষ্টি		২২৩০৸০

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৯০৪।৵৫
ঔষধ	...	১২৸৵১০
বস্ত্র ও বিনামা	...	৯৮॥০
পালকীভাড়া (মন্দিরগমনে)	...	১২৵০
পরিচারিকা	...	১৩১৸৶১৫
পাথেয়	...	২০৪।/১০
ক্ষুদ্রব্যয় (ডাকমাসুল)	...	৪৭।৫
প্রতাপবাবুর উপজীবিকা	...	৫৩৸৶০
টাক্স হিসাবে	...	৪০৵০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	২৸/১৫
বাটী মেরামত	...	৬৲
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	১২৭।/৫
মৃত ভুবনকৃষ্ণ সিংহের পরীবারের জন্য		১৫৲
পৃথিবী প্রদক্ষিণ	...	৪৵০
বাটী ভাড়া	...	১৫০৸১০
কর্ম্মচারীর বেতন	..	৫৬।১০
পুস্তক বাঁধান দপ্তরী	...	১০।০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ছাপখানা	১৮৯৸৵০	২৯৫/১৫
কাগজ	৫৭৶/১৫	
ডাকমাসুল	৪৮৲	
সমষ্টি		২১৮৩॥/০
স্থিতি	...	৪৭৶০
সমষ্টি		২২৩০৸০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সেন তেজপুর ...	॥০
,, ,, ভাই অমৃতলাল বসু সংগৃহীত ...	৩৸৶১৫

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার গুহ ... ২৲
,, ,, শক্তিচন্দ্র মিত্র ... ১৲
,, ,, দীনেশচন্দ্র রায় ... ২০৷১০
,, ,, যদুনাথ দে ... ১৲
,, ,, যদুনাথ ঘোষ ... ৩৷৶১০
,, ,, কান্তিমণি দত্ত ... ।৫
,, ,, পি সি সেন ... ১০৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র দাস ... ২৫৲
,, ,, রামলাল ভড় ... ১৲
,, ,, বুন্দেলখণ্ডীয় বন্ধুগণ ... ॥৵
,, ,, একজন বন্ধু ... ১৲
হলদীবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ ... ৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার ... ১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিমণি দত্ত ... ১৲
,, ,, জ্ঞানদাশঙ্কর সেন ... ১৲
,, ,, ভগবানচন্দ্র দাস ... ৫০৲
,, ,, অমৃতলাল ঘোষ ... ১৲

বস্ত্রজন্য দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস ... ২০৲
,, ,, সীতাহরণ সিংহ ... ১১॥০
,, ,, মতিলাল বসু ... ১০৲
,, ,, কাঁথিস্থ বন্ধুগণ ... ২৫৶০
,, ,, রঘুরাম আসমল ... ১৫৲
,, ,, ওয়েন সাহেব ... ১২॥০

আনুষ্ঠানিক দান।

মৃত নবীনকৃষ্ণ পালিতের পত্নী ... ১০৲

বিশেষ সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু শক্তিচন্দ্র মিত্র ... ১৲
,, ,, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ... ২॥০
,, ,, কালীশঙ্কর দাস ... ২৩॥০

মাসিক দানসংগ্রহ।

মহারাজা কুচবিহার ... ৬০৲
শ্রীমতি মহারাণী কুচবিহার ... ৩৫৲
কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ... ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন নন্দী ... ৬৲
,, ,, মুকুন্দবল্লভ মজুমদার ... ৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র রায় ... ৪৲
,, ,, পিনাগপাণি মুদলিয়ার ... ৪৲
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ সাহা ... ১৲
,, ,, আশুতোষ ঘোষ ... ৫৲
,, ,, বেণীমাধব মজুমদার ... ৪৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত ... ৪৲
,, ,, মধুচরণ দে ... ৫৲
,, ,, প্রিয়নাথ ঘোষ ... ৪৲
,, ,, শক্তিচন্দ্র মিত্র ... ১৲
,, ,, মধুসূদন সেন ... ৫৲
,, ,, রামেশ্বর দাস ... ৩৲
,, ,, ভুবনমোহন দে ... ৩৷৵০
,, ,, কালিদাস সরকার ... ৫৲
,, ,, তারকচন্দ্র সরকার ... ৫৲
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক ... ২॥০
,, ,, নিত্যগোপাল রায় ... ১০৲
,, ,, জয়গোপাল সেন ... ৪৭॥০
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ... ১০৲
,, ,, কৃষ্ণবিহারী সেন ... ৪৲
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল ... ৫৲
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন ... ১৲
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ নওগাঁ ... ১২৲
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর ... ১০৲
,, ,, তারকনাথ রায় ... ১০
,, ,, আনন্দচন্দ্র গুপ্ত ... ১৲
,, ,, যোগীন্দ্রনারায়ণ [illegible] ... ৪।৵০
,, ,, প্রমথনাথ মি[illegible] ... ১৲
,, ,, যদুনাথ ঘো[illegible] ... ৫৲
,, ,, লালা রলারাম ... ১॥০
,, ,, রাজমোহন বসু ... ১৲
,, ,, হরনাথ ভট্টাচার্য্য ... ১॥০
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ ... ১৲
,, ,, হরকালী দাস ... ২৲
,, ,, নগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ।০
,, ,, কুঞ্জবিহারী দেব ... ৪৲
,, ,, গোপালচন্দ্র বসু ... ৯৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বসু ... ১৲
,, ,, রামলাল ভড় ... ২৲
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস ... ১।০
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ ... ॥০
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন ... ১৪৲
,, ,, গগনচন্দ্র রায় ... ৭৲
,, ,, অক্ষয়কুমার রায় ... ২৲

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৬ আশ্বিন শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

১৭ ভাগ।
১৮ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিক ১৮০৫ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, বল, এ হৃদয়ে প্রেম কি অসম্ভব? তোমার প্রেম কি আমায় প্রেমিক করিতে পারে না? আমার চক্ষু কাঠিন্যনিবন্ধন প্রেমাশ্রু বর্ষণ না করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, আমার হৃদয় কেন প্রেমবিমুখ হইবে? মানিলাম, আমার প্রকৃতির বিশেষ গঠনের জন্য প্রেমের বাহ্য বিকাশ অপরের ন্যায় হইবে না, কিন্তু আমি পরের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াতো [illegible] অনুভব করিতে পারি? স্বার্থত্যাগ বৈরা[illegible], স্বার্থ[illegible]াইতো প্রেম। যে ব্যক্তি আপনার সুখ পরিত্যাগ করিল না, সে অপরের সুখ কি প্রকারে চাহিবে? যে অপরের সুখে সুখী হইল না, সে প্রেমের রসাস্বাদ কি প্রকারে পাইবে? প্রভো, আমি সেই প্রেম চাই, যে প্রেম আপনাকে ভুলিয়া যায়, সর্ব্বদা কেবল পরেতেই বাস করে; পরের প্রতি ক্রোধ, হিংসা, অক্ষমা, অসূয়া কোন কালে প্রকাশ করিতে পারে না, সর্ব্বদা ক্ষমা শান্তি ও প্রীতিতে হৃদয় পূর্ণ; সহস্র অত্যাচারেও মন প্রীতিপাত্রের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না, আঘাত ও প্রতিরোধে কেবলই আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। হে প্রেমপ্রস্রবণ, আমি তোমার দ্বারে এই প্রেমের ভিখারী, পার্থিব প্রেম আমি চাই না। তোমার কৃপায় যদি এই প্রেমের অধিকারী হইতে পারি, আমার জীবন সার্থক হইবে। হে গভীর প্রেমের উৎস, তোমার প্রেম আপনাকে অতলস্পর্শিত্বে অনমুভূত রাখিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। সাধারণ লোকে তাহার কোন সংবাদ লইতেছে না, কেবল প্রেমিক জন তাহাতে মুগ্ধ। তোমার সেই প্রেমের স্বভাবের অনুরূপ প্রেম এই প্রেমহীনকে অর্পণ কর যে যখন প্রেম অনমুভূত তখনও নিয়ত পূর্ণ পরিমাণে থাকে। বর্ত্তমানে এই প্রেমের অভাবে প্রাণ একান্ত ক্লিষ্ট। যাহাতে এই ক্লেশের হস্ত হইতে দাস শীঘ্র মুক্ত হইতে পারে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। যে দিন পরের জন্য আপনার দিতেও প্রাণ কুণ্ঠিত হইবে না, সর্ব্বদা পরের কল্যাণের জন্য কাতর থাকিবে, পরের দুঃখ ক্লেশ পাপে কখনও উদাসীন থাকিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যথিত অবস্থান করিবে, তখন বুঝিলাম যে প্রেমের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজও ইহা হয় নাই, প্রভো, তোমার নিকটে স্বীকার করিতেছি। এ অভাব আর কত দিন এ প্রাণ সহ্য করিবে। শীঘ্র তোমার কৃপায় এই

অভাব পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তোমার নিকটে অদ্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলাম, হে দেব, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ইচ্ছাযোগ।

ইচ্ছাযোগ সর্ব্বপ্রথম যোগ, এই যোগ ভিন্ন জীবনে কিছুই সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি কিছু নাই হইতে সমুদায় আনয়ন করিয়াছে, সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, কোন স্বরূপ এই শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে, সমুদায় ইহার সঙ্গে মিলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে, ইচ্ছার এক দিকে গতি অপর সকলের অন্য দিকে গতি ঈশ্বরেতে ইহা একান্ত অসম্ভব। এই ইচ্ছাই ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব, সুতরাং ইচ্ছা সহ ঈশ্বরের স্বরূপসমূহের বিরোধ কখন সম্ভবপর নহে, কেন না তাহা হইলে ঈশ্বরত্ব তাঁহাতে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যিনি আপনাকে আপনি সংবরণ করিতে পারেন না; পুণ্য প্রেম, জ্ঞান, শক্তির বিরোধ বশতঃ কখন এ দিকে কখন ও দিকে চালিত হন, যখন যাহার উচ্ছ্বাস সমধিক হয়, তখন তাহারই বেগে নীত হন, এবং নীত হইয়া অপরকে খণ্ডন করেন, তাঁহার জগতে এ প্রকার শৃঙ্খলা, নিয়ম, ও সর্ব্বসামঞ্জস্য কখন স্থিতি করিত না। প্রেমের উচ্ছ্বাসের সময়ে পুণ্য জ্ঞানাদি জন্য ক্রিয়া যদি অবরুদ্ধ হয়, সে সময়ে জগতের যে অবস্থা হইবে, পুণ্য বা জ্ঞানের প্রাবল্যসময়ে তাহার বিপরীত অবশ্য লক্ষিত হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের অব্যবস্থিতচিত্ততানিবন্ধন জগতের সমুদায় ব্যাপার অনিয়ত ও অনিশ্চিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বসংশয়ে নিঃক্ষিপ্ত করিত। ঈদৃশ ঈশ্বর কখন ঈশ্বর নহে, মনুষ্যের ন্যায় চঞ্চল ও অব্যবস্থিত।

ইচ্ছাযোগকে ঈশ্বরের ইচ্ছা সহ অভিন্ন স্বরূপ করিবার জন্য ঈশ্বরেতে ইচ্ছাশক্তি-যোগে সমুদায় আবদ্ধ আমরা প্রদর্শন করিলাম। ইচ্ছাশক্তি কিলক, যাহাতে সমুদায় ঈশ্বরের স্বরূপ আবদ্ধ রহিয়াছে। পুণ্য প্রেম প্রভৃতি ইচ্ছা শক্তি সহ অভিন্ন ভাবে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে, সুতরাং কোথাও কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খল দৃষ্ট হয় না। নাই হইতে অস্তিত্ব আনয়ন ইচ্ছাশক্তির কার্য্য। মনুষ্যের ইচ্ছা শক্তিতেও ইহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা নাই, মনুষ্যেরই ইচ্ছাতে তাহা সমুপস্থিত হয়। মনে কর আমার কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে, আমি যদি আমার ইচ্ছাশক্তি নিয়োগ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই, শীঘ্রই আমার জ্ঞানের অভাব পূরণ হইয়া আসিবে। জ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, যেখানে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উপার্জ্জন করিবার উপায় নাই, সেখানেও ইচ্ছাশক্তি সত্বরে তদভাব পূরণ করিয়া দেয়। মনে কর আমার প্রেমের অভাব, অথচ প্রেম সাক্ষাৎসম্বন্ধে অর্জ্জন অসম্ভব। জ্ঞানের বিষয় সমুদায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে প্রীতির বিষয় নাই। বিষয় না পাইলে তদনুসরণে অ[illegible]রিপূরণ অসম্ভব। এখানে ই[illegible] জ্ঞান[illegible] সেই সমুদায় বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে, যাহাতে যৎপ্রতি প্রীতি উদ্দীপন করিতে হইবে, তাহার অদ্ভুত আশ্চর্য্য গুণ, তৎপরে সুকোমল মধুর গুণ সকল চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ চিত্ত এই সকল বিষয়ে লগ্ন হইতে হইতে তৎপ্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং সেই অনুরাগ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া প্রেমরূপে ধারণ করে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতীত হইবে, ইচ্ছা সমুদায়ের মূল, ইচ্ছা আমাদিগের ব্যক্তিত্ব, যাহা আমাদিগের নাই এক ইচ্ছা-যোগে আমরা তাহা লাভ করি। ইচ্ছা আমা-

দিগের প্রার্থনার আকারে ঈশ্বরের সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হয়, এবং আসিবার সময় সমুদায় অভাবের সামগ্রী তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ফিরিয়া আইসে। ইচ্ছাযোগে প্রার্থনা প্রধান। যে পরিমাণে যোগ সিদ্ধ হইয়া আইসে, সেই পরিমাণে প্রার্থনা শুদ্ধ ইচ্ছাতে পরিণত হয়, অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্র তৎসিদ্ধি ইচ্ছাযোগসিদ্ধির লক্ষণ। ইচ্ছাযোগে এত বল কোথা হইতে সমাগত হয়, ইহা সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য বিষয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমুদায় সিদ্ধ হয়, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয়। ইচ্ছাযোগ ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মনবীর ইচ্ছার যোগ। মানবে এমন কোন ইচ্ছা থাকিবে না, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার অণুমাত্র বিরোধী। মানবীর ইচ্ছার যখন এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা মাত্র সিদ্ধি আর কেন না হইবে। ইচ্ছা যোগের এই স্থানে যখন সাধক আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহাতে সর্ব্বসামঞ্জস্য সমুপস্থিত হয়। এক ইচ্ছার সূত্রে প্রেমাদি সমুদায় ঈশ্বরে একত্র গ্রথিত রহিয়াছে। যখন মানবীয় ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হইল, তখন তাঁহাতেও প্রেমাদি আসিয়া অবিসংবাদী ভাবে মিলিত হইল। এখানে বিরোধ বিসংবাদ অসম্ভব. কেন না তাহা হইলে প্রতীত হয় ইচ্ছাযোগ কখন সম্পন্ন হয় নাই।

আমরা ইচ্ছাকে সমুদায়ের মূল বলিয়াছি, ইচ্ছা হইতে সমুদায় লাভ হয় ইহারও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তি, আদি সমুদায়ের সংযোগ সূত্র ইচ্ছা ইহা আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে। যেখানে ইচ্ছার সহিত বিরোধ আছে, সেখানে এ সকল অগ্রসর হই হইতে পারে না। ইচ্ছা এই সকলের সঙ্গে অবিরোধিভাবে স্থিতি করিলে তবে ইহারা সবল ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম। মহর্ষি ঈশা ইচ্ছাযোগী, তিনি এই যোগের আদর্শ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশা সমুদায় মহাজনবর্গের প্রতিনিধি এক এই ইচ্ছাযোগে। তাঁহার সহিত কোন মহাজনের বিরোধের সম্ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে সকলে অভেদ সূত্রে আবদ্ধ; তিনি সকলকে লইয়া একত্র মিলিত; সকলে তাঁহাতে সংযুক্ত। এ তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি মহর্ষি ঈশার প্রতিনিধিত্বও বুঝিয়াছেন। প্রতিনিধিত্বে ইহা বুঝায় না, অন্যান্য মহাজনের বিশেষ বিশেষ সম্পত্তি তাঁহাতে সমগ্র ছিল, কেবল ইহাই বুঝায় যে তিনি সকলের ভাবের সঙ্গে এমনি অভিন্ন ভাবে মিলিত ছিলেন যে, তাঁহাদিগের সম্পত্তিতে তাঁহাকে সমৃদ্ধিমান্ করিয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছা কিছু প্রেম নয়, কিন্তু প্রেমে ইচ্ছা অতিসমৃদ্ধিমতী হয়, ইহা সকলেরই বুদ্ধিগোচর। ঈশা সকলের সঙ্গে এমন মিশিতে পারেন যে, সকলের হইয়া প্রতিনিধির কার্য্য করিতে হইলে তাঁহার মত আর কাহাকেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক ইচ্ছাযোগে এই মহদ্ভাব লাভ করিতে পারা যায়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এ যোগের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ কর্ত্তব্য।

আমাদিগের বৈরাগ্য।

সম্যক্ প্রকারে স্বার্থবিনাশ আমরা বৈরাগ্য শব্দে গ্রহণ করিয়া থাকি। আপনার চিন্তা আপনার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া মন যখন কেবল পরের ভাবনা ভাবে, তখন বৈরাগ্যের উদয় হয়। যত ক্ষণ আসক্তি আছে, আত্মসুখকামনা আছে, পরের হিত কল্যাণ ও সুখ একটি প্রবল প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়ায় নাই, তত ক্ষণ বৈরাগ্যসূর্য্যের উদয় হইয়াছে, ইহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। বৈরাগ্য যেমন এক দিকে আপনার চিন্তা ছাড়িয়া দেয়, অমনি অপর দিকে পরের চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেয়।

এক অভাবে বৈরাগ্য কখন জাবিত থাকিতে পারে না। কিন্তু একটি ভাবনা চিন্তা এবং হৃদয়ের বিষয় না করিয়া মনুষ্য প্রকৃতি কখন শূন্য লইয়া থাকিতে পারে না। এক দিক্ ছাড়িলে আর এক দিক্ চাই ইহা প্রকৃতির অখণ্ড্য নিয়ম।

প্রাচীন কালে সাধকগণ সংসার ছাড়িতেন, পরিবার পরিজনবর্গের সহিত সম্বন্ধ পরিহার করিতেন, বিষয়বাণিজ্যের ভূমি দূরে পরিহার করিয়া নির্জ্জন অরণ্যানী আশ্রয় করিতেন। তাঁহাদিগের বৈরাগ্য এ সমুদায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, এ সকলের চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মন হইতে চির কালের জন্য তিরোহিত হইত। এ অবস্থায় তাঁহারা কি কেবল অভাবে বাস করিতেন কখনই নহে। তাঁহারা সকল ছাড়িয়া ব্রহ্ম বস্তুকে অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মন তাঁহাতেই বিশ্রাম লাভ করিয়া আর অন্যত্র ধাবিত হয় নাই। এক ব্রহ্মে মন বিশ্রাম লাভ করিলে, এ সংসারে আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না ইহা তাঁহারা জগৎকে দেখাইয়াছেন। সাধক মাত্রেরই ইহা প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিয়া তাঁহারা মনুষ্য-সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহা-দিগের হৃদয়ও চরিতার্থ হইয়াছে। সাধনে সিদ্ধমনোরথ হইলে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য গৃহস্থগণকে সঙ্গ দান করিতেন, অথবা গৃহস্থগণ তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিয়া আশ্রয় লইতেন।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতীত হইতেছে প্রাচীন কালের সাধকগণ সংসারের প্রতি বিরক্ত, এবং এক ব্রহ্ম বস্তুতে অনুরক্ত ছিলেন। বৈরাগ্যযোগে ব্রহ্মের প্রতি তাঁহা-দিগের অনুরাগ যখন সিদ্ধ হইত, তখন তাঁহাদি-গের হৃদয় পরিত্যক্ত সংসারের কল্যাণের দিকে ধাবিত হইত। তৎকালীন তাঁহারা এক স্থানে স্থিতি করিয়া অথবা নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া জগতের হিত সাধন করিতেন। তাঁহারা যেখানে শেষে উপস্থিত হইতেন, বর্ত্তমান কালে সেখান হইতে জীবনের আরম্ভ বিধি-নিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা পরসময়ে পরের কল্যাণ চিন্তা করিতেন, এখন পরের কল্যাণ চিন্তা হইতে সাধনের আরম্ভ। তাঁহারা বিস্তৃত সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, শত্রু মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, এখন আপনার সুখকামনা বিসর্জ্জন দিয়া পরের সুখ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম করিতেন, ইহাঁরাও ইন্দ্রিয় সংযম করেন। প্রভেদ এই, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিজের বা পরের সুখ বর্দ্ধনে নিয়োগ করিতেন না, ইহাঁরা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মসুখে নিরোধ করতঃ পরের বিশুদ্ধ সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ করেন। আত্মসুখান্বেষী ইন্দ্রিয়গণ পরসুখের বিরোধী, সুতরাং তীব্র বৈরাগ্যযোগে ইন্দ্রিয়গণের সেই দুঃশীলতা পরিহার করাইবার জন্য ইহাঁ-দিগের সুতীক্ষ্ণ সাধনের প্রয়োজন হয়।

এখনকার বৈরাগ্যশ্রয়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক আপনি বলিতে স্ত্রীপুত্র পরীবার সকলকে গ্রহণ করেন, আর এক শ্রেণী আপনি বলিতে কেবল আপনাকেই বুঝেন। এই দ্বিবিধ শ্রেণীর লোকের এই প্রকার গ্রহণের তারতম্য বশতঃ সুতরাং ভিন্নতা সমুপস্থিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণ গৃহস্থগণের অন্তর্গত, প্রথম শ্রেণী সাধকমণ্ডলীর অন্তর্ভূত। একথা সত্য যে সকলেই আপনার স্ত্রীপুত্র সন্তান সন্ত-তির সুখবর্দ্ধনের জন্য আপনি অনেক ক্লেশ স্বীকার করে, এবং আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেয়; কিন্তু নিজের সুখকামনা আছে বলিয়া এরূপ করে এজন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহস্থগণ অপেক্ষা ইহারা নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহস্থগণ এইরূপ ব্রতধারী বলিয়াই তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব।

ইহাঁরা ঈশ্বরোদ্দেশে আপনাকে ভুলিয়া এই সকলের নিরন্তর কল্যাণ অন্বেষণ করেন, কোন অবস্থায় ব্রত ভঙ্গ হইতে দেন না, এমন কি যাহাদিগের সম্বন্ধে ইহাঁরা ব্রত ধারণ করিয়াছেন অনন্তকাল তাহাদিগের সঙ্গে এই সম্বন্ধ ইহাঁরা বিশ্বাস করেন। সুতরাং গৃহস্থশ্রেণী ভুক্ত হইয়াও পার্থিব গৃহিগণ অপেক্ষা ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা আপনি বলিতে আপনাকে এবং নিজ স্ত্রীপুত্রদিকে গণ্য করেন, তাঁহারা এসকলের নিরপেক্ষ হইয়া কেবল পরার্থ জীবন ধারণ করেন। এ শ্রেণীও আবার দুই বিভাগে বিভক্ত। এক বিভাগের সাধকগণ কোন নিয়মিত আয়ের অন্বেষণ করেন না, বা অর্থের জন্য কাহারও সেবায় নিযুক্ত হন না। অন্য বিভাগের সাধকগণের নিয়মিত আয় আছে, কিন্তু তাঁহারা সে আয মণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করিয়া আপনারা ঈশ্বরোদ্দেশে পরহিত কামনায় কার্য্যে নিযুক্ত। আপনার এবং পরিবারের চিন্তা দূরে পরিহার করিয়া সাধন ভজন, পরহিত সাধন ইহাই ইহাঁদিগের ব্রত। সংসারিগণের ন্যায় আপনার এবং পরিজনবর্গের সুখ অন্বেষণ না করিয়া অপরের সুখ অন্বেষণ প্রবৃত্ত। আপনার এবং পরীবারের জন্য চিন্তিত হইয়া পার্থিব ভাবে উপায় অন্বেষণ করিলে, ইহাঁদের ব্রতভঙ্গ হয়, এবং বৈরাগ্যের বিরোধাচরণ হয় বলিয়া ইহাঁরা, তাহা হইতে সর্ব্বথা নিবৃত্ত। এই ব্রত পালন করিতে গিয়া সমগ্র বৈরাগ্যের নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় পরীক্ষা দ্বারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম কেন বিকারগ্রস্ত হয়?

কোন একটি ধর্ম্ম যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সে সময়ের সাধকগণের মধ্যে ধর্ম্ম এমনি সতেজে কার্য্য করে যে কোন প্রকার পাপ বিকার তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে ধর্ম্মকে বিকারগ্রস্ত করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কাল সহকারে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধর্ম্মের তেজ যত সংসারের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে মন্দীভূত হইয়া আসিতে থাকে, ততই দোষ দুর্ব্বলতা পাপ আসিয়া সেই ধর্ম্মকে গ্রাস করে, অথচ তখন এমন লোক অতি বিরল, যাহাঁরা সেই সকল দোষ দুর্ব্বলতা পাপের জন্য প্রবর্ত্তকের ধর্ম্ম অনুসরণ করা হইতেছে না, ইহা বলে। বরং প্রবর্ত্তকে যে সকল ভাব প্রবল ছিল, পরবর্ত্তী তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের সেই সকল ভাব থাকিয়া যদি অন্যগুলির অভাব হয়, তবে তৎসম্প্রদায়ের লোক সকল সেই সেই ব্যক্তিকে ধর্ম্মদ্রোহী কিছুতেই মনে করে না, পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই তাহাদিগের সমাদর করে। যিনি ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে নিশ্চয়ই এ সকল লোককে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন না, কিন্তু হইলে কি হয়, যাহাদিগকে তিনি অস্বীকার করিবেন জীবিত লোকেরা তাহাদিগকেই পরম ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করে।

যে বিস্তৃত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়, তাহার মধ্যে বেদশ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ এত আচরণ ভারতীয় জনসমাজে আজ রাজত্ব করিতেছে যে সে সকল শাস্ত্র ধরিয়া বিচার করিলে এখন আর কেহ স্বধর্ম্মে নাই, অনায়াসে বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, যাঁহারা শাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ সকল অগ্রাহ্য করিতেছেন, অথচ অন্যায়োপার্জ্জিত ধনে পূজা অর্চ্চনা দানাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন, লোকে তাহাদিগকে অতি ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। এ সকল লোক পরস্বাপহারী ব্যভিচারী দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ড দানাদি দ্বারা লোকের নিকটে অতীব পূজ্য হইতেছে। এমন কি

তাহারাই ধর্ম্মসংরক্ষকরূপে পরিগণিত; সকলের চরিত্র নীতি প্রভৃতি তাহাদিগেরই হস্তে ন্যস্ত। ইচ্ছা করিলে এক জন দুরাচারীকে তাহারা সমাজমধ্যে অতিসম্মানিত করিয়া রাখিতে পারে, এক জন সদাচারীকে ধর্ম্মবহির্ভূত বলিয়া সমাজবহিষ্কৃত করিতে সক্ষম।

প্রাচীন ঋষিধর্ম্ম সকলের কথা দূরে, সম্প্রতি যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেও এই প্রকার বিকার সমুপস্থিত। মহাত্মা প্রেমিক চৈতন্য ভাবুকের শিরোমণি ছিলেন, অথচ কঠোর নীতির শাসন তাঁহার চরিত্রে অতীব প্রবলতর ছিল। গুরুসেবার্থ সংন্যাসের একটি সামান্য বিধির উল্লঙ্ঘন করাতে তিনি প্রিয়তম শিষ্যকে ত্যাগ করিলেন আর গ্রহণ করিলেন না; আর এক জন অনুগত ভক্ত ধর্ম্মকার্য্যের জন্য অন্যায় অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া তাহার উদ্ধারে বিমুখ হইলেন, সহস্র অনুরোধ ও অনুনয়েও কেহ তাঁহার চিত্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। এখন তাঁহারই সম্প্রদায়ে অনীতি দুর্নীতি ব্যভিচার স্বপ্রচারিত ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এরূপ কেন হইল? তাঁহার ভক্তি প্রেমের বিকার লোকসকলের চিত্ত এত দূর অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে, তাঁহার চরিত্রগত কঠোর নীতির দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। এখন তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক ভাবুকতাতে সন্তুষ্ট বিশুদ্ধ চরিত্রতাতে নহে, সুতরাং এ সম্প্রদায়ের পতন না হইয়া আর কি হইবে?

ধর্ম্মের অঙ্গীভূত জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি সকল গুলি একত্র স্থিতি না করিলে ধর্ম্ম বিকারগ্রস্ত হইবে, ইহা আমরা প্রকারান্তরে পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, আজ আমরা তদপেক্ষা এমন একটি সহজ হেতু পাঠকগণের চক্ষুর সন্নিধানে উপস্থিত করিতে চাই যে, যে কেহ বিকার নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। যে ভূমি অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্ম্মের অবিকার নির্দ্দেশ করিব, উহা সার্ব্বভৌমিক, এমন ধর্ম্ম নাই যাহা তদুপরি সংস্থাপিত নহে। এই ভূমির উপরে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাট্টালিকা সংস্থাপিত। এই ভূমি যদি বালুকাময় হয় এবং পাপ প্রলোভনের প্রবল তরঙ্গ সকল যদি ক্রমান্বয়ে এই ভূমির বালুকাসমূহ ধৌত করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সমুদায় অট্টালিকা মূলশূন্য হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া যায়। এই সার্ব্বভৌমিক ভূমি কি ইহাই নির্দ্ধারণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমরা এ ভূমির কথা পূর্ব্বে কখন উল্লেখ করি নাই তাহা নহে। হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার জন্য আমরা নূতন প্রণালীতে নূতন সম্বন্ধে পাঠকবর্গের নিকটে উহা পুনরায় উপস্থিত করিতেছি। সকল ধর্ম্মের আরম্ভ ইন্দ্রিয় সংযম ও বিষয়বাসনার নিবৃত্তিতে। এই ভূমি ছাড়িয়া কেহ ধর্ম্মের উচ্চতম কোন সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে। ইন্দ্রিয়সংযম বিষয়বাসনানিবৃত্তি দ্বারা মানবীয় ইচ্ছা স্বীয় বিশুদ্ধাবস্থা লাভ করে। এই বিশুদ্ধাবস্থাতে উহা ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে অবিসংবাদী ভাবে মিলিত হয়। এইরূপে মিলিত হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাকে সোপান হইতে সোপানান্তরে উত্তোলন করিতে থাকে। সাধক মাত্রেই স্বীকার করেন, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেবল সাধন দ্বারা কেহ সিদ্ধমনোরথ হয় না। "বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয়, কেহ জানে না কোথা হইতে আইসে কোথায় যায়" এ কথা সত্য, কিন্তু ইহাও আবার সত্য যে অজ্ঞাত হইলেও বায়ুর আগম ও নির্গমের স্থিরতর নিয়ম আছে। বায়ুর আগম ও নির্গমের প্রতিরোধের কারণ উপস্থিত হইলে যে তাহার গতি স্থগিত হয় ইহা কে না জানে? মানবহৃদয়ে ঈশ্বরের করুণা অবতরণের প্রতিবন্ধক আছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রতিবন্ধক কুবাসনা পাপলালসা, এক কথায় ইচ্ছার অবিশুদ্ধতা।

এই প্রতিবন্ধক দূর করিয়া দাও দেখিবে ঈশ্বরের করুণাবায়ু প্রতিনিয়ত বহিতে থাকিবে।

আমরা যাহা বলিলাম, এইটির ভাল করিয়া প্রয়োগ করিলেই ধর্ম্ম বিকারগ্রস্ত হয় কেন তাহার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের সমুদায় চিত্তবৃত্তি ইষ্টে নিবিষ্ট ছিল। সুতরাং বাসনা ও পাপাভিলাষ তাঁহাদিগেতে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাইত না। তাঁহারা যে কোন ভাব কেন প্রবলরূপে প্রদর্শন করুন না, ইটি তাঁহাদিগের জীবনের মূল ভূমি ছিল। মূল ভূমি সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না, তদুপরি নির্ম্মিত অট্টালিকাই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে, সুতরাং পরবর্ত্তী লোকগণ মূলে দৃষ্টি না রাখিয়া উপরিস্থ চাকচিক্য দ্বারা আপনাদিগের জীবন ভূষিত রাখিতে গিয়া পতিত হইয়াছে, ধর্ম্মকেও বিকারগ্রস্ত করিয়াছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ধর্ম্মের মূল কোথায় প্রোথিত জানিয়া সর্ব্বপ্রথমে মূল সুদৃঢ় করিয়া তদুপরি আপনাদিগের ধর্ম্মজীবনের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত।

দ্বিবিধ ধর্ম্মভাব।

এ জগতে এ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মমত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমরা তাহার মধ্যে দুইটি বিভাগ নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই দুইটি বিভাগের একটি পার্থিব অপরটি স্বর্গীয়। পৃথিবী সমুৎপন্ন বিভাগকে পার্থিব বলা যায়, আর ঈশ্বর সমুৎপন্ন বিভাগকে স্বর্গীয় বলা যায়। যাহা মনুষ্য প্রকৃতিকে খনন করিয়া বাহির করা যায়, যত দূর সম্ভব মনুষ্য প্রকৃতির উন্নতি হইলে তাহার মধ্য দিয়া যে ধর্ম্ম অভ্যুদিত হয়, তাহা পার্থিব। কেন না ইহা অহঙ্কারপ্রধান। যত কেন উন্নত হউক না, যত কেন পুণ্য পবিত্রতাতে পূর্ণ হউক না, তাহাতে অহঙ্কারের প্রাধান্য থাকিবেই থাকিবে। এই অহঙ্কারপ্রধান পার্থিব ধর্ম্ম আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম। যিনি যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকলকে আশ্রয় করিয়া ভজন সাধন করেন তাঁহাকে যোগী বলা যায়। যিনি দয়া স্নেহ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন তাঁহাকে ভক্ত বলা যায়। যিনি "ইদং সদিদমসৎ" এইটি সৎ এইটি অসৎ, এই প্রকার বিচারের পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে মিথ্যা হইতে সত্যের দিকে সমুত্থান করিতে পারেন তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায়। আর যিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যাদিগকে তাঁহার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সেব্য জানিয়া প্রাণপণে সেবা করেন তিনি সেবক বা কর্ম্মী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠাতাদিগের প্রত্যেকের ধর্ম্ম অহঙ্কারপ্রধান। যিনি যোগী, তিনি যোগ সাধন করেন, ইন্দ্রিয় সংযম করেন, ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি করেন, কঠোর বৈরাগ্যযোগে ত্যাগ স্বীকার করেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃতি দিন দিন সৌন্দর্য্য লাভ করে কিন্তু ইহার ভিতরে "আমি করি, আমি যোগী" এই অহঙ্কার গূঢ়রূপে লুক্কায়িত থাকিয়া মনুষ্যের পরিত্রাণের পথে ব্যাঘাত জন্মায়। এইরূপ যিনি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ মনন ও সৎসঙ্গ দ্বারা আপনাকে ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করেন, তাঁহারও ভিতরে অহঙ্কার থাকে, কেন না "আমি ঈশ্বরচরণে আত্মবিসর্জ্জন করিলাম" বলিয়া যে অহঙ্কারের বীজ তাঁহার মধ্যে থাকে তাহা কিছুতেই দূর হয় না। এইরূপ জ্ঞানী কখনও আপনাকে ভুলিয়া কিংবা আপনাকে বাদ দিয়া জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে সমর্থ নহেন, কেন না অহঙ্কার জ্ঞানের সঙ্গে এত জড়িত যে তাহা হইতে তাহাকে কোনরূপেই স্বতন্ত্র করিবার উপায় নাই। জ্ঞানী যদি আপন জ্ঞানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, তিনি একটি কার্য্যও

করিতে পারেন না। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বর ও জগ-দ্বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে তিনি অসমর্থ। এই প্রকার সেবক আপনাকে কর্ত্তৃত্ববিহীন মনে করিয়া কখন সেবাতে বা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং এই সকল ধর্ম্ম অহঙ্কারপ্রধান এই জন্য পার্থিব।

আর এক প্রকার ধর্ম্ম মনুষ্যপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এই জন্য ইহাকে স্বর্গীয় বলা যায়। যেমন অপত্য স্নেহ প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্ম। কিন্তু স্বর্গ হইতে আজ্ঞা আসিল অপত্যকে বলি দান করিতে হইবে। এই ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া স্বর্গ হইতে উদিত হয়। পত্নীর প্রতি প্রেম করা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, কিন্তু স্বর্গ হইতে নিয়ম হইল পত্নীকে নির্ব্বাসন করিতে হইবে। মহাপুরুষ ইব্রাহিমের প্রতি এইরূপ স্বর্গীয় ধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়া সন্তানকে বলিদান ও পত্নীকে অপত্য সহ নির্ব্বাসন করাইয়াছিল। এই সকল ধর্ম্মের শাসন এত তীব্র যে ইহার নিকট আত্মকর্ত্তৃত্ব অহঙ্কার একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম আবার সোপানের পর সোপান প্রদর্শন করে। যে স্থানে স্বর্গীয় শাসন প্রবল হইয়া পার্থিব ধর্ম্ম মতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে সে স্থলে মনুষ্যের প্রকৃতি প্রতিকূল হইয়াও তাহার অবরোধ করিতে পারে না। এই জন্য যত দিন স্বর্গের ধর্ম্ম না সমাগত হয় তত দিন মনুষ্য পার্থিব ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গের ধর্ম্ম সমাগত হইলে আর পার্থিব ধর্ম্ম সে স্থানে দাঁড়াইতে পারে না। ইহা মনুষ্যের প্রকৃতি কিংবা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা সামাজিক রীতি নীতির প্রতিকূল হইলেও মনুষ্য ইহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। এই অনতিক্রমণীয় শক্তির অধীন হইয়া মহাপুরুষগণ নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহারই অনুরোধে গৌরাঙ্গ প্রিয়তমা পত্নী পূজনীয়া জননীর ক্লেশ যন্ত্রণার চিন্তা করিতে পারেন নাই—গৌতম রাজ্যপদ সুখ ঐশ্বর্য্যের কথা মনে স্থান দিতে পারেন নাই। ইহার জন্যই মহর্ষি ঈশা অসহনীয় যন্ত্রণাপ্রদ ক্রুশোপরি আপনার প্রিয় দেহ স্থাপন করিয়া জীবন শেষ করিলেন। স্বর্গের ধর্ম্মের বল এত অধিক যে ইহার নিকট পার্থিব ধর্ম্ম এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। ইহা আদেশ-প্রধান ধর্ম্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞাই নিয়ামক হইয়া ইহার অনুবর্ত্তী লোকদিগকে পরিচালিত করে, এ জন্য অন্য শাস্ত্র যুক্তি তর্ক সমুদায় পরাস্ত হইয়া মস্তক অবনত করে। এই আদেশ প্রধান স্বর্গীয় ধর্ম্ম আবার শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্যানুসারে আপন মাহাত্ম্য বিস্তার করে; এবং কেহ দাস কেহ সখা কেহ পুত্ররূপে আপনাকে পরিচিত করিয়া সেই সেই সম্পর্কানুরূপ গুরুত্বদ্বারা আপনার আশ্রয় স্বরূপ ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করে। যিনি দাস তিনি আজ্ঞাপালনের জন্য দায়ী। দর্শনাদির অপেক্ষা বড় করেন না শ্রবণই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহার কর্ণে প্রভুর আজ্ঞাসূচক ধ্বনি প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি আজ্ঞাপালনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। যিনি সখা তিনি বিনা দর্শনে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার প্রবল আসঙ্গলিপ্সা তাঁহাকে স্বর্গের সখার সঙ্গে মিলাইয়া রাখে। কিন্তু এ সম্মিলন, এ দর্শনেও ব্যবধান বা বিচ্ছেদ সহ্য হয়। চির অসহায় পুত্র কন্যাদিগের দর্শন সম্মিলনে আর বিচ্ছেদ বা ব্যবধান থাকিতে পারে না। যিনি দাস তিনি নিজের বলে চলিতে বলিতে খাইতে শুইতে পারেন, সুতরাং প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করিতে পাইলেই আর অতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। যিনি সখা তিনি সখাকে ভাল বাসেন, দেখিলে সুখী হন, মনে কত আরাম শান্তি অনুভব করেন, কিন্তু ২।৪।৬ ঘণ্টা সখাকে না দেখিলে তাঁহার অচল হয় না। কিন্তু সন্তানের জননীকে না পাইলে

এক মুহূর্ত্তও চলে না। পলকে পলকে তাহার ক্ষুধা হয় নিদ্রাবেশ হয়, জননী বিনা তাহার জন্য খাদ্য নাই, অন্য শয্যা নাই, গৃহ নাই, শিশু আপনি নিজের বলে চলিতে বলিতে খাইতে শুইতে বুঝিতে বুঝাইতে পারে না, প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে সে জননীর অধীন। জননীর বলে শিশুর বল, জননীর বুদ্ধি শিশুর বুদ্ধি, জননীর ক্রোড় তাহার আরাম শয্যা, জননীর স্নেহপূর্ণ প্রেমাননদর্শন তাহার আনন্দ। সে আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, শিশু জননীকে ধরিতে জানে না এই জন্য জননীই শিশুকে ধরেন। ভৃত্য এবং সখার ধর্ম্মে প্রভু এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে কখন কখন বিমত ঘটিতে পারে, কিন্তু শিশুর আপনার কিছুই নাই সুতরাং শিশুর সঙ্গে জননীর বিমত নাই। এই জন্য "নববিধান অপরিহার্য্য সত্য ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে মহর্ষি ঈশাকে মহাপুরুষ শ্রেণীর মধ্যে আদর্শ জীবন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই গূঢ় গৌরবান্বিত পুত্রত্বের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমাদিগের কোন কোন বন্ধু ইহার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আপত্তি এই, যদি ঈশাকে আদর্শ জীবন বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে অন্যান্য মহাপুরুষদিগের জীবনের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কেন না "পুত্রত্ব পিতৃত্বে অনুরূপ" বলা হইয়াছে। যদি ঈশাতে পিতৃত্বের সমাবেশ স্বীকার করা যায়, তবে ইহাও স্বীকার করা হয় যে জ্ঞান ভক্তি যোগ বৈরাগ্য কর্ম্ম প্রভৃতির সমগ্রতা এক ঈশাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আমরা ঈশ্বর ও পুত্রত্বের সাম্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু সমগ্রতা স্বীকার করি না। কারণ সন্তান পিতা মাতার অনুরূপ হয় ইহা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি পিতা মাতার সমগ্রতা পুত্রে থাকিবে না ইহাও অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এই জগতে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে পুত্রের মুখচ্ছবি দর্শন করিলেই অমুক পিতা মাতার এই পুত্র বলিয়া অনায়াসে চেনা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া পিতার ও মাতার শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতির সমগ্রতা কেহ পুত্রে দেখিতে পায় না।

আমরা এস্থলে এ সম্বন্ধে আরও কিছু পরিস্ফুটরূপে বুঝিবার জন্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। যেমন বিড়াল ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ব্যাঘ্র বা সিংহ কিরূপ? তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যদি কেহ বলে বিড়ালের অনুরূপ তবে তাহার বলা অসঙ্গত নহে। কারণ বিড়ালের মুখের গঠন হস্ত পদাদির গঠন প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আছে ইহা সুন্দর অনুভব করা যায় কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাঘ্র আর বিড়াল এক বস্তু নহে। একটি টিয়া পক্ষীতে নুরী হিরামন, লালমন, কাকাতুয়া প্রভৃতি সমুদায় শুকজাতীয় পক্ষীর আনুরূপ্য আছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা কখন বস্তুতে এক নহে। সেইরূপ গৌতম গৌরাঙ্গ মুশা মোহম্মদ জনক নানক প্রভৃতি সকলের ভাব একত্রিত করিয়া যাহা হইবে মহর্ষি ঈশাতে তাহা আছে ইহা স্বীকার করা গেলেও গৌতম গৌরাঙ্গ প্রভৃতি কখন ঈশা নহেন। কিন্তু পুত্রত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহা স্বীকার করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যকে সেই পিতা মাতার অনুরূপ পুত্রত্ব লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত পরিত্রাণ এই পুত্রত্বে নিহিত আছে। যে যে ভাবে সাধন ভজন করুক কিন্তু পুত্রত্ব উপার্জ্জন করিতে না পারিলে পুণ্য প্রেম কিছুই হয় না। কারণ বিশ্বাস জ্ঞান ভাব ও কার্য্যে পিতা মাতার সহিত এক হওয়াই সন্তানের লক্ষণ, এবং সন্তানত্বই পরিত্রাণের একমাত্র অমোঘ উপায়। জ্ঞানী হও, ভক্ত হও, যোগী হও, কর্ম্মী হও, কিন্তু জননীর অনন্যগতি, অনন্যাশ্রিত

পুত্র ব্যতীত মুক্তি নাই। কারণ অহঙ্কার একটি মুক্তির অন্তরায়, যত দিন অহঙ্কার, থাকিবে মুক্তি হইবে না। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র পুত্রত্ব ভিন্ন আর সকলেতেই অহঙ্কারের আধিপত্য থাকিবেই, অতএব পুত্রত্ব শিশুত্ব সকল গূঢ়তত্ত্বের সার ইহা জানিয়া পুত্রত্বের জন্য লালায়িত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পুত্রত্ব লাভ হইলে তৎসহকারে দাস্য সখ্যাদি ভাবের সম্মিলন হয়, এবং ঐ সকল পুত্রত্বযোগে পূর্ণতা লাভ করে, যাঁহারা সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বালোচনা করিবেন, অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যত প্রকারের সম্বন্ধ আছে, তৎসহকারে নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব যোগ করিলে এমনি বৈপরীত্য ঘটে যে, দুই একেবারে স্বতন্ত্র সামগ্রী হইয়া পড়ে। ধন জন যৌবন সমুদায় অনিত্য, ইহাদিগের সহিত সম্বন্ধ কয়েক দিনের জন্য, যখন মন এ কথায় বিশ্বাস করে, তখন তাহার তত্তৎ-সম্বন্ধে কার্য্য একেবারে ভিন্ন হয়। আমরা "বিশ্বাস করে" বলিয়াছি, মুখে বলে বলি নাই। মনুষ্য মুখে এ সকলের সহিত সম্বন্ধ অনিত্য বলিতে পারে, অথচ মায়া মোহবশতঃ ইহাদিগের সঙ্গে যেন নিত্যকালের সম্বন্ধ এইরূপ সম্বন্ধ থাকে। মনুষ্য অনিত্য সম্বন্ধ সকলে বীতরাগ হইয়া যখন নিত্য সম্বন্ধ অন্বেষণ করে, তখন পূর্ব্বে যে সকল বিষয় অনিত্য ছিল, তাহারই মধ্য হইতে সেই সকল সম্বন্ধ বাহির করিয়া লয় যে সকল ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালের সম্বন্ধ বশতঃ নিত্য এবং স্থায়ী কোন কালে ভঙ্গ হইবার নহে। এরূপ সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া লইবার মহৎ ফল আছে। একবার সম্বন্ধের নিত্যতার দিকে দৃষ্টি পড়িলে, আর সহস্র বিপরীত কারণেও তাহাকে ভঙ্গ করিতে পারে না। যদি জানিলাম, অমুকের সঙ্গে আমার নিত্যকালের সম্বন্ধ, কোন কালে এ সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবার নহে, অনন্তকাল এই সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকিবে, তখন একতরের অযোগ্য ব্যবহার নিত্য-সম্বন্ধবশতঃ বিচ্ছেদ এবং বিয়োগ আনয়ন করিতে পারে না, কেন না যাহা নিত্য তাহা কোন কারণে অনিত্যে পরিণত হইতে অসমর্থ ধর্ম্মরাজ্যের ভ্রাতৃত্ব ভগিনীত্ব এই নিত্যত্বের উপরে সংস্থাপিত, সুতরাং এমন কোন হেতু উপস্থিত হইতে পারে না, যাহাতে এ সম্বন্ধ বিঘটিত হইতে পারে। যাঁহারা এই কথা মনে রাখিয়া ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদিগের ভ্রাতা ও ভগিনীগণসম্বন্ধে নিশ্চয়ই ব্যবহার অন্য প্রকার হইবে।

জীবনে এমন কোন সময় আসিবে কি না যে সময়ে প্রার্থনা তিরোহিত হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর সাধক মাত্রেরই দেওয়া সমুচিত। প্রার্থনার বিষয় না থাকিলে প্রার্থনা থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় এই, প্রার্থনার বিষয় এককালে নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে কি না? যাঁহারা বলেন, প্রার্থনার বিষয় চিরকাল থাকিতে পারে না, তাঁহারা অনন্তজীবনকে অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আনয়ন করে। এক জন গ্রাম্যলোক, যে নগরের বহু সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য দেখে নাই, তাহার প্রার্থনার বিষয় অল্প থাকিবে, ইহা আর অসম্ভব কি? সে প্রতিদিন যদি উদর পূরণ করিয়া আহার পায়, সামান্য শয্যায়, সামান্য গৃহে বাস করিয়া সে অতুলসম্পত্তিমান্ অপেক্ষাও সন্তুষ্টচিত্ত। কিন্তু সেই গ্রাম্য লোক যদি নগরে আসিয়া বহু সুখদ আয়োজন অবলোকন করে, তবে তাহার মনে পর্য্যায়ক্রমে এত আকাঙ্ক্ষার বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সে কি চাহিতে কি চাহিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অধ্যাত্মরাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য যাহার চক্ষুর সন্নিধানে প্রকাশ পায় নাই, সে যদি মনে করে আমার প্রার্থনার বিষয়ের পর্য্যবসান হইয়া আসিয়াছে, বলিতে হইবে তাহার এখন সেই গ্রাম্য লোকের অবস্থা। এক বার যোগচক্ষুতে অধ্যাত্মরাজ্যের বিভূতি, শোভা ও প্রাপ্য বিষয় চক্ষুর নিকটে প্রকাশ পাইলে বুঝিতে পারা যায়, আজও আমি কিছুই পাই নাই, আমার প্রার্থনার শেষ হইবে কি প্রকারে? মহর্ষি ঈশা পূর্ণযোগী হইয়াও প্রার্থনা পরিহার করিতে পারেন নাই, অন্য লোকের কথা দূরে।

পশু ও মনুষ্য আত্মরক্ষার সজ্জায় সজ্জিত। নখ দংষ্ট্রা ক্রোধ ভয় প্রভৃতি উভয়কে বহু বিপদ হইতে রক্ষা করে। মনুষ্য যখন আত্মরক্ষার্থ ক্রোধ ভয়াদির শরণাপন্ন হয়, তখন সে পশুগণের সঙ্গে সমভূমিতে দণ্ডায়মান। অপরে আক্রমণ করিলে সে আক্রমণ করে, অথবা ভয়ে পলায়ন করে, ঐ উভয়ই পশুভাব। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, এই পশু ভাব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সেই যথার্থ দেবভাবাপন্ন মনুষ্য। এক জন বলিতে পারেন, প্রকৃতিদত্ত আত্মরক্ষার উপায় হইতে আপনাকে অন্তরিত করা কি ঈশ্বরানুমোদিত? বিযুক্ত করিয়াই বা কে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে? যাঁহারা এই দুরন্ত পৃথিবীতে এই সকল হইতে আপনাদিগকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তিরস্কৃত, অবমানিত,

আক্রান্ত এবং হত হইয়াছেন। সুতরাং কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা সাধারণ আত্মরক্ষণের উপায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে এই সকল লোকের অবমাননা তিরস্কার এবং মৃত্যু দেখা যায়, কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া গমনের পর তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে তাহা দেখিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা এতদ্দ্বারা পৃথিবীতে আপনাদের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী দুরাচার হইলেও দেবত্বের প্রভাব কোন দিন অতিক্রম করিতে পারে নাই, এবং কোন দিন অতিক্রম করিতে পারিবে না। সর্ব্ব প্রকারের পার্থিব আত্মরক্ষার উপায় ছাড়িয়া দিয়া যে ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে নিঃক্ষেপ করে, ঈশ্বর তাহাকে ইহকাল ও পরকালে অমর করেন।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গৌরাঙ্গের ভক্তি।

চিত্তে যে ভাব থাকে, সেই ভাবের যে আবির্ভাব বাহিরে প্রকাশ পায় তাহাকে অনুভাব বলা যায়। যেমন মনে ঈশ্বর সঙ্গ প্রসঙ্গ জন্য আনন্দ উদিত হইলে চক্ষুতে জল আইসে। এ স্থলে চক্ষুর জল অনুভাব। চক্ষুতে জল দেখিলেই ভিতরকার ভাবপ্রচুর্য্য বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য বাহ্যবিকারকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অনুভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন * চিত্তের বল অনুসারে এই সকল বাহ্য বিকার অপ্রকাশ থাকে বা প্রকাশ পায়। যাঁহার চিত্তের বল অধিক তিনি অনায়াসে ঈশ্বরাবির্ভাবজনিত উচ্ছ্বাসকে প্রাণের ভিতরে রাখিয়া গোপনে সম্ভোগ করিতে পারেন, যাঁহার হৃদয়ে বলের অভাব তিনি ভিতরকার সম্ভোগের বস্তু ধরিয়া রাখিয়া প্রশান্ত ভাবে সম্ভোগ করিতে পারেন না। তাই তিনি নৃত্য করেন, গান করেন, হাসেন ক্রন্দন করেন, হুঙ্কার করেন, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, নানা প্রকার বিকৃতি প্রদর্শন করেন, আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে আপনার উপর কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না। কাহার ও কাহার এইরূপ মত, কাহারও মত এরূপ নহে যাঁহার মত এরূপ নহে তিনি বলেন, ভক্তি কেবল ভক্তির অবস্থায় থাকিলে ভক্ত আপন কর্তৃত্ব ও সচেতন ভাব রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তি প্রেমে পরিণত হইলে আর সে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কেন না ভক্তির অবস্থা বিস্ময়ের অবস্থা, বিস্ময়ের সময়ে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে পারে না। গুণ দয়া ও মহিমা প্রভৃতি শ্রবণ ও স্মরণ হইতে বিস্ময়ের আরম্ভ হয়, আর দর্শনে গিয়া সেই বিস্ময় শেষ হয়। তৎপর যাহা গৌরব ও সম্ভ্রম সম্মানের ভাব উদ্রেক করিয়া দিত পরে তাহাতে আর গৌরব সম্মানের ভাব থাকিতে পারে না। পরে সে গৌরব ও সম্ভ্রমের স্থলে প্রেম বা ভাল বাসা আসিয়া অধিকার করে। ভাল বাসা প্রকাশ পাইলেই সম্মানসম্ভ্রমজনিত সঙ্কোচ চলিয়া যায়। যখন এ সকল চলিয়া যায় তখনই তরঙ্গ তুফান উঠে। যে স্থানে সরোবর ছিল সেই সরোবর দূর হইয়া নদী হইল; নদীতে তরঙ্গ আছে-উচ্ছ্বাস আছে সেই তরঙ্গ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়া মানুষকে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং মানুষ আর আপনার উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে না, সে আর চেতনা সহকারে চিন্তা করিতে, কথা বলিতে পারে না। সে যত প্রাণেশ্বরকে প্রাণের অভ্যন্তরে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হয় ততই সে কৃতার্থ হয়, যত কৃতার্থ হয় ততই তাহার আনন্দোচ্ছ্বাস পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে আত্মহারা করে চেতনাবিহীন করে। সুতরাং আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে কোন বলশালী লোক প্রেমের জোওয়ার কিংবা প্রেমনদীর প্রবল তরঙ্গ বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাহার বেগ থামাইয়া রাখিতে পারেন। প্রেমের বল অপেক্ষা মানুষের বুদ্ধি বা ধারণার বল অধিক স্বীকার করিলে, আমাদিগের গৌরাঙ্গ যাঁহাকে আমরা প্রেমের অবতার বলি তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না তিনি এই তরঙ্গ মুখে পড়িয়া ভাসিয়াছেন, আত্মহারা হইয়াছেন বিবশ হইয়া উন্মত্ত হইয়া হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নাচিয়াছেন, গাইয়াছেন, সে প্রেমনদীর মহাবেগ ধরিয়া রাখিতে পারেন নি। তিনি যখন পারেন নি তখন আর কেহও পারিবে না। বিশেষতঃ কর্তৃত্ববোধ সচেতন ভাব থাকিলেই অহঙ্কার আছে জানা যায়। ইহা হিষ্টেরিয়া রোগের লক্ষণ। হিষ্টেরিয়া রোগে কতকটা রোগের প্রকৃতিসম্ভূত অজ্ঞানতা এবং কতকটা আপন চেষ্টার বল থাকে। এ রোগে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে কিন্তু কাহারও উপরে না পড়ে কিংবা মৃত্তিকাতে পড়িয়া গুরুতর আঘাত না পায় সে জন্য রোগী কতকটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু অপস্মার রোগে এটি খাটে না। তাহাতে আগুন জল উচ্চ নীচ পাত্তর সকল স্থানেই

* অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়া প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারোজৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চ।
তেশীতাক্ষেপনাশ্চেতি যথার্থাখ্যা ছিয়ামতাঃ॥

রোগী পতিত হয় আত্মরক্ষার কথা মনে হয় না। এই আত্মরক্ষার চেষ্টা অহঙ্কারসম্ভূত। অহঙ্কারসম্ভূত সকল ধর্ম্মই নিন্দনীয় সুতরাং প্রেমে চেতনা থাকা অসম্ভব। এই অনুভাবকে বিশেষ অবস্থাতে সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে †। এই সকল ভাব সত্ত্বসমুৎপন্ন বলিয়া ইহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হইয়াছে ‡। একই ভাব কেবল উৎপত্তি স্থানের তারতম্যানুসারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই সাত্ত্বিক ভাব তিন প্রকার স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাব সকল আবার গৌণ ও মুখ্য দুই প্রকার। প্রধান রতি (অনুরাগ) কর্ত্তৃক আক্রান্ত যে ভাব তাহা মুখ্য সাত্ত্বিক এবং গৌণ রতি (কিঞ্চিৎ ব্যবহিত অনুরাগ) কর্ত্তৃক আক্রান্ত যে সাত্ত্বিক ভাব তাহা গৌণ নামে অভিহিত আছে। তন্মধ্যে স্তম্ভ ও স্বেদাদি মুখ্য, বৈবর্ণ্য ও স্বর ভেদাদি গৌণ। রতিদ্বয়ের সম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল ভাবমাত্র দ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যে সকল রত্যানুযায়ী বিকার চিহ্ন মনুষ্যেতে উৎপন্ন হয় তাহাকে দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব বলা যায়। দিগ্ধভাবের স্থলে কেবল কম্প পরিগৃহীত হইয়াছে।—মধুর ও আশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াদি জন্মে। এই বিস্ময়াদি হইতে রতিশূন্য ব্যক্তিতে যে ভাব জন্মে তাহাকে রুক্ষ ভাব বলে। এই রুক্ষভাব কেবল একমাত্র রোমাঞ্চ, ইহা বিস্ফুলিঙ্গ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বে মুমুক্ষু প্রভৃতিতে যাহা রত্যাভাস নামে পরিচিত ছিল, উহা হইতেই এই সাত্ত্বিক ভাব সকল জন্মে। রুক্ষভাব সকলকে কর্ব্বুর বলিবারও নিয়ম আছে §।

সাত্ত্বিক ভাব সকল মনুষ্যহৃদয়ে কার্য্য করিতে থাকিলে মনুষ্যের যে অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহাকে বিকার বলে। কেহ বলিতে পারেন যাহা বিকার নামে অভিহিত তাহা ধর্ম্মসাধনের অনুকূল হইবে কিরূপে? তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে এ অবস্থা যদিও বিকারাতীত তবু বিকার বলা হইয়াছে এই জন্য যে ইহা সাধারণ প্রকৃতিস্থ লোকেতে দেখা যায় না কিন্তু রুগ্নাবস্থায় দেখা যায়। বিশেষতঃ কোন প্রস্তাব ব্যতীত ইহা মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়, মূর্চ্ছিত করিয়া ভূতলে শায়িত করে; যে অবস্থা ছিল না সহসা তাহা আসিল সহসা পরিবর্ত্তিত করে বলিয়া ইহাকে বিকার বলা হইয়াছে. বস্তুতঃ ইহা বিকার নহে। প্রিয় ব্যক্তি—যাহাকে ভালবাসি বলিয়া বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না তাঁহার অদর্শনে প্রাণে ক্লেশ হওয়া স্বাভাবিক, আবার বিচ্ছেদের পর যখন পুনর্ম্মিলন হয় তখন মনে আনন্দোচ্ছ্বাস উপস্থিত না হওয়াই অস্বাভাবিক, কিন্তু উপস্থিত উচ্ছ্বাস ও তজ্জনিত মনুষ্যের অবস্থান্তর হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ।

যখন প্রাণের ভিতরে প্রাণেশ্বর সমাগত বা উদিত হন, যখন প্রাণের মধ্যে নির্জ্জনে তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহার সমাগমে প্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠে, প্রাণ আলোড়িত হইলে তজ্জন্য শরীরও বিক্ষোভিত হয়। সুতরাং কেহ যদি মনে করে এ অবস্থায় আমি যেরূপ আছি সেইরূপ থাকিব, আমার দেহ মনকে আমি কদাচ ভাবান্তরিত হইতে দিব না, সে কেবল বাতুলতা *। কেহ যদি পদ্মানদীর প্রবল তরঙ্গ মধ্যে নিপতিত হইয়া নিজ বলে তরঙ্গ বেগ রোধ করিতে চেষ্টা করে সে চেষ্টা বাতুলের কে না বলিবে?

বাহিরে ও ভিতরে বিক্ষোভ জন্মায় বলিয়া পূর্ব্ব কথিত অনুভাব সকলকে পণ্ডিতগণ ভাব বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। কেন না প্রাণে যে ক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাই ভাব, সেই ভাব হইতে স্তম্ভস্বেদাদি বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে অনুভাব বা আবির্ভাব বলা যায়। সুতরাং ভিতরের অবস্থা বাহিরে ও বাহিরের অবস্থা ভিতরে প্রতিফলিত হয়।

এই সকল ভাব ও অনুভাবে রজস্তমোগুণের সম্বন্ধ নাই, ইহারা সকলেই সত্ত্বমূল। সত্ত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া ইহারা সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ‡। কেহ বলিতে পারেন ইহারা যে সত্ত্বগুণসম্ভূত তাহার প্রমাণ কি? আমরাও ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, এ সকল লক্ষণ হয় কেন? কোন মানুষ অন্য মনুষ্যের ন্যায় প্রকৃতিস্থ ভাবে চলে বলে খায় কার্য্য করে কিন্তু সহসা হাসে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয় কেন? প্রেমাস্পদকে প্রাণের ভিতরে দর্শন করিয়া তাঁহার অস্বাদিত প্রেম নিজের প্রতি সহসা উদিত হইতে

† তত্র নুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ।
সর্ব্বেঽপি সত্ত্বমূলত্বাৎ ভাবা যদ্যপি সাত্ত্বিকাঃ।
তথাপ্যমীষাং সত্ত্বৈকমূলত্বাৎ সাত্ত্বিকপ্রথাঃ॥

‡ সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥

§ রুক্ষোঽয়ং বিস্ফুলিঙ্গাখ্যো রোমাঞ্চঃ কথিতো বুধৈঃ
মুমুক্ষু প্রভৃতৌ পূর্ব্বং যোরুক্ষোভাব ঈরিতঃ।
সাত্ত্বিকাস্তু তদুদ্ভূতা রুক্ষাঃ স্যুঃ কর্ব্বুরাভিধাঃ॥

* প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং।
তদাস্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী॥
তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চস্বরভেদাশ্চ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুঃ প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

† বহিরন্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িত্বাদতঃ স্ফুটং।
প্রোক্তানুভাবতামীষাং ভাবতা চ মনীষিভিঃ॥

‡ সর্ব্বে হি সত্ত্বমূলত্বাদ্ভাবা যদ্যপি সাত্ত্বিকাঃ।
তথাপ্যমীষাং সত্ত্বৈকমূলত্বাৎ সাত্ত্বিকপ্রথাঃ॥

দেখিয়া, তাঁহার অপার আনন্দ বর্দ্ধন প্রেমানন চিত্ত মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া মনে বিস্ময়, হর্ষ, উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, প্রভৃতি যুগপৎ উপস্থিত হয় বলিয়া আত্মবিস্মৃত প্রেমিকের ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং দর্শন ইহাদিগের ভিত্তিভূমি। দর্শন আবার আলোকের ভাব, পূর্ণালোকের ভাব প্রকাশ করে। কেন না প্রকাশ গুণ ভিন্ন দর্শন অসম্ভব; প্রকাশ গুণ আর সত্ত্বগুণ একই কথা। যে স্থলে আলোকের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখা যায় সে স্থানে অন্ধকার মোহ বা অদর্শনের ভাব স্থান পাইতে পারে না। এই জন্যই পণ্ডিতগণ এই সকল লক্ষণকে সত্ত্বসমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে ও বুঝাইতে অতি সহজ; আলস্য ত্যাগ করিয়া মনোযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আলোকের (সত্ত্বগুণের) সঞ্চারে বৈষম্য স্বীকার না করিলে অর্থাৎ রজস্তমঃ প্রভৃতির সহিত একেবারে সম্বন্ধ রাহিত্য স্বীকার করিলে সকল মনুষ্যেতে তুল্য দর্শন, তুল্য সম্ভোগ ও তুল্য আনন্দ বিস্ময়াদি স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ কার্য্যে ও সাধারণ মনুষ্যজীবনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে কোন সাধক কেবল শ্রুতি স্মৃতি অর্থাৎ সাধুমুখে মহিমা শ্রবণ কিংবা নিজ কর্ণে আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কেহ বা শ্রুত মহিমা ও আজ্ঞা, কিংবা দয়া স্নেহ প্রভৃতি স্মরণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হয়, কেহ বা আবির্ভাব অনুভব করে, কিন্তু সম্পূর্ণ দর্শন প্রাপ্ত হয় না, কেহ বা সম্পূর্ণ দর্শন স্পর্শাদি সম্ভোগ করিয়া ভাবাবিষ্ট হয়। ইহাদিগের সর্ব্বত্র সমানরূপে আলোক (সত্ত্বগুণ) আছে স্বীকার করা যায় না।

কেন না ইহা অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুমুখে মহিমা শ্রবণকারী তদপেক্ষা স্বকর্ণে আজ্ঞা শ্রবণকারীতে অধিক আলোক আছে। স্বকর্ণে আজ্ঞা শ্রবণকারী অপেক্ষা আপন জীবনে প্রেমাস্পদের ভালবাসার লক্ষণ দর্শনকারীতে আ ও অধিক। তদপেক্ষা আবার আবির্ভাব অনুভবকারী অধিক আলোকিত, আবার তারও উপরে যে স্পষ্ট দর্শন ও স্পর্শাদি সম্ভোগ করে সে অবশ্যই অধিক আলোকিত সুতরাং সত্ত্বগুণ থাকিলেই যে সে স্থানে রজস্তম থাকিবে না ইহা বলা যায় না কিন্তু সর্ব্বত্রই রজস্তমঃ প্রভৃতির অল্পাধিক প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্যশরীর সত্ত্বরজঃস্তম এই তিন গুণ মিলাইয়া রচিত হইয়াছে সুতরাং কোথাও তমোগুণের একেবারে অভাব স্বীকার করা যায় না কিন্তু তারতম্য স্বীকার করা যায় *। কারণ যে ব্যক্তি দর্শন-স্পর্শ জনিত সম্ভোগ ও তৎসম্ভূত আনন্দে ডুবিয়া থাকে তাহারও জীবনে বিরহবিচ্ছেদাদিজনিত বিলাপের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন দর্শন ও আবির্ভাবে স্পষ্ট দর্শন অস্পষ্ট দর্শনে, স্পর্শ ও সম্ভোগাদিতে বিশেষ কি? ইহা জীবনে অনুভব করিতে না পারিলে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। তথাপি যতটুকু সম্ভব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি।

আমি অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া আছি, এমত সময়ে যদি কেহ সেই গৃহে আগমন করে তবে তাহার আগমন আমি অনুভব করিতে পারি কিন্তু সে কে, সে সুন্দর কি বিকৃত, পুরুষ কি নারী, বালক কি বালিকা ইত্যাদি বিশেষ ভাব দর্শন ব্যতীত জানিতে সমর্থ হই না। মনুষ্য অন্ধকার পূর্ণ গৃহস্থিত ব্যক্তির ন্যায় অপরিচিত ভাবে ঈশ্বরের প্রেম পুণ্য দয়া স্নেহ তাঁহার আবির্ভাব হইতে গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভাবে না দেখিলে সম্ভোগ হইতে পারে না। এই আবির্ভাব অপেক্ষা দর্শনে ও স্পর্শে ক্রমে অধিক সত্ত্ব গুণের অভ্যুদয় স্বীকার করিতেই হইবে। তার পর অস্পষ্ট দর্শন ও স্পষ্ট দর্শন যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীর নিকট তাহার আত্মীয়গণ জিজ্ঞাসা করে "বলতো আমি কে" বিকৃত রোগী রামকে শ্যাম ও শ্যামকে রাম বলে? এস্থলে দর্শনের অভাব নহে কিন্তু দর্শনকারীর জ্ঞানাভাব জন্য চিনিতে পারে না। কখন কখন মোহ ভঙ্গে "মা আছে, বাবা আছে" ইত্যাদি প্রকৃতিস্থ অবিকৃতেন্দ্রিয় লোকের ন্যায় বলে ইহা অস্পষ্ট দর্শন। আর মা ঘরে আছেন চক্ষুতে দেখিয়া যাইতে চাহিতেছি, বাহু প্রসারিত করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি, ইহার নাম স্পষ্ট দর্শন ও সম্ভোগ।

ক্রমশঃ।

নবসংহিতা।

জাতকর্ম্ম।

১। স্যাদানন্দোৎসবস্তত্র জাতায়াং সন্ততৌ গৃহে॥

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে গৃহে আনন্দোৎসব হইবে।

২। কৃতজ্ঞতায়াহ্লাদস্য প্রকাশেনোপয়োগিনা।

প্রথয়েদ্ঘটনাং তাঞ্চ গৃহী প্রমুদিতস্তদা॥

উপযুক্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সেই ঘটনা প্রথিত করিবে।

৩। অমরস্যাত্মনস্ত্বাগমনং জন্ম ন কিং পুনঃ।

প্রতিবোদ্ধুমকল্যাণং রাজ্যং সংস্থাপিতুং ক্ষিতৌ॥

স্বর্গীয়ং কিং ভটস্যাস্য প্রবেশো নূতনস্য ন।

কার্য্যক্ষেত্রে প্রভোঃ কর্ম্মকৃতাং শ্রেণীবিবর্দ্ধনম্॥

---

* সত্ত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণভৃৎস্বক্ষোভতারতম্যং স্যাৎ অত এব তারতম্যং সর্ব্বেষাং সাত্ত্বিকানাং স্যাৎ।

গৃহলোকনভসোহস্যানন্দকরস্য চ।
নক্ষত্রস্যোদয়োঽর্থং পিত্রোর্বর্দ্ধয়িতুং ন কিম্॥

সন্তানজন্ম কি অমর আত্মার আগমন নয়? অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য নূতন এক জন সৈনিকের প্রবেশ নয়? প্রভুর কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যকারক শ্রেণীর এক জন কি বৃদ্ধি পাইল না? পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য গৃহলোকের আকাশে কি একটি নক্ষত্রের উদয় হইল না?

৪। সন্ততিঃ কিং বিধাতুর্ন মহার্ঘং দানমুত্তমম্।
স্নেহাম্বুরঞ্জিতায়াঃ কিং দয়ায়া নো নিদর্শনম্॥

সন্তান কি বিধাতার অমূল্য দান নয়? প্রভুর স্নেহাম্বুরঞ্জিত দয়ার নিদর্শন নয়?

৫। নবজাতঃ শিশুঃ কিন্নু দিব্যবার্ত্তাহরস্ত্বিহ।
নির্দ্দোষত্বস্য সৌন্দর্য্যস্যাননে প্রতিমা প্রভোঃ॥

নবজাত শিশু কি দেবসৌন্দর্য্য এবং নির্দ্দোষভাবের স্বর্গীয় বার্ত্তাহর নয়, যাহার মুখে প্রভুর প্রতিমা?

৬। কিমিমাং ঘটনাং গৃহ্যামৌদাসীন্যেন পশ্যসি॥

গৃহী, তুমি কি এই গৃহসম্পর্কীয় ঘটনা উদাসীনভাবে অবলোকন করিবে?

৭। নন্দ পিতা চ মাতা চ ভ্রাতা চ ভগিনী তথা।
যূয়ং নন্দত সর্ব্বেঽত্র পরমেশগৃহে পুনঃ॥
মোদধ্বং যূয়মেতস্মিন্ স্বজনাঃ প্রতিবেশিনঃ।
দিব্যবার্ত্তাহরায়াস্মৈ প্রোজ্জ্বলায় প্রদীয়তাম্।
স্বাগতাভাষণং হৃদ্যং যোগ্যং গ্রহণকর্ম্ম চ।
কৃপাময়ায় প্রভবে ধন্যবাদং সমর্প্যতাং॥

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আনন্দ কর, ঈশ্বরের গৃহে তোমরা সকলে আনন্দ কর, স্বজন প্রতিবেশী তোমরা সকলে আমোদিত হও, এই স্বর্গীয় উজ্জ্বল বার্ত্তাহরকে যোগ্য হৃদ্য স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ কর, এবং গ্রহণ কর, কৃপাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ঢালিয়া দাও।

৮। জন্মানন্তরমেবায়ং বিধৌতঃ সুপরিষ্কৃতঃ।
অভ্যক্তঃ সর্ব্বথা শুক্লবাসসা নূতনেন চ॥
সম্বৃতোহনং শিশুং মাতৃসন্নিধৌ সন্নিধাপয়েৎ॥

জন্মানন্তর ইহাকে সর্ব্বথা ধৌত করিবে, পরিষ্কার করিবে, তৈল মাখাইয়া দিবে, পরে নূতন শুক্ল বসন পরিধান করাইয়া মাতার নিকটে সমর্পণ করিবে।

৯। আহ্লাদেন চ তং পশ্যেৎ শিশুং মাতা বিচুম্বয়েৎ।
স্নেহেনোচ্ছ্বসিতেনাসাবপত্যং জন্মদাত্মনা॥

আহ্লাদে মাতা শিশুকে অবলোকন করিবে এবং উচ্ছ্বসিত স্নেহে তাহাকে চুম্বন করিবে।

১০। প্রার্থিভাবেন সা চৈবং প্রার্থয়েদাশিষং ততঃ।
প্রভো তব প্রদত্তস্য নবজাতশিশোর্মুখম্॥
দৃষ্টবত্যস্মি দানার্থং ধন্যবাদং দদাম্যহম্।
আশিষং স্থাপয়াস্মিংস্তে ত্বদীয়ং কুরু স্থিরম্॥

তদনন্তর প্রার্থিভাবে মাতা এইরূপে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে, প্রভো, তোমার প্রদত্ত এই নবজাত শিশুর মুখ দর্শন করিলাম, তোমার দানের জন্য ধন্যবাদ দান করি। তোমার আশীর্ব্বাদ ইহার উপরে স্থাপন কর, এবং ইহাকে চির দিনের জন্য তোমার করিয়া লও।

১১। ততঃ পিতা সমাগচ্ছেৎ পশ্যেচ্চ প্রার্থয়েৎ তথা।

তদনন্তর পিতা আসিয়া দেখিবে এবং সেইরূপ প্রার্থনা করিবে।

১২। স্বসারো ভ্রাতরঃ সম্বন্ধিনশ্চাগম্য তন্মুখম্।
মুদা কৃতজ্ঞাঃ পশ্যেয়ুঃ প্রার্থয়েয়ুর্হৃদাশিষম্॥

তদনন্তর ভাই ভগিনী এবং সম্পর্কীয়গণ আসিয়া আনন্দে কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার মুখ দর্শন করিবে এবং মনে মনে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে।

১৩। সুমতীব প্রযত্নেন দীনানি চাষ্টবিংশতিম্।
লালয়েন্নিয়মান্ স্বাস্থ্যবিধেঃ শুদ্ধেশ্চ সূতকে॥
জলানিলগৃহাদীনাং বৈদ্যানামুপদেশতঃ।
দার্ঢ্যেনানুসরেন্ন্যাসমিব তং লোকয়েৎ পুনঃ॥

সেই শিশুকে জন্মের পর আটাইশ দিন পর্য্যন্ত অতীব যত্নের সহিত লালন করিবে এবং স্বাস্থ্যবিধি ও জল বায়ু গৃহাদির শুদ্ধির নিয়ম চিকিৎসকের উপদেশানুসারে দৃঢ়তা সহকারে অনুসরণ করিবে, এবং শিশুকে ন্যাসের ন্যায় দেখিবে।

১৪। জন্মতো মাসি জাতস্য জাতকর্ম্ম বিধীয়তে॥

জন্ম হইতে এক মাসের মধ্যে জাতকর্ম্ম করিবে।

১৫। প্রত্যগ্রৈঃ কুসুমৈঃ পূজাগৃহং তত্র বিশোভয়েৎ॥

সেই দিনে নূতন পুষ্পদ্বারা পূজা গৃহ পরিশোভিত করিবে।

১৬। প্রাতঃ সমাপিতে হ্যংশে ত্বাচার্য্যেণ যথাবিধি।
অসতোমা সদ্গময়েত্যাদ্যে চোপাসনস্য চ॥
গৃহ্যবেদীসমীপেঽত্র পিতা স্থিত্বা পদোপরি।
ইমাঞ্চ প্রার্থনাং কুর্য্যাৎ কৃতজ্ঞহৃদয়েন তু॥

প্রাতঃকালে যথাবিধি উপাসনার প্রথমাংশ আচার্য্য সম্পন্ন করিলে, গৃহ্য বেদীর সমীপে পিতা দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই প্রার্থনা করিবে।

১৭। গর্ভে মাতুঃ প্রযত্নেন স্নেহেন রক্ষিতঃ শিশুঃ।
অরক্ষিতোঽসহায়োঽয়ং কৃপাময় বিভো ত্বয়া॥
ব্যাধিতো বিপদো বিঘ্নাদত্র ত্বং মর্পয়ামাহম্।
ধন্যবাদং ত্বমস্যাস্য রহস্যাঙ্গানি শিল্পিনা॥
শিল্পসৌষ্ঠবযুক্তানি সৌন্দর্য্যাম্বুগুণানি চ।
নৈপুণ্যেন ত্বয়া সৃষ্টানি রম্যাণি বিহিতানি খলম্॥

দত্তা সাধনজাতং যৎ ধন্যবাদং দদাম্যহম্।
সেবার্থং তে জনানাঞ্চ কর্ত্তুং কর্ম্ম তব প্রভো॥
কালে পূর্ণে ধরাধাম্যানীতবান্ ত্বং স্বয়ং শিশুম্।
সকৃতজ্ঞং নমাম্যগ্রে যদৈতদ্দানকারণম্॥
নূতনং প্রেমচিহ্নং তে হ্লাদঃ সম্পত্তিরেব যৎ।
প্রত্যক্ষবিষয়ং কর্ত্তুং দায়িত্বং মে সমাপিতুম্॥
বিশ্বস্তেন চ ভাবেন সেবকত্বং তবাশিষম্।
যাচেঽহমুক্তৃয় দৌর্ব্বল্যমপূর্ণত্বং ক্ষিপাম্যহম্॥
আত্মানং তব নেতৃত্বে প্রণতঃ প্রার্থয়া ম তে।
বিশ্বাসঞ্চ বলং সত্যং পিতৃস্নেহঞ্চ যৎ শিশুম্॥
রক্ষামি রক্ষণে যত্নে তবানুরক্তদাসবৎ।
পালয়ামি চ ত্বৎকার্য সাধনায় শিশু প্রভো॥
সন্তাবয় ভবাস্য ত্বং পিতা মাতা সুহৃচ্চ যৎ।
সর্ব্ববিধাদকল্যাণাদ্দূরং বিশ্রামাতু ত্বয়ম্॥
স্নেহক্রোড়ে চিরঞ্চ স গৃহদেবেশ্বর পিতা দা।
নবজাতং শিশুঞ্চেমং পিতৃমাতৃশ্চ নন্দনম্॥
অস্বর্থং কুরু সর্ব্বত্র পরিবারস্য চাশিষম্।
মহিমানং ত্বৎকৃপার্থং স্বীকুর্ম্মঃ শিব শাশ্বতম্॥

করুণাময় ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ অর্পণ করি যে তুমি অতি সস্নেহ যত্নে এই সন্তানকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছ, অসহায় অরক্ষিত অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও রোগ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। অন্ধকারে নির্জ্জনে তুমি ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সৌন্দর্য্য ও শিল্পসৌষ্ঠবে গঠন করিয়াছ এবং ইহাকে সমুদায় প্রয়োজনীয় সাধন অর্পণ করিয়াছ, এ জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ অর্পণ করি। সময় পূর্ণ হইলে তুমি ইহাকে তোমার কার্য্য এবং তোমার লোক সকলের সেবা করিবার জন্য ধরাধামে আনয়ন করিয়াছ। তোমার প্রেমের নূতন চিহ্ন আহ্লাদ ও সম্পত্তি এই দানের জন্য যৎকালে সকৃতজ্ঞ আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি, আমি আমার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিশ্বস্তভাবে সেবকত্ব সমাপন করিবার জন্য আমি তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমি আমার দুর্ব্বলতা ও অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া আমি আমাকে তোমার নেতৃত্বে নিক্ষেপ করিতেছি এবং প্রণত হইয়া বিশ্বাস, বল, যথার্থ পিতৃস্নেহ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার অনুরক্ত দাসের ন্যায় শিশুকে তোমার রক্ষণ ও যত্নে রাখি, এবং তোমার কার্য্য সাধনের জন্য ইহাকে পালন করি। প্রভো, তুমি ইহাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং ইহার পিতামাতা ও সুহৃৎ হও যে, সর্ব্ববিধ অকল্যাণ হইতে দূরে তোমার স্নেহক্রোড়ে এ বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। গৃহদেবতা, তুমি এই নবজাত শিশুকে সকল বিষয়ে পিতা মাতার আনন্দবর্দ্ধন কর, এবং পরিবারের আশিষ কর। হে মঙ্গলময়, তোমার কৃপার জন্য আমরা তোমার চিরন্তন মহিমা স্বীকার করি।

১৮। আশীর্ব্বচনমাচার্য্যাস্ততঃ স সমুদীরয়েৎ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি সর্ব্বে ব্রূয়ুঃ সমন্বিতাঃ॥

তদনন্তর আচার্য্য আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিবেন এবং সকলে একত্র হইয়া "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিবে।

১৯। সমাপ্তৌ কর্ম্মণোঽন্তে স্যাৎ সঙ্গীতং হ্যুপযোগি চ।
অনুষ্ঠানের অন্তে উপযুক্ত সঙ্গীত হইবে।

নামকরণম্।

১। ষণ্মাসি জন্মতো নামকরণন্ত বিধীয়তে॥
জন্ম হইতে ছয় মাসের মধ্যে নামকরণ করিবে।

২। নয়েত্তদ্দিবসে স্নানাগারে স্নানায় সন্ততিম্॥
নামকরণের দিবস সন্তানকে স্নানার্থ স্নানাগারে লইয়া যাইবে।

৩। পুষ্পবাসিততৈলেনাভ্যঞ্জয়েৎ কলসাৎপুনঃ।
নবীনান্নির্ম্মলাদ্বারি তন্মূর্দ্ধ্নি চাভিষেচয়েৎ॥
দেহস্যোদ্বর্ত্তয়েদস্য কুর্য্যাত্তং বিমলং শুভম্॥

পুষ্পবাসিত তৈল মাখিয়া দিবে, নূতন নির্ম্মল কলস হইতে মস্তকে জলসেচন করিবে, দেহ উদ্বর্ত্তন করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিবে।

৪। আচ্ছাদয়েত্তদা নব্যেন কালোচিৎবাসসা।
ভূষয়েৎ সুষ্ঠু নাতি স্বমবস্থোচিতভূষণৈঃ॥

তৎকালোচিত নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে, এবং অবস্থা সমুচিত ভূষণে ভাল করিয়া ভূষিত করিবে, অধিক করিয়া নহে।

৫। সংঘৃষ্টৈশ্চন্দনৈর্ভালঞ্চাচারাচ্চর্চ্চিতং কুরু।
দেশাচার অনুসারে কপাল ঘৃষ্ট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দাও।

৬। ততঃপ্রভৃতি চাতোদ্যঘোষো জাতীয় উৎসবে।
আমোদং যোজয়েত্তত্র যথাচারোঽস্তি প্রাক্তনঃ॥

স্নানের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত জাতীয় বাদ্য উৎসবে আমোদ সংযুক্ত করুক, যেমন পূর্ব্বকালের আচার আছে।

৭। গৃহোপাসননিলয়েঽন্যত্র বা বিনয়োজিতে।
তদর্থং পুষ্পবল্ল্যাদি বিচিত্রধ্বজশোভিতে॥
স্বজনাবান্ধবাঃ সর্ব্বে বিশেয়ুর্মিলিতা মুদা॥

পুষ্পলতাদি এবং বিচিত্র পতাকা পরিশোভিত গৃহের উপাসনা গৃহে অথবা তজ্জন্য নিযুক্ত অন্য কোন স্থানে স্বজন ও বান্ধব সকলে একত্র হইয়া প্রবেশ করিবে।

৮। গৃহস্থঃ সপরীবারো যস্যাচার্য্যাসং মণ্ডলী।
পুরোহিতঃ স এবস্যাদুপাধ্যায়োঽথবা পুনঃ॥

কশ্চিৎ প্রচারকো বাথ মণ্ডলীজ্যেষ্ঠ এবং বা ॥

গৃহস্থ সপরিবার যে আচার্য্যের মণ্ডলী তিনি অথবা উপাধ্যায় অথবা কোন প্রচারক অথবা মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠ পুরোহিতের কার্য্য করিবেন।

৯। নির্দ্দিষ্টোপাসনায়াস্ত্বহসতোন ইতি চাস্তিমে।
অংশে নিবৃত্ত আচার্য্যেণানীয়েত চ সন্ততিঃ ॥

নির্দ্দিষ্ট উপাসনার প্রারম্ভাংশ শেষ হইলে আচার্য্য সন্তানকে আনাইবেন।

১০। পিতাপত্যং নবেস্তত্র বাহৌ চারোপ্য বক্ষসি।
রক্ষন্ দণ্ডায়মানোহয়ং মণ্ডল্যাং বেদিসন্নিধৌ ॥
ঈদৃশা বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রার্থনাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥

পিতা সন্তানকে বাহুতে করিয়া বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলী মধ্যে বেদিসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রণালীতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে:

১১। অহো বিশ্বপতে প্রীতিং বয়ামন্তরি সন্ততম্।
বিশ্বসিমঃ পূজয়ামো যথা নো গৃহদেবতা ॥
তুভ্যং মম প্রিয়াপত্যমর্পয়ামি হ্যুপানয়ন্।
পিতঃ কৃপানিধান ত্বমবক্ষো হ্যসহায়কম্ ॥
অপুষ্ণা বৎসলা মাতা নিত্যং স্তন্যমধাঃ স্বয়ম্।
ত্বৎস্তনোপস্থতেনেদং পয়সা জীবনেন তু ॥
মধুরেণাবৃধৎ শক্ত্যা কায়েনাত্র দিনং দিনম্।
আহ্বয়ো বিদ্যমানেহদ্য কৃত্বোপযোগি চার্পিতুম্ ॥
নাম যেন ত্বভিহিতং জাতং স্যাৎ সংসৃতৌ সদা।
ব্যক্তিত্বেন চ তৎ সংস্থাপয়িষ্যতি চ সংসদি ॥
মনুষ্যপরিবারস্য যথাঙ্গমর্পিতুং পুনঃ।
কঠিনং খাদ্যমস্যাদ মুখে স্তন্যং বিবর্ত্তয়ন্ ॥
শৈশবোচিতমানন্দে বিযোষয়িতুমুৎসবে।
মনুষ্যত্বে প্রবেশঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥
এতৎসর্ব্বকৃপার্থং মে স্তুতিবাদান্ সভক্তিকান্।
আনন্দিতহৃদয়াতুং কৃতজ্ঞত্বেন সন্নিধৌ ॥
পূর্ণেন তব চান্যকং সহায়ো ভব চার্পিতুম্।
চরণেহপত্যমেতচ্চোরক্ষঃসঞ্চিতমস্যযৎ ॥
গৌরবং ভাবি তচ্চেতোঃ কৃপয়াশিষমর্পয়।
চুম্বনং তব নামাদ্য দেহি স্থানঞ্চ ত্বদ্গৃহে ॥
উপযুক্তং যদা চাস্য দৈহিকোহঙ্গস্ত সংসৃতৌ।
লভতে পদমাত্ম হস্য পরমাত্মন্ পদং দিবি ॥
অমরেষু যথা বর্দ্ধমানো ভবতু তে কৃপা।
অস্মভ্যঞ্চ বলং দেহি তথা শিক্ষয়িতুং যথা ॥
ভবিষ্যত পুনশ্চৈতৎ সদা কর্ত্তব্যপালকম্
বিনস্থা সত্ত্বিভির্ভূতাঃ সত্যামানন্দদায়িদম্ ॥
কুরু পিত্রোর্ভূষণঞ্চ পরীবারস্য নিত্যদা।
স্তবারেন প্রেয়েদৈতদ্সন্তেনানুগ্রহেণ তে ॥
কুরু ত্বমৃদ্ধিমন্তং পুণ্যস্য চ দয়ামতঃ।
নামস্তেগৌরবং মানমনন্তকালমস্তু চ ॥

হে বিশ্বপতি, আমরা তোমার গৃহদেবতা বলিয়া ভাল বাসি, বিশ্বাস করি, এবং পূজা করি, তোমার নিকটে আমার এই প্রিয় সন্তানকে উপস্থিত করিতেছি, অর্পণ করিতেছি। কৃপা নধান পিতঃ, তুমি এই অসহায় সন্তানকে সংসারে বিপদ মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিয়াছ, পোষণ করিয়াছ; সন্তানবৎসলা মাতা হইয়া স্বয়ং স্তন্য দান করিয়াছ, এবং তোমার স্তননিঃসৃত মধুর জীবনদুগ্ধে দেহ ও শক্তিতে দিন দিন এ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন আজ উহাকে উপযুক্ত করিয়া তোমার সম্মুখে নাম দেওয়ার জন্য ডাকিয়াছ, যে নামে এ অভিহিত হইবে; সংসারে ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইবে; এবং মনুষ্যপরিবারের অঙ্গ হইয়া ব্যক্তিত্ব স্থাপন করিবে। তুমি ইহার মুখে অসহায় শৈশবোচিত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কঠিন খাদ্য অর্পণ এবং পারিবারিক আনন্দ উৎসব মধ্যে ইহার মনুষ্যত্বে প্রবেশ প্রচার করিতে ডাকিয়াছ। হে পরমেশ, এই সকল অনুগ্রহের জন্য সভক্তি স্তুতিবাদ গ্রহণ কর। তুমি এই সন্তানের জন্য যে গৌরব সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ তাহার জন্য এই সন্তানকে তোমার চরণে অর্পণ করিবার জন্য আনন্দিত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে আমাদিগের সহায় হও। কৃপাপূর্ব্বক এই সন্তানকে তোমার মধুর চুম্বন এবং সুকোমল আশীর্ব্বাদ অর্পণ কর, আজ ইহাকে নাম দাও, এবং তোমার গৃহে উপযুক্ত স্থান দাও। যে সময়ে ইহার দৈহিক অঙ্গ সংসারে পদ লাভ করিবে, হে পরমাত্মন্, ইহার আত্মা বর্দ্ধিত হইয়া তোমার স্বর্গরাজ্যে যাহাতে অমরগণ মধ্যে যথার্থ স্থান লাভে উপযুক্ত হয়, এরূপ তোমার কৃপা হউক। আমাদিগকে এরূপ বল দাও যে আমরা ইহাকে সেইরূপে শিক্ষা দি যে এ তোমার কর্ত্তব্যপালক সন্তান এবং বিশ্বস্ত দাস হয়। ইহাকে সত্যই ইহার পিতা মাতার আনন্দ এবং পরীবারের ভূষণ কর। আমাদিগের এই প্রিয় সন্তানের সঙ্গে চির দিনের জন্য থাক এবং তোমার বহু অনুগ্রহে ইহাকে সমৃদ্ধিমান্ কর। অনন্তকাল তোমার পবিত্র দয়াময় নামের গৌরব ও সম্মান হউক।

১২। আচার্য্যাঙ্কে ততস্তস্মিন সমুপস্থাপিতে শিশৌ।
এবং স কুর্য্যাত্তন্নাম শ্রীমত্যোহমুকস্য বৈ ॥
অমুকী শ্রীমতী শ্রীমানমুকো বেতি সংজ্ঞে।
সর্ব্বশক্তিমতস্তস্য বিশ্বস্রষ্টুনসংজ্ঞকেঃ ॥
পুত্রো পুত্রায় বা নাম দদামি বরুণাময়ঃ।
সৌভাগ্যমাশিষঞ্চ দৈব দধাতু শিশবে প্রভুঃ ॥

তদনন্তর শিশুকে আচার্য্যের ক্রোড়ে অর্পণ করিবে। আচার্য্য এইরূপে নামকরণ করিবেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর

এবং তাঁহার বিশ্বস্ত জননগণের সন্নিধানে শ্রীমান্ অমুকের পুত্রকে [বা কন্যাকে] শ্রীমান্ অমুক [বা শ্রীমতী অমুক] নাম দিতেছি। করুণাময় প্রভু শিশুকে আশিষ এবং সৌভাগ্য বিধান করুন।

১৩। কণ্ঠে মালাং প্রদায়াস্য ললাটেঽস্য বিচুম্ব্য চ।
আচার্য্যমাশিষা যুঞ্জ্যাদেবমঙ্কস্থিতং শিশুম্॥
নাম্না দয়াবতস্তস্য পরমেশস্য নঃ শিশো।
আশাস্মি ত্বাংপ্রিয়ং যত্নাধীনে ন্যস্যামি তস্য চ॥

শিশুর কণ্ঠে পুষ্পমালা দিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া আচার্য্য ক্রোড়স্থিত শিশুকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিবেন। শিশু, দয়াময় ঈশ্বরের নামে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি এবং তোমায় তাঁহার যত্নাধীনে ন্যস্ত করি।

১৪। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি সর্ব্বেঽত্র বাচয়েস্ততঃ।
সকলে মিলিয়া শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিবে।

১৫। আশীঃসংপ্রার্থনস্যান্তে সঙ্গীতস্য চ পূর্ণতা।
আশীর্ব্বচন এবং সঙ্গীতের পর কার্য্য পূর্ণ হইবে।

১৬। উপাসনান্তে তস্মাত্তং শিশুমন্তঃপুরং নয়েৎ।
মাতুঃ সমীপে সা তঞ্চ কুট্টীরে ভোজনস্য চ॥
তৎকালোচিতসজ্জাভিঃ শোভিতে মহিলাগণৈঃ।
বালৈঃ শ্রেণীপ্রভাবেন প্রস্থিতৈরগ্রতস্ততঃ॥

উপাসনান্তে শিশুকে অন্তঃপুরে মাতার সমীপে লইয়া যাইবে। মাতা তাহাকে তৎকালোচিত সজ্জায় পরিশোভিত ভোজন কুট্টীরে লইয়া যাইবে। বালক ও মহিলাগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অগ্রে গমন করিবে।

১৭। আসনে বাথ পীঠে তং শিশুং সমুপবেশয়েৎ॥
আসনে অথবা পীঠে শিশুকে উপবেশন করাইবে।

১৮। অন্নঞ্চ ব্যঞ্জনং নানাবিধানি চ ফলানি চ।
মিষ্টান্নানি চ খাদ্যানি তস্যাগ্রে সজ্জয়েৎ মুদা॥
অন্ন ব্যঞ্জন, নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন তাহার সম্মুখে সাজাইয়া দিবে।

১৯। অন্নমারভ্য সর্ব্বেষাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিন্মুখে ততঃ।
শিশোর্মাতা স্বয়ং দদ্যাৎ বদন্ত্যেবং সমাহিতা।
ইদমন্নং ময়া তুভ্যং দদামি পরমেশিতুঃ।
আশিষেদং যোজয়তু তব মঙ্গলহেতবে॥

অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মাতা আপনি শিশুর মুখে কিছু কিছু এই বলিয়া দিবে। এই অন্ন আমি তোমার মুখে দিতেছি, প্রভু এই অন্ন তোমার মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বযুক্ত করুন।

২০। অনন্তরং প্রধানাশ্চ মহিলাঃ বন্ধুকেষু চ।
নিমন্ত্রিতাশ্চ দদ্যুস্তন্মুখেঽন্নং চ যথাক্রমম্॥

মাতা মুখে অন্ন প্রদান করিলে আত্মীয়গণের মধ্যে প্রধান প্রধান মহিলা এবং নিমন্ত্রিতগণ ঐরূপে যথাক্রমে শিশুর মুখে অন্ন দিবে।

২১। শঙ্খধ্বনির্মহিলাভির্বৈ বালানন্দনিস্বনঃ।
ক্রিয়েত কৌতুকেনান্নং শিশুঃ খাদতি বৈ যদা॥
যখন শিশু খায়, তখন মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি এবং বালকগণ আনন্দধ্বনি করিবে।

২২। বহির্ভাগে ধ্বনির্বাদ্যোত্থিতঃ স্যান্মধুরস্তদা॥
সে সময়ে বহির্ভাগে মধুর বাদ্যধ্বনি হইতে থাকিবে।

২৩। অন্নাশনান্তে বালং তং সভাকুট্টিমকং নয়েৎ।
যত্রাশিষং চুম্বনঞ্চোপহারঞ্চ লভেত সঃ॥
অন্নাশনের পর শিশুকে সভাগৃহে লইয়া যাইবে, যেখানে সে আশিষ চুম্বন এবং উপহার লাভ করিবে।

দীক্ষা।

১। শিক্ষা দীয়েত বালায় বালকায় চ সম্মতা।
সাধারণানাং জ্ঞেয়ানাং সর্ব্বশাখাসু তাসু চ॥
বালক ও বালিকাকে সাধারণ জ্ঞেয় বিষয় সকলের সকল শাখাতে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবে।

২। বিশেষশিক্ষাদানায় যদোপযোগিতাং গতাঃ।
পুরোধসা বা তেনেহ মনোনীতেন ধীমতা॥
নববিধানতত্ত্বঞ্চ মৌলিকং শিক্ষয়েত্ তান্॥
যখন তাহারা বিশেষ শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত হয়, তখন তাহাদিগকে পরিবারের পুরোহিত অথবা তিনি যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত জানিয়া মনোনীত করেন তাহার দ্বারা নববিধানের মূলতত্ত্ব সকল শিক্ষা দিবে।

৩। ষোড়শে ষোড়শপ্রায়ে বাথ বয়সি বালকম্।
প্রাক্ বিবাহাদ্বিধিপূর্ব্বং মণ্ডল্যাং তং নিবেশয়েৎ॥
নূতনস্য বিধানস্যাঽনুপযুক্তত্বশংসনম্॥
ষোড়শ অথবা প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সে উপদেষ্টা উপযুক্ত বলিলে বিবাহের পূর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক নববিধানের মণ্ডলীতে বালককে প্রবিষ্ট করিবে।

৩। উপাসনাদিনেঽন্যত্র মন্দিরে পারিবারিকে।
উপাসনাগৃহে বাথ চান্যত্র যোপযোগিনি॥
নির্ব্বাহয়েৎ সুমনসা দীক্ষাকর্ম্ম যথাবিধি॥
উপাসনা দিনে অথবা অন্য দিনে মন্দিরে বা পারিবারিক উপাসনা গৃহে অথবা অন্য কোন উপযোগী স্থানে যথাবিধি দীক্ষা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে।

৫। দীক্ষিতব্যো বিশেৎ স্নানাগারং গভীরচেতসা।
নির্দ্দিষ্টে দিবসে তত্রাভিষেকেণ পরিষ্কৃতঃ॥
নির্দ্দিষ্ট দিনে দীক্ষার্থী গম্ভীর চিত্তে স্নানাগারে প্রবেশ করিবে, এবং সেখানে অভিষেক দ্বারা পরিষ্কৃত হইবে।

৬। অভ্যক্তে কায়িতে সিঞ্চতি বারি তু মূর্দ্ধনি।
মহিমা সচ্চিদানন্দ ভবেতি মনসা স্মরেৎ॥

তৈল মাখাইয়া দিলে এবং মাথায় জল ঢালিয়া দিলে দীক্ষার্থী মনে মনে স্মরণ করিবে, সচ্চিদানন্দ তোমার মহিমা।

৭। ধাতুনির্ম্মিতপাত্রাচ্চ বিধানধ্বজচিহ্নিতাৎ।
প্রোজ্জ্বলাৎ সিঞ্চয়েদ্বারি মূর্দ্ধ্নি তস্য পুরোধসা॥
মনসা দীক্ষিতব্যোঽত্র বদেৎ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
প্রভুর্বারিগতো দেহং যথা মে শোধয়ত্যসৌ॥
তথা মে হৃদয়ং শোধয়তু কুর্ব্বন্ হি নির্ম্মলম্।
যথা শীতলয়ত্যত্র দেহং শান্তিজলন্ত্বিদম্॥
তথাঽঽনয়তু শান্তিঞ্চাত্মনি মে করুণাজলম্॥

বিধানধ্বজচিহ্নিত উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত পাত্র হইতে পুরোহিত মস্তকে বারি সিঞ্চন করিবে, দীক্ষার্থী মনে মনে শ্রদ্ধা সহকারে বলিবে, জলস্থ প্র যেমন আমার দেহ শোধন করিতেছেন, তেমনি আমার হৃদয় সংশোধন করুন নির্ম্মল করুন, এই শান্তিজল যেমন দেহ শীতল করিতেছে তেমনি করুণাজল আমার আত্মাতে শান্তি আনয়ন করুন।

৮। অভিষেক সমাপ্তৌ চ দীক্ষিতব্যঃ পুরোহিতঃ।
ব্রূয়ুঃ সমাগতাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতীহ তে॥

অভিষেক কার্য্য শেষ হইলে দীক্ষার্থী, পুরোহিত এবং সমাগত ব্যক্তি সকল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিবে।

৯। পীতগৈরিকপ্রাবারং বৃহৎ শুক্লেন বাসসা।
প্রবেশয়েদ্গৃহে তত্র নির্দ্দিষ্টে সময়ে চ সঃ॥
উপবিষ্টো ভবেদ্বেদীসম্মুখস্থাসনে শুভে॥

নির্দ্দিষ্ট সময়ে পীতগৈরিক উত্তরীয় এবং শুক্লবসনে আবৃত দীক্ষার্থীকে উপাসনাগৃহে প্রবেশ করাইবে। দীক্ষার্থী বেদীর সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিবে।

১০। প্রারম্ভিকোপাসনান্তে বদেদাচার্য্য আনয়।
দীক্ষার্থিনং বিধকুস্তমণ্ডল্যাং যঃ পরেশিতুঃ॥

প্রারম্ভিক উপাসনার পর আচার্য্য বলিবেন, ঈশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষী দীক্ষার্থীকে আনয়ন কর।

১১। উপদেষ্টা পিতা বাথ বন্ধুস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ।
বেদীসম্মুখমাসাদ্য বদেদেবং তদর্থকম্॥
আর্য্যাচার্য্য সন্নিধৌ তে শ্রীমন্তমমুকন্ত্বহম্।
উপানয়ামি জ্ঞাত্বেমং যোগ্যং স্বজ্ঞানতঃ পুনঃ॥
প্রবেশার্থাস্য মণ্ডল্যাং নূতনস্য বিধেরিহ॥

উপদেষ্টা, পিতা অথবা বন্ধু প্রবর্ত্তক হইয়া বেদী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার জন্য বলিবে, আর্য্য আচার্য্য, শ্রীমান্ অমুককে যথা জ্ঞানে যোগ্য জানিয়া নববিধানের মণ্ডলীতে প্রবেশার্থ আপনার নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

আমাদিগের আচার্য্য।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল আমাদিগের পূজনীয় আচার্য্য গুরুতর পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। দীর্ঘকালের রোগেও তিনি সুস্থ লোকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। রোগ মুক্তির জন্য সিমলা পাহাড়ে গিয়াও প্রতিদিন যোগ সাধন ধ্যান সমাধি করিতেন, কত শত লোককে পত্রাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিতেন—কত গুরুতর পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতির রচনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বিগত মাঘোৎসবেও টাউনহলে দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, গত সপ্তাহেও নববিধান পত্রিকা স্বয়ং লিখিয়াছেন, হয়ত আগামী সপ্তাহেও লিখিবেন, যোগানন্দ অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে, কিন্তু এ সকল দর্শন করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, মুখশ্রী মলিন কান্তিবিহীন হইতেছে, একযোগে পাঁচটি কথা বলিতে পারেন না, দুইটি কথার পর বিশ্রাম করিতে হয়, উঠিয়া দাঁড়াইতে শরীর কাঁপে, আহারে রুচি প্রায় নাই, সুনিদ্রা হয় না এই সকল অবস্থা—আমাদিগকে ভীত সচকিত করিতেছে।

যখন সিমলা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লিতে সমাগত হন তখন দিল্লীর সর্ব্বপ্রধান হকিম মোহম্মদ খাঁ দ্বারা চিকিৎসার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, কিন্তু অসুবিধা ও বন্ধু বান্ধবদিগের উত্তেজনাতে সে স্থানে থাকা ঘটিল না। চিকিৎসক নিকটে না থাকিলে বহুবিধ উপসর্গ পূর্ণ রোগের চিকিৎসা হওয়া অসম্ভব, সুতরাং দীর্ঘকাল চিকিৎসা না হওয়াতে হকিমি চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। তৎপর কাণপুরে কয়েকদিন বিশ্রামের পর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এখানে অনেকের অভিমতে সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ স্মিথ সাহেব দেখিতেছেন। তাঁহার মতে বহুমূত্রই প্রধান পীড়া, কাসি বেদনা অরুচি প্রভৃতি তাহারই উপসর্গ কিন্তু শর্করা ও শ্বেতসার মধু প্রভৃতি অধিক ব্যবহার করিলে ফুস্ফুস আক্রান্ত হওয়া অধিক সম্ভব। স্মিথ সাহেব অতি বিচক্ষণ বহুদর্শী সুনিপুণ চিকিৎসক, তিনি বন্ধুভাবে আচার্য্য মহাশয়কে চিকিৎসা প্রণালী বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিলেন এবং ডাঃ কেলী প্রভৃতি আরও সুপণ্ডিত চিকিৎসকদিগের সহিত যুক্তি করিয়া বিশেষ সতর্কতা সহ চিকিৎসা করিবেন। আমরা তাঁহার এই আশাপ্রদ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি দয়াময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহাকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন এবং তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে আমাদিগের অধ্যাত্মজীবনের পরম সহায় আচার্য্য স্বাস্থ্য লাভ করুন। আমাদিগের মফঃস্বলস্থ অনেক বন্ধু আচার্য্য মহাশয়ের পীড়ার অবস্থায় অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ। এক্ষণে

সহানুভূতি প্রদর্শন আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

প্রেরিত।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

পাপী তাপী দীন কাঙ্গাল নিরাশ্রয় সন্দিগ্ধচিত্ত ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিগণের পরিত্রাণের জন্য মহাপ্রভু হরি যে নববিধান লইয়া বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং পাপিগণকে যে তিনি নিজ হাতে তাঁহারদিগকে টানিয়া লইতেছেন উহার প্রমাণ এই দীন হীন মলিন অধমা ব্যক্তির জীবন পরিবর্ত্তনের হেতু পাঠ করিলেই অনায়াসে প্রকাশ পাইবে। আমি কায়স্থ কুলোদ্ভব বসু বংশীয়, আমার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর. বাল্যকাল হইতে হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম্মে রীতিমত শ্রদ্ধা ছিল, কুলাচারানুসারে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে দীক্ষিত হইয়া পঞ্চদেবতার পূজা গায়ত্রী সন্ধ্যাদি যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম তাহা প্রত্যহ করিতাম, গ্রহণ উপলক্ষে পুরশ্চরণাদিও করিতাম। এই প্রকার পূজা ও বিপ্রসেবা দান ধ্যান মন্ত্র জপ করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইতাম না, কোন বিশ্বাসও হইত না এবং ইহাতে যে পরিত্রাণ পাইব তাহা এক বার মনে হইত না। আদিব্রাহ্ম সমাজে যাইতাম, সেখানকার বক্তৃতা শুনিতাম, তত্ত্ববোধিনী পড়িতাম, তাহাতে লাভের মধ্যে এই হলো পূর্ব্বে পূজাদি করা যাহা একটু জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ ছিল তাহাও গেল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতিকে প্রণাম করিতে আর ইচ্ছা হয় না, সকল ধর্ম্মের উপরি একেবারে কেমন একটা ভাব দাঁড়াইয়া গেল, স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলাম। এইরূপ ভাবে অনেক দিন গেল, দিবানিশি অশান্তিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগলাম। পরে ব্রাহ্মপবলিক অপিনিয়ন আচার্য্য বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের বিপক্ষ হইয়া কত প্রকার কুৎসা গ্লানিতে কলেবর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে সেই সকল বিষয় পাঠ করিয়া এই মনে হইল যে জগতে ধর্ম্ম কথা ও ঈশ্বর উপাসনা ইত্যাদি কেবল একটা ব্যবসায় মাত্র. ইহাতে পরকালের কিছুই নাই, ঐহিকে লোকের নিকট মান্য গণ্য হওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ কেন কেশব বাবু অবতার হইয়া অনেকের মনে অবস্থান করিলেন, উঁহার কৃপাতে যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে শিক্ষা করিলেন তাঁহারাই আবার গুরুদেবের বিপক্ষে এইরূপ লিখিতে লাগিলেন। তখন এই বেশ বিশ্বাস হইল যে লোকে যে পর্য্যন্ত আপন প্রতিপত্তি প্রকাশ করিতে না পারে তাবৎ কাল কোন এক মহত্ অর্থাৎ বিখ্যাত লোকের কাছে থাকিয়া তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ করে, পরে নিজে যখন সেইরূপ কতক কতক যশ মান লোকের কাছে ক্রমে ক্রমে পাইতে থাকে তখন পূর্ব্ব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ক্রমশঃ অপদস্থ না করিলে তাহার স্থানে স্থান পায় না, সুতরাং তাহাকে অপদস্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এ পৃথিবীর নিয়মই এই তদবধি সকল জাতির লোকের উপর এক প্রকার অভিপ্রায় ঠিক করিয়া যখন যেখানে যাই সেই ভাবে চলিতে থাকি। সাধারণ সমাজে যাই, তাহাদিগের বক্তৃতা শুনি অথচ বিশ্বাস স্থান পায় না। নববিধানের কথা শুনিলেই মনে হয় যে কেশব বাবু অনেক চিন্তা করিয়া শেষ পাগল হইয়াছেন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে জ্ঞানী লোকদিগের যখন সংশয়, তখন তিনি তাঁহাকে দেখেন কথা কন্ ইহা পাগলামি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বিশেষ যাঁহারা উপাধিধারী বিদ্বান্ বারিষ্টার সিবিল ডাক্তার তাঁহারা সকলেই উঁহাকে নিন্দা করেন, জন কতক অশিক্ষিত লোক লইয়া তিনি এই পাগলামি করিতেছেন। ১২৮৯ সালের ভাদ্র মাসে ঢাকাস্থ সাধারণ সমাজে সর্ব্বদা যাই, উপাসনা করি, বিশেষ চেষ্টা যে কোন প্রকারে দৈব শক্তিতে শান্তি অনুভব করিতে পারি কি না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আসল মূল বিশ্বাস নাই, তাতে আর কি হইবে। ইতিমধ্যে "পুত্র"টি নববিধান সমাজে যান শুনিয়া চিন্তা হলো পুত্রটি সহজেই একটু ধর্ম্ম পাগলা, তাহার উপরে যদি নববিধান কুহকে পড়ে তাহা হইলে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া পাছে ক্ষেপে যায় তবে আমাদিগের বড়ই কষ্ট হইবে। এই ভয়ে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলাম তুমি "ঈশ্বর দেখার দলে" যেও না। উহারা পাগল হইয়াছে, আত্মপ্রতারী লোক, ইহারা এইরূপে ক্ষেপিয়া যায়। তাহাকে অনেক রকম বুঝাইয়াছিলাম। পরে আশ্বিন মাসে সে এক দিন ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ আমাকে পড়িবার জন্য আনিয়া দেয় কি দয়াময়ের দয়া নববিধানের আকর্ষণ, যে গৌরচন্দ্রকে সামান্য এক জন ভাবুক বলিয়া বিশ্বাস ছিল তাঁহার জীবন চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এই পাষণ্ড একেবারে দুনয়নের জলে ভাসিতে লাগিল, পুত্রকে ডাকিয়া বলিলাম বাবা নববিধান যথার্থই অবিশ্বাসী ভগ্নহৃদয় নিরাশ্রয় পাপীর ত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। একাল পর্য্যন্ত অনেক সংসর্গ করিলাম অনেক ধর্ম্ম কথা শুনিলাম কিন্তু কিছুতেই আমাকে এরূপ ভাবে আনিতে পারি নাই। যে ধর্ম্মের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা, সেই সাধারণ সমাজের বক্তৃতা উপাসনা পুস্তকাদি পাঠে আমার মন কিছুমাত্র তৃপ্ত হয় নাই, আমি দেখতেছি দয়াময় দয়া করিয়া এ দীনকে পরিত্রাণ করিবার জন্য তোমাকে অগ্রে নববিধানে লইয়া গিয়াছেন, শেষ তোমার ঘরে আমাকে লইয়া যাইবেন, আর কাল-

বিলম্বে কাজ নাই উপাচার্য্য বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহিত আমি অমাবস্যার রাত্রিতে নিশা উপাসনায় প্রথম যোগ দেই, রাত্র দুই প্রহরের সময় তাঁহারা ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন, আমরা অন্য ঘরে খানিক বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ৩ টার সময় তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া পরদিন বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত উপাসনা করি। এ সময়টা কোথা দিয়া কি করিয়া কাটিয়া গেল জানিতে পারিলাম না। সেই হইতে দয়াময় আমার প্রতি যে বিশেষ দয়া দিন দিন প্রকাশ করিতেছেন লিখিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আপনি ইহা মনে করিতে পারেন যে ঈশ্বর আমার প্রতি বিশেষ দয়া করিয়াছেন বলিয়া নিজ গৌরব প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে এরূপ ভাবে লিখিলাম তাহা নহে, আমার ইহাতে কিছু মাত্র গৌরব নাই। আমি এক জন জঘন্য অবিশ্বাসী পাপী মলিন দুর্ব্বলচিত্ত, এমন নীচ অন্তঃকরণে তিনি প্রকাশিত হইয়া ঘোর নরক যন্ত্রণা এবং মহা ভয় হইতে যে ক্রমশঃ টানিয়া তাঁহার শান্তিময় অভয় চরণতলে লইয়া যাইতেছেন কেবল এই তাঁহার অসামান্য দয়া ও মহিমা জানাইবার উদ্দেশ্যে আপনাকে লিখিলাম। বিশেষ আমার মত যদি পাপী অবিশ্বাসী দীন হীন ভগ্নহৃদয় থাকেন তাঁহারাও আমার এই বৃদ্ধ জীবনে হরি দয়াময় নববিধানে অবতীর্ণ হইয়া যখন নানারূপ লীলা করিতেছেন তখন যেন কেহই আর হতাশ্বাস না হন। এ যুগে হরি পাপীর ত্রাণের জন্যই এ বিধান লইয়া অবতীর্ণ একবার প্রাণ খুলে দয়াময় বলে ডাকলে অমনি আইসেন, ইহারি আমি বিশেষ সাক্ষী। আর অধিক কিছু লিখিতে পারি না, যদি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয় সাধারণকে জানান তাহা হইলে ক্রমশঃ আমার জীবনের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা জানাইব। কার্ত্তিক ১২৯০।

নিতান্ত দাস।
শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু
হাট বোওয়ালিয়া জেলা নদীয়া।

সংবাদ।

সম্প্রতি ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ওরিয়াণ্টেল ক্রাইষ্ট নামক একখানা ইংরেজি পুস্তক রচনা করিয়া আমেরিকাতে মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার কতক খণ্ড বিক্রয়ার্থ আমাদের পুস্তকালয়ে শীঘ্রই পৌঁছিবে মূল্য প্রতি খণ্ড ২৷০ মাত্র। গ্রাহকেচ্ছু গ্রাহক মহোদয়গণ মূল্য পাঠাইলে পাইবেন

আচার্য্য মহাশয়ের নিজ ভবন কমল কুটীরে একটি উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে এক শত উপাসক বসিয়া উপাসনা করিতে পারেন এরূপ সুবিধা করা হইবে। আচার্য্য মহাশয় রোগজীর্ণ শরীরে শয্যায় পড়িয়া এইক্ষণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শরীর দেখিলে লোকের কান্না পায় কিন্তু আত্মার তেজ উৎসাহ ও যোগ ভক্তির গভীরতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

ভাই অমৃতলাল বসু বিগত শারদীয় ছুটির সময়ে ১০।১২ জন ব্রাহ্মবন্ধু সহ উত্তরপাড়, চন্দননগর, জিরাট, আমড়াগড়ী হুগলী প্রভৃতি বহু নগর ও গ্রামে ১২। ১৩ দিন ব্যাপিয়া সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিয়া নববিধান প্রচার করিয়াছেন। হুগলীতে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। জিরাট গোস্বামী প্রধান গ্রাম—সেস্থানেরও সকলে সঙ্কীর্ত্তন বক্তৃতায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তৎপর আমড়াগাড়ী গ্রামের উৎসাহী ব্রাহ্মযুবকগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া কয় দিন ব্যাপিয়া উৎসব করিয়াছেন।

আমেরিকা নিউপোর্ট হইতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আমাদের কোন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "এ দেশে আসিয়া অবধি বড় ব্যস্ত, এখানকার লোকে ভয়ানক খাটাইয়া লয়, খুব পরিশ্রমের পর আরাম লইতে দেয় না, বলে, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাতে শরীর পূর্ব্বের মত তো সবল নয়, যে রোগের আশ্রয় পাইয়াছি তাতে নির্ম্মূল হইবার নয়? যত দূর এবং যত দিন চলে। এখানে ইংলণ্ডের বিষ ছড়াইয়া পড়ে নাই। আমেরিকা ** দোষে বিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এখানে পরিশ্রম করিয়া অনেক সুফল উৎপন্ন হইতেছে। সম্প্রতি দুই শত মিনিষ্টার (খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক) একত্র হইয়া বিধান ধর্ম্মের মত শ্রবণান্তর যে প্রতিজ্ঞাপত্র আমার নিকটে পাঠাইয়া দেন তাহা ** নামে প্রেরণ করিলাম যেন লিবারেল ডিস্পেন্সেশন পত্রে বাহির হয়। বলা বাহুল্য, ইহা আমার গৌরবের জন্য নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষের জন্য।"

উপর্য্যুপরি নানা প্রতিবন্ধকে আমরা দুবারের ধর্ম্মতত্ত্ব একেবারে বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। তাহাও আবার অন্য আর একবারের সময় উপস্থিত হইয়া মুদ্রিত হইল। আমরা ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে পাঠকগণের নিকটে অনেক প্রকার সাপরাধ হইয়া পড়িয়াছি। গুরুতর কারণ বিনা এরূপ ঘটে নাই পাঠকগণ এইরূপ মনে করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন আমরা আশা করি।

ভাই রামচন্দ্র সিংহের উপর্য্যুপরি কয়েকটী কন্যা পরলোক গমন করিল। শেষ কন্যা চারুশীলা বিগত ৩০শে আশ্বিন সোমবার পিতা মাতাকে শোকসন্তাপে নিক্ষেপ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহাদিগের শোকসন্তাপ হরণ করুন।

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১৮ কার্ত্তিক শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১৬ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতি বার ১৮০৫ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দীনজনজননি, আমি আর বৃদ্ধ থাকিতে চাই না। বৃদ্ধের মত তোমার নিকটে দীর্ঘ দীর্ঘ কথা বলিয়া প্রার্থনা আর মনের সন্তুষ্টি জন্মায় না। হে মাতঃ, বালকের ন্যায় তোমার নিকটে মন খুলিয়া দিয়া যাহা ভিতরে আছে সমুদায় তোমার নিকটে প্রকাশ করিব, মনে কিছু ভয় থাকিবে না আশঙ্কা থাকিবে না, মার কাছে সন্তান মনের কথা বলিবে তাহাতে আর ভয় কি, এই ভাবে সকল কথা বলিব। প্রাণে যখন যাহা আইসে, দৌড়াইয়া আসিয়া তোমার নিকটে বলিব, কোন বাধা বিচার মানিব না, আমার সকল আশা ভরসা উচ্ছ্বাস তোমার চরণে রাখিব, আমার মান সম্ভ্রম গৌরব সমুদায় তোমার পদতলে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিরপেক্ষ ভাবে থাকিব, তোমার দয়া স্নেহ আজ চল্লিশ বৎসর ভোগ করিয়া আসিয়েছি, এক দিনের জন্যও সে দয়া [illegible] হয় নাই, তৎপ্রতি মনের সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিব। আমার মন, মাতঃ, সর্ব্বদা তোমাতে বাস করিবে, তোমাকে লইয়া থাকিবে, তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিবে না। আমি সংসারের কোন ধার ধারিব না। আমি সংসারের কি বুঝি কি জানি। আমার পক্ষে কি ভাল কি মন্দ তাহা কেবল তুমিই জান। সংসারে আমার চাহিবার বিষয় কিছু নাই, তুমি যখন যাহা দিবে যাহা করিবে, আমার পক্ষে তাহা ভাল, তাহাই আমার পক্ষে সুখকর। রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, আমি কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। আমি সকল অবস্থায় তোমার চরণপদ্মের ছায়ায় একান্ত শীতলতা অনুভব করিব। তোমার আশ্রয় আমার আনন্দ বল সুখ শান্তি, বাহিরের এ সকল আমার কি করিবে? সুখে আনন্দিত কে না হয়, জননি, আমি যেন দুঃখে তোমাতে আনন্দিত হইয়া তোমার সর্ব্ববিধ বিধান মহিমান্বিত করিতে পারি। মার সন্তান যে, তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল। মা বলিব, আর সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাইব. যদি এরূপ না হয়, তবে তোমায় মা কোথায় বলা হইল। হে মাতঃ, তোমার সঙ্গে আমার যথার্থ সম্বন্ধ হউক যে সেই সম্বন্ধে আমি মা ভিন্ন সংসারে কিছু না বুঝি, কিছু না জানি। অনেক দিন গেল, হে জননীর জননি, তুমি আমার সকল হও, এই আমার তোমার নিকটে প্রার্থনা। আমার এই একই প্রার্থনা, এই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে আমি কৃতার্থ হই। তোমার দ্বারে আমার এই ভিক্ষা, এইভিক্ষা দিয়া আমার সমুদায় আশা পূর্ণ কর।

অপরের সঙ্গে ঈশ্বর ও আমাদিগের সম্বন্ধ।

• আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধ মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না ইহা দেখা একান্ত প্রয়োজন। সকল প্রকার ব্যবহার আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া নিয়মিত করিব, এইতো সাধারণ নিয়ম। "তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ সেই প্রকার পূর্ণ হও" ইহার তুল্য উচ্চতম নিয়ম আর কি আছে? কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি না, অথচ এমন সকল স্থল আছে যেখানে মূলে এক হইয়াও ঈশ্বর এবং আমাদিগের বাহ্য ব্যবহার অপর সম্বন্ধে দৃশ্যতঃ পৃথক্ হয়। কোন্ স্থলে এরূপ হয়, তাহা প্রদর্শন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতে পাই, লোকের প্রতি ঈশ্বরের সমুদায় ব্যবহারের অর্থ মনুষ্য উদ্ঘাটন করিতে পারে না। তাহারা শুদ্ধ পারে না তাহা নহে, তজ্জন্য ঈশ্বরের প্রতি অযথা ভাব পোষণ করে। পৃথিবীতে সংশয়বাদ এই অবুদ্ধ ব্যবস্থার সকলের উপরে সংস্থাপিত। বিজ্ঞানবিদ্গণ এই সকল ব্যবহারের মূল কোথায় দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা হয় সংশয়ী না হয় হৃদয়শূন্য হন। আমরা বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, এবং সংশয়িগণকে তাহাদিগের নিজ ভূমিতে পরাজয় করিতে অগ্রসর। বিজ্ঞান সমুদায়ের মধ্যে নিয়মরাজি অবলোকন করে। নিয়ম অখণ্ড্য এবং সুদৃঢ়। এমন সুদৃঢ় যে নিয়মকে নিষ্ঠুর এবং নির্দ্দয় বলিয়া প্রতীত হয়। বিজ্ঞানে যাহা নিয়ম বলিয়া প্রতিভাত, ধর্ম্মবিজ্ঞানে তাহা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়ার প্রণালী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রেমবর্জ্জিত, ইহা বিজ্ঞানবিদ্গণের কল্পনা মাত্র বাস্তবিক নহে।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানবিদ্গণের এতৎ সম্বন্ধে চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা স্বীকার করেন, নিয়মের ক্রিয়াতে অন্তে কল্যাণই সমুপস্থিত হয়। কিন্তু এ প্রকার স্বীকারে তাঁহাদিগের আত্মচিত্তসম্বন্ধে অতি অল্পই উপকার হয়। অন্তে কল্যাণ উপস্থিত হয় বলিয়া উপস্থিত কালে নিয়মের ক্রিয়াতে নিষ্ঠুরতা এবং পরসুখনিরপেক্ষতা প্রকাশ পায় না, ইহা বলা যায় না। বিজ্ঞানবিদ্গণ এইরূপ ভাবে নিয়মের ক্রিয়া অবলোকন করেন বলিয়া তাঁহারা অনেক সময়ে নিষ্ঠুর এবং পরসুখনিরপেক্ষ হন। বর্ত্তমানে ঘোর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া যদি তাঁহারা এমন কোন একটি আবিষ্ক্রিয়ার আশা করিতে পারেন যাহাতে ভবিষ্যতে কল্যাণ সমুৎপন্ন হইবে তাঁহারা তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। বরং এস্থলে দয়া প্রকাশকে তাঁহারা চিত্তের দৌর্ব্বল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্তে কল্যাণ হইতে পারে এই চিন্তায় তাঁহারা এমনি অভিভূত যে, যে স্থলে নৈষ্ঠুর্য্য প্রকাশ না করিয়াও অনায়াসে আবিষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, সেখানেও তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

একথা সত্য, প্রকৃতিমধ্যে সর্ব্বদা এরূপ সমুদায় ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা দেখিতে ভয়ানক নৈষ্ঠুর্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃতি মধ্যে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহার মূলে কি আছে লোকে দেখিতে পায় না, সুতরাং সেরূপে দর্শন করিয়া আপনাকেও সেইরূপ করা মহা অপরাধের মূল হইয়া দাঁড়ায়। যে কার্য্য অনন্ত প্রেম হইতে সমুপস্থিত, আমি সেই কার্য্যের বাহ্য মাত্র দর্শন করিয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অথচ আমাতে অণুমাত্র প্রেম রহিল না, তাহাতে সে কার্য্য একেবারে বিপরীত হইয়া গেল। যাঁহার প্রেম আছে, তিনি যদি কাহারও কল্যাণবর্দ্ধনে প্রেম দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এমন কোন কার্য্য করেন যাহা আপাততঃ

নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীত হয় তাহাতে সে ব্যক্তির হৃদয়ের অভাব আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। ঈশ্বরের জীবের প্রতি অনন্ত প্রেম বশতঃ যাহা করিতেছেন, তাহা মূঢ়তানিবন্ধন যদি কেহ বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, তাহাতে ঈশ্বরের প্রেমের প্রতি কোন দোষ আসিতে পারে না।

মনে কর, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর রোগ যন্ত্রণায় আর্দ্র হইয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া রোগাক্রান্ত স্থান ছেদন করিতে প্রবৃত্ত। এখানে দয়া তাঁহাকে এমনি অভিভূত করিয়াছে যে শস্ত্রপাতের ক্ষণিক ক্লেশ তাঁহার মনে কিছু মাত্র স্থান পায় নাই। রোগীর চিরস্বাস্থ্য লাভ তাঁহার মনের প্রবলতম ভাব, সে ভাবকে ক্ষণিক যন্ত্রণার ভাব কি প্রকারে অপসারিত করিবে। কিন্তু দয়ালু চিকিৎসক শস্ত্রপাত করিতেছেন বলিয়া অচিকিৎসক পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ এক এক খানি অস্ত্র লইয়া রোগীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিবে, ইহা কখন হইতে পারে না। এই হইতে পারে যে চিকিৎসকের আদেশানুসারে তাহারা তালবৃন্ত ব্যজন, শীতল জলসেচনাদি রোগীর যন্ত্রণানিবারক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। দয়াপরবশ চিকিৎসক এস্থলে যে কার্য্য করিয়া দয়া প্রকাশ করিতেছেন, সে কার্য্য করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকগণ কখন দয়া প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাতে কেবল নিষ্ঠুরতা হৃদয়বিহীনতা ও পৈশাচিক ভাব প্রকাশ পায়। এখানে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করাই অপর লোকের দয়া প্রকাশের একমাত্র উপায়।

আমরা যাহা চিকিৎসকসম্বন্ধে বলিলাম, তাহাতেই ঈশ্বর ও আমরা অপরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে সময়ে ঈশ্বর চিকিৎসক হইয়া শস্ত্র ধারণ করেন, সে সময়ে তাঁহার নির্দ্দেশে আমাদিগের সেবার্থ তালবৃন্তাদি ধারণ একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বর শস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা এক এক খানি শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া সবলে আঘাত করিতে পারি না। জীবের উপরে যখন রোগ শোক বিপদ্ দুঃখাদি আইসে, তখন আমরা তাহাদিগের ক্লেশ ও যন্ত্রণা নিবারণে শুশ্রূষার কার্য্য করিব, শস্ত্রচিকিৎসকের নহে। এরূপ করিয়া আমরা ঈশ্বরাপেক্ষা দয়াবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারি না। কেন না শস্ত্রপাতোন্মুখ চিকিৎসক অপেক্ষা পার্শ্ববর্ত্তী শুশ্রূষাপরায়ণ ব্যক্তিগণকে কেহ সমধিক দয়ালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

ধৈর্য্য ও আনন্দ।

ক্লেশ দুঃখ বিপদ্ রোগ শোক প্রভৃতিতে ধৈর্য্যধারণ খ্রীষ্টধর্ম্ম, তত্তদবস্থায় যোগানন্দ অনুভব নূতন ধর্ম্ম। ধৈর্য্য ও আনন্দ এই দুই শব্দে প্রাচীন ও নবীন ধর্ম্মের পার্থক্য সহজে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রাচীন যত ধর্ম্ম আছে, তাহাতে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, সুখ দুঃখ নিরপেক্ষতা, ঔদাসীন্য প্রভৃতি ভাব দুঃখাদিসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে আনন্দ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। নববিধান এই নূতন ভাব জগতে প্রবর্ত্তিত করিতে আসিয়াছেন, ইহার অনুবর্ত্তিগণ নিজ নিজ জীবনে ইহার বিশেষ ভাবপ্রদর্শন করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি এই ভাব প্রদর্শন করা সহজ নহে, কিন্তু এটি প্রদর্শন করিতে না পারিলে প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে কেহ নূতন ধর্ম্মে সমাগত হইলেন ইহা বলা যাইতে পারে না।

পৃথিবীতে দুই প্রকারের লোক আছে, এক প্রকারের কষ্টসহিষ্ণু, আর এক প্রকারের লোক সামান্য কষ্টে অধীর। যাহারা কষ্টসহিষ্ণু তাহারা ক্রমান্বয়ে কষ্ট বহন করিতে করিতে এ প্রকার হয় যে কষ্ট আর তাহাদিগের নিকট কষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় না। এই শ্রেণীর

লোক প্রাচীন ধৈর্য্যের ধর্ম্ম অনায়াসে প্রদর্শন করিতে পারে। সামান্য কষ্টে অধীরব্যক্তিগণের এ ধর্ম্মে প্রবেশ করা সহজ নহে। নবীন ধর্ম্ম মনুষ্যপ্রকৃতিকে অবিকৃত রাখিয়া কার্য্য করেন, সুতরাং সহিষ্ণুতা ও ক্লেশানুভব এ দুইকে যুগপৎ একত্র রক্ষা করেন। প্রাচীন ঔদাসীন্যের ধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের এই বিশেষ ভাব যে উহাতে সহিষ্ণুতা ও ক্লেশানুভব উভয়ই আছে। ইহা মনুষ্যপ্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু এই ক্লেশানুভবের মধ্যে যোগানন্দে হাস্য নবীন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু এই আনন্দের অগ্রে সহিষ্ণুতা ও ক্লেশানুভব চাই, তদুপরি বর্ত্তমান আনন্দ সংস্থাপিত।

সহিষ্ণুতা না হইলে যোগে প্রবেশ অসম্ভব ইহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে স্থানে দুঃখ বিপদ শোকাদির সময়ে ধৈর্য্য নাই, সেখানে যোগের আরম্ভ অসম্ভব। ক্লেশানুভব যোগের পক্ষে কি প্রকারে অনুকূল ইহা সকলের সহজ বোধ্য নহে। বহুকাল ক্লেশ বহন করিতে করিতে প্রকৃতি এমন অবস্থা ধারণ করে, যাহাতে ক্লেশ আর ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। এ অবস্থা যদি যোগের অনুকূল হইত, তাহা হইলে সকল দীন দরিদ্রই যোগী হইত। দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতির তীব্রতাবোধ সহকারে সহিষ্ণুতা যখন থাকে, তখন সেই দুঃখ ক্লেশাদি সেই দেশে প্রবেশ করিবার জন্য সহায় হয়, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন হাস্য আনন্দ ও নৃত্য। বিষয়সুখের আশানিবৃত্তি, দুঃখ বিপদাদিতে ধৈর্য্য, তদনন্তর আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ, ইহাই পর পর উন্নতির প্রক্রম। পৃথিবী প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানে পদনিঃক্ষেপ করিয়া স্থিতি করিতেছে, তৃতীয় সোপানে আরোহণ করিবার তাহার সময় সমুপস্থিত।

দুঃখ ক্লেশ বহন কর, আমরা এই প্রাচীন উপদেশ সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। দুঃখ ক্লেশের মধ্যে যোগানন্দ ঘনীভূত হয়, ইহা আমরা কোন কালে শুনি নাই দেখি নাই। পৃথিবীতে আনন্দবাদ বহুকাল হইতে আছে বলিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উহা সুখের অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, দুঃখের অবস্থার সঙ্গে নহে। এ দেশে আনন্দবাদ এই প্রকারে জুগুপ্সিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ যোগের পথ ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি সমুদায় বিপরীত ভাবদ্বয়ে উদাসীন হইয়া কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং তদেযাগে আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ তাঁহারা মনেও ভাবিতেন না। এই নিরপেক্ষ ভাব ধৈর্য্যের কাঠিন্যে পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্বভাবের স্বাভাবিক গতি অবরোধ করিয়া অপ্রাকৃতিক পথে গমন আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না।

আমরা বলিয়াছি মহর্ষি ঈশাতে ক্লেশানুভব সামর্থ্য সুতীক্ষ্ণ ছিল, অথচ তাঁহার ধৈর্য্য, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ এত প্রবল ছিল যে, সে ক্লেশানুভব ইচ্ছাযোগের পরম সহায় হইত। তিনি দুঃখ ক্লেশকে সম্মানিত করিলেন, নিন্দা ঘৃণা অবমাননাদিকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, শিষ্যগণকেও তাহাই করিতে অনুরোধ করিলেন,কেন না এসকল আত্ম ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে বলি দান করার অবশ্যম্ভাবী ফল। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই মন্ত্র যখনই তিনি উচ্চারণ করিতেন, তখনই ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা বলবীর্য্য তাঁহার ভিতরে এত উদ্দীপ্ত হইত যে, সমুদায় ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণা তিনি অনায়াসে বহন করিতেন। মহর্ষি ঈশার এই বহনের ভাব, বর্ত্তমান সময়ে আনন্দে পরিণত হইবার সময়। আনন্দে আত্মবিস্মৃতি, সুতরাং যন্ত্রণার অপায় এখনকার যোগের লক্ষ্য। এই যোগে উত্থানই, একালের যোগিগণের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। এ উচ্ছ্বাস কেবল উচ্ছ্বাস নহে,

ভক্ত জনে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

কালে কালে দুঃখ ক্লেশাদির বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে শারীরিক যন্ত্রণা দান, অগ্নি ও শস্ত্রমুখে নিক্ষেপ ছিল; একালে সে সমুদায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন রোগ শোকাদি প্রাকৃতিক দুঃখ ক্লেশ ও ঘৃণা নিন্দা অপমান প্রভৃতির মধ্যে যোগানন্দে প্রবেশ সচরাচর সংঘটিত হইবার বিষয়। যখনই আমাদিগের এই সকল অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তন্মধ্যে যদি আমরা এই নবীনতর যোগের নিদর্শন জীবনে প্রদর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থতা লাভ করিব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সংসারে মনুষ্য সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, কাহারও সামর্থ্য নাই যে এই সকল বন্ধন ছেদন করে। অনেকে মুখে অনেক সময়ে অনেক কথা বলে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল বন্ধন এমনি সুদৃঢ় যে, বলিতে হয় একেবারে অচ্ছেদ্য। মনুষ্য বিরক্ত হইতে পারে, মনে করিতে পারে এ সকলের হস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্ত পাইলে বাঁচি, কিন্তু বন্ধনসমুদায়ের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে যদি দৈবঘটনায় কোন্ একটি বন্ধন কাটিয়া যায়, মধ্যে আবার সেই বন্ধনকে নবীভূত করিয়া লয় এবং পূর্ব্ব বন্ধন অপেক্ষা তাহাকে আরো সুদৃঢ় করিয়া তোলে। প্রাচীনকালের সাধকগণ সংসারের এই প্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া বহু সংগ্রামের পর বলপূর্ব্বক তাহার বন্ধন কাটিয়া ফেলিতেন। স্বভাবের বন্ধন কাটিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বহু প্রয়াস যত্ন সাধন এবং অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে হইত, অথচ মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের পতন দেখাইয়া দিত যে এত করিয়াও তাঁহাদিগের বন্ধন কাটে নাই; সেই সকল বন্ধনই আকারান্তর ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। সুচতুর ঈশ্বরভক্তগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া এই বন্ধনের বিষয় ঈশ্বরকে কহিয়া লইতেন। এখানেও সংসারের অন্যান্য স্বাভাবিক বন্ধন সকল প্রতিবন্ধক হইত বলিয়া তাঁহারাও প্রাচীন বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় বন্ধন সমুদায়কে স্বর্গরাজ্যের বন্ধনে পরিণত করিতে না পারিলে কোনরূপে নিষ্প্রতিবন্ধ মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যের অন্তরস্থ এক একটী বৃত্তির অনুরূপ বাহিরে বন্ধন সমুদায় অবস্থিত। এই সকল বন্ধনের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, এই বন্ধনের সঙ্গে অন্যান্য বন্ধন গ্রথিত হইলে, সংসারে স্বর্গরাজ্যের অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাশ পায়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সর্ব্ববিধ বন্ধনকে এই মহাবন্ধনের সঙ্গে নিবদ্ধ করিয়া সংসারকে স্বর্গধাম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যোগাচার্য্য অনেক গভীরতম তত্ত্ব এমন ভাবে বলিয়াছেন, যাহার মর্ম্ম লোকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। আমাদিগের পিতা ও পিতৃস্থানীয় লোকগণ আমাদিগকে যোগাচার্য্যের বাক্যে সর্ব্বদা এই বলিয়া সাবধান করিতেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" আপনার ধর্ম্মে নিধনও মঙ্গলকর, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। তাঁহারা সকলে এই উক্তির ভাণ করিয়া যিনি বাল্যকালে ধর্ম্মসম্বন্ধে যরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা প্রাণান্তেও পরিবর্ত্তন করিতেন না। সুতরাং ক্রমোন্নতি তাঁহাদিগের জীবনে একেবারে অসম্ভব ছিল। আমরা যোগাচার্য্যের বাক্যের তৎকালে প্রকৃতার্থ বুঝিতে পারি নাই, অথচ এ বাক্য ক্রমিক পরিবর্ত্তনে কোন প্রতিবন্ধক জন্মায় নাই। আমরা এখন দেখিতেছি যোগাচার্য্যের কথা মানিয়াও ক্রমোন্নতির পথে বিলক্ষণ উত্থিত হইতে পারা যায়। যোগাচার্য্য প্রচলিত ধর্ম্ম সকলকে স্বধর্ম্ম বলেন নাই, যাহার যে স্বাভাবিক গুণ তাহাকেই স্বধর্ম্ম বলিয়াছেন। তিনি এই স্বধর্ম্মে স্থিতি করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে করিতে সিদ্ধিতে ভক্তিতে প্রবেশ হয় বলিয়াছেন। আমরাও বলি, স্বভাব আমাদিগকে যাহা করিয়াছেন তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা কখন উন্নততর পথে আরোহণ করিতে পারি না। স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে স্বভাবের সমাদর কেহ করিতে পারে না, স্বভাবের প্রতি সমাদর না থাকিলেও কদাপি উন্নতি অসম্ভব। মনুষ্যের পরিত্রাণের পথের লোক তাঁহার সহায়, রক্ষক স্বর্গীয় দূত তাঁহার স্বভাবের ভিতরে নিহিত আছে, সুতরাং স্বভাবের অনাদর কখনই শ্রেয়স্কর নহে। মরণান্ত পর্য্যন্ত স্বভাবনিহিত শক্তির অনুসরণ আমরাও এই জন্য আমাদিগের ধর্ম্ম মনে করি।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতির অভ্যন্তরে দৌর্ব্বল্য এবং তৎপরাজয়োপযোগী বল অবস্থিতি করিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আত্মদৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে সমর্থ, কিন্তু দিব্যালোক ভিন্ন তৎপরাজয়ার্থ অন্তরে কোন্ বল নিহিত আছে, তাহা আবিষ্কার করা সহজ সাধ্য নহে।

ক্রমিক উপাসনা সাধন ভজন করিয়াও অনেকের নিকটে এই বল প্রকাশ পায় না। এজন্য প্রবল দৌর্ব্বল্যের নিকট সমুদায় বিফল হইয়া যায়। এক বার দেবানুগ্রহে অন্তরস্থ এই বল প্রকাশিত হইয়া পড়িলে চিরজীবন তাহাই যোগে প্রবল দৌর্ব্বল্যকে পরাভূত রাখিতে সমর্থ হওয়া যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে এই বল স্বতন্ত্র। মনে কর, এক জনের যেমন অর্থের প্রতি লোভ আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ ও উদ্যম প্রবলতর আছে। সে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে ধনাগমে প্রবৃত্ত, অথচ ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ উদ্যম থাকাতে সে যদি তাহার এই দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারে তাহা হইলে এই উৎসাহ উদ্যম অনুসরণ দ্বারা ধনলোভ পরিহার করিতে পারে। এই উৎসাহ উদ্যম ঈশ্বরেতে নিযুক্ত হইলে, এমনি তাহা হইতে ব্রহ্মতেজ সমুদ্ভূত হইবে যে তাহার নিকটে অর্থের লোভ দাঁড়াইতে পারিবে না ক্রমে ঈশ্বর লোভ প্রবল হইয়া অর্থলোভকে করতলস্থ করিয়া রাখিবে। মনে কর এক জনের ভোগের প্রতি লালসা নাই, অর্থের প্রতি আকর্ষণ নাই, স্বভাবতঃ দীনভাবাপন্ন. এ ব্যক্তির যদি কোন এক ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে, তবে সে দৌর্ব্বল্য এক দীনতার প্রাবল্যে পরিহৃত হইতে পারে। ফলতঃ আমাদিগের দুর্ব্বলতা নির্জ্জিত রাখিবার জন্য ঈদৃশ কোন না কোন বল আমাদিগের আত্মাতে নিহিত আছে। যিনি সেই বলটি বাহির করিয়া লইয়া তাহাকে প্রাধান্য অর্পণ করিবেন তাঁহার মুহ্যমান হইবার বিষয় নাই।

নবসংহিতা।

দীক্ষা।

(উত্তরাংশ)

১১। ততো দীক্ষার্থিনং জিজ্ঞাসেত সোঽহমিহ ক্রমাৎ।

আচার্য্যের সন্নিধানে উপস্থিত করিলে পর আচার্য্য দীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

দীক্ষার্থিন্ কিং বিধানস্য মণ্ডল্যা নূতনস্য চ।

যোক্তুমাত্মানমিচ্ছুস্ত্বং বাঢ়াং সম্মতিমোমিতি॥

দীক্ষার্থী, নূতন বিধানের মণ্ডলীতে যোগ দিতে কি অভিলাষী হইয়াছ? দীক্ষার্থী সম্মতি প্রকাশ করিবে, হাঁ।

জানাসি কিং বিশ্বসিষি মূলতত্ত্বানি চোমিতি।

তুমি নববিধানের মূলতত্ত্ব সকল জান এবং বিশ্বাস কর? হাঁ।

ত্বয়া প্রভুনাহূতঃ কিমু? ওমিতি চোত্তরম্॥

তুমি কি তুমি প্রভু কর্ত্তৃক আহূত? হাঁ।

অস্য বিনয়নে বশ্যভাবং স্বীকর্ত্তুমুদ্যতঃ।

সত্যস্য জীবনে সাক্ষিত্বমতুং কিং সমুদ্যতঃ॥

ইহার বিনয়নে বশ্যভাব স্বীকার করিতে, জীবনে ইহার সত্যের সাক্ষ্য দান করিতে কি তুমি উদ্যত?

ওমীশ্বরঃ সহায়ো মে ভবত্বিতি ততো বদেৎ॥

হাঁ, ঈশ্বর আমার সহায় হউন।

অদ্বিতীয়ঃ পরোঽনন্তঃ পূর্ণোঽয়ং সর্ব্বশক্তিমান্।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকরুণঃ পুণ্যঃ সুখময়ঃ পুনঃ॥

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্রষ্টা পিতা মাতা সুহৃৎ সখা।

ত্রাতা নেতা চ শাস্তেতি বিশ্বসিষি কিমোমিতি॥

ঈশ্বর অদ্বিতীয়, অনন্ত, পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকরুণাময়, পুণ্যময়, সুখময়, নিত্য, সর্ব্বগত, স্রষ্টা, পিতা, মাতা, সুহৃৎ সখা, নেতা, ত্রাতা, শাস্তা বিশ্বাস কর? হাঁ।

আত্মাঽমরো নিত্যকালোন্নতিভাগিতি চোমিতি।

আত্মা অমর এবং নিত্যকাল উন্নতিভাজন ইহাতে কি বিশ্বাস কর? হাঁ।

নৈতিকান্যীশ্বরস্যাঙ্গ বিধিজাতানি যানি চ।

বিবেকস্য সমাদেশৈরাবিঃসন্তীহ চাত্মনি॥

আজ্ঞাপ্যা খলু সর্ব্বস্মিন্ ধার্ম্মিকত্বং হি তেষু কিম্।

বিশ্বসিষি তথাত্মানং পরমেশস্য সন্নিধৌ॥

গণনাদানবাধ্যত্বং কর্ত্তব্যানাং সমস্তকম্।

নানাবিধানাং নির্ব্বাহনার্থে ধর্ম্মস্য চৈনসঃ॥

হেতোর্বিচারিতঃ সাস্তুং দণ্ডিতো বা পুরস্কৃতঃ।

ইহামুত্রেতি কিমহো বিশ্বসিষি স ওমিতি॥

ঈশ্বরের নৈতিক বিধিসমূহ যাহা বিবেকের আদেশে সমুদায় বিষয়ে ধার্ম্মিকত্ব আজ্ঞা করিয়া আত্মাতে প্রকাশ পায়, তুমি কি তাহাতে বিশ্বাস কর? তুমি কি বিশ্বাস কর যে তোমার নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তুমি ঈশ্বরের সমীপে গণনাদানে বাধ্য, এবং ধর্ম্ম ও পাপের জন্য বিচারিত হইয়া তুমি ইহলোক পরলোকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইবে? হাঁ।

সার্ব্বভৌমিকমণ্ডল্যাং কিমু বিশ্বসিষি ত্বিহ।

প্রাচীনজ্ঞানবিজ্ঞানানাং বিজ্ঞানানাং নিধানকম্॥

নূতনানাং স্বীকরোতি যা সর্ব্বেষু বিসাধুষু।

সমঞ্জসত্বমেকত্বং শাস্ত্রেষু ক্রমযোগতা॥

বিধানেষু চ সর্ব্বেষু অহাতি চ বিভেদকান্।

মহীয়সে [illegible]ঞ্চ্বৈকত্বং নিরন্তমেব চ॥

জ্ঞানবিশ্বাসয়োর্যোগঞ্চ ক্যো বৈরাগ্যভক্ত্যয়োঃ।

সর্ব্বোচ্চতময়োঃ সামঞ্জস্যং সংবিদধাতি চ॥

সর্ব্বাজাতীঃ সর্ব্বসম্প্রদায়ান্ পূর্ণে করিষ্যতি।

একং রাজ্যং পরিবারমেকং কালে স চোমিতি॥

তুমি কি সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীতে বিশ্বাস কর, যে মণ্ডলী প্রাচীন জ্ঞানসমূহ এবং নূতন বিজ্ঞান সকলের নিধান, যাহা সমুদায় ঋষি ও সাধুগণে সামঞ্জস্য, সমুদায় শাস্ত্রে একত্ব এবং সমুদায় বিধানে ক্রমযোগিত্ব স্বীকার করে, যাহা বিভেদক বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করে এবং একত্ব ও শান্তিকে মহিমান্বিত করে, যাহা উচ্চতম আকারের জ্ঞান ও বিশ্বাস, যোগ ও ভক্তি, বৈরাগ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করে, যাহা সমুদায় জাতি ও সম্প্রদায়কে কালপূর্ণ হইলে এক রাজ্য ও এক পরিবার করিবে? হাঁ।

নৈসর্গিক্যাং বিশেষায়াং সাধারণ্যাঞ্চ কিং পুনঃ।
প্রেরণায়াং বিধাতৃত্বে বিশ্বসিসি স চোমিতি ॥

তুমি কি নৈসর্গিক সাধারণ ও বিশেষ প্রেরণাতে বিশ্বাস কর? তুমি কি সাধারণ ও বিশেষ বিধাতৃত্বে বিশ্বাস কর? হাঁ।

সম্মানয়সি গৃহ্লাসি শ্রুতীস্ত্বং বিবিধাঃ কিমু?

তুমি কি বিবিধ শ্রুতিকে সম্মান কর ও গ্রহণ কর?

ওঁ তাবত্তা যাবত্তা প্রেরণাধীনধীভৃতাম্।
সাধুত্বস্য চ ভক্তেশ্চ জ্ঞানস্য লিপয়ঃ পুনঃ ॥
বিশেষস্য বিধাতৃত্বে শরণ্য বিমুক্তয়ে।
জাতীনাং তত্র ভাবোহস্য লিপিস্তু মানবস্য বৈ ॥

হাঁ, সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত প্রেরণাধীন ধীমান্‌গণের সাধুত্ব, ভক্তি এবং জ্ঞানের লিপি, এবং জাতি সকলের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্বের বিবরণ। তাহা ঈশ্বরের, লিপি মনুষ্যের।

ঋষীন্ সাধূংশ্চ মর্ত্ত্যান্ কিং গৃহ্লাসি মানয়ন্ [illegible]।

পৃথিবীর সাধু ও ঋষিগণকে তুমি কি মান্য [illegible] গ্রহণ কর?

ওঁ তাবত্ত যাবত্তেতে আবিষ্কুর্ব্বন্তি বিভ্রতি
দেবচরিত্রভিন্নাংশান্ শিক্ষার্থং শোধনায় চ ॥
লোকানাংদর্শয়ন্ত্যচ্চতরমাদর্শমুত্তমম্।
প্রীতিঃ সম্মাননা হোমু কর্ত্তব্যা মম সর্ব্বদা ॥
অনুবৃত্তিশ্চ তস্যাত্র সর্ব্বং যদৈবমেষু চ।
একত্বাপত্তিচেষ্টা চাস্মি দৈবাং পরস্য চ ॥

হাঁ, সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত তাঁহারা দেবচরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রকাশ ও ধারণ করেন, এবং পৃথিবীর শিক্ষা ও সংশোধন জন্য উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু দৈব তৎপ্রতি প্রীতি সম্মাননা ও অনুবর্ত্তন করা এবং [যাহা কিছু] ঈশ্বরের ও ইঁহাদিগের [তাহা] আত্মাতে একত্বাপাদন জন্য চেষ্টা আমার কর্ত্তব্য।

কিন্তে মতন্তু? বিজ্ঞানমালোকার্পকমীশিতুঃ ॥

তোমার মত কি? ঈশ্বরের বিজ্ঞান যাহা সকলকে আলোক দান করে।

শুভবার্ত্তা চ কিং? প্রেমা সর্ব্বত্রাণকরোহস্য চ ॥

তোমার শুভবার্ত্তা কি? ঈশ্বরের প্রেম যাহা সকলকে পরিত্রাণ করে।

কিং স্বর্গো? জীবনঞ্চাস্মিন্ প্রাপ্যং সর্ব্বস্য যৎ পুনঃ।

তোমার স্বর্গ কি? ঈশ্বরেতে জীবন যাহা সকলেরই প্রাপ্য।

কিং মণ্ডলী? পরেশস্যাদৃশ্যরাজ্যং হি যত্র তু।
সত্যং প্রেমা চ পুণ্যঞ্চ নিখিলং মিলিতং কিল ॥

তোমার মণ্ডলী কি? ঈশ্বরের সেই অদৃশ্য রাজ্য যাহাতে সমুদায় সত্য প্রেম ও পুণ্য মিলিত হইয়াছে।

স্বীকুরু ত্বং সর্ব্বশক্তেরগ্রে বিশ্বাসমাত্মনঃ ॥

তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সম্মুখে তোমার বিশ্বাস স্বীকার কর।

দীক্ষার্থী।—অমুকে দিবসে মাসি বর্ষেঽমুকেঽদ্য সম্মতে।

অহং শ্রীঅমুকঃ পূর্ণং বিশ্বাসং স্বীকারোমি তম্ ॥
পবিত্রপরমেশস্য সাক্ষাৎকারেঽত্র সর্ব্বথা।
বিশুদ্ধব্রাহ্মধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বেষু ভক্তিতঃ ॥
নূতনস্য বিধানস্য মণ্ডল্যাং প্রবিশামি চ।
সহায়ঃ পরমেশো মে ভবত্বত্র চিরন্তনঃ ॥

অদ্য অমুক দিবসে অমুক মাসে অমুক বৎসরে আমি শ্রীঅমুক পবিত্র পরমেশ্বরের সন্নিধানে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকলেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া নববিধানের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতেছি, ঈশ্বর আমার স্থির সহায় হউন।

আচার্য্যঃ।—নাম্না পরস্য ভারং ত্বমর্পয়ামানৃতং পুনঃ।

পাপং সর্ব্ববিধং ত্যক্তুং সাম্প্রদায়িকতামিহ ॥
বিশ্বাসস্য চ পাবিত্র্যস্যাস্য ত্বং নয় জীবনম্।
ভক্তেঃ প্রেম্নশ্চ মণ্ডল্যাঃ পরস্য গৌরবায় তু ॥

পরমেশ্বরের নামে অসত্য, সকল প্রকারের পাপ, ও সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিতে ভারার্পণ করিতেছি। ঈশ্বর ও মণ্ডলীর গৌরবের জন্য তুমি বিশ্বাস ও পবিত্রতা, ভক্তি ও প্রেমের জীবন নির্ব্বাহ কর।

দীক্ষার্থী।—দয়াময় পরিত্রাণপ্রদং মহ্যমনুগ্রহম্।

বিতর ত্বং যতঃ সত্যং কর্ত্তুং তে গৌরবান্বিতম্ ॥
প্রমাণিতুঞ্চ মণ্ডল্যা উপযুক্তং ক্ষমশ্চিরম্ ॥

হে দয়াময়, তুমি তোমার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহ আমার উপরে বিতরণ কর যে আমি তোমার সত্য গৌরবান্বিত এবং তোমার মণ্ডলীর উপযুক্ত সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হই।

আচার্য্যঃ—ত্বামাশাস্তু প্রভুর্নিত্যং ত্বয়া বাসং করোতু সঃ।

প্রভু তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন, এবং নিত্য তোমার সঙ্গে বাস করুন।

নূতনস্য বিধানস্যাচার্য্যস্তস্মৈ চ কেতনম্।
দদ্যাদ্ধো মণ্ডলীস্থো চেশ্বর প্রতিনিধিত্বতঃ ॥

শাস্ত্রসংগ্রহমেকঞ্চ তথৈকাং নবসংহিতাম্।

দৈনিকোপাসনার্থঞ্চাসনমেতাং তথাসনম্।

ভ্রাতৃস্নেহেন তং তত্র স্বজেন্নাত্বাং মুদা ততঃ॥

আচার্য্য তাহাকে নববিধানের নিশান দিবেন, মণ্ডলীর দুই জন মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া এক খানি শাস্ত্রসংগ্রহ, নবসংহিতা এবং উপাসনার্থ আসন উপঢৌকন করিবেন এবং ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গন করিবেন।

ভক্ত্যা প্রভুং নমস্কুর্য্যাৎ দীক্ষার্থী মণ্ডলী চ সা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি বাচয়েত সমস্বরৈঃ॥

দীক্ষার্থী ভক্তি সংকারে প্রভুকে প্রণাম করিবে। মণ্ডলী সমস্বরে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিবে।

কুটীর।

সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্য সংসারে কি প্রকার আকার ধারণ করে, সংসার মধ্যে বৈরাগ্য কিপ্রকারে অধিবাস করে, বৈরাগ্যের লক্ষণ কি জানিয়াছ। প্রশান্ত হওয়া, বস্তুর অসারতা জানা, তপস্যা এবং কঠোর ব্রত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। চির সন্ন্যাসী থাকা উচিত নহে। তপস্যা রথের ন্যায় গম্য স্থানে যাইবার জন্য উপায়। কিন্তু যোগী সংসারী হইতে পারেন কি না? যিনি যোগ অবলম্বন করেন তিনি উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্র পালন করিতে পারেন কি না? এ গভীর প্রশ্ন। নিগূঢ় যোগশিক্ষার পক্ষে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা ভয়ানক প্রতিকূল। যদি বর্ত্তমান সংসার পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ এবং স্বর্গীয় আকার ধারণ করে তাহা হইলে সংসার যোগের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সংসার যোগের পক্ষে [illegible] সুতরাং তাহা পরিত্যাজ্য। যদি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা থাকে তবে এই সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে কি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া চির সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে? যদি কেহ মনে করেন যোগেতেই তিনি চিরজীবন যাপন করিবেন তিনি যেন বিবাহ না করেন। যদি নর নারী মধ্যে কেহ চিরজীবন এই ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যিনি পুরুষ তিনি যেন স্ত্রী গ্রহণ না করেন, এবং যিনি স্ত্রী তিনি যেন স্বামী গ্রহণ না করেন, যাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে তিনি যেন আর বিবাহ না করেন, এবং যিনি বিধবা হইয়াছেন তিনি যেন পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ না করেন। কেবল যোগের নিমিত্ত বিবাহ না করাই ভাল। যদি চির কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া কেহ একাকী কিংবা একাকিনী যোগ সাধন করেন তিনি জগতের কাছে সমাদৃত হইবেন, ধার্ম্মিকদিগের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। কিন্তু যদি স্ত্রী, স্বামী, সন্তানাদি থাকে, সে অবস্থায় কি যোগসাধন হয় না? অবশ্য হয়। পরিবার পরিত্যাগ করিলে যোগ হয় না, পরিত্যাগ নিষেধ, যোগ শাস্ত্রে পরিত্যাগ পাপ। যদি স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকে তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে, তাহাদিগকে যথোচিত সুখ সম্পদ্ দান করিবে। ইহার অন্যথা করা নিষিদ্ধ। সংসার পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু লোকে যাহাকে সংসার বলে তাহা যোগের বিরুদ্ধ। সে সংসার ছাড়িতেই হইবে। তবে কিরূপে এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে? লোকে যাহাকে সংসার বলে সে সংসার থাকিবে না কি ভাবে? এবার কিছু কঠিন কথা। সেই ভাবটি কি যে ভাবে পরিবার মধ্যে থাকিয়াও যোগী হওয়া যায়? যাঁহার পরিবার, গৃহ, আত্মীয়, কুটুম্ব আছে, তিনি এইরূপে থাকিবেন যেন তাঁহার পরিবার, গৃহ, আত্মীয় কিছুই নাই। যাঁহার অনেক ভৃত্য আছে তিনি এইরূপে থাকিবেন যেন তাঁহার সেবা করিবার একটিও লোক নাই। এমত অতি কঠিন, আপাততঃ শুনিতে ভয়ানক। মনে কর এক জন মানুষ শ্মশানে দণ্ডায়মান, রাত্রি দ্বিপ্রহর, কাছে কেহ নাই, চিতা সাজান, সেই চিতার জলন্ত অনলে তাঁহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হইবে। অগ্নি হইবে কালী, ধূম হইবে [illegible] কুসুম। চারিদিকে স্ত্রী, পুত্র, দাস দাসী, এত বিপুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু যোগী দেখিতেছেন, তাঁহার নিকটে আর কেহই নাই, কেবল তিনি ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে সাজান [illegible] চিতা যাহার জলন্ত অনলে তাঁহার প্রাণ নাশ হই[illegible] এই দৃশ্য যদি কল্পনা করিতে পার তবে, হে যো[illegible] যে কথা বলা হইতেছে তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে। এই ভাবে যদি সংসার করিতে পার কর, নতুবা অন্য ভাবে নিষিদ্ধ। এই আদর্শ। শ্মশানবাসী গৃহবাসী, সকলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথচ সকলের সেবক। স্ত্রীর বহুমূল্য অলঙ্কার আছে, অথবা কিছুই নাই, সন্তানাদি অতি উচ্চ পদে আরূঢ়, অথবা সন্তানাদি অত্যন্ত দারিদ্র দুই সমান। সমজ্ঞান, অর্থাৎ যোগীর মন কিছুতেই ক্ষুব্ধ নহে, মন অবিচলিত, অবস্থার পরিবর্ত্তনে চাঞ্চল্য নাই, দাও সহস্র টাকা, নাও সহস্র টাকা ক্ষতি নাই। সমান ভাব সম-চিত্ত অর্থাৎ অনেক আছে, তথাপি তাহার মধ্যে এমন ভাবে থাকিবে যেন তোমার কিছুই নাই। যাহার ভার্য্যা সমক্ষে দণ্ডায়মান, দক্ষিণে কন্যা, পশ্চাতে দাস দাসী, তাহার পক্ষে কিছুই নাই, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব? আছে অথচ নাই, ইহা কিরূপে হইবে? বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য সাধন চাই। সাধনে

সিদ্ধ হইলে এইরূপ হইবে। তাহা হইলেত সংসার থাকে না, মূঢ় এই কথা বলে, জ্ঞান বলেন সংসার ষোল আনা থাকে, এক পাই কমে না। ষোল আনা সংসার, কিন্তু যোগী নির্লিপ্ত সংসারবাসী। তুমি যদি যোগী হও তবে তুমি যে অন্ধ, স্ত্রী তোমার নিকটে কে বলিল? পুত্রকন্যা বন্ধু বান্ধব তোমার নিকট কে বলিল? অন্ধ না হইলে কেহই যোগী হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন চক্ষুকে সংস্কৃত করিয়া বিশুদ্ধ চক্ষে জীবন্মুক্তের ন্যায় স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিকে দেখিলে আর যোগভঙ্গ হয় না। বিশুদ্ধ চক্ষে পরিবারকে দেখা উৎকৃষ্ট; কিন্তু কাণা হইয়া দেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাপ কে? মা কে? শ্বশুর কে? স্ত্রী কে? ভাই কে? ভগ্নী কে? বাটী কি? অন্ধের পক্ষে এ সকল থাকিয়াও নাই। অন্ধের পক্ষে দিন যেমন রাত্রিও তেমন। লোকে বলিতেছে সূর্য্য প্রখর কিরণ দিতেছে, দ্বিপ্রহর বেলা হইয়াছে; কিন্তু অন্ধের পক্ষে দ্বিপ্রহর দিন আর দ্বিপ্রহর রাত্রি ঠিক নিক্তির ওজনে দুই সমান। যদি যোগী হইতে চাও তবে চক্ষু দুটি উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর। এই অন্ধের আদর যোগধামে। সেখানকার সকলেই অন্ধ। অন্ধ না হইলে যোগ ধামে প্রবেশ নিষেধ। তবে কি বিশ্বাস করিতে হইবে স্ত্রী পুত্র কেহ নাই, তবে স্ত্রী তোমার কে? ছেলে তোমার কে? টাকা তোমার কি? বাড়ী তোমার কি? এ সমুদয় থাকিতেও তোমার যেন কেহ নাই। ইহা ভাবিলে কি হইল জান, সকলের সঙ্গে সেই পুরাতন সংসারের সম্পর্ক চলিয়া গেল, কেবল ধর্ম্মের সম্পর্ক হইল। স্ত্রী আর স্ত্রী রহিলেন না; পুত্র আর আর পুত্র রহিলেন না, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের সহায় হইলেন। যদি বল ধর্ম্মের সম্পর্কের উপর এক তিল সংসারের সম্পর্ক রাখা উচিত কেন না তাঁহাদের শরীর আছে কি না। উহুঁ না, তিলার্দ্ধও সংসারের সম্পর্ক রাখা হবে না। খাটি ধর্ম্মের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না। জীবন্মুক্ত হইয়া পরিমিত আহার বিহার করিয়া বাড়ীতে থাকিয়াও যোগ সাধন করা যায়, এসব কথার কথা, গিল্টি। এখানে মানুষের ভেল্কী। যদি খাটি গম্ভীর বৈরাগী হইতে চাও তবে শ্মশানবাসী গৃহী হইতে হইবে। মনের ভিতরে জটাধারী সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে, তোমার ভয়ানক তেজ দ্বারা সংসার পরাস্ত হইয়া যাইবে। কতকগুলি সংসারের লোক তোমাকে কাঁদাইতে আসিল; কিন্তু তাহারা কাঁদাইবে কাহাকে? শ্মশানে বাস করিতেছে যে সে আর কি কাঁদিবে? অথবা কতগুলি তোমাকে হাসাইতে আসিল; কিন্তু যে শ্মশানে প্রাণনাশের প্রতীক্ষা করিতেছে সে কি হাসে? প্রণিধান কর, শ্মশানবাসী হইয়া গৃহধর্ম্ম আচরণ কর আর ভয় নাই। ধর্ম্মের জন্য বিষয়ের কথা কহ, যদি বিষয়ের জন্য বিষয়ের কথা কহ তবে যোগাসন ছাড়। যদি টাকার জন্য টাকা উপার্জ্জন করিবে, তবে যোগ ভূমি হইতে বাহির হইয়া যাও। গম্ভীর ধর্ম্মের কর্ত্তব্য কর, স্ত্রীর পদ সেবা কর, পুত্র কন্যাদের পদসেবা কর, ঈশ্বরের আদেশ পালন কর, এক আনা যদি কম হয় নরকে গমন। ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি স্ত্রীপুত্রাদির মনে দুঃখ দাও বিচারপতি বিচার করিবেন। ঔষধ বিনা যদি তোমার স্ত্রী মরে, যোগী তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। এক ছিল এই মত, যোগ সাধন করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিবে, আর এক ছিল এই মত, যদি নিতান্তই সংসারে থাকিয়া যোগধর্ম্ম সাধন করিতে হয় তবে জীবন্মুক্ত হইয়া সংসার সম্ভোগ করিতে হইবে। এই উভয় মতকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া এইমত স্থাপিত হইল যে, যোগী শ্মশানবাসী অথবা নির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া বাস করিবেন। যোগী সম্পূর্ণ অন্ধ হইবেন, তাঁহার পক্ষে জ্যোতিও অন্ধকার। সেই যোগীর কাছে স্ত্রী আসিবে, তাঁহার পুত্রাদি হইবে, গৃহধর্ম্ম পালন হইবে, সমুদয় যোগিভাবে, অর্থাৎ কিছুই নাই এই ভাবে। যোগী সম্পূর্ণ অনাসক্ত। পিতা মাতা গুরুজন ভক্তিভাজন, স্বামী স্ত্রী প্রণয়ভাজন, সন্তানাদি স্নেহাস্পদ, ইহাদের প্রতি কি যোগীর আসক্তি হইবে না? যদি হয় তবে যোগ শাস্ত্রের অপমান হইল। স্ত্রীর প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ কর, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দাও, ষোলআনা সংসারধর্ম্ম পালন কর; কিন্তু তোমার মন অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত। যোগী হইয়াছ বলিয়া সংসারী হইবে না কি লজ্জার কথা!! সংসারধর্ম্ম পালন করিতে যদি সাহস না হয়, যোগাভিমানী তোমাকে শত ধিক্। কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাবৎ কার্য্য করিবে, সকলের সেবা করিবে; কিন্তু নিজে নির্লিপ্ত থাকিবে ঈশ্বর যাঁহাদিগকে তোমার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিবে, তাঁহাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিবে। গ্রহণ করুক আর না না করুক স্ত্রীর কাছে যোগের কথা বল, ঈশ্বর দিন দেন দিবেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইবেন। আশু ফল দেখিতে পাও আর না পাও ছেলেকে ধর্ম্মের কথা বলে যাও। কিন্তু সাবধান তুমি কাহারও প্রতি আসক্ত হইবে না, তুমি অনন্তকালের লোক ব্রহ্মপুত্র, তুমি কেবল তোমার ধর্ম্মের সংসার করিয়া যাও। বৈরাগ্যসম্পর্কে অদ্য এই পর্য্যন্ত।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

বৈরাগ্যাদের্লক্ষণাদি জ্ঞাতং সর্ব্বং পুরা ত্বয়া।
অধুনাহং সুগম্ভীরঃ প্রশ্নশ্চিত্তে প্ররোহতি ॥ ১ ॥
কথং সংসারমধ্যে তু বৈরাগ্যং সম্প্রতিষ্ঠতে।
যোগী কথং বা সংসারী ভবত্যেকত্বমাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥

স্ত্রীপুত্রাদীন্ পালয়েত্ত স যোগী কথমুদ্বহন্।
নিগূঢ়যোগশিক্ষায়াঃ সংসারো বিঘ্ন এব হি ॥ ৩ ॥
স্বীকার্য্যোবিদ্যমানায়ামবস্থায়ামথান্যস্য চ।
ত্যাজ্যো নিশ্চিতমেবায়ং যোগায়োৎসৃষ্টজীবিতৈঃ ॥ ৪ ॥
যোগেনৈব জীবিতুঞ্চেদিচ্ছেৎ কোঽপি চ কাপি বা।
নোদ্বহেৎ মৃতপত্নীকো বিধবা চ তথা বসেৎ ॥ ৫ ॥
কৌমারেণ চ ধর্ম্মেণ জনো যোগপরায়ণঃ।
সমাদৃতো ভবেল্লোকে স শ্রদ্ধাভক্তিভাজনঃ ॥ ৬ ॥
যস্যাস্তি পত্নী যস্যাশ্চ পতিঃ সন্তানসন্ততিঃ।
ন তয়োরধিকারোঽস্তু ত্যাগে পাপং প্রজায়তে ॥ ৭ ॥
প্রতিপাল্যা হি তে নিত্যং সুখেন সম্পদা সদা।
সংসারিবদ্ধসন্নত্র সংসারং তং পরিত্যজেৎ ॥ ৮ ॥
সৎসু তেষু চ নো সন্তি এবং যোগী বসেচ্চিরম্।
শ্মশানস্থো যথা দারাপুত্রাদিপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥
গৃহস্থোঽপি শ্মশানস্থস্তাক্তঃ স্বজনবান্ধবৈঃ।
সেবকঃ স স্বয়ং কিন্তু দীনঃ সম্পত্তিমানপি ॥ ১০ ॥
সমচিত্তোঽবিচলিতোঽবস্থাসু বিবিধাস্বপি।
সাধনেনৈব সংসিদ্ধিং সাধকঃ সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১১ ॥
নির্লিপ্তো নিবসদ্যোগী পূর্ণসংসারিবদ্বহিঃ।
চক্ষুষ্মানন্ধ এবায়ং যোগী স্বজনবেষ্টিতঃ ॥ ১২ ॥
বিশুদ্ধচক্ষুষা দৃষ্টো যোগভঙ্গায় নো ভবেৎ।
ইত্যুক্তিরাদৃতাঽন্যাজ্য সাহঙ্কৃতা তু বিশিষ্যতে ॥ ১৩ ॥
যদ যোগিত্বলাভার্থং প্রয়াসস্তব বিদ্যতে।
যোগেনোৎপাটিতাক্ষঃ সন্ সুখং বিচর সংস্থতৌ ॥ ১৪ ॥
গতসংসারসম্পর্কো ধর্ম্মসম্পর্কবানসৌ।
স্ত্রীপুত্রাদিকসংসারঃ সহায়ো ধর্ম্মবর্ত্মনি ॥ ১৫ ॥
শরীরবস্তুঃ সর্ব্বে তে যতোঽণুমাত্রমপ্যত।
শরীরজাতসম্পর্কো যুক্তঃ স্থাতুং ন তৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥
সংসারসুলভো নায়ং সম্পর্কো লবমাত্রয়া।
সংরক্ষ্যোঽত্র কেবলং হি সম্বন্ধো ধর্ম্মতান্ত্রিতঃ ॥ ১৭ ॥
জীবন্মুক্তঃ পৃষ্ঠনেত্রো যোগসাধনসক্ষমঃ।
যথাবাদমুপেক্ষ্য মং শ্মশানবাসিতাং শ্রয়েৎ ॥ ১৮ ॥
জটাজুটবিশোভীতঃ সন্ন্যাসাদ্যঃ সদা ভব।
সংসারোঽয়ং পরাভূতঃ সত্যং স্যাত্তে স্বতেজসা ॥ ১৯ ॥
জনাঃ ক্রন্দয়িতুং ত্বাঞ্চ কেচিৎ হাসয়িতুং পুনঃ।
আগমিষ্যন্তি তদ্‌গাতু শ্মশানস্থস্য সম্ভবেৎ ॥ ২০ ॥
বিষয়ার্থং বিষয়ানুসরণং ভদ্র তে যদি।
যোগাসনং পরিত্যজ্য যথেচ্ছং গচ্ছ সত্বরম্ ॥ ২১ ॥
ধনার্থং যদি তে ভদ্র ধনোপার্জ্জনকামিতা।
যোগভূমের্বহির্গচ্ছ ন যোগায় ভবিষ্যসি ॥ ২২ ॥
স্বদেশ দেশ এবেতি পরীবারস্য সেবনম্।
ত্রুটিরল্পাপি চেদত্র নরকায় ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৩ ॥
যদি দদাসি দুঃখং ত্বং শাসনার্হোঽসি শাসিতুঃ।
ম্রিয়েতে যদি পত্নী তে মহন্নাশো বিনাঽঽগমম্ ॥ ২৪ ॥
যোগে সংসারসংত্যাগো জীবন্মুক্তত্বমেব বা।
উভয়ং তন্মহৎত্যাক্ত্বা শ্মশানবাসিতাং শ্রয় ॥ ২৫ ॥
বৈরাগ জনানির্লিপ্তো গৃহে নিবস বা পুনঃ।
অক্ষত্বমাশ্রয়ন্ ধর্ম্মং গৃহস্থানাং প্রপালয় ॥ ২৬ ॥
স্ত্রীপুত্রাদিষু চাসক্তির্জায়তে চেৎ কদাচন।
যোগশাস্ত্রানুমোদনতদ্যোগোঽত্যন্তবিগর্হিতম্ ॥ ২৭ ॥
সংসারধর্ম্মঃ সংপাল্যঃ পূর্ণভাবেন সুব্রত।
অবাতকম্পিত দীপশিখেব নেঙ্গসে কচিৎ ॥ ২৮ ॥
অহং যোগীত্যভিমানাৎ সংসারোপেক্ষকো যদি।
ভীতো বা ধিক্ তথা মা ভূঃ স্যাঃ কর্ত্তব্যপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥
ভারঃ সমর্পিতো যেষাং রক্ষাস্বপ্নঃ পুনঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানেষু তেষাঞ্চ সহায়ো ভব নিত্যদা ॥ ৩০ ॥
যোগধর্ম্মোপদেশঞ্চ পরিবারায় যচ্ছতঃ।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং হি সর্ব্বথা মঙ্গলপ্রদম্ ॥ ৩১ ॥
পুত্রা ধর্ম্মপরাশ্চেৎ স্যুঃ পত্নী চ সহধর্ম্মিণী।
বাঢ়ং ত্বং ব্রহ্মপুত্রঃ স্যাঃ স্বধর্ম্মপরিপালকঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে সংসারধর্ম্মকথনং নামৈকাদশমুপনিষৎস্বষ্টাবিংশতিতমমনুশাসনম্।

কনফুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে জইলু ও জুইয়ুং নামক তাঁহার দুই শিষ্য কইহি রাজসংসারে কার্য্য করিতেছিলেন। সুযোগ পাইয়া তাঁহারাও প্রভুর নিয়মাদি রাজসংসারে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক রাজ্যে তৎকালে শাসনকর্ত্তার সমকক্ষ প্রায় তিনটি করিয়া বড় বড় যোদ্ধ্‌পরিবার ছিল, তাহাদের ক্ষমতার আধিক্য থাকাতে শাসন কর্ত্তা বড় অধিক ক্ষমতা চালাইতে পারিতেন না। একস্মিন্ধরুন কনফুস্ তাঁহাদের ক্ষমতা কমাইয়া শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করাইবার জন্য অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া জলুর পরামর্শও সাহায্যে কইচির প্রধান নগর পিহিতে এবং সুহুর প্রধান নগর কওংচেতে স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যদিও মাং রাজ্যে সেরূপ করিতে পারেন নাই তথাপিও তাঁহার ক্ষমতা সেখানে যথেষ্ট প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি অল্পকাল মধ্যেই তৎসমুদায় প্রদেশে মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান লোকদিগের অপেক্ষা রাজার ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে রাজকার্য্যের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত

হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবে অসত্যতা এবং লোকের চরিত্র দোষ একেবারে প্রায় সে দেশ হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। পুরুষেরা সকলেই বিশ্বাসী এবং রাজভক্ত এবং স্ত্রীলোকেরা সচ্চরিত্র ও বিনম্র হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের শাসন প্রণালী এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল যে দলে দলে ভিন্ন স্থানীয় লোক আসিয়া তৎপ্রদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বলেন যে, এই সমুদায় ব্যাপার সংঘটিত হওয়াতে কনফুসের এমনি মান্য বাড়িয়া গিয়াছিল যে অনেকে তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল এবং চারিদিকে তাঁহার প্রশংসাগীত শ্রুতিগোচর হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, দেশের সৌভাগ্য তুলা আর অধিক কাল কিরণ বিস্তার করিতে পারিবে না তাহারই কারণ উপস্থিত হইল। শীঘ্রই কনফুসের খ্যাতি এবং দেশের মঙ্গল অবস্থার বিবরণ চারি-দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং তাহাই দেশের কাল হইয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী রাজাগণ রাজ্যের এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইতে লাগিল এবং এই ভীতি পার্শ্ববর্ত্তী সৈ রাজাকে এরূপ আলোড়িত করিয়া তুলিল যে, তিনি অনতিবিলম্বেই লুরাজ্যের পতন ও বিনাশ সাধন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে তৎপর হইলেন। সৈরাজ বলিলেন, "কনফুসের কর্তৃত্বাধীনে লুরাজ্য অল্পকালেই সকল রাজ্যের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিবে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী সৈ রাজ্যকে শীঘ্রই গ্রাস করিয়া ফেলিবে, অতএব এখন হইতে আমাদের ইহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। যদি কিছু কিছু জায়গা জমী ছাড়িয়া দিলে সমস্ত দেশ রক্ষা পায় এবং সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা হইলে তাহাই করা শ্রেয়ঃ।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার এক জন মন্ত্রী একেবারেই উদ্ধত ভাবে কার্য্য করা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয় উপদেশ দিয়া কোন রকম বুদ্ধিকৌশলে লুরাজ এবং কনফুসে বিচ্ছেদ আনয়ন করিতে পারিলে সমুদায় বিপদ ভয় চলিয়া যাইবে এইরূপ পরামর্শ দিলেন এবং তৎসাধনার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চতুর মন্ত্রী লুপতিকে প্রলুব্ধ করিয়া কনফুসের নিকট হইতে পৃথক করিবার মানসে সুন্দর রূপলাবণ্যসম্পন্না আশিটী নৃত্যগীতালঙ্কৃতা যুবতী এবং বিংশত্যধিক শত সুসজ্জিত অশ্ব তাঁহাকে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। উপঢৌকন আসিলে প্রথমে তৎসমুদায় নগরের বহির্দেশে রাক্ষিত হইল, কিন্তু রাজার কিউরন নামক এক জন পারিষদ এক দিন ছদ্মবেশে গিয়া তৎসমুদায় দেখিয়া এমনি মোহিত হইয়া গেল যে কনফুসের সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া গুপ্তভাবে রাজাকে লইয়া গিয়া সেসকল দেখাইয়া দিল। কুহকিনী রমণীগণের কুহকজাল কি ভয়ানক! রাজাই হউন আর মহাবীরপুরুষই হউন, ধর্ম্মবল কি নীতিবল খুব সুদৃঢ় না থাকিলে কখনই তাহা হইতে তাহার এড়াইবার উপায় নাই, সুতরাং এই হতভাগ্য রাজা যদিও কনফুসের শিক্ষাপ্রভাবে রাজকীয় বিষয়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার গূঢ় শিক্ষায় নীতি,ধর্ম্ম অতি অল্পই উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই যই তাহাদিগের ঐন্দ্রজালিক মূর্ত্তি দর্শন করিলেন অমনি তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ, রাজ্য ও লজ্জা ভয় সমুদায়ে জলাঞ্জলি দিয়া সেই রমণীগণের আবাসধাম নরকধামেই বাসস্থান মনোনীত করিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল স্বীয় পরিবার বর্গ কি মহর্ষি কনফুস কাহারই মায়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। কতিপয় প্রধান পারিষদ তাঁহাকে মোহজাল হইতে মুক্ত করিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য গমন করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে জৈলু কনফুসকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "প্রভু এক্ষণে আপনি স্বয়ং না গেলেও রাজা ফিরিতেছেন না।" কনফুস্ কিন্তু কিছুতেই যাইতে স্বীকার করিলেন না। তিনি রাজার দুর্গতি ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া যার পর নাই দুঃখিত ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের আশাও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যদিও রাজা এখন আসিতেছেন না, তাহার কয়েক দিবস পরে ভগবানের নিকট যে বলিপ্রদানাদি জাতীয় মহোৎসব হইবে তখনও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া উৎসবে যোগ দান করিবেন এবং আবার সুবুদ্ধি লাভ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে মনযোগী হইবেন! এই ভাবিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কনফুসের সে আশা আর পূর্ণ হইল না। রাজা উৎসবের সময়েও ফিরিলেন না। কনফুস্ ইহা দেখিয়া এত দূর দুঃখিত হইলেন যে অনতিবিলম্বেই তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। লুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে তাঁহার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং গমন কালে তিনি অতিশয় অনিচ্ছুক ভাবে আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যদি রাজা তাঁহার রাজ্যপরিত্যাগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান পুনরায় তিনি ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই স্বীয় কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন না, কাজেই কনফুস্ অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ তাঁহার ন্যায় বিবেকবান্ ব্যক্তির এমন সংসারে এবং এরূপ অবস্থায় কার্য্য করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

আমাদিগের ভক্তি ভাজন আচার্য্য মহাশয় কানপুর হইতে যেরূপ অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন তদপেক্ষা সম্প্রতি কিছু স্বাস্থ্য অনুভব করিতেছেন। কতকগুলি ভয়ঙ্কর উপসর্গ (যাহা অতীব যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছিল) একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, জ্বর এখন প্রায় বুঝা যায় না, পেটে যে বেদনা ছিল তাহা আর উঠে না, কাস আছে কিন্তু পূর্ব্ববৎ বেগবান্ নহে, অরুচির ও অনেক লাঘব। প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্মিথ সাহেব ও কেলী সাহেব পরীক্ষা করিয়া পীড়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে চিকিৎসা চলিতেছে। চিকিৎসকগণ যেরূপ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে আশা হইতেছে যে শীঘ্রই তিনি সুন্দর প্রকৃতস্থ হইতে পারিবেন। আর প্রকৃত পীড়া যাহা, যাহার জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কেমিকাল পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, প্রস্রাবে "সুগার," প্রায় নাই,

"এলব্মেন" চিহ্নমাত্র আছে, "লাইম" নাই ইত্যাদি, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা কমিতেছে না, উঠিতে বসিতে কষ্ট ঘুচিতে না, দুই চারিটি কথা বলিলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, ইহাতে বোধ হয় আভ্যন্তরিক পীড়া এখন আছে। যত দিন শরীর সম্পূর্ণ সবল ও মাংসল না হইতেছে তত দিন নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না।

২৩কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কুচবিহারের মহারাজার সিংহাসনোপবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় পারিবারিক উপাসনাগৃহে আচার্য্য প্রেরিতমণ্ডলী সহ সম্মিলিত হইয়া এই ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করেন। "হে প্রভো, তোমার দাসবর্গের পক্ষে আজ একটি বিশেষ আনন্দের দিন। আজ তুমি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বপন করিয়াছিলাম, আজ আমরা হাসিতে হাসিতে সংগ্রহ করি। এত বিঘ্ন, এত বাধা, এত বিপদ পরীক্ষা এত দিন বহন করিয়া তোমার অগম্য বিধানের ফল লাভ করিয়া আমরা একান্ত সুখী এবং কৃতার্থ হইলাম। গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলাভিপ্রায় পূর্ণ হইল বলিয়া আমরা তোমার প্রশংসা করিতেছি, তোমাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। আমরা তোমায় বিশ্বাস করিলাম, তোমার আদেশে বাধ্যতা স্বীকার করিলাম, তজ্জন্য আমাদিগের সুমহৎ পুরস্কার হইল। আমাদিগের কন্যা চাহিলে, এবং আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তোমার যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে পৃথিবীর রাজ্য তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ কপর্দ্দকতুল্য। তুমি বলিলে, "তোমাদিগের কন্যা আমাকে দাও যে আমি পতিত জাতিকে জ্ঞান সভ্যতার আলোকে আলোকিত করিতে পারি, নূতন ইস্রায়েল বংশের শোণিত পুরাতন জাতির ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। উভয় জাতির সম্মিলনে লক্ষ লক্ষ দুঃখভারাক্রান্ত লোকের মধ্যে জীবন ও আলোক আনয়ন করিব যে আমার বিধাতৃত্ববিষয়ে তাহারা সাক্ষ্য দান করিতে পারে।" আমরা তোমার কথা শুনিয়া আমাদের কন্যা তোমায় অর্পণ করিলাম। এইরূপে দাসগণ তোমার সেবায় মিলিত হইয়া অন্ধকারাবৃত দেশে গূঢ়রূপে কল্যাণ বিস্তার করিল। আজ তোমার ক্রোড়ে সেই কন্যা ও তাহার স্বামীকে লইয়া তাহাদিগের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিতেছ। আজ তাহাদিগের প্রজাবর্গের কত আনন্দ। কিন্তু আমাদিগের আনন্দ তদপেক্ষা সমধিক কেন না আমরা তোমার বিধানের জয় দেখিতেছি, এবং এই দুই ব্যক্তি দ্বারা যে সুমহৎ সংস্কার আনয়ন করিবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পৃথিবীর প্রবল বাধার মুখে তুমি যে তোমার বিধান দোষমুক্ত করিলে, এজন্য আহ্লাদের সহিত তোমায় ধন্যবাদ দান করি। আজ অন্ধকার রজনী চলিয়া গেল এবং ভারতের এক কোণে শুক্রতারকার উদয় হইল, উজ্জ্বল নব দিন সমাগত হইল। আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি, আজ তুমি তাহাদিগের হস্তে যে ভার অর্পণ করিলে তাহারা যেন তাহার উপযুক্ত হয় এবং চিরকাল তোমার অনুগত দাস থাকিয়া প্রজাবর্গের কুশল সম্পাদন করিতে পারে। তোমারই সমুদায় রাজ্য, হে প্রভো, গৌরব ও ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার, তোমার রাজ্য সমাগত হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

২৪ কার্ত্তিক শুক্রবার খাসদরবারের অগ্রে কুচবিহারের মহারাজাকে রাজগৃহে বরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে বাহিরের সোপান হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত বস্ত্র বিছাইয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়। ভোজন গৃহ রূপার চৌকীতে আলিপনা দ্বারা পরিশোভিত, এবং চারিদিকে পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হয়। রৌপ্য থালায় নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং চন্দনাদি রক্ষিত হয়। মহারাজা পুত্রকে লইয়া আসনে উপবিষ্ট হন, মহারাণী পার্শ্বে স্থিতি করেন। এই সময়ে নিম্নলিখিত লিপিখানি পঠিত হয়।

প্রিয়তম মহারাজ!

বাহিরের ব্যাপার সম্পন্ন হইল। এখন আমাদের মনের কথা, আন্তরিক স্নেহের কথা, শ্রবণ করুন। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় অনুরাগ, আদর, ভক্তি এবং স্নেহেতে পূর্ণ। প্রত্যেকে একটি একটি মালা গাঁথিয়া আপনার গলদেশে পরাইতেছি। আলিঙ্গন গ্রহণ করুন।

মহারাজ, প্রেমসাজে সজ্জিত হইয়া এখন একবার পৃথিবীপতির দিকে লক্ষ্য করুন। আপনার মস্তকের উপর সেই দয়াময় পরমেশ্বরের হাত। আজ হইতে আপনি যেমন আমাদিগের পতি হইলেন, তেমনি আবার সেই দয়াময় পিতা আপনার পতি হইলেন। আপনার দয়ার উপর যেমন সমুদায় প্রজাবর্গ নির্ভর করিবে, তেমনি আপনিও দয়ার জন্য দিবানিশি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত সেই পরম পিতাকে ডাকিবেন। দেখুন, কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! জগদীশ্বর আপনার মস্তকে রাজ্যের মুকুট পরাইয়া দিলেন। সেই মুকুট যেন চিরদিন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র লোককে আনন্দিত করে।

মহারাজ, মহারাণী, এই গুরুতর রাজ্যভারে আপনারা পরস্পর সখা সখী ভাবে থাকুন। মহারাজ তরুবর হইয়া অসংখ্য লোককে ছায়া দান করিবেন এবং মহারাণী সুকোমল লতা হইয়া মহারাজার হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন এবং সমুদায় রাজ্যকে সুখী করিবেন।

মহারাজ আপনার হৃদয় সুখের আবাস হউক। আপনার চক্ষু সুদর্শন হউক, আপনার জিহ্বা মধু বর্ষণ করুক, আপনার হস্ত মঙ্গল আচরণ করুক। পৃথিবীর কল্যাণ আপনার হস্তে। পরম পিতা পরমেশ্বর আপনাকে মুক্ত হস্তে আশীর্ব্বাদ করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লিপি পঠনানন্তর রাজমাতা নিজ হস্তে চন্দন গ্রহণ করিয়া মহারাজ এবং মহারাণীকে চন্দন পরাইয়া দেন, স্বয়ং মহারাজ পুত্রকে চন্দনচর্চ্চিত করেন। বরণকার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারি সেন, শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন এবং ভাই প্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। রাজবাটীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলে অঙ্গনে উপস্থিত ছিল। বরণান্তে মহারাজ স্বয়ং রৌপ্য মুদ্রা দাসদাসীগণের জন্য অঙ্গনে ছড়াইয়া দেন। সে সময় আচার্য্য মহাশয়ের অনুপস্থিতিনিবন্ধন সকলেই দুঃখ করিতেছিলেন। মহারাজ বলিলেন "তাঁহার শুভ ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে তাহাই যথেষ্ট।" এই বরণের ব্যাপারে রাজমাতা মহারাজা এবং পুরস্ত্রীবর্গ সকলেরই মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২রা অগ্রহায়ণ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১ লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৮০৫ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপতি, আমরা সকলে মিলিয়া তোমার এক পরিবার হইয়া একত্র বাস করিব, আর তুমি স্বয়ং আমাদিগের পরিবারের কর্ত্তা হইয়া যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হয় নিয়োগ করিবে, যাহার দ্বারা যাহা সাধন করিয়া লইতে হয় লইবে. সমুদায় পরিবারের কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চলিবে, কেহ আপনার জন্য ভাবিবে না, কেবল তোমার আদেশ পালন করাই এক মাত্র সকলের কার্য্য হইবে, তুমি কর্ত্তা হইয়া যাহাকে যাহা দিবার অর্পণ করিবে, কেহ তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না, তোমার বিবেচনার উপরে আপনার বিবেচনা চালাইবে না, তোমার অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেমে বিশ্বস্ত হইয়া যাহা যখন তোমার নিকট হইতে আসিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, আত্মকল্যাণ জানিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে, যে যাহা তোমার কৃপাগুণে অর্জ্জন করিয়া আনিবে তাহা তোমার চরণতলে রাখিবে, কেহ আপনার বলিয়া তৎপ্রতি অণুমাত্র অধিকার প্রকাশ করিবে না, সমুদায় পরিবারের কল্যাণার্থে তাহা তোমার হস্তে সমর্পণ না করিয়া, আত্মগৌরব ও সুখ সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিবে না, ঠিক একটি সংসৃষ্ট পরিবার হইয়া তাহার সর্ব্ববিধ নিয়ম প্রতিপালন করিবে, পরিবারের এক এক জন স্বার্থপর হইলে নিজ পতি বা পত্নী সন্তান সন্ততি সর্ব্বস্ব হইলে যে অশান্তি ও অকুশল পরিবার মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে, তুমি এই অভিপ্রায় করিয়া আমাদিগের অনেকগুলিকে এক পরিবারে বদ্ধ করিয়াছ। হে অনন্ত জ্ঞানধন পরমেশ্বর, পৃথিবীর গৃহপতির প্রতি গৃহস্থিত পরিজনবর্গের পক্ষপাতাদিজনিত অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, কিন্তু তোমার ন্যায় গৃহপতি যাহাদিগের গৃহোপরি সর্ব্বদা কর্তৃত্ব করিতেছেন, তাহারা তোমার কর্তৃত্বাধীনে নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বদা বাস করিবে, শেষ পর্য্যন্ত আত্মচিন্তায় ব্যাকুল হইবে না, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? হে প্রভো, যদি অণুমাত্র আমাদিগের পরিবার ও আপনার কুশলের প্রতি সন্দেহ হয়, তবে যে ঘোর অপরাধী হইব। তাই প্রার্থনা করি, যেন তোমার কর্তৃত্বে সর্ব্বদা পূর্ণ আস্থা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন নির্ব্বাহ করি। কখন স্বার্থপর অল্পবিশ্বাসী হইয়া তোমার পরিবার মধ্যে অকুশল অশান্তি আনয়ন না করি, পৃথিবীতে তোমার এক বৃহৎ পরিবার নির্ম্মিত হইতে যথোচিত সাহায্য করি। হে পরমদেব, তুমি এবিষয়ে আমাদের সহায় হও।

বিধানবৈচিত্র্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান হইতে পর পর বিধানের বিচিত্রতা থাকা চাই, অন্যথা একই বিধান চিরকাল চলিত, অন্য বিধান আসিবার প্রয়োজন হইত না। পর পর সময়ে বিচিত্রতা লইয়া বিধান অবতীর্ণ হয় জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না, তাহা নহে। বরং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানোপরি পর পর বিধান সংস্থাপিত, সে সকল বিধান না থাকিলে অনুক্রমে আগত বিধান মূলশূন্য হইয়া পড়ে, ইহা একান্ত স্বীকার্য্য। ভূতকালে যে সকল বিধান হইয়া গিয়াছে সে সমুদায়কে এক সূত্রে গ্রন্থন, একীভূত করণ নববিধানের মূলতত্ত্ব; ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার আর কি অন্তুততত্ত্ব আছে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

আমরা সমুদায় বিধানের অগ্রে বৌদ্ধ বিধানকে গ্রহণ করিতেছি। সকলে বলিবেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অগ্রে ঋষিগণের যোগ সমাগত হইয়াছে, সুতরাং যোগধর্ম্মবিধানকে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত করা সমুচিত। এ সম্বন্ধে আমাদিগের মত স্বতন্ত্র। আমরা বলি বেদের পর বেদান্তের সমাগম বৌদ্ধধর্ম্মকে ক্রোড়ে করিয়া, অন্যথা বেদান্তই আসিতে পারিত না। বেদ সাক্ষাৎ জ্ঞান, এখানে চিন্তার স্থান নাই। যে দিন চিন্তা আসিয়াছে, সেই দিন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে এই জগৎ হইল, কে সৃষ্টি করিল, এতৎসম্বন্ধে সংশয় জ্ঞান বেদের অন্তভাগে উপস্থিত। সেই হইতে এই সংশয় ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এবং ধর্ম্মরাজ্যে বিধানের পর বিধান আনয়ন করিয়াছে। বেদান্ত বেদ ও বৈদিক কর্ম্ম সকলকে আক্রমণ করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ বিধানের আকারে তাহাই সর্ব্বজনগোচর করিয়াছে।

বৌদ্ধ বিধানে জগৎ, আত্মা, প্রচলিত দেবোপাসনা মিথ্যা হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। যোগের ইহাই প্রথম গতি।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

সাধারণ লোকে যাহাকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে, কেন না কেহ তাঁহাকে মন দ্বারা মনন করিতে পারে না, তিনি সকলের মন জানেন, বৌদ্ধধর্ম্মে ইহারই প্রতিধ্বনি। বেদান্ত অন্তে ব্রহ্মেতে সমুদায় বিলীন করিয়া ফেলিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্ম সেই অংশ যোগে গ্রহণ করিয়াছে। এ যোগে জগৎ, আত্মা, সাধারণ লোকের উপাস্য কিছুই কিছু নয় হইয়া গিয়াছে। এ সমুদায়ের নির্ব্বাণে এক অখণ্ড জ্ঞান অবশেষ রহিল। বুদ্ধ সেই অখণ্ড জ্ঞান হইয়া গেলেন; জগৎ প্রভৃতি মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। যোগের এই প্রথম গতি সকল সাধকেরই আশ্রয়ণীয়। লোকে সচরাচর যাহার আরাধনা করে তাহাতে মিথ্যা ও কল্পনা মিশ্রিত থাকে, সাধক যদি সাধারণের আরাধ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি যোগের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে পারেন না। জগৎ ও আত্মা ব্রহ্মবস্তুর আবরণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, এ দুইকে উড়াইয়া না দিলে, সাধকের সন্নিধানে ব্রহ্ম আবির্ভূত হন না। সুতরাং যোগের প্রণালীতে এ সমুদায়কে জীবনশূন্য করিয়া মৃত্যুমুখে রাখিয়া সাধক অমৃত অভয় সচ্চিতে স্থিতি করেন, অন্যথা তাঁহার দ্বিতীয় যোগের ভূমিতে আরোহণ অসম্ভব।

ঋষিগণ মৃত্যুর ভূমি হইতে আত্মাকে উদ্ধৃত করিলেন, ব্রহ্মমন্ত্রে আত্মাকে জীবিত করিলেন। আত্মা ব্রহ্মময় হইয়া গিয়া প্রধানরূপে ঋষিগণের হৃদয় অধিকার করিল। যে "অহম্" বৌদ্ধযোগে উড়িয়া গিয়াছিল সেই "অহম্" ব্রহ্মের আবাসভূমি হইয়া জীবিত হইয়া উঠিল; কিন্তু জগৎ মৃত্যুতে স্থিতি করিতে লাগিল।

"আত্মপরা তু বাদরায়ণঃ" বেদান্তসিদ্ধান্তশিরোমণি বাদরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধিকে এক আত্মার অনুসরণে প্রবৃত্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার এই মত লইয়া পুনরায় রূপান্তরে বৌদ্ধমতের উদয় হইয়াছে, সমুদায় জগৎ মিথ্যা কল্পিত সপ্রমাণিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে মৃত্যুর মুখে ছিল সেই মৃত্যুর মুখে রহিয়া গিয়াছে। সমুদায় ঋষিগণের ধর্ম্মমত এক স্থানে আনয়ন করিবার জন্য যোগাচার্য্যের অভ্যুদয় তিনি ঋষিগণের ব্রহ্মে সঞ্জীবিত আত্মা গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সমুদায় জগৎকে ব্রহ্মে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। সমুদায় জগতের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রবিষ্ট করিয়া সমুদায় জগৎকে তাঁহার বিভূতিতে পূর্ণ করিয়া "ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদম্" সমুদায় জগৎকে ভজনীয় বিষয় করিয়াছেন। কিন্তু উদাসীন শান্তভাবে আত্মার ব্রহ্মে স্থিতি, ইহাতেই আর্য্যবিধান যোগাচার্য্যে পর্য্যবসান হইল। যোগের গত্যন্তর সম্পন্ন হইবার জন্য পৃথিবী বিধানান্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যোগের পূর্ণতা সম্পাদন জন্য মহর্ষি ঈশার অভ্যুদয় হইল। ব্রহ্মে সঞ্জীবিত আত্মা ঋষিগণের ধর্ম্মে ব্রহ্মেতে নিদ্রিত ছিল, এখন পুত্রত্ব লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল, জগতের সমুদায় আত্মার সহিত আপনাকে এক যোগে আবদ্ধ করিল, লোকের পরিত্রাণ জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল, পরিশেষে তাহাদিগেরই জন্য নিন্দা ঘৃণা অবমাননা সহ্য করিয়া শোণিত পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া গেল। যোগের গতি যেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সমুচিত সেখানে উপস্থিত, এখন আর এক দিকে বিধানের গতি প্রবর্ত্তিত হইল। এত দিন পুণ্যপ্রধান বিধান চলিতেছিল, এখন প্রেমের বিধান সমাগত হইল। মহাত্মা চৈতন্য নবদ্বীপে উদিত হইলেন, তিনি প্রেমের ধর্ম্ম জগৎকে বিতরণ করিতে সমাগত।

যোগাচার্য্য যদিও তাঁহার জীবনে প্রেমের ধর্ম্মের পত্তন দিলেন, তথাপি বলিতে হইবে তিনি আত্মজীবনে জগৎকে প্রধানতঃ যোগধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরেতে প্রেম অর্পণ করেন নাই, অপরের নিঃস্বার্থ প্রেম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে যোগের নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই বলা যাইতে পারে। মহাত্মা চৈতন্য যোগাচার্য্যের প্রেম গ্রহণ করিলেন, সন্ন্যাস [বিষয়বিরাগ] গ্রহণ করিলেন। সংসারে প্রেম সংস্থাপনের জন্য কোন কোন শিষ্যকে সংসারে বাস করিতে বাধ্য করিলেন, কিন্তু এখানেও পরিজনবর্গ ব্রহ্মমন্ত্রে সঞ্জীবিত হইল না। যোগানুরক্ত হইলে পরীবারের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় এখানে ফলে তাহাই রহিয়া গেল। মহাত্মা চৈতন্য পরিজনবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, এ বিচ্ছেদ তাঁহার শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইল না। নববিধান যেমন সমুদায় বিধানকে সম্মিলিত করিয়াছেন, তেমনি পরিবারবর্গকে ব্রহ্মমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিতে বাধ্য। যোগাচার্য্য বহুপরিবার কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার যোগাচরণে তিনি তাহাদিগের হইতে আপনাকে এত দূর স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন যে সন্তান সন্ততি মধ্যে যোগধর্ম্ম প্রবেশ করা দূরে থাকুক, এমনি দুরাত্মতা প্রবেশ করিয়াছিল যে সুরাপান ব্যভিচারে তাহারা পরস্পরকে বধ করিল সমুদায় বংশ ধ্বংস হইয়া গেল। যোগাচার্য্য সংসারে থাকিয়াও শুদ্ধ সংসারে ছিলেন না তাহা নহে, পরিজনবর্গকে আপনার যোগধর্ম্মের অংশী করিতে অভিপ্রায় করেন নাই। নববিধানে নূতন এই যে, ব্রহ্মমন্ত্রে পরিজনবর্গকে জীবিত করিয়া লইতে হইবে। যোগমৃত্যুতে লয়প্রাপ্ত আত্মা ও জগৎ পুনরুত্থান করিয়াছে, কিন্তু পরিজনবর্গের আজও উত্থান হয় নাই। যাঁহারা নববিধানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা এই কার্য্য সমাধা করিতে না পারিলে, তাঁহা-

দিগের দ্বারা উহা কিছু মাত্র পূর্ণ হইল না। যাঁহারা নববিধান স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এই দিকে দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

ধনের সদ্ব্যয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব ধর্ম্মের কথা বলিবে,ধনব্যয়ের কথা ইহার বলিবার অধিকার কি? "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ধন দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই, ইহা যাহাদিগের মত, তাহারা ধনসম্বন্ধে লেখনী ধারণ করে কেন? আমরা জানি ধন দ্বারা অমৃততত্ব লাভ হয় না, কিন্তু ধন অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্তরায় হয়, ইহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি। আমরা সংসারে ধনসম্পর্কশূন্য নহি। ধন সংসারে অনেককে মৃত্যুমুখে নিঃক্ষেপ করিয়াছে। আমরা যদি উহাকে ধর্ম্মের সীমার মধ্যে নিয়ত আবদ্ধ না রাখি, তাহা হইলে আমাদিগেরও যে উহা মৃত্যুর কারণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা অনেক সময়ে আমাদিগের ভ্রাতৃমণ্ডলী মধ্যে ধনের অসদ্ব্যয় দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। এমন কি, অনেকে তজ্জন্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন চির দিনের জন্য ছেদন করিয়াছেন, ইহাও পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহার শত টাকা মাসে আয় নয়, তাঁহার পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ঋণ, এ কথা পৃথিবী শুনিলে কি বলিবে? এক জন উচ্চতর ধর্ম্মাবলম্বীর লোক পরিশোধের উপায় অতিক্রম করিয়া ঋণ করে ইহা কোন ধর্ম্মসঙ্গত বিধি নহে।

অর্থ ধর্ম্মের দাস, ধর্ম্ম কখন অর্থের অনুগত হইতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেখানে ধনোপার্জ্জন বা ধনব্যয় ধর্ম্মবিধি অতিক্রম করে না। ব্রাহ্মগণ ধনোপার্জ্জনে সাবধান কিন্তু ধনব্যয়ে সাবধান নহেন। এ প্রকার অসাবধানতার মূল কি? তাঁহারা অপর সংসারিগণের ন্যায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন না, উপস্থিত মত ব্যয় করেন। পরিশেষে যখন নিয়মিত অর্থে কুলন হয় না, তখন উপস্থিত কার্য্য ঋণ দ্বারা নির্ব্বাহ করেন, এবং মনে করেন এ অল্প ঋণ আগামীতে পরিশোধ করিব। কিন্তু আবার উপস্থিত বিষয় সকলের নির্ব্বাহান্তে পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ হওয়া দূরে থাকুক পুনরায় নূতন ঋণ করিতে বাধ্য হন। গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে যেমন ক্রমে নিকটবর্ত্তী গৃহ সকল বর্দ্ধমান অগ্নির মুখে নিপতিত হইতে থাকে, আর যত্ন করিয়া নির্ব্বাণ করা যায় না, সমুদায় যত্ন বিফল হইয়া যায়, তেমনি অল্পোপায়ের লোক যখন এক বার ঋণে প্রবৃত্ত হন, তখন আর তাঁহার গত্যন্তর থাকে না। প্রথম প্রথম পরিশোধ করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, পরিশেষে যখন অধমর্ণ দেখিতে পান যে আর পরিশোধ করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে নিরাশ হন, কিন্তু ঋণ করা নিবৃত্তি হয় না। কেন না এক বার যে ব্যক্তি সংসারের চাল চলন বাড়াইয়া ফেলিয়াছে, প্রবল পুরুষকার না থাকিলে সে আর তাহা কোন প্রকারে কম করিতে পারে না। এইরূপে যে ব্যক্তির প্রথমতঃ প্রবঞ্চক হইবার ইচ্ছা ছিল না, তাহাকেও বাধ্য হইয়া প্রবঞ্চক হইতে হয়।

সাধারণ সকল লোকের মধ্যে এই দৌর্ব্বল্য প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মগণের মধ্যে এ দৌর্ব্বল্য প্রবেশ করিবে, ইহা আমরা আশা করি নাই। সমুদায় জীবন যাঁহারা বিবেকের অনুমোদনে নির্ব্বাহ করিবেন, অর্থব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অবিবেকিত্বে; এই দেখায় যে, তাঁহাদিগের জীবন বাহিরে দেখিতে যে প্রকার ভিতরে সে প্রকার নহে। যাঁহাদিগেরই অর্থসম্বন্ধে অবিবেকিত্ব ঘটিয়াছে কতক দিন পরে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা নাম মাত্র তৎসহ যোগ রক্ষা করিয়াছেন, ইহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া আমাদিগকে অর্থব্যয়সম্বন্ধে বিবেকের

কষ্টকর নিয়ম অনুসরণ করিতে সকলকে অনুরোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মগণ অনেক সময়ে অযথা উৎসাহে অন্ধ হইয়া অনুচিত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, পরিশেষে পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হন। এইরূপে যে কার্য্যে পূর্ব্বে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন সে কার্য্য পর্য্যন্তে বীতরাগ হন। একবার উৎসাহে পড়িলে তাঁহারা এমন অনুচিত ব্যয় সমূহে আপনাদিগকে জড়িত করেন, যাহা আমাদিগের মণ্ডলী কোন কালে অনুমোদন করিতে পারে না। যে সকল বিষয়ে মণ্ডলী তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছে, যদ্রূপে অর্থব্যয় করা স্পষ্ট ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাঁহারা সে সকল স্থলে সে বিধি অবহেলা করিয়া অর্থব্যয় করিয়াছেন, পরিশেষে উৎসাহবিগমে আপনাদিগের আচরণ যখন আলোচনা করিয়াছেন, তখন নিজ দুর্ব্বলতা স্বীকার না করিয়া যাঁহাদিগকে দেখিয়া বা যাঁহাদিগের বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে পৌরোহিত্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সেই হইতে আপনাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য সকলের প্রতি পর্য্যন্ত তাঁহারা অবহেলা প্রকাশ করেন। ফলে এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম্মের সঙ্গে সমুদায় সম্বন্ধ বন্ধনই কাটিয়া ফেলেন এবং অর্থ মহা অনর্থের মূল এই কথা তাঁহারা স্ব স্ব জীবনে সপ্রমাণ করেন।

আমরা অর্থব্যয়সম্বন্ধে সকলকে কি বলিতে পারি? আমরা বিবেক ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, আর কাহাকেও চিনি না। আমরা আমাদিগের জীবনের সমুদায় বিষয়ের উপরে বিবেকের অধিকার স্বীকার করি। বিবেককে সহায় কর, কিরূপে অর্থব্যয় করিতে হইবে স্বয়ং বিবেক বলিয়া দিবে। মানুষ আপনি যে অবস্থার নহে, কল্পনাযোগে আপনাকে সেই অবস্থায় তোলে, অনেক সময়ে ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যায়, সুতরাং অর্থব্যয় কালীন বিবেকের বাণী শুনিতে হইবে, ইহা মনেও করে না। আমরা অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে কাহাকেও কৃপণ হইতে বলি না, কেন না কৃপণতা আবার বিপরীত দিকের অপরাধ। বিবেক লোককে মুক্ত হস্ত করেন, অথচ অর্থব্যয় এমনি নিয়মিত করেন যে, অর্থ কখন তাঁহাদিগের জীবনে অনর্থ সাধন করিতে সক্ষম হয় না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

যতই কেন বয়স হউক না সংসারিগণের সংসারস্পৃহা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সংসারে এমন কি আছে যাহার জন্য তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও সংসার ছাড়িয়া সংসারের অতীত বিষয়ের চিন্তাতে নিমগ্ন হইতে পারে না। ক্রমান্বয়ে এক ব্যক্তি উদ্বাহের পর উদ্বাহ করিয়া সংসারের বন্ধন দৃঢ়রূপে নিজপদে স্বেচ্ছাক্রমে আঁটিয়া দিতেছে, বিধাতা বন্ধন উন্মোচন করিলেও সে পুনরায় বন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহা দেখিয়া মনে নিতান্ত কষ্ট সমুপস্থিত হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে আবার নূতন করিয়া সংসারে প্রবেশ, একথা শুনিলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বলিবেন কি? এই যে তাঁহাদিগের যোগার্থ বনগমনের সময় ছিল। তাঁহারা ত্রিংশদূর্দ্ধ-বয়সে সংসারে প্রবেশ করিতেন, বিংশতি বর্ষ সংসারের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া যোগার্থ সমুদায় জীবন অর্পণ করিতেন, এ কি আশ্চর্য্য রীতি। তাঁহারা এরূপ করিতে পারিতেন, আর তাঁহাদিগের সন্তানগণ করিতে পারে না, ইহা অদ্ভুত বিপরিবর্ত্তন। আমরা কি ছিলাম আর কি হইয়াছি, ইহাতেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদিগেরই বা এরূপ কেন ক্ষমতা ছিল, আর আমাদিগেরই বা কেন তাহা নাই, ভাল করিয়া দেখা উচিত। আর কিছুই নয় শিক্ষার অভাব। তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যোগে প্রথম জীবন আরম্ভ করিতেন, মধ্য জীবনে যোগে জীবন্মুক্তাবস্থায় সংসারে বাস করিতেন, অন্তে একেবারে পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেন না। যাঁহারা প্রথম জীবনে যোগযোগে সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত নিষ্কাম ও নিঃস্পৃহ হন নাই, তাঁহারা সংসারে প্রবৃত্ত হইলে বিষয়ভোগ তাঁহাদিগের সমুদায় হৃদয় একেবারে অধিকার করিবে না তো আর কি হইবে? সংসার এ সকল ব্যক্তির পক্ষে বহুক্লেশের মূল হইলেও

অজিতেন্দ্রিয়ত্ব বশতঃ বিষয়ের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ নিয়ত বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে, কেবল তাহাদিগের উৎপাত নিবারণের জন্যই পুনঃ পুনঃ সংসারের বন্ধন সকল দৃঢ় করিয়া লইতে হয়। এই সকল লোকের অবস্থা শোচ্য, আমরা জানি না, ইহারা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? পূর্ব্বকালের শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। অনেককে অধিক বয়সেই যোগারম্ভ করিয়া সংসারবন্ধন ছেদন করিতে হইবে। আমরা নিজ জীবনে দেখিতেছি, প্রথম বয়স অযোগে অতিবাহিত হইয়া গেলেও যে সময় হস্তে আছে, তাহারই মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া যোগে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে অচিরে ক্ষতিপূরণ হয়। যাঁহারা সংসারের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চান, তাঁহারা অচিরে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হউন, দেখিবেন যোগে কি আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়।

সাধনের আরম্ভে আমরা পরমাত্মার নিকট হইতে একটি উপদেশ লাভ করিয়াছি, এবং সেই উপদেশ অনুসরণ করিয়া আজ বহুবর্ষ ধর্ম্মরাজ্যে দাঁড়াইয়া আছি, কখন নিরাশ হইয়া যত্ন ও প্রয়াস পরিত্যাগ করি নাই। আমাদিগের জীবন যে প্রকার বহু অভাবে পূর্ণ এমন আর কাহারও জীবন আছে কি না আমরা সন্দেহ করি। অবশ্য আমাদিগের যে সকল অভাব, অন্যের সে সকল অভাব না থাকিলেও তাঁহাদিগেরও অপর প্রকারের অভাব আছে, কিন্তু আমরা আমাদিগেতে যে সমুদয় অভাবের কথা বলিতেছি, তাহা ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইবার পক্ষে সুমহান্ অন্তরায়। তেমন উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, হৃদয় একান্ত শীতল, কঠিন চিন্তা না করিয়া কিছু লাভ হয় না, মন নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস অন্যে যেখানে ভাবোচ্ছ্বাসের সুখে ভাসিয়া যাইতেছেন, সেখানে সামান্য একটু ভাবেরও তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে না, এরূপ জীবন লইয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করা কত দূর কঠিন ব্যাপার বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। ধর্ম্মে সুখ, আনন্দ, উৎসাহ, ভাবোদয়, এই সকল জীবনী শক্তি, এ সকল না থাকিলে সে যে অধিক দিন ধর্ম্মরাজ্যে স্থির ভাবে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। সংশয়িগণের পাঠশালায় প্রথম বয়সে দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যের সকলগুলি বিষয়কে অনুমান মাত্র মনে করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার পক্ষে স্থিরচিত্ত থাকিয়া সেই সকল বিষয়কে সর্ব্বাপেক্ষা সার সত্য বলিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষগোচর করা সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। এ পরিবর্ত্তনের মূল আর কিছুই নহে ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস। তিনি বলিলেন, যে তৃণমুষ্টি ধরিয়াছ ধরিয়া থাক, নিরাশ হইও না। এই তৃণই তোমাকে পরপারে লইয়া যাইবে। যাহা অতি তুচ্ছ তাহাই তোমার পরিত্রাণের হেতু হইবে। কি আশ্চর্য্য, তিনি যাহা বলিলেন তাহাই সত্য হইল। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া আজ যাহা দেখিবার দেখিতেছি, ভোগ করিবার ভোগ করিতেছি এবং সেই এক কথাই ভবিষ্যতে আরও কত দেখাইবে, ভোগ করাইবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া থাকেন, কখনও কোন কারণে নিরাশ হন না। সুখ ও জয় তাঁহাদিগেরই।

চঞ্চল চিত্ত স্ববশে আনয়নের জন্য পূর্ব্বকালে কত কঠোর উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। এই সকল উপায়ে কৃতকার্য্য হইলেও আমরা সন্তুষ্ট নহি। কেন না চঞ্চলচিত্ত স্ববশে আনয়ন লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ। চলচিত্ত বশ করিতে গিয়া যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার অনেকগুলি দেহ মনের উপরে এ প্রকার কার্য্য করে যে, শরীর ও মন উভয়ই প্রকৃতিস্থ অবস্থায় স্থিতি করে না, বলপ্রয়োগজনিত বিকারের অধীন হয়। এ অবস্থায় মনুষ্য কত টুকু বিকারের অধীন হইয়া চলিতেছে ইহা নির্দ্ধারণ হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে। বিকারের অধীনতা অনেক সময়ে চরিত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি বিকারের অধীন হইয়াছে সে আত্মচরিত্র বুঝিতে পারে না সুতরাং তৎশোধনের উপায় করিতে সক্ষম হয় না। আমরা এই জন্য প্রথম হইতে সহজে লক্ষ্যে মন রাখিবার জন্য যত্নকেই চলচিত্ত নিয়মনের উপায় বলি। মনের স্বভাব বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হওয়া। এস্থলে স্বাভাবিক গতিকে এক মাত্র লক্ষ্যে নিবদ্ধ করিবার জন্য এই করা সমুচিত যে, লক্ষ্যের গুণ, স্বরূপ ও আত্মসম্বন্ধে তাঁহার ক্রিয়া, এই সকলের অনুচিন্তনের মধ্যে মনকে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে মনের প্রকৃতিও চরিতার্থ হইবে, অথচ লক্ষ্যের স্বরূপ গুণাদির ক্রমিক অনুচিন্তনে সে তৎপ্রতি আসক্তও হইবে। এই আসক্তি তাহাকে পরিশেষে স্বরূপ ও গুণ নিরপেক্ষ করিয়া একমাত্র লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট করিবে। তখন সে আপনি স্থির হইয়া লক্ষ্যে স্থিতি করিবে আর তাহার লক্ষ্যের স্বরূপ গুণাদি চিন্তনের দিকে ধাবিত হইয়া আত্মপ্রকৃতি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। একেবারে মনকে এক স্থানে স্থির রাখা কঠিন, অথচ লক্ষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া বিষয়ান্তরে গমন করিলে শুদ্ধ সাধন ভঙ্গ হয় তাহা নহে, সংযমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করণ জন্য অপরাধ হয়।

সুতরাং লক্ষ্যের স্বরূপ গুণাদিকে বিষয়ান্তর প্রায় করিয়া তন্মধ্যে মনকে ক্ষণকাল বিচরণ করিতে দিয়া কেবল লক্ষ্যে সহজে মনকে রক্ষা করিবে, যখনই আবার লক্ষ্য হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে চাহিবে অমনি বিষয়ান্তরে যাইতে না দিয়া লক্ষ্যের গুণাদি মধ্যে লইয়া যাইবে. এই সাধনকে আমরা প্রকৃষ্ট বলি। এ সাধন একতন্ত্রী যোগে করিলে মনকে আরো সহজে লক্ষ্য মধ্যে রক্ষা করিতে পারা যায়। প্রার্থনাকালে যদ্রূপ বহু কথা বলিলেও সম্মুখে ঈশ্বর সত্ত্বা স্থির থাকে, এ সাধনেও তদ্রূপ সর্ব্বদা লক্ষ্যের সান্নিধ্য রাখা প্রয়োজন।

শাক্যমুণিচরিত পরিশিষ্ট।

[ললিত বিস্তর হইতে অনুবাদিত।]

ধর্ম্মচক্র ও তৎপ্রবর্ত্তক।

অনন্তর মৈত্রেয় নামা মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব ভগবানকে এইরূপ বলিলেন; হে ভগবন্, আপনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিতেছেন। দশ দিক এবং লোক ধাতুতে একত্রিত মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বগণ ভগবানের নিকট ধর্ম্মচক্রে কি প্রকারে প্রবেশ হয় শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন. অতএব আপনি উহা উপদেশ করুন। আপনি তথাগত অর্হৎ, এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ, তথাগত কর্ত্তৃক কিরূপ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল ?

ভগবান্ বলিলেন, হে মৈত্রেয়, গম্ভীর সেই চক্র কেন না আগ্রহেও বুঝিতে পারা যায় না; দুর্দমন সেই চক্র কেন না দ্বৈত ভাব নাই; দুরনুবোধ সেই চক্র কেন না মনের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য উভয়ই; দুর্ব্বিজ্ঞেয় সেই চক্র কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়েরই সাম্য তাহাতে আছে; অনাবিল সেই সেই চক্র কেন না আবরণ মোচন এবং মোক্ষ লাভ হয়; সূক্ষ্ম সেই চক্র, কেন না উহাতে উপন্যাস নাই; সার সেই চক্র কেন না উহা দ্বারা বজ্রোপম জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়; অভেদ্য সেই চক্র কেন না উহার আরম্ভ ও শেষ সম্ভবে না, অপ্রপঞ্চ সেই চক্র, কেন না সমুদায় প্রপঞ্চ পার হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; অকোপ্য [অনড়] সেই চক্র কেন না অত্যন্ত স্থিরতর, সর্ব্বত্রানুগত সেই চক্র, কেন না উহা আকাশ সদৃশ। হে মৈত্রেয় সেই ধর্ম্মচক্র আবার সমুদয়ধর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বভাব সন্দর্শনবিভব চক্র; এই চক্রে [জ্ঞানের] অনুৎপত্তি ও অনিরোধ অসম্ভব; এ চক্র আলয় [লয় পর্য্যন্ত স্থিতি] শূন্য, সঙ্কল্পবিকল্প বিরহিত ধর্ম্মনয়পূর্ণ এই চক্র; শূন্যতা [সম্পাদক] এই চক্র; হেতুবিরহিত এইচক্র; [বিষয়] অভিনিবেশ শূন্য এই চক্র; সংস্কারশূন্য এই চক্র; [ইহা] বিবেকচক্র; বিরাগচক্র; বিবোধ চক্র; তথাগতসম্বন্ধে বোধ জন্মে ঈদৃশ চক্র, ধর্ম্মধাতুপ্রকাশক এই চক্র; ভূতকোটি সহ অবিসংবাদী এই চক্র; অসঙ্গ [অনাসক্ত] ও আবরণশূন্য এই চক্র; প্রতীতি [বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান] ও অবতার [পুনঃ পুনঃ জন্ম] এ উভয়ের অন্তদর্শন অতিক্রম করিবার এই চক্র; অনন্ত মধ্যধর্ম্ম-ধাতু সহ অবিসংবাদী এই চক্র; বুদ্ধগণ অপূর্ণ এ কথার উপর অশ্রদ্ধা সমুৎপাদক এই চক্র; প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত এই চক্র; অত্যন্ত জ্ঞানাতীত এই চক্র; অবিতর্ক শিরো-ভূষণ এই চক্র; "আমি করিব" ইত্যাদি অহমিকাসূচক বাক্যশূন্য এই চক্র; প্রকৃতি যথাবৎ এই চক্র; এক বিষয়ে সমুদায় ধর্ম্মের সমতাসম্পাদক এই চক্র; নিত্যত্বসম্পাদক বিনয়াধিষ্ঠান সংসারনিরাসক এই চক্র; সমুদয় পদার্থ জ্ঞান সহ অভিন্ন এমত লোপ না করিয়া পরমার্থনয়ে [সিদ্ধান্তে] প্রবেশ করিতে পারা যায় ঈদৃশ চক্র; ধর্ম্মধাতু অবসর লাভ করে ঈদৃশ চক্র, অপ্রমেয় সেই চক্র; সর্ব্ব প্রমাণাতিক্রান্ত অসংখ্য সেই চক্র; সমুদায় সংখ্যা-বিরহিত অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র; চিত্তপথাতিক্রান্ত অতুল্য সেই চক্র; তুলাবিরহিত অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র। সমুদায় প্রকারের শব্দ, নিনাদ, ও বাক্‌পথে আনীত, অসম্য অনুপম উপমাবিরহিত, আকাশ সদৃশ অনুচ্ছেদ্য সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরতর, বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান ও অবতরণ [পুনঃ পুনঃ আগমন] এদুয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ অবিরুদ্ধ পশ্চাৎ নিবর্ত্তক, অত্যন্তোপশম, তত্ত্ব, সত্য ও অন্যথাভাববর্জ্জিত, সমুদায় প্রাণীর শব্দ ও আচরণের নিগ্রহ, মারপরাজয়, তীর্থিকগণের যত্নাতিক্রম, সংসার ও বিষয়ের অবতারণ [দূর নিঃক্ষেপ], বুদ্ধবিষয় পরিজ্ঞাত, সমুদায় আর্য্যশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অনুবুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত, বোধি-সত্ত্বগণ কর্ত্তৃক স্তুত, সমুদয় বুদ্ধ সমুদয় তথাগত কর্ত্তৃক বিভাগকৃত, হে মৈত্রেয়, তথাগত ঈদৃশ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ●

এই ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন বশতই ইহাঁকে তথাগত বলে, সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলে, স্বয়ম্ভু বলে, ধর্ম্মস্বামী বলে, নায়ক বলে, বিনায়ক বলে, পরিনায়ক বলে, সার্থবাহ বলে, সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মেশ্বর বলে, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মদানপতি বলে, যজ্ঞস্বামী বলে, সিদ্ধব্রত বলে, পূর্ণাভিপ্রায় বলে, দেশিক [ধর্ম্মোপদেষ্টা] বলে, আশ্বাসক বলে, ক্ষেমঙ্কর বলে, শূর বলে, রণঞ্জহ [রণে উত্তীর্ণ] বলে, বিজিতসংগ্রাম বলে, উচ্ছ্রিতছত্র-ধ্বজ-পতাক বলে, আলোককর বলে, প্রভঙ্কর বলে, তমোনুদ বলে, উল্কাধারী বলে, মহাবৈদ-রাজ বলে, ভূতচিকিৎসক বলে, মহাশল্যহর্ত্তা বলে, বিতি-মির জ্ঞানদর্শন বলে, সমন্তদর্শী বলে, সমন্ত বিলোকিত বলে, সমন্ত চক্ষু বলে, সমন্তপ্রভ বলে, সমন্ত আলোক বলে, সমন্তমুখ বলে, সমন্ত প্রভাকর বলে, সমন্তচন্দ্র বলে, সমন্ত প্রাসাদিক বলে, অপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ে বিতর্কশূন্য

শিরোভূষণ বলে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আয়তন বশতঃ ধরণীসম বলে, অপ্রকম্প্য হেতু শৈলেন্দ্রসদৃশ বলে, সর্ব্বগুণসম্পন্নহেতু সর্ব্বলোকশ্রী বলে, সর্ব্বলোক হইতে উন্নত বশতঃ অনবলোকিতমূর্দ্ধ বলে, গম্ভীর দুরবগাহ-হেতু সমুদ্রকল্প বলে, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের পাক্ষিক ধর্ম্মরত্ন সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হেতু ধর্ম্মরত্নাকর বলে, অনিকেত হেতু বায়ুসম বলে, আসক্তির বন্ধনমুক্ত চিত্ত বশতঃ অসঙ্গবুদ্ধ বলে, সর্ব্বধর্ম্ম নির্ব্বিরোধিক জ্ঞান বশতঃ অদ্বৈধত্তিকধর্ম্ম বলে, দুষ্প্রাপ্য সর্ব্ববিধ মননে অক্ষীণ যে ক্লেশ সমূহ তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাতে তেজঃসম বলে, অনাবিলসঙ্কল্প নির্ম্মলাকারচিত্ত এবং বিগতপাপ বশতঃ অপ্সম বলে, অসঙ্গ জ্ঞানবিষয়ক আনন্দ এবং যথার্থ ধর্ম্মধাতুগোচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হেতু আকাশসম বলে, নানা আবরণযুক্ত ধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত বশতঃ অনাবরণ জ্ঞান-বিমোক্ষ বিহারী বলে, আকাশ সদৃশ চক্ষুঃপথ অতিক্রম করাতে সর্ব্বধর্ম্ম প্রসূত ব্যাপ্তকায় বলে, সমুদয় লোকে যে সকল বিষয় আছে তদ্দ্বারা ক্লিষ্ট নয় বলিয়া উত্তমসত্ত্ব বলে, [ইহাকে] অনন্তসত্ত্ব বলে, অপ্রমাণ [অপরিমেয়] বুদ্ধি বলে, লোকোত্তর ধর্ম্মদেশিক [ধর্ম্মোপদেষ্টা] বলে, লোকচৈত্য বলে, লোকবৈদ্য বলে, লোকাভ্যুদ্গত বলে, লোকধর্ম্মে অনুপলিপ্ত বলে, লোকনাথ বলে, লোকজ্যেষ্ঠ বলে, লোকশ্রেষ্ঠ বলে, লোকেশ্বর বলে, লোকার্চ্চিত [পূজিত] বলে, লোকপরায়ণ বলে, লোকপারঙ্গত বলে, লোকপ্রদীপ বলে, লোকোত্তর বলে, লোকগুরু বলে, লোকার্থকর বলে, লোকানুবর্ত্তক বলে, লোকবিৎ বলে, লোকাধিপত্যপ্রাপ্ত বলে, মহাদক্ষিণীয় বলে, পূজার্হ বলে, মহাপুণ্যক্ষেত্র বলে, অগ্রসত্ত্ব বলে, বরসত্ত্ব বলে, প্রবরসত্ত্ব বলে, উত্তমসত্ত্ব বলে, অসমসত্ত্ব বলে, অনুত্তরসত্ত্ব বলে, অসদৃশসত্ত্ব বলে, সতত সমাহিত বলে, সর্ব্বধর্ম্মসমতাবিহারী বলে, মার্গপ্রাপ্ত বলে, মার্গদর্শক বলে, মার্গদেশিক [উপদেশক] বলে, সুপ্রতিষ্ঠিতমার্গ বলে, মারবিষয়সমতিক্রান্ত বলে, মারমণ্ডলবিধ্বংসনকর বলে, অক্ষয়মাণ ও শীতিভাবপ্রাপ্ত বলে, বিগততমোন্ধকার বলে, বিগতকণ্টক বলে, বিগতকাঙ্ক্ষ বলে, বিগতক্লেশ বলে, বিনীত [অপনীত] সংশয় বলে, বিমতিসমুদ্ঘাটিত বলে, বিমুক্ত বলে, বিরক্ত বলে, বিশুদ্ধ বলে, বিগতরাগ [অনাসক্ত] বলে, বিগতদোষ বলে, বিগতমোহ বলে, ক্ষীণাস্রব [বিগতকর্ম্মবন্ধ] বলে, নিঃক্লেশ বলে, বশীভূত বলে, সুবিমুক্তচিত্ত বলে, সুবিমুক্তপ্রজ্ঞ বলে, আজানেয় [সমুদায়প্রাপ্যবিষয়প্রাপ্ত] চিত্ত বলে, মহানাগ বলে, কৃতকৃত্য বলে, কৃতকরণীয় বলে, অপহৃতভার বলে, অনুপ্রাপ্তস্বকার্য্য বলে, পরিক্ষীণভবসংযোজন বলে, সম্যগাজ্ঞানবিমুক্তি বলে, সর্ব্বচেতোবশী পরমপারমিতাপ্রাপ্ত বলে, দানপারগত বলে, শীলাভ্যুদ্গত বলে, ক্ষান্তিপারগ বলে, বীর্য্যাভ্যুদ্গত বলে, ধ্যানাভিজ্ঞাপ্রাপ্ত বলে, প্রজ্ঞাপারগত বলে, সিদ্ধপ্রণিধান বলে, মহামৈত্র্যবিহারী বলে, মহাকরুণাবিহারী বলে, মহামুদিতাবিহারী বলে, মহোপেক্ষাবিহারী বলে, সত্ত্বসংগ্রহপ্রযুক্ত বলে, অনাবরণপ্রতিসংবিৎপ্রাপ্ত বলে, প্রতিশরণভূত বলে, মহাপুণ্য বলে, মহাজ্ঞানী বলে স্মৃতি-মতি-গতি-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে, স্মৃত্যুপস্থান, সম্যক্প্রহাণ, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়বল, বোধি অঙ্গ, সমথ, বিদর্শন এই সকল [উপায়] দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত বলে, উত্তীর্ণসংসারার্ণব বলে, পারগ বলে, স্থলগত বলে, ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে, অভয়প্রাপ্ত বলে, মর্দ্দিতমারক্লেশকণ্টক বলে পুরুষ বলে, মহাপুরুষ বলে, পুরুষসিংহ বলে, বিগতভয় লোমহর্ষণ বলে, নাগ বলে, নির্ম্মল বলে, ত্রিমলবিহীন বলে, বেদক বলে, ত্রৈবিদ্যানুপ্রাপ্ত বলে, চতুরোঘোত্তীর্ণ বলে, পারগ বলে, ক্ষত্রিয় বলে, ব্রাহ্মণ বলে, একচ্ছত্রধারী বলে, বাহিত [দূরীভূত] পাপধর্ম্ম বলে, ভিক্ষু বলে, ভিন্নাবিদ্যাণ্ডকোষ বলে, শ্রমণ বলে, সর্ব্বসঙ্গ [আসক্তি] পথাতিক্রান্ত বলে, শ্রোত্রিয় বলে, নিহতক্লেশ বলে, বলবান্ বলে, দশবল* ধারী বলে, ভগবান্ বলে, ভাবিত [অভ্যাসিত] কায় বলে, রাজাধিরাজ বলে, ধর্ম্মরাজ বলে, বরপ্রবর বলে, বরপ্রবরধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনানুশাসক বলে, অকোপ্যধর্ম্মদর্শক [উপদেষ্টা] বলে, সর্ব্বজ্ঞজ্ঞানাভিষিক্ত বলে, অসঙ্গ-মহাজ্ঞান-বিমলবিমুক্তিপট্টাবদ্ধ বলে, সপ্তবোধ্যঙ্গরত্নসমন্বাগত † বলে, সর্ব্বধর্ম্মবিশেষপ্রাপ্ত বলে, সমুদায় আর্য্য শ্রাবক ও মার্গ [শ্রেষ্ঠজন] অবলোকিত মুখমণ্ডল বলে, বোধিসত্ত্ব-মহাসত্ত্ব-পুত্রপরিবার বলে, সুবিনীতাবনত বলে, সুব্যাকৃত বোধিসত্ত্ব বলে, বৈশ্রবণসদৃশ বলে, সপ্তার্য্যধনবিশ্রামিত কোষ বলে, মুক্তত্যাগ বলে, সর্ব্বসুখসম্পত্তিসমন্বাগত বলে, সর্ব্বাভিপ্রায়দাতা বলে, সর্ব্বলোকহিতসুখানুপালক বলে, ইন্দ্রসম বলে, জ্ঞানবল-বজ্রধারী বলে, সমন্তনেত্র বলে সর্ব্বধর্ম্মের অনাবরণ জ্ঞানদর্শী বলে, সমস্ত জ্ঞানবিকুর্ব্বাণ [প্রকাশক] বলে, বিপুল ধর্ম্মনাটকপ্রবিষ্ট বলে, চন্দ্রসম বলে, সর্ব্বজগতে অতৃপ্তি দর্শন বলে, সমন্ত [চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত] বিপুল বিশুদ্ধপ্রভ বলে, প্রীতিপ্রামোদ্যকর বলে, সর্ব্বসত্ত্বাভিমুখদর্শনাবভাস বলে, সমুদায় জগতের চিত্ত, আশয় ও ভাজন [পাত্রত্ব] সম্বন্ধে প্রতিভাসপ্রাপ্ত বলে, মহাবৃহ বলে, শৈক্ষ অশৈক্ষ (?) জ্যোতির্গণের পরিবার বলে, আদিত্যমণ্ডলসমতিক্রান্ত বলে, বিধূত [দূরীকৃত] মোহান্ধকার বলে, মহাকেতুরাজ বলে, অপ্রমাণ [অপ্রমেয়] অনন্ত

* দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধিজ্ঞানং দশবুদ্ধবলানি বৈ।

† স্মৃতি, ধর্ম্ম [প্রবিচয়], বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

রশ্মি বলে, মহাবভাসসন্দর্শক বলে, সর্ব্বপ্রশ্ন ব্যাখ্যানও নির্দেশে অসম্মূঢ় বলে, মহা অবিদ্যান্ধকার বিধ্বংসনকর বলে, মহাজ্ঞানালোকবিলোকিতবুদ্ধি নির্ম্মিতত্ব বলে, মহামৈত্রী করুণা কৃপা-সর্ব্বজগৎসমরশ্মিপ্রযুক্ত প্রমাণবিষয় বলে, প্রজ্ঞা ও পারমিতাতে গম্ভীর দুরাসদ ও দুর্নিরীক্ষমণ্ডল বলে, ব্রহ্মসম বলে, প্রশান্ত ঈর্য্যাপথ বলে, সর্ব্ব আর্য্যাপথ চর্য্যাতে বিশেষ সমন্বাগত [পারপ্রাপ্ত] বলে, পরমরূপধারী বলে, আসেচনক [অত্যন্তপ্রিয়] দর্শন বলে, শান্তেন্দ্রিয় বলে, শান্তমানস বলে, সমর্থসম্ভারপরিপূর্ণ বলে, উত্তম সমর্থপ্রাপ্ত বলে, পরম দম সমর্থপ্রাপ্ত বলে, সমর্থ বিদর্শন-অপারপূর্ণ-সম্ভার বলে, গুপ্তজিতেন্দ্রিয়, নাগ [হস্তী সদৃশ সুদান্ত, হ্রদসদৃশ নির্ম্মল, অনাবিল ও অতিপ্রসন্ন বলে, সমুদায় ক্লেশ, বাসনা ও আবরণ বিহীন বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গের ভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে যে সকল ভাবাঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি আছে, তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলা যায়। ইহারা সংখ্যাতে তেত্রিশটি। যথা নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মান, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, লজ্জা, অবহিত্থ, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, অবিধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, আমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুষুপ্তি, বোধ। সর্ব্বদা সমান ভাবে অবিস্থিতি করে না, সমান কারণে উদিত হয় না, লক্ষণ সকলও সর্ব্বদা এক প্রকারে প্রকাশ পায় না, এই প্রকাশ ও অবস্থান বিষয়ে ব্যভিচার অর্থাৎ অনিয়ম আছে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে। ইহারা নিজের বলে উদিত হয় না বা অবস্থিতিও করে না। রাগাদি স্থায়ী ভাব সকলের বলে তাহাদিগেরই অভিমুখে বিচরণ করে। ইহাদিগের প্রকৃতি এই, সিন্ধুস্থিত উর্ম্মীশ্রেণীর ন্যায় স্থায়ী ভাব সকলেতে কখন ডুবে কখন উঠে। অথবা ইহারা ব্যভিচার হইতে জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া ইহারা ব্যভিচারী ভাব বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন নির্ব্বেদ সর্ব্বদা নিজের অযোগ্যতাজনিত নিন্দা স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং সেই কারণে আপনাকে প্রেমাস্পদের অপ্রিয়াচারী বা দূরবর্ত্তী মনে করে। এতজ্জনিত প্রবল উদ্বেগ ও পীড়া জন্মিয়া যে স্থলে আত্মাবমাননা উপস্থিত করে তাহার নাম নির্ব্বেদ। এই নির্ব্বেদে অনেক সময়ে আপনাকে স্থানচ্যুত বলিয়া সন্দেহ জন্মে, ত্রুটিত বলিয়া সন্দেহ জন্মে, এই কারণে ইহার আবির্ভাব, সুতরাং সর্ব্বদা ইহার জন্মিবার কারণ সত্য হয় না। ইহা অতীব স্বাভাবিক যে যাহাকে অতিশয় ভাল বাসা যায় তাহার প্রতি "বুঝি যত ভাল বাসা উচিত তাহা বাসা হইল না, অথবা তিনি আমাকে যত ভাল বাসেন আমি সেরূপ ভাল বাসা বিনিময় করিতে পারিলাম না" ইত্যাদি সন্দেহসূচক চিন্তা, আসিয়া আপনাকে ঘৃণিত ও নিন্দিত করিতে থাকে এবং সেই কারণে নির্ব্বেদ জন্মে। এস্থলে বস্তুগত্যা কোন ত্রুটি কিংবা নিন্দার কারণ নাও থাকিতে পারে, কেবল সন্দেহের জন্য নির্ব্বেদ উপস্থিত হইতে পারে, একারণে ইহার স্থায়িত্ব অসম্ভব সুতরাং ইহার নাম ব্যভিচারী ভাব বলা হইয়াছে। এই ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী ভাব ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, কেন না অনুরাগ না থাকিলে নির্ব্বেদের উদয় অসম্ভব। আমি যদি অত্যন্ত ভাল না বাসিতে পারি তবে আপনার ত্রুটি দুর্ব্বলতা ও অকৃতকার্য্যতা মনে আসিতে পারে না। এস্থলে চিন্তা, অশ্রুপাত, বিবর্ণতা, দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়তঃ বিষাদ—ইহা ইষ্টবস্তু (প্রার্থনীয় দ্রব্য) পাইবার চেষ্টাতে যদি বিপত্তি ঘটে অর্থাৎ সেই সকল চেষ্টা উদ্যোগ আয়োজনাদি যদি বৃথা নষ্ট হয় এবং সেই কারণে ইষ্ট বস্তু না পাওয়া যায়, আর প্রারব্ধ কার্য্যে, যদি নানা প্রকার বাধা আসিয়া সেই কার্য্য সাধনের ব্যাঘাত জন্মায়, অথবা প্রেমাস্পদের সেবা করিতে গিয়া যদি প্রমাদাদি বশতঃ অপরাধ ঘটে, কিংবা আলস্য জড়তা প্রভৃতির জন্য যদি ত্রুটিজনিত অপরাধ ঘটে, তবে তাহা হইতে যে অনুতাপ উপস্থিত হয় তাহাকে বিষাদ বলা যায়। এই বিষাদও ব্যভিচার হইতে জন্মিতে পারে অর্থাৎ সত্য কারণ ব্যতীত কেবল সন্দেহ হইতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে সুতরাং ইহাকে ব্যভিচারী ভাব বলা যায়; অথবা সর্ব্বদা সমান থাকে না বলিয়াও ইহাকে ব্যভিচারী ভাব বলা যায়। কেন না অপরাধ বা অপরাধ-বিষয়ক সন্দেহ সর্ব্বদা থাকে না বা সর্ব্বদা হয় না, কখন কখন হয়। প্রারব্ধ কার্য্যও সর্ব্বদা অসিদ্ধ থাকে না এবং ইষ্টবস্তুও সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত থাকে না। এই স্থলে উপায় ও সহায় অর্থাৎ কি করিলে ইষ্ট দেবতাকে পাওয়া যায়, কাহাকে আশ্রয় করিলে তাঁহার প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, কেন কার্য্য সিদ্ধ হইল না, কেন অপরাধ ঘটিল, কি করিলে, কাহাকে আশ্রয় করিলে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইবে, অথবা নিরপরাধ থাকিয়া প্রিয়তমের সেবা করিতে পারিব ইত্যাদি চিন্তা, এবং রোদন, বিলাপ শ্বাস, বৈরাগ্য মুখ শোষাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

তৎপর দৈন্য—দুঃখ, ত্রাস, ও অপরাধ প্রভৃতি হইতে মনে যে অনৌর্জ্জিত্য (স্ফূর্ত্তিহীনতা) ও দীনতা তাহাকে

দৈন্য বলে। এই দৈন্যও রাগাদি স্থায়ী ভাব ব্যতীত জন্মিতে পারে না। কেন না অনুরাগ না থাকিলে ভাল বাসা না থাকিলে তাহার অপচয় হয় না। যাহা নাই তাহার আর অপচয় হইবে কিরূপে? যে স্থলে অনুরাগ আছে সে স্থলে যদি সেই রাগের (প্রেমের) অপচয় হয় তবে দুঃখ জন্মে, পাপ ও বিভীষিকা প্রভৃতির মারাত্মকতা স্মরণ করিয়া মনে ভীতি জন্মে, অনুরাগ না থাকিলে তাহা নিবারণের জন্য কাতর হইয়া প্রেমাস্পদকে ডাকিতে ইচ্ছা যায় না; সুতরাং দৈন্যও জন্মিতে পারে না। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রাগাদি স্থায়ী ভাবের উপরেই দৈন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর দুঃখ ত্রাস, অপরাধ প্রভৃতি সর্ব্বদা ঘটে না, সুতরাং দৈন্যও সর্ব্বদা হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত ইহাকেও ব্যভিচারী ভাবের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এ সকল বিষয় অধিক লিখিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ভক্তিপথাবলম্বী সুরসিক পাঠক ইহা তাঁহাদিগের অতি সহজবোধ্য। তাঁহারা ব্যতীত যাঁহারা প্রথম অনুরাগবান্ তাঁহাদিগের দিগ্‌দর্শনের জন্য যে তিনটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল ইহাই প্রচুর, কেন না ইহাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা অন্যান্য ভাব সকলের ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই সকল স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, যে সকল ভাব অস্থির বা অভাবসম্ভূত দোষ বা অপরাধসম্ভূত তাহা আমাদিগের ভক্তাবতার চৈতন্যে ছিল না। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাদ্বারাই ইহার মীমাংসা হইতে পারিবে। তথাপি অতি গুহ্য ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে জটিলতা থাকিলে ভবিষ্যতে অমঙ্গল ঘটিতে পারে এই জন্য আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। গৌরাঙ্গ উজ্জ্বল প্রেমমণির পূর্ণখনি, গৌরাঙ্গ প্রচুর প্রেমরত্নের পূর্ণ রত্নাকর, সেই গৌরাঙ্গেতে অভাব, ত্রুটি, নিন্দা, অপরাধ, কার্য্যাসিদ্ধি ইষ্টাপ্রাপ্তি প্রভৃতি কিরূপে সম্ভবে? এ ভাবে দেখিলে বলিতে হয় কখনও এ সকল সম্ভব নহে. কিন্তু গৌরাঙ্গ জগতের শিক্ষার নিমিত্ত সাধারণ মানব জাতির পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা আপন জীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাতে এক দিকে যেমন মহাজনোচিত অসাধারণ ভাব সকল ছিল, অপর দিকে তেমনই সাধারণ মানবোচিত দুর্ব্বলতাও ছিল: গৌরাঙ্গ প্রেমের রত্নাকর কিন্তু সে রত্নাকরত্ব, তাঁহার সাধারণ মানবীয় অবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা স্বীকার করা আবশ্যক, কেন না মহাপুরুষ পুরুষেরই উন্নতাবস্থা। সুতরাং তাঁহাতে সেবাতে ত্রুটি ছিল, অপরাধ সম্ভব হইত, কার্য্যাসিদ্ধির ব্যাঘাতও জন্মিত; কিন্তু সাধারণ লোকের ত্রুটি দোষ অপরাধের ন্যায় তাঁহার ত্রুটি দোষ অপরাধ ছিল না। তিনি একবার হরিনাম করিলে মন আর্দ্র হইল না, ইহাই মহাপরাধের কারণ বলিয়া গণ্য করিতেন। ইহাতেই তিনি অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে বসাইয়া ভাল ভাল পুষ্প দিয়া সাজাইতে যত্ন করিলেন কিন্তু সহসা দেখিলেন প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বর আর নাই. মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সেই বিরহ তাঁহাকে শত যুগ প্রেমাস্পদের অদর্শনজনিত ক্লেশ দিয়া অতিমাত্র ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। অমনি তিনি অধীর হইয়া ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন বিলাপ শোক অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ যাহাতে আপনাকে অপরাধগ্রস্ত মনে করিতেন অন্য লোকের পক্ষে তাহা অনুভব হওয়াই অসম্ভব। অথবা প্রেমাস্পদ যাঁহাকে বড় ভালবাসি যাঁহাকে না পাইলে যাঁহার নিকটে না থাকিলে, যাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ না করিলেই অমনি অশান্তি উপস্থিত হইয়া মনকে নিপীড়িত করে, অতি অল্প কারণেই তাঁহার কার্য্যে ত্রুটি হইল বলিয়া সন্দেহ জন্মে, অপরাধ হইল বলিয়া ভ্রম জন্মে, আর বা প্রিয়তমকে না পাই এই বলিয়া সন্দেহ বিকল্প উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তোলে। ইহা বস্তুতঃ প্রকৃত অপরাধ কার্য্যাসিদ্ধি প্রভৃতি নাও হইতে পারে কিন্তু তবু প্রেমিকের মনে সন্দেহ সঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা অতিশয়ভালবাসার লক্ষণ। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায় তাহারই প্রতি এরূপ প্রকারে সন্দেহ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া প্রেমিকের হৃদয়কে আতুর করিয়া তোলে সুতরাং প্রেমরত্নাকর শ্রীগৌরাঙ্গেতেও ব্যভিচারী ভাব সকল সম্ভবপর ছিল।

কুটীর।

[মঙ্গলবার, ২৩চৈত্র, ১৭৯৭শক]

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই যে ভক্তির শেষ বিভাগ, সুন্দরের উপাসনা, সুন্দর সাধন, এইটী কেবল দ্বিতীয় বিভাগের পরিপক্কাবস্থা মাত্র। শিবং অর্থাৎ মঙ্গলময়কে দর্শন করিতে করিতে যে ক্রমে মত্ততা হয়, সেই মত্ততা হইতেই এই শেষ বিভাগের আরম্ভ হয়। এক দিকে যিনি শিবং তিনি বারংবার ভক্তের নয়নগোচর হওয়াতে, অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া ভক্তের নিকট সুন্দরং হইলেন, আর এক দিকে ভক্তের প্রেম ভক্তি বারংবার উচ্ছ্বসিত হইয়া, ঘনীভূত মোহ, মত্ততা অথবা মুগ্ধাবস্থা লাভ করিল। ঈশ্বরের অত্যল্প দয়া দর্শনে অত্যল্প প্রগাঢ় প্রেম হয়, আবার ক্রমাগত দয়ার উপর দয়া দয়ার উপর দয়া দেখিতে দেখিতে যখন ঈশ্বর "দয়াঘন" "ঘন প্রেমের আধার" হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তিনি অতি আশ্চর্য্য মনোহর রূপ ধারণ করেন, তাঁহার ঘন রূপের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং গভীর হয়। সেইরূপ দেখিলে ভক্তের প্রেম অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। ঈশ্বর ভক্তের সম্মুখস্থ অল্প স্থানের মধ্যে তাঁহার আপনার ঘন প্রেম দর্শন করান। সেই প্রেম দর্শন করিলে প্রেম হয়, কিন্তু মত্ততা হয় না, সৌন্দর্য্য না দেখিলে মন মোহিত হয় না। তবে কি প্রেম কদাকার? না কিন্তু দর্শকের পক্ষে প্রেমের সেই সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে, যে প্রেম সে দেখিতেছে, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক প্রেম না হইলে, সে তাহাতে সৌন্দর্য্য না দেখিতে পারে সুতরাং তাহার মোহ হয় না। অতএব ক্রমাগত ঈশ্বরের ঘন হইতে ঘনতর দয়া দেখিবে তিনি দয়াঘন হইয়া অতি সুন্দর হইয়াছেন এই সুন্দর রূপ ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইবে মোহিত হওয়া কি? অবাক্ হওয়া, বশীভূত হওয়া, যেমন লোক মদ পানে মত্ত হয়। একটি লোক পথে চলিতেছিল, হঠাৎ পথমধ্যে একটি সুন্দর বস্তু দেখিল, তাহার চক্ষু স্থির হইল, আর সে চলিতে পারে না সৌন্দর্য্য মানুষকে অচল এবং বশীভূত করে। ঈশ্বরের যতই ঘনরূপ দেখিবে, ততই প্রগাঢ়রূপে মোহিত হইবে। তবে মোহিত হইলে কি মানুষ নড়ে না? তবে কীর্ত্তনাদিতে মানুষ নৃত্য করে কেন?

মোহের অবস্থাতে লজ্জা ভয় বিলোপ হয়, তখন কেহই লজ্জা ভয়ের অনুরোধে কোন কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু মোহের অবস্থাতে মানুষ একেবারে জ্ঞানহীন কিংবা চৈতন্যবিহীন হয় না, আনন্দের বেগে, মুগ্ধ হওয়ার প্রভাবে সে নৃত্য করিতে থাকে। যদি সৌন্দর্য্য দেখিবা মাত্র মন মোহিত হয় তবে আবার নাচিবে কেমন করে? নাচিলে কি মন অস্থির হইয়া গেল? সৌন্দর্য্যের প্রতি কি আর দৃষ্টি রহিল না? নৃত্যের প্রতি দৃষ্টি হইল? বাহিরের অস্থিরতা কি মনের অস্থিরতা জন্মাইল? না। যেমন চার পাঁচটি কলস মস্তকে লইয়া নর্ত্তকী নৃত্য করে, গৃহস্থেরাও যেমন দুই তিনটি কলস মস্তকে বহন করে, তাহাদের মস্তক স্থির থাকে, অথচ শরীর নৃত্য করিতেছে, চলিতেছে। সেইরূপ চক্ষু বিদ্ধ রহিল সেই সৌন্দর্য্যে, প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই সৌন্দর্য্যে, শরীর কেবল নৃত্য করিতেছে। ভিতরে মন সেই সৌন্দর্য্যের আকরকে দেখিছে, বাহিরে শরীর নাচ্‌ছে হাস্‌ছে, কাঁদছে। যাহারা অশিক্ষিত তাহারা যখন নাচে কিংবা হাসে অমনি তাহাদের ভিতরের যোগ কাটিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত চক্ষুকে সেই সৌন্দর্য্যরসে বদ্ধ করিয়া রাখেন। দর্শকের নয়ন স্থির রহিল সেই সৌন্দর্য্যে, তাহার চক্ষু, হস্ত, পদ আনন্দ প্রকাশ করিল ক্ষতি কি? ইহাই যথার্থ মুগ্ধ হওয়া। ঈশ্বরের ঘন গভীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য যত বার দেখিবে তত অধিক পরিমাণে মোহিত হইবে, এবং সেই পরিমাণে প্রাণ স্থির হইয়া আসিবে। মুখ নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য বলিতে পারে, শরীর দৌড়িতে পারে; কিন্তু মন সেই কলসবাহকের ন্যায় স্থির রহিয়াছে। অতএব বাহিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না কেবল ভিতরে বারংবার অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিবে। প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্রে মুগ্ধ হওয়া সেই ঘন হইতে ঘনতর সৌন্দর্য্য দেখা। তৃতীয় বিভাগে কোন নূতন প্রকার সাধন নাই। সেই শিবপূজার শিব, অত্যন্ত প্রেমময়, প্রেমঘন, প্রেমঘনতর হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভক্তের মন মোহিত হইল। ক্রমে যত সৌন্দর্য্য দেখিবে তত প্রগাঢ় মোহ হইবে। ভিতরে স্থির রহিল, বাহিরে চঞ্চলতা। যদি ভিতরের চক্ষু অন্য দিকে তাকাইতে চায়, তবে জানিবে সেই সৌন্দর্য্য দেখা হয় নাই। যখন প্রাণ সেই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আর অন্য দিকে যাইতে ইচ্ছা করিবে না, তখন জানিবে প্রাণ স্থির হইয়াছে। যে পরিমাণে অন্য দিকে যাইবে সেই পরিমাণে মোহের অল্পতা।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে যে, ঈশ্বরের প্রতিভার সৌন্দর্য্য দর্শন হয় তাহা বাস্তবিক তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন নহে। সর্ব্বোচ্চ মুগ্ধাবস্থাতেও জ্ঞান থাকিবে যে আমি মোহিত হচ্ছি; কিন্তু নড়তে পারছিনা। চক্ষু খুলিয়াও সত্যদর্শন হইবে।

যোগ

বুধবার, ২৪চৈত্র, ১৭৯৭।

হে যোগশিক্ষার্থী, সংসারসম্বন্ধে বৈরাগ্য কি এবং কি আকার ধারণ করে তুমি ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে যেমন বাহির হইতে ভিতরে, এবং ভিতর হইতে বাহিরে, যোগের দুই প্রকার গতি শুনিয়াছ, বৈরাগ্যেরও সেইরূপ দুই প্রকার গতি আছে। এক অপদার্থ হইতে পদার্থে, আর এক পদার্থ হইতে অপদার্থে। বাহিরের এ সমুদয় অপদার্থ, কিছুই নহে, এসমুদয় অসার ইহা জানিয়া যে ভিতরে পদার্থ অন্বেষণ করা তাহাই অপদার্থ হইতে পদার্থে যাওয়া। যত বিষয় ভাল না লাগে তত বিষয়ের অতীত যিনি তাঁহাকে ভাল লাগে। যত পৃথিবীর অসারতা বুঝিবে, তত ব্রহ্মের সারতা অনুভব করিবে, যত বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইবে, তত ভিতরের আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। এই যে বৈরাগ্য ইহা অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য যাহা পদার্থ হইতে অপদার্থে গমন তাহাই শ্রেষ্ঠ। যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে এই দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি; সে কিরূপ? পদার্থ পাইয়াছি বলিয়া অপদার্থ ভাল লাগে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্য হইল বিষয়রসে মন তৃপ্ত হয় না বলিয়া, সংসার ভাললাগে না বলিয়া, যিনি বিষয়ের অতীত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া। দ্বিতীয়প্রকার বৈরাগ্য হইল, ঈশ্বরকে পাইয়া পূর্ণকাম হইয়াছি বলিয়া আর বিষয়সুখভোগের বাঞ্ছা নাই। অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন সন্ন্যাসী উদাসীনের অবস্থা। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি প্রকৃত যোগীর অবস্থা। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ বিধি। যত বিষয় লালসাত্যাগ তত ব্রহ্মপ্রাপ্তির আনুকূল্য। যত ছাড়িবে সংসার, তত পাইবে পুণ্যলোকে। ইহা বৈরাগ্যের প্রথম পথ। শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর শাস্ত্র কি? যখন যিনি এত বড় তাঁহাকে পাইয়াছ, তখন আর কেন অসারের বাসনা কর? পদার্থ পাইয়া যে অপদার্থত্যাগ তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। পদার্থলাভ উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যের হেতু। ভাল হইবে বলিয়া সংসার ছাড়া, উৎকৃষ্ট বৈরাগীর মনে এই চিন্তার স্থান নাই। কেন না তাঁহার মন পূর্ণ। পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটী ফোঁটা সংসারের সুখও রাখা যাইতে পারে না। যেমন ধর্ম্মগম্ভীর লোক, ছিপ্‌লা, চঞ্চল চিত্তলোকদিগের সঙ্গে থাকতে পারে না, যেমন যথার্থ বণিক্ সোণারূপো ভিন্ন সামান্য ঝুটো বস্তু লইয়া কার্য্য করে না। সেইরূপ যিনি পদার্থ পাইয়াছেন তাঁহার আর অপদার্থ ভাল লাগে না। ভিতরে যদি সূর্য্য থাকে বাতি জ্বালে কে, এই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যের যুক্তি। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে দীনতাবৃদ্ধি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, কল্যকার জন্য চিন্তাবিহীনতা, দুঃখী ভিক্ষুকের ন্যায় প্রতি দিন ভিক্ষা ব্রত অবলম্বন করা। শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর পক্ষে আহার চিন্তা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রহিল না। ব্রহ্ম যাহা বলেন তিনি তাহা করেন। ব্রহ্মেতেই তাঁহার স্থির নিষ্ঠা। সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্যজ্ঞানে করেন। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া। এক জন একটী টাকা দিলেন, স্বর্গের অনেক ধন পাইবেন বলিয়া, অন্য জন স্বর্গের ধন পাইয়াছেন বলিয়া পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত। বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে এই দুই বিধিই অবলম্বনীয়। কিন্তু হে যোগী, তোমার ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে শেষ বিধিই শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্রেণীর বৈরাগ্যে ত্যাগ বহু আদৃত কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর অভিধানে ত্যাগ এই শব্দই নাই। আমি একটী পয়সা দিলাম টাকা পাইবার জন্য ইহাতে ত্যাগ বলা যায়; কিন্তু উচ্চাবস্থায় যখন একটী টাকা পাইলাম, তখন একটী পয়সা দেওয়াতে যে ত্যাগ বলে সে মূর্খ, মিথ্যাবাদী। যেখানে

কেবল লাভ সেখানে ত্যাগ কি? নয় যেখানে একটী পয়সা হইল। ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানুষ স্বর্গরাজ্য পাইবে বলিয়া, যখন স্বর্গলাভ হইল তখন আর ক্ষতি কি? বাস্তবিক একটী পয়সা ছাড়া ত্যাগ হয় কি না? ত্যাগ হয় না একটী টাকার তুলনায় একটী পয়সা কিছুই নহে। ব্রহ্মকে পাইলে আর সেরূপ সংসার-পিপাসা থাকে না, সুতরাং সংসার ছাড়া আর ত্যাগ কি? যত দিন ভাল বস্ত্র না পাও তত দিন ছেঁড়া কাপড় ছাড়া ত্যাগ; কিন্তু ভাল বস্ত্র পাইলে আর ছেঁড়া কাপড় ছাড়া ত্যাগ কি? বাড়ী প্রস্তুত হইল, মনোগৃহ ধনে পরিপূর্ণ হইল, তখন জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিলে, ইহা আর ত্যাগ কি? অতএব বিষয়লালসা ছেড়ে দেওয়াকে শ্লাঘা মনে করিও না। যত দিন মনে করিবে আমি ত্যাগ করিতেছি, তত দিন তুমি অর্দ্ধ বৈরাগী। যখন জানিবে আমি ত্যাগ করিতেছি না তখন পূর্ণ বৈরাগী আর এই পর্য্যন্ত।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

শিবাবলোকনেনৈব সঞ্জাতা মত্ততা যদা।
সুন্দরোপাসনা তস্তদা বাচ্যা হি সাধকে ॥ ১ ॥
দয়াঘনঃ প্রেমঘনো ভক্তমোহনমাবহন্।
রূপমুজ্জ্বলমীশো হসা প্রসভং হরতে মনঃ ॥ ২ ॥
শিবমেব ঘনীভূতং সুন্দরত্বেন সঙ্গতম্।
প্রেমভক্তৌ ঘনীভূতে মত্ততা তত্র এব হি ॥ ৩ ॥
প্রেমসন্দর্শনে প্রেম মত্ততা ন কদাচন।
সৌন্দর্য্যেণ হি সা সিদ্ধা ভক্তানাং মোহনং হি তৎ ॥ ৪ ॥
বিমুক্তেঽপি নর্ত্তনাদি সম্ভবতি কথং পুনঃ।
ইতি যো সংশয়ং কর্ত্তুমুদিতঃ শংসনব্রত ॥ ৫ ॥
উপর্য্যুপরি সংস্থাপ্য কলসান্ পঞ্চ বাহিকান্।
বহন্ শিরসা নৃত্যং কুর্ব্বন্তো নর্ত্তকা যথা ॥ ৬ ॥
এবং ভক্তো বিমুক্তঃ সন্ শরীরেণ হি কেবলম্।
বিতনোতি চ নৃত্যাদীন্ নিলীনমনসা পরে ॥ ৭ ॥
বিকারা বিবিধা বাহ্যে দৃশ্যন্তে ন ততঃ পুনঃ।
সৌন্দর্য্যনিলয়ে দৃষ্টিস্তুন্দোলায়তে ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
সাধনানি বিভিন্নানি নাত্রোক্তানি শিবার্চ্চনাৎ।
সিদ্ধা বিমুক্তা প্রেম্নি ঘনীভূতে চ সুন্দরম্ ॥ ৯ ॥
সৃষ্টৌ প্রকটিতং যত্র সৌন্দর্য্যং তদবলোকনে।
ন দর্শনং হিসামান্যমুক্তেঽপি মোক্ষদং স তু ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে সুন্দরোপাসনং নাম দ্বাদশমুপনিষৎসু ত্রিংশত্তমমনুশাসনম্।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

যোগস্যৈব দ্বিধা ভিন্না বৈরাগ্যস্য গতিস্তথা।
অপদার্থে পদার্থে চ পদার্থে অপদার্থকে ॥ ১ ॥
বহিঃস্থিতানি বস্তূনি হ্যপদার্থানি তানি চ।
জ্ঞাত্বান্তঃ প্রবিশন্ত্যেষ পদার্থান্বেষণোৎসুকঃ ॥ ২ ॥
পদার্থাদপদার্থেষু গমনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
বিরলা অপদার্থাস্তং অদতীতাশ্রয়ং গতঃ ॥ ৩ ॥
প্রাপ্যেশং পূর্ণকামঃ স বিষয়েষু ন সজ্জতে।
ততো গতিরিয়ং শ্রেষ্ঠা হ্যসাবান্তরগতির্যতঃ ॥ ৪ ॥
ইদানীং সা সন্ন্যাসিজনস্য গতিরন্তরে।
অপদার্থাৎ পদার্থেষু যা বিপরীতা হি যোগিনঃ ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ সানুকূলা প্রথমায়াং বিরাগিতা।
দ্বিতীয়ায়াং হেয়তা হি তুচ্ছেষু বিষয়েষু চ ॥ ৬ ॥
যোগানন্দং যদা যোগী প্রাপ্নোতি পূর্ণমাত্রয়া।
বিষয়ানন্দলেশোঽপি নাবকাশং লভেত হি ॥ ৭ ॥
পরিত্যজ্য সুবর্ণং ন বণিক্ তুচ্ছেষু সজ্জতে।
অন্তরা ভাতি সূর্য্যশ্চেৎ দীপেন কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৮ ॥
বৈরাগ্যে দীনতাবুদ্ধিস্ত্যাগো ব্রহ্মাদিপ্রাপ্তয়ে।
স্বশ্চিন্তামপহায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি তে ॥ ৯ ॥
অনাত্রাহারচিন্তা হি নাবকাশং লভেত বৈ।
কেনেশেন যদাদিষ্টং তন্নিষ্ঠস্তৎ করোতি সঃ ॥ ১০ ॥
একস্তাজতি লাভায় লাভেহনন্তাগম শ্রিতঃ
আদৃতস্ত্যাগ একত্র ন নানাত্র ক্বচিৎ পুনঃ ॥ ১১ ॥
ভাতি ত্যাগঃ বাত্রাহন্যো ত্যাগশব্দস্তু পার্থকঃ।
স্বর্ণং লব্ধা কপর্দ্দানাং ত্যাগঃ কিং ত্যাগ উচ্যতে ॥ ১২ ॥
পরব্রহ্মণি নিষ্ঠাতে স্ববতৃষ্ণা নিবর্ত্ততে।
স্বীক্রিয়তে ক্ষতিঃ স্বর্গে লোলব্ধে ন সা পুনঃ ॥ ১৩ ॥
ন ত্যাগোঽস্তি ততো লাভঃ সাধকে সর্ব্বতো যতঃ।
আবর্জ্জনেব সংত্যক্তং সর্ব্বং বেশ্মনি নিষ্ক্রিতে ॥ ১৪ ॥
অতোন ত্যাগে শ্লাঘ ইত্যযোগীনঃ খলু দৃশ্যতে।
ন চাভিমানস্তদ্ধেতোস্তস্মিন্ সম্ভবতি ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥
অহং ত্যাগীতি ভাবশ্চেন্নয় সংবদতে তদা।
অর্দ্ধবৈরাগ্যযুক্তস্তু মাত্মানমবধারয় ॥ ১৬ ॥
যুক্তো ত্যাগেঽপি মহত ন ত্যাগীব প্রমন্যসে।
আত্মানং পূর্ণবৈরাগ্যভাবিতঃ সংবিভাবয় ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে বৈরাগ্যগতিকথনং নাম দ্বাদশমুপনিষৎসু ত্রিংশত্তমমনুশাসনম্।

সংবাদ।

ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার আমেরিকা হইতে জাপান যাত্রা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ভাই অমৃত লাল বসু কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া দত্তপুকুর, কাগুলে নিবাদহ গ্রামে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিয়া আসিয়াছেন। উক্ত গ্রামবাসিগণ উহাঁদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত রবিবার দোপাপাড়াস্থ গ্রামের ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু ও ভাই কেদার নাথ দে ও কলিকাতাস্থ কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু যাইয়া উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

আচার্য্য মহাশয়ের শরীর ক্রমে সুস্থতা লাভ করিতেছে।

প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরীরের অবস্থা শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। তিনি অসুস্থতানিবন্ধন নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। গতবর্ষে তিন বাটী দুগ্ধপান করিতেন, এবর্ষ একবাটী মাত্র দুগ্ধ পান করেন। আহার্য্য ফলের পরিমাণও অল্প হইতেছে। দু তিন দিনে এক ছটাক চাউলের অন্ন খান কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন জুলাপ লইতে হয়; পদব্রজে গমনের সামর্থ্য নাই। আমরা আশা করি জলপথে ভ্রমণে শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিবে।

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ১২ই অগ্রহায়ণ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৭ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১৬ ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৮০৫ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে মহেশ্বর, অতুল তোমার ঐশ্বর্য্য, সমুদায় বিশ্বসংসার তোমারই, অথচ এ সকলেতে তোমার নিজের কিছু প্রয়োজন নাই, যাহা কিছু তোমার, সকলই তোমার সন্তানগণের জন্য। তুমি আমাকে তোমার মত হইতে আদেশ করিয়াছ। আমি তোমার নিকট হইতে যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, সে সকল আমি আমার জন্য নিয়োগ করিব না, কিন্তু অপরের জন্য নিয়োগ করিয়া তোমার মত হইব, এইতো তোমার আদেশ। তোমার বৈরাগ্যের অপর দিক্ প্রেম। প্রেম ছাড়া যে বৈরাগ্য তাহা পৃথিবীর স্বর্গের নহে। তুমি আপনি আত্মসম্বন্ধে উদাসীন বৈরাগী, কিন্তু অপরের সম্বন্ধে মহালক্ষ্মী মহাশ্রী। তোমার স্নেহ প্রেম অজস্রধারে তুমি জগতের উপরে ঢালিতেছ। আমার বৈরাগ্য আমায় কঠোর হৃদয় করিবে, পরের সুখের প্রতি উদাসীন করিবে, অন্যের সুখের জন্য লালায়িত করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার হইলাম কোথায়? আমাতে প্রেম নাই, কেবল বৈরাগ্য আছে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এত দিন আমার সাধন ভজন সকলই বিফল হইয়াছে। সাধন ভজন ঠিক হইয়াছে কি না এক প্রেম দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। মানিলাম, আমি প্রেমিক শ্রেণীর লোক নই, কিন্তু তোমার কৃপায় তাঁহাদিগের অনুগামী হইব, তাঁহাদিগের গুণলাভ করিব, যদি ইহা না হয়, তবে তোমার স্বরূপের সঙ্গে আমার একতা হইল কি প্রকারে? যাহা নাই, তাহা সাধন ভজন উপাসনাযোগে সাধককে তোমার কৃপা আনিয়া দেয়, ইহাতো কথার কথা নহে। আমি আমার জীবনে বৈরাগ্যের বিভীষিকা দেখাইয়া লোককে ভীত করিলাম, কিন্তু আজও প্রেমের মধুর আকর্ষণে একটি লোককেও মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইলাম না। যদি প্রেম লোককে মুগ্ধ করিতে না পারিল তবে তাহার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইব কি প্রকারে? হে প্রেমময়, আমি জানি তোমার প্রেম অতি গূঢ়। এমন ভাগ্যবান্ লোক অতি অল্প আছে, যাহারা তোমার প্রেম দেখিয়া তোমার প্রতি চির দিনের জন্য মুগ্ধ হয়। তোমার সাধকের প্রেম সকল লোকে বুঝিতে পারে না, কেন না তাহাতে কোন আড়ম্বর নাই। এ কথা ঠিক হইলেও, তুমি এবং তোমার সাধকগণ প্রেমসম্বন্ধে এমন নিঃসংশয় যে, লোকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর বলিয়া ভৎর্সনা করিলেও তাহাতে অনুদ্বিগ্ন, কেন না জান, যাহাকে তাহারা নির্দ্দয়তা

ও নিষ্ঠুরতা বলিতেছে, তাহা উচ্চতম প্রেম হইতে কল্যাণের জন্য সমাগত, লোক সকল বুঝিতে না পারিয়া তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, যদি প্রেম লোকে বুঝিতেও না পারে, তথাপি আপনার হৃদয়ের ভিতরে যেন দেখিতে পাই, একটুও প্রেমের হ্রাস হয় নাই, আর যদি মুগ্ধ হয়, তন্মধ্যেও যেন দেখিতে পাই, এমন কিছু সাংসারিক ভাব তাহাতে প্রবিষ্ট হয় নাই, যাহাতে মিথ্যা দ্বারা লোককে মুগ্ধ করা হইয়াছে। প্রেমের মুগ্ধকরত্বশক্তি এখন প্রকাশ না পাউক, কালে প্রকাশ পাইবেই, সুতরাং ভাবী মুগ্ধকরত্বশক্তির উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া যেন দাস নিয়ত স্বর্গীয় জীবন যাপন করিতে পারে এই তোমার নিকটে ভিক্ষা।

পার্থিব ভাবে বিধান পূর্ণ হয় না।

পূর্ব্বে যত গুলি বিধান হইয়া গিয়াছে, তাহার সমুদায় গুলি একাধারে নিবিষ্ট করিয়া বর্ত্তমান বিধান পূর্ণ করিতে হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? এক বিধানের এক ভাব জীবনে পূর্ণ করা সহজ নহে, তাহাতে সমুদায় বিধান একত্র পূর্ণ করা ইহা কি কখন হইতে পারে? হয় সংসারী হও, না হয় যোগী হও, এদুয়ের মধ্যে মধ্যপথ কোথায়? কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তুমি যে যোগীও হইবে, ভক্তও হইবে, কর্ম্মীও হইবে, সংসারীও হইবে, ইহা কোন কার্য্যের কথা নহে। তুমি হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের বিশেষ বিশেষ ভাব আপনাতে প্রতিফলিত করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবে। যদি মনুষ্য প্রকৃতিতে ইহা সম্ভবপর হইত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ বিসংবাদ পৃথিবীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিত না। এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কত সম্প্রদায়, এক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কত সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ও কত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দুই জন মনুষ্যের মুখ যেমন এক প্রকার নহে, দুই জনের মত ও ধর্ম্মও এক প্রকার নহে। এক ধর্ম্ম স্বীকার করা মৌখিক, মনুষ্য পরস্পর একান্ত ভিন্ন।

উপরিউক্ত যুক্তি মনুষ্যমনে এত প্রবল যে যুক্তি দ্বারা তাহা নিরসন করা নিষ্ফল। মানুষ যত ক্ষণ আপনাতে সমুদায়ের মিলন সম্পাদন করিতে সক্ষম না হইতেছে তত ক্ষণ সহস্র যুক্তি দিয়া তাহাকে বুঝান সুকঠিন। যাহার মনে দুটি ভাবের সমাবেশ হয় না, সে এতগুলি ভাবের একত্র সমাবেশ কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? পৃথিবীর সাধারণ লোকের নিকটে নববিধান এক প্রকার প্রহেলিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুখে না হউক কার্য্যতঃ আমরাও কি তাহাদিগের সঙ্গে সায় দিয়া চলিব? পার্থিব দৃষ্টিতে যাহারা সমুদায় বিষয় অবলোকন করে, তাহাদিগের নিকট যাহা অসম্ভব বোধ হয়, পার্থিব ভাবে তাহা অসম্ভবই। যত ক্ষণ সেই পার্থিব ভাব আছে, তত ক্ষণ অসম্ভব থাকিবে। পার্থিব ভাবের অতীত স্থানে উপস্থিত না হইলে বিধান পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। আমরা ইহার দৃষ্টান্তস্থলে যোগ ও সংসার উভয়কে গ্রহণ করিতেছি। এইটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইলে অন্যান্য বিভাগের বিষয়েও অপার্থিব ভাবের প্রয়োজন সকলে বুঝিতে পারিবেন।

যোগ ও সংসার এ দুই পরস্পর বিরোধী সামগ্রী। একটি অনুসরণ করিতে গেলে আর একটির অনুসরণ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। সংসারের সঙ্গে বিয়োগ সাধিত না হইলে অধ্যাত্ম যোগ সাধিত হইবে কি প্রকারে? সংসারের চিন্তা যাহার মনকে অধিকার করিয়া আছে, তাহার যোগারম্ভ অসম্ভব। সংসার ছাড়িয়া যোগ করিতে হইবে, ইহা সর্ব্বসাধারণ

বিধি। এ বিধির ব্যতিক্রম কোনকালে হইবার সম্ভাবনা নাই। সংসারে জীবন্মুক্ত হইয়া বাস, সেকালে নিয়ম ছিল। সমুদায় ভোগের বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া হর্ষশোকাদির অতীত হইয়া স্থিতি জীবন্মুক্তি। এই অবস্থালাভ সহজে হইতে পারে না। যোগ দ্বারা যাহার ঈশ্বর ভিন্ন আর সমুদায় বিষয়ে স্পৃহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে তাহারই সম্বন্ধে ইহা সম্ভবে। এ অবস্থা লাভ করিতে গেলে সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোর যোগপথ অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুমাত্র অভিলাষ থাকে না। জনক প্রভৃতি জীবন্মুক্ত ঋষিগণ সংসারে ফিরিয়া আসিতে নিতান্ত নিরভিলাষী ছিলেন, কেবল ঈশ্বরাদেশের অনুরোধে আসিয়াছিলেন। আসিয়াও তাঁহারা সংসারকে যোগের অভ্যন্তরে গ্রহণ করেন নাই, তাহাকে বাহিরে রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সংসার ও যোগ এ দুয়ের পার্থক্য, বলিতে হইবে, জীবন্মুক্তগণের জীবনে চিরদিনের জন্য ছিল।

নবীন যোগে সংসারে স্থিতি করিয়া সংসার নাই, এইরূপে বাস করিতে ব্যবস্থা। শ্মশানস্থ ব্যক্তির যেমন কেহ থাকিয়াও নাই, সংসারসম্বন্ধে যোগীরও অবস্থা তদ্রূপ। যোগী সংসার জয় করিবেন সংসার কর্ত্তৃক তিনি কখন পরাজিত হইবেন না। কে সংসার জয় করিতে পারে? সেই ব্যক্তি যে সংসারের শোক দুঃখ হর্ষ আহ্লাদের বিষয় সমূহের অতীত হইয়াছে। সংসারে থাকিয়া যে ব্যক্তি সংসারিগণের ন্যায় অশনবসনাদিতে আসক্ত, তাহার যোগাবলম্বন বিফল। এই সকল বিষয়ের চিন্তা তাহাকে এমনি করিয়া সংসারের সঙ্গে দৃঢ় করিয়া বান্ধিবে যে, তাহার যোগের উচ্চভূমিতে আরোহণ সুদূরপরাহত। যোগী ব্যক্তি সংসারে স্ত্রীপুত্র পরীবারের অশন বসন ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন না তাহা নহে, কিন্তু তিনি সেই সকল বিষয়ে আপনি আসক্ত হইয়া পরিজনবর্গের তৎপ্রতি আসক্তি দিন দিন গাঢ়তম করিয়া দিলে, তাহাদিগের তজ্জনিত পিপাসা তাঁহাকে দিন দিন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে, ইহা একান্ত যোগবিরুদ্ধাবস্থা। যোগী সদা নিশ্চিন্ত। তিনি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আহার পানাদি লাভ করেন, এবং যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, এবং পরিবারবর্গকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। যদি তিনি স্বয়ং এতৎসম্বন্ধে দৃঢ়ব্রত হন, তাঁহার পরিবারবর্গ সে ব্রতের অবশ্যই অনুসরণ করিবে। যেখানে এই প্রথম সোপানেই দৃঢ়তা নাই, সেখানে যোগারম্ভ হওয়া সুকঠিন।

আহার পানাদি বিষয়ে যে প্রকার, পরিজনবর্গ সহ বিবিধ কর্ত্তব্য পালনেও যোগী ব্যক্তিকে সেই প্রকার দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে। যেখানে ভোগের সম্বন্ধ আছে, সেখানে ভোগের বিষয় না থাকিলে মনের যে প্রকার অবিকার অবস্থা থাকে, তদ্রূপে যেমন স্থিতি করিতে হইবে, তেমনি আলাপ ব্যবহারাদিতেও পার্থিব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখানে বিবেককে সহায় করত তৌলদণ্ড ধারণ করিয়া সমুদায় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যোগী কখন ব্যবহারাদিতে অবিবেকী হইতে পারেন না। বিবেক ও বৈরাগ্য যোগপথে এ দুই প্রধান সহায়। যেখানে বৈরাগ্য আছে, বিবেকের নিদেশ প্রবলতর, সেখানে সংসার ভোগাদি দ্বারা সাধককে মুগ্ধ করিতে পারে না, তিনি বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রভাবে সংসারকে নিয়ত আত্মবশে রক্ষা করেন।

যোগী ব্যক্তি প্রেমিক নহেন, এ অপবাদ মিথ্যা অপবাদ। যোগী যে প্রকার প্রেমিক সংসারে সে প্রকার প্রেমিক কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসারিগণের প্রেম সংসারের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। যত দিন ভোগাদিজনিত সম্পর্ক থাকে, তত দিন প্রেমও থাকে, যাই সে

সম্পর্ক চলিয়া যায়, প্রেমও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া যায়। সংসারিগণ মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক ভাবে সংসারের বিষয় লইয়া আত্মীয় স্বজন পরিজনাদির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, যাহারা সংসারাসক্ত তাহারা এইরূপে ব্যবহার লাভ করিয়া মনে করে যথেষ্ট প্রেম লাভ করিতেছে, কিন্তু কালে উভয়েরই ভ্রম প্রকাশ হইয়া পড়ে। যোগীর প্রেম নিত্যসম্বন্ধের ভূমির উপরে সংস্থাপিত, সুতরাং কোন কালে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। যদি বিধান পূর্ণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপে পার্থিব ভাব পরিহার করিয়া দিব্যভাব স্বীকার করিতে হইবে। এই ভাবের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সাধক সর্ব্বত্র নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে পান, এবং এই নিত্যতার ভূমিতে সমুদায় বিরোধী ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়

ধর্ম্মের উচ্চতা কোথায় ?

পৃথিবীতে যাহা উচ্চতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ধর্ম্মজগতে তাহা নীচতা, আবার ধর্ম্মের উচ্চতা পৃথিবীর নির্দ্দিষ্ট নিম্নভূমিতেই অবস্থিতি করে। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, পদমর্য্যাদা, জনবত্তা, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য বীর্য্য, প্রভাব, প্রাচুর্য্য যত অধিক হয় পৃথিবীতে তত উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আবার এ সকল বাড়িলেই ধর্ম্মজগতে উচ্চতা হ্রাস হয় এবং কমিলেই উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এই জন্য পূর্ব্বকালে ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ নির্ম্মৎসর ঋষিগণ সর্ব্বদাই সংসারের বৈষয়িক উচ্চতা হইতে দূরে থাকিতে যত্ন করিতেন। এই কথার প্রমাণ দিবার জন্য এক জন ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "রম্যং হর্ম্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রাব্যং ন গীতা দিকং, কিংবা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকং প্রীতয়ে। কিন্তু প্রান্তপতৎপতঙ্গপবনব্যালোলদীপাঙ্কুরচ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তোবনান্তং গতাঃ॥" সাধু পুরুষদিগের ভোগের ও বসতির জন্য কি মনোহর অট্টালিকা ছিল না? মনোহর সংগীতাদি কি তাঁহাদিগের শ্রবণে কখন প্রবেশ করে নাই? প্রাণসমা পত্নী সমাগম জন্য সুখ কি তাঁহাদিগের প্রীতি বর্দ্ধনের জন্য ছিল না? ছিল কিন্তু দীপকলিকার প্রান্তে একটি পতঙ্গ উড়িলে পক্ষবায়ুতেই যেমন উহার ছায়া চঞ্চল হয় তেমনি এ সকলকে তাঁহারা অতি চঞ্চল অস্থায়ী জানিয়া বনান্ত গমন করিতেন।

বস্তুতঃ সংসারের দ্রব্য সামগ্রী সংসারের অশন বসন সংসারের পান ভোজন সংসারের শয়ন উপবেশন প্রভৃতি মনুষ্যশরীরের উপযোগী যত বিষয় আছে তাহা সমুদায় প্রাণের কল্যাণহারী। এই সকল বস্তুর বা বিষয়ের পরিমাণ যত অধিক হয় ততই মনুষ্য অন্ধ (অন্তর্দৃষ্টিবিহীন) হইয়া পড়ে। এই সকল ভোগ্য ভোজ্য পদ পদার্থ আবরণ হইয়া স্বর্গীয় দৃষ্টির অবরোধ জন্মায়, তখন মানুষ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সর্ব্বদর্শিত্ব সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ভুলিয়া যায় এবং আপনার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান কর্তৃত্বই সর্ব্বদা দেখিতে পায়। কেবল দেখিতে পায় তাহা নয়, সে আপনা অপেক্ষা আর কাহারও শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি থাকা ভাল বাসে না, সুতরাং অন্য কাহারও ঐ সকল বিষয়ের সদ্ভাব দর্শন করিতেও পায় না। এইরূপে অহঙ্কারের রাজ্য ও শাসন বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের পদ শক্তি গৌরব প্রভৃতি অন্ধতার মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই কারণে সংসারকে বিষবৎ মারাত্মক বলিয়া মানিতেন। এই জন্যই তাঁহারা দরিদ্রতার প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা অতি যত্নের সহিত বিষয়বৈরাগ্য সাধন করিতেন, এবং বিষয় বিরাগের মহিমা ও গৌরব এত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে অনেকে বিষয়ের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে ভয় পাইয়াছেন। এই কারণে ঋষিগণ

ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হইয়া সংসারে শীত বাত আতপ প্রভৃতি দ্বারা বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেন, অন্নাভাবে অনশনে কাল যাপন করিতেন, তথাপি বিষয়স্পর্শ করিতেন না। ধন সম্পদের অভাব হওয়াতে মান মর্য্যাদার অভাব হইত, অনেক সময়ে উপহাসকারী অত্যাচারী লোকদিগের ভিতরে পড়িয়া উপহসিত তিরস্কৃত অপমানিত হইতেন, তাহাতে তাঁহাদের মন আরও ভাল হইত; আপনার অক্ষমতা দুর্ব্বলতা সুন্দর অনুভব করিয়া সকল বিষয়ে ঈশ্বরপরায়ণতা শিক্ষা করিতে পারিতেন, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের আশাপ্রদ সুপ্রসন্ন মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অবিচলিত ভাবে কালযাপন করিতে পারিতেন; নানাবিধ অভাবজনিত উত্তেজনাতে পড়িয়াও অনুত্তেজিত ও অবিরক্ত থাকিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন সুতরাং দুঃখ দরিদ্রতাকে তাঁহারা আদর করিতেন ভাল বাসিতেন।

কেবল ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণই এইরূপ করিতেন, অন্য কেহ করিতেন না এরূপ নহে, ধর্ম্মজগতের যে দিকে যে প্রদেশে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই স্থলেই দেখা যায় নিম্নভূমি হইতে ধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইয়াছে। মহামুনি শাক্য এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্র ছিলেন, রাজ্য পদ ধন সম্পদ্ স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে ধর্ম্মের অন্তরায় জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর নির্ব্বাণতত্ত্ব সাধন করিয়াছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গও বিষয়ের ভিতরে থাকিয়া যখন তাহার বিষশক্তি তাঁহার উপরে কার্য্য করিতে লাগিল তখন বাধ্য হইয়া সংসার বিসর্জ্জন করিয়া দারিদ্র্য, পদ ও মর্য্যাদাহীনতা, অগৌরব ও দীনতার সমুদ্রে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। মহাপুরুষ এব্রাহিম, মহাপুরুষ মুসা, মহর্ষি ঈশা প্রভৃতি যত বড় লোক জগতে নূতনত্ব প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সাংসারিক সুখের সংস্পর্শ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

এত গেল অবস্থাসম্বন্ধে আবার মনসম্বন্ধে হৃদয়সম্বন্ধেও বিচার করিলে পৃথিবীর বস্তু আর স্বর্গীয় বস্তুতে অনেক বিভিন্নতা প্রতীয়মান হইবে। ধর্ম্মজগতে ক্রোধ হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ নিন্দা করা হইয়াছে কেন না ইহারা ধর্ম্মজগতের উচ্চতা বিলোপ করে কিন্তু পৃথিবীতে ইহারাই উচ্চতা স্থাপন করে। এক জন লোক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন বা করিতেছেন ইহা তাঁহার ধার্ম্মিকতার কারণ বা প্রমাণ নহে *। এক জন ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার চরিত্র তাঁহার কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং তাঁহার বাগ্মিতা তাঁহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। আমি পণ্ডিত, আমি সদ্বক্তা, আমি অতি বুদ্ধিমান্, আমি উচ্চ বংশসম্ভূত, আমার পিতা পিতামহ মহা ধনবান্, আমি মহাতপস্বী, আমি প্রত্যাদিষ্ট ইত্যাদি অহঙ্কারাত্মক বাক্য পার্থিববলসম্ভূত। ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌরব পৃথিবীর নিম্নভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মজগতের উচ্চ ভূমিতে স্থান পাইতে পারে না। প্রহারোদ্যত ব্যক্তির সম্মুখে পৃষ্ঠ স্থাপন করা, কটু ও তিরস্কারকারীকে আশীর্ব্বাদ করা, পুত্রহন্তার পুত্রের নিত্যকল্যাণ বর্দ্ধন করা, শত্রুর পদতলে প্রণতি পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করা, অপমানকারীকে সম্মান করা ইত্যাদি যাহাতে সংসারে নীচতা প্রকাশ পায়, হেয় ও অবজ্ঞাত হইতে হয়, তাহাতেইতো স্বর্গে সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। সকলেই জানে দীনতা বিনয় সহিষ্ণুতা ক্ষমা প্রভৃতি স্বর্গের ধন, সেই ধন যাহার আছে স্বর্গরাজ্যে তাহার কোন অভাব হয় না, পৃথি-

* ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ। স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

বীতে তাহার অভাব। যাহাদিগের ভিতরে অহঙ্কার অভিমান মত্ততা প্রভৃতি থাকে তাহারা এই সকল সহ্য করিতে পারে না। তাহারা ক্ষমা বিনয় সৌজন্য প্রভৃতির শক্তি ও সৌন্দর্য্য দ্বারা বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু অক্ষম অহঙ্কার প্রভৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্থির থাকিতে পারে না। অহঙ্কার ও অভিমান তাহাদিগকে স্ফীত করিয়া তুলে, স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং স্বর্গে আর তাহাদিগের স্থান হয় না, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উচ্চতা আর থাকিতে পারে না। সুতরাং অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে যে স্বর্গে যাহাতে গৌরব ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় পৃথিবীর লোকে তাহাকে নীচতা বলে; যে কর্ম্ম করিলে স্বর্গেতে প্রশংসাবাদ হয় পৃথিবীতে সেই কার্য্য করিলে নিন্দাবাদ প্রচারিত হয়। তাই বলি কত কাল গেল, কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, কত অবস্থান্তর ঘটিল, তবু মনুষ্য ধর্ম্মের গৌরব কিসে বৃদ্ধি পায় তাহা বুঝিতে পারিল না। আরও অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মহানুভব মনুষ্য জ্ঞানবলে অনেক গুহ্যতত্ত্ব মীমাংসা করিতে পারেন, জটিল দুরূহ বিষয় সকল তন্ন তন্ন করিয়া অন্যকে বুঝাইয়া দেন, কিন্তু নিজের জীবনে তাহার চিহ্নমাত্রও ধরিয়া রাখিতে পারেন না। যখন অন্যকে বুঝাইতে পারেন, জটিল তত্ত্ব সকল পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতে পারেন, তখন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই, ইহা বলিব কিরূপে? আবার জীবনে কোন চিহ্ন না থাকিলে বুঝিবার বিষয় সপ্রমাণ হওয়াও দুর্ঘট *। কেন না বিষয় বুঝিলেই সেই বিষয়টি বুদ্ধির ও কার্য্যের নিয়ামক হইবে তাহা না হইলে বুঝা প্রকৃত বুঝা বলিয়া গণ্য হয় না। গালিলিও বুঝিয়াছিলেন, পৃথিবী ঘুরে—এই জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে অসহনীয় যন্ত্রণা কারাগার সহ্য করিতে না পারিয়া এক বার বিশ্বাস্য বিষয়ের বিরুদ্ধ কথা বলিতে সম্মত হইয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি বলিলেন "এই পৃথিবী এখনও ঘুরিতেছে। আমি দেখিতেছি হায় হায়, আমি তুচ্ছ নশ্বর জীবন রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বাসবিরুদ্ধ কথা বলিলাম?" বস্তুতঃ যে সত্য বুঝে, সত্যের গৌরব বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, সে কদাচ সে সত্য সংসারের সুখ দুঃখের অনুরোধে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে বুঝে সে তাহা পালন করে, কিন্তু যে কথা বলিবার সময়ে বলে, কার্য্য করিবার সময়ে করে না, সে কদাচ তাহা বুঝে নাই। কেবল গালিলিও নহে শত সহস্র ধার্ম্মিক লোক এই জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন তবু যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষদিগের জীবনে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ সকল প্রকাশ পাইতেছে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কিংবা ভজন সাধন করিয়া যে প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াই হউক না কেন, সত্য বুঝিয়া তাহা পালন না করিলে কিংবা পালন করিতে না পারিলে শুদ্ধ কথা দ্বারা কি ফল দর্শিতে পারে? কিছুই না। যদি ক্রোধ করা বুঝিয়া থাকি তবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ক্রোধ করা উচিত নহে বলিয়া উপদেশ দিয়া আবার স্বয়ং ক্রোধ করিলে পৃথিবী সেই ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করিবে তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না। ধর্ম্মের জীবন দীনতা, ধর্ম্মের জীবন বিনয়, ধর্ম্মের জীবন ইন্দ্রিয়সংযম, যদি এ সকল কথা বুঝিয়া থাকি তবে দীন, হীন, বিনয়ী, সংযতাত্মা হইতে হইবে। কাঙ্গাল না হইলে ঈশ্বরলাভ ধর্ম্মলাভ অসম্ভব যদি বুঝিয়া থাকি আমাকে কাঙ্গাল হইতেই হইবে। সুখসম্পদের সংস্পর্শে আত্মা মলিন হয় যদি বুঝিয়া থাকি তবে সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা ধর্ম্মের উচ্চতা কোথায় দেখাইতে গিয়া অনেক কথা বলিলাম এক্ষণে সংক্ষেপে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া

---

* সন্ত পরমারথী শীতল উনকি অঙ, তপন্ বুঝাওত আন্কো ধয়াওত আপুনা রং। তুলসী দাস।

যাইতেছে। ধর্ম্মের উচ্চতা কোথায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবী যাহাকে উচ্চতা বলে তাহা ধর্ম্মজগতের উচ্চতা নহে, পৃথিবীতে যাহা নীচতা তাহাই ধর্ম্মজগতের উচ্চতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সঙ্গে ধর্ম্মের ঠিক বিপরীত সম্বন্ধ। এই জন্য ভগবদ্গীতাতে লিখিত হইয়াছে, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" সাধারণ প্রাণিগণ যাহাকে রাত্রি বলে অর্থাৎ সাধারণ মানবগণ যাহাতে (ধর্ম্মেতে) নিদ্রিত, সংযমী তাহাতে জাগ্রৎ থাকেন, আবার সাধারণ মানবগন যাহাতে জাগ্রৎ থাকেন, যথার্থদর্শী মুনি তাহাতে নিদ্রিত। ইহা দ্বারা বুঝা যায় সংসার মানুষকে অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়; অর্থাৎ অক্রোধীকে ক্রোধ করিতে শিক্ষা দেয়, বিনয়ীকে উদ্ধত করিয়া তোলে, দয়ালুকে নিষ্ঠুরতা শিখায়, প্রেমিক বৈরাগীকে বিষয়ে আসক্ত করিয়া তোলে, সুতরাং সংসারের শক্তি বিষের ন্যায় মনুষ্যকে হতচেতন করিয়া রাখে, অন্যথা সংসারের গৌরবকে গৌরব বলিয়া ধার্ম্মিক লোকেরা স্বীকার করিবেন কেন? বস্তুতঃ সংসার বা বিষয় তমোগুণোৎপন্ন, সুতরাং ধর্ম্মের গৌরব দেখিতে পায় না, প্রত্যুত ধর্ম্মের গৌরবকে নীচতা বলিয়া উপহাস করে। সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের এই বিরুদ্ধ ভাব চির কাল চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু নববিধান বলিতেছেন যে এই চিরপ্রসিদ্ধ বিরোধ এবার দূর করিয়া দিবেন; সংসারের ভিতরেই ধর্ম্মের উচ্চাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নববিধান ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন

[illegible]

অবিরোধে জীবন নির্ব্বাহিত হওয়ার আমরা পক্ষপাতী নহি। প্রবাহ অপ্রতিরোধে যখন চলিতে থাকে, তখন তাহার বেগ অনুভূত হয় না এবং বর্দ্ধিত হয় না। প্রবাহের মুখে এক খণ্ড প্রস্তর চাপাইয়া দাও, দেখিবে যত ক্ষণ না ঐ প্রস্তর খণ্ডকে স্থানান্তরিত করিতে পারিতেছে, তত ক্ষণ উহার তর্জ্জন গর্জ্জন কেমন বাড়িয়াছে। এত কাল যে প্রবাহ শান্তভাবে চলিয়াছিল, তাহার প্রবল বেগ দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। নদীর এক কূলের স্রোত অন্যকূলে গিয়া লাগিতেছে, সে কূল হইতে অন্যকূলে আসিয়া পঁহুছিতেছে, যেখানে আসিয়া পঁহুছিয়া প্রতিবন্ধক পাইতেছে, অমনি সেই স্থানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রবাহে নিঃক্ষেপ করিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া এমন অভিলাষ হয় না যে জীবন নিস্তব্ধ শান্তভাবে প্রবাহিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাউক। যখন তোমার চরিত্রে কোন একটি অসাধারণ লক্ষণ দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে, আর সেই লক্ষণ প্রতিবেশীর চক্ষে অসহ্য আলোক দান করিবে, জানিও সময় আসিয়াছে, যে সময়ে তোমার অত্যন্ত নিকটসম্পর্কীন আত্মীয়ও তোমার বিরোধে দণ্ডায়মান হইবে। তুমি যত দিন স্বলক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছিলে, তত দিন সমুদায় শান্তভাবে চলিয়াছে, আর যখন তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিবার নহে, তখন তোমাতে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ঠিক স্বর্গীয় কি না, তাহার পরীক্ষা সমুপস্থিত। এই পরীক্ষা তোমার বিশেষ ভাবকে সংসারের চক্ষে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবে। আক্রমণ যে পরিমাণে প্রবল এবং সাংঘাতিক, সেই পরিমাণে জানিও তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সমুদিত। জীবনের পরীক্ষাতে ভীত কম্পিত এবং পশ্চাদ্গামী হওয়া, আর আপনাকে অনাত্মরাজ্যে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করা, দুইই এক। অমৃতত্ব অর্পনে পরীক্ষার আশঙ্কা সমতা জানিয়া অবিচলিতভাবে স্থিতি স্বর্গীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ। যে সহজ নহে লোক দেখাইবার জন্য কেহ যে আপনাকে পরীক্ষার মুখে স্থিরতর রাখিবে তাহার সম্ভাবনা নাই।

শাস্ত্র এবং তাহার ব্যাখ্যা এ দুইয়ে প্রভেদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা সমুচিত। শাস্ত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে সমাগত হয়, এবং তাহার একটি বাক্যে অপর একটি বাক্য খণ্ডিত হয় না। শাস্ত্রের এক ব্যাখ্যা অনেক সময়ে অপর ব্যাখ্যা খণ্ডন করে। শাস্ত্র বলিতে যদি কোন এক খানি সমগ্র গ্রন্থ বুঝায়, তাহা হইলে শাস্ত্রসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা সংলগ্ন হয় না। কেন না তন্মধ্যে সময়োচিত এমন [illegible] পর সময়ে লগ্ন হয় না। [illegible] াই লোকে অনায়াসে [illegible] করিতে পারে, ব্যাখ্যা নিত্য নূতন হয়। মনুষ্য মন যখন যে অবস্থায় অবস্থিত, তৎকৃত ব্যাখ্যাও ঠিক সেই প্রকার হইবে। শাস্ত্রে বহু বিষয় আছে, কিন্তু এক জন মানুষ ঠিক আপনার মনের মত বিষয় গুলিকে গ্রহণ করে

এবং যেগুলি তাহার অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্মিলিত হয় না সেগুলি সে ব্যাখ্যাযোগে আপনার মনের মত করিয়া লয়। এ প্রকার ব্যাখ্যা চিরকাল চলিবে, কেহ যে বাধা দিয়া রাখিবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে সমুদায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সে সময়ে ব্যাখ্যার প্রাচুর্য্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু যে সময়ের অবস্থা সেরূপ নহে, সে সময়েও ব্যাখ্যানের ত্রুটি হইবে না, কেন না শাস্ত্র মানুষের জীবনের ভিতর হইতে সমুপস্থিত হয়, বাহিরের শাস্ত্র হইতে নাহে। এক জনের চিত্ত যে সোপানে উত্থান করিয়াছে, সেই সোপানের অনুশাসন সকল সে গ্রহণ করিবে এবং অনাবিধ শাসন প্রতিভাত হইলে জীবনের সঙ্গে তাহার সম্মিলন হয় না বলিয়া তাহাতে ব্যাখ্যান্তর যোগ করিতে যত্ন করিবে। আমাদিগের নিজ নিজ জীবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যদি দেখি, তাহা হইলে এই প্রকার প্রক্রিয়া চলিতেছে দেখিতে পাই। কোন কোন হৃদয় হয়তো চির দিনের জন্য কতক শাসন গ্রহণ করিয়া কতকগুলিকে ব্যাখ্যার বলে স্থানচ্যুত করিয়া রাখিবে। সকলের এতৎসম্বন্ধে সাবধান থাকা সমুচিত, এবং এই দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেখানে ঈশ্বরের স্পষ্ট অনুজ্ঞার সহিত কোন একটি বিষয়ের বিরোধ নাই, সেস্থলে বলপূর্ব্বক তত্ত্বান্তরকে মিথ্যা ব্যাখ্যান যোগে অন্তরিত করিয়া রাখার জন্য যত্ন দূর করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এরূপ বিরোধ আত্মার উন্নতির পক্ষে একান্ত বাধক।

সাধনশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব সকলেরই মনে রাখা সমুচিত। সাধন যত দিন যে বিষয়ে চলিতে থাকে, সেই বিষয় হস্তগত হইল, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাপ্য বস্তু এই পাইলাম পাইলাম মনে হয়, আবার অমনি হাত হইতে বাহিরে গিয়া পড়ে। এইরূপ করিতে করিতে জীবনে এমন এক দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, যে দিন দেখিতে পাই, প্রাপ্য বস্তু সাধননিরপেক্ষ হইয়া আপনি উদিত হইয়াছে। জীবনে এই ব্যাপার যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন সাধন ও ঈশ্বরের করুণা এ উভয়ের সংযোগস্থল প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব সাধনকে আমরা পরিহার করিতে পারি না, কেন না সে প্রকার সাধন ক্রমান্বয়ে চলিতে না থাকিলে, শুভ দিনে শুভ সময়ে প্রাপ্য বস্তু এমন করিয়া আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইত না। ঈশ্বরের রাজ্যে কি অদ্ভুত কৌশল। জীবকে অভিমান অহঙ্কারের হস্ত হইতে প্রমুক্ত রাখিবার জন্য সাধন ও করুণার কি আশ্চর্য্য সম্পর্ক গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমি পূর্ব্বে কিছু জানি না, আচম্বিৎ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, অমুক বিষয়ের প্রতি যে আমার প্রবল লালসা ছিল, একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং বিতৃষ্ণা সেই লালসার স্থান অধিকার করিয়াছে। দেখিয়া অবাক্ হইলাম, এত সাধন করিয়া যাহার কিছু করিতে পারিলাম না, পরাজয় পরাজয়ে অস্থি চূর্ণমার হইয়া গিয়াছে, আজ এমন কি এক সামগ্রী ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল, যাহাতে এক রজনীর মধ্যে আমাকে একেবারে পরিবর্ত্তিত মানুষ করিয়া দিয়া গেল। যদি পূর্ব্ব হইতে আমার এই বিষয়ের জন্য প্রাণগত যত্ন না থাকিত, এবং পুনঃ পুনঃ যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য না হইতাম, এ পরিবর্ত্তন আমার নিকট কিছুই মূল্যবান্ হইত না। যে ব্যক্তি বহু দিন হইতে মহা অন্নকষ্ট ভোগ করিয়া আসিয়াছে, সে হঠাৎ যদি এক দিন বহুমূল্য নিধি পাইয়া পায়, এবং তাহার দরিদ্রতা চিরদিনের জন্য ঘুচে, তবে তাহার নিধিপ্রাপ্তির প্রকৃত মূল্য অনুভূত হয়। সাধকসম্বন্ধে ঈশ্বর এই প্রকারই ব্যবহার করেন আমরা দেখিতে পাইতেছি। সাধনে অক্ষুণ্ণ যত্ন রাখিবার জন্য তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সাধকের পক্ষে তাহা অতীব আহ্লাদকর এবং কৃতজ্ঞতাবৰ্দ্ধক। আমরা সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধে বিচিত্র লীলা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, এবং ভরসা করি, আমাদিগের পাঠকবর্গ নিজ নিজ জীবনে এই লীলা দেখিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইবেন।

কুটীর।

বৃহস্পতিবার, ২৫ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই যে মুগ্ধভাব সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাহা হয় এইটির স্থান কোথায়? শরীরে কি মনে? হৃদয়ে কি জীবনে? সৌন্দর্য্য দেখিয়া মত্ত হইলে মনই মত্ত হয়, তবে চক্ষু দিয়া জল পড়ে কেন? শরীর নৃত্য করে কেন? এই জন্যই জিজ্ঞাসা করি, এই মুগ্ধভাব শারীরিক কি মানসিক? যখন মনের ভিতরে মত্ততার ভাব উথলিত হয়, তখন সেই ভাব বাহিরে অর্থাৎ শরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়; শরীর মনের সহানুভূতি করে। শরীর মন এক হয়, শরীর মনের অনুগামী, সহগামী হয়, মনের সঙ্গে শরীরের বন্ধুতা হয়, যোগ হয়। কিন্তু বাস্তবিক মনই মত্ত হয়, তবে বাহিরে যে মত্ততার লক্ষণ দেখা যায় তাহা খাটি মত্ততা নহে। যে ভিতরে যায় সেইটীই মত্ততা। বস্তু যাহা প্রার্থনীয় তাহা ভিতরে। শরীরে মূর্চ্ছা কিম্বা অজ্ঞান হওয়া, মত্ততা নহে। প্রকৃত মত্ততা সজ্ঞানতা। চৈতন্য ভক্তের নাম। অচেতন ভক্ত আর সোণার পাথর বাটী সমান। চৈতন্য ভিন্ন ভক্তি কোথায়? যাঁহাকে ভক্তি করিতেছ তাঁহারই সুন্দর মুখ দেখিতেছ, সেই

জ্ঞান চাই। যদি জ্ঞান চৈতন্য না থাকে তবে বিমোহিত হইবে কে? অতএব অচেতন ভক্ত হয় না। চৈতন্য আধারে ভক্তি হয়। অচৈতন্য অবস্থায় ভক্তি অসম্ভব। যেখানে চেতন পুরুষ সেখানে ভক্তি সম্ভব। পাথরে ভক্তি ভাব হয় না। মোহিত হওয়া মূর্চ্ছিত হওয়া এক নহে। ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্য্যরস পান করেন। যাই দর্শন কেটে যায়, অমনি মত্ততাও কেটে যায়। নিদ্রা, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না। এইটি ভক্তিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। অতএব ইহা স্থির হইল যে মত্ততা চৈতন্যময় মনের মধ্যে হয় শরীরে নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, মত্ততা হৃদয়ে কি জীবনে? ভাবের মত্ততা অনেকের হয়। অনেকে সকল কর্ম্ম কার্য্য ছাড়িয়া, হয়ত দুই চার ঘণ্টা নিজের হৃদয়ের ভাবেতেই মত্ত হইয়া থাকেন। সেই ভাবের মত্ততাতেই তাঁহাদের অত্যন্ত উল্লাস এবং আনন্দ। কিন্তু প্রকৃত মত্ততা, হে ভক্তি শিক্ষার্থী, তুমি জানিয়া রাখ, জীবনগত। কেবল হৃদয় ভক্তির আধার নহে; সমস্ত জীবন ভক্তির মত্ততার আধার। প্রকৃত মত্ততায় কেবল হৃদয় নহে; কিন্তু সমস্ত জীবন মধুময় হয়। জল যদি কেবল বৃক্ষের শাখায় প্রদান কর, তাহা সমস্ত বৃক্ষকে পরিপোষণ করিতে পারে না, কিন্তু যে জল বৃক্ষের মূল দেশে সিক্ত হয়, তাহা শাখা, প্রশাখা, এবং পত্রবাদিপূর্ণ সমস্ত বৃক্ষকে পরিপুষ্ট এবং সতেজ করে। সেইরূপ যে মত্ততা আত্মার গভীরতম মূলদেশে যায় তাহা সমস্ত জীবনকে মধুর করে। প্রকৃত মত্ততা হৃদয়ের একটি সাময়িক ভাব নহে, ইহা জীবনের অবস্থা। একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে। যাহারা মাদকের পূর্ণ মত্ততা ভোগ করিতে চায় তাহারা সুচতুর হইয়া খুব ভিতরে বারংবার দম টানিয়া লয়, ভিতরে সেই মাদকের ধূঁয়া এত টানিয়া লয় যে তাহাতে ভিতর পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ সুচতুর ভক্ত ভিতরে সেই সৌন্দর্য্যরস, এত দূর আকর্ষণ করিয়া লয় যে, তাহার সমস্ত জীবন, এবং অন্তর বাহিরের সমস্ত ব্যাপার মিষ্ট হইয়া যায়।

যোগ।

শুক্রবার, ২৬ চৈত্র, ১৭৯৭শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্যবিষয়ে আরও দুই পাঁচটী কথা আছে শ্রবণ কর। যে বৈরাগ্য অহঙ্কারের কারণ হয় তাহা মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। আমি এত দূর স্বার্থত্যাগ করিয়া বড় হইয়াছি, এই জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয় না, অতএব যাহাতে অহঙ্কারের উত্তেজনা না হয়, এরূপ আচরণ করিতে হইবে। ভিতরে যাহা বাহিরে তাহা নহে, কপটতা। ভিতরে মন্দ অথচ বাহিরে আপনাকে ভাল বলিয়া প্রকাশ করা দূষণীয় কপটতা, কিন্তু ভিতরে ভাল বাহিরে লোককে তাহা জানিতে না দেওয়া যদি কপটতা, হয় তাহা প্রার্থনীয়। লোকে জানুক আমার কত দূর দীনতা, এবং কত দূর বৈরাগ্য হইয়াছে, এ ভাবে কাজ নাই। কষ্ট যদি লইতে হয় অন্ধকারের ভিতরে গিয়া প্রবেশ কর। ভিতরে, ভিতরে বৈরাগ্যের চাপ যাহাতে অনুভূত হয় এমন উপায় কর। বাহিরের লোকদের দেখাইবার আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয়তঃ উহা বাহিক না হইয়া আন্তরিক হওয়া এই জন্য আবশ্যক যে তাহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবে না। অনেকে বাহিরের লক্ষণ দ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য বুঝিতে না পারিয়া অনধিকার চর্চ্চা করে। বৈরাগ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহারা অনেক অসার কল্পনা এবং কুতর্ক করে। অতএব এ সকল গভীর বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সকল শাস্ত্রেই যাহা নিগূঢ়, তাহা গুপ্ত। যত দূর সম্ভব বৈরাগ্য গোপনীয়। অতএব বৈরাগ্য দেখাইবার জন্য সাহসী হইবে না। যিনি দেখাইবেন, তাঁহার অহঙ্কার, এবং যাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। যদি ভিতরে দীনতা থাকে বাহিরে অন্ততঃ এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে তত দীনতা প্রকাশ না পায়। যদি মনের ভিতর শুষ্কতা হয় বাহিরে তৈল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে, ভিতরে যদি অপমানিত এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যথিত হও, বাহিরে অম্লান ভাব, এবং ভদ্রতাবসনে তাহা আচ্ছাদন করিবে। ধনীদের ন্যায়ও হইবে না অত্যন্ত দরিদ্রদিগের ন্যায়ও হইবে না। শুধু তাহাও নহে, আরও একটি নিয়ম রাখিতে হইবে। যদি উপবাস কর সমস্ত দিনের মধ্যে কিছু আহার করিবে, তাহা হইলে অহঙ্কার হইবে না। অত্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব ভাল বস্ত্র পরিবে। অবলুণ্ঠিত হইলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব বাহিক কিছু করিবে না, মনেতে অবলুণ্ঠিত হইবে। বৈরাগ্যের দিকে কিছুমাত্র অহঙ্কার রাখিবে না। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বৈরাগ্য, দীনতা, ভিখারীর ব্রত, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান। বাহিরের লোক বৈরাগী বলিবে; কিন্তু কষ্টগ্রাহী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা করিতে পারিবে না। বরং এই বলিয়া নিন্দা করিবে, এই ব্যক্তি তত দূর বৈরাগী হইতে পারে নাই। বৈরাগ্য লোকে জানিবে না; কিন্তু তোমার মনের ভিতর ষোল আনা বৈরাগ্য, দীনতা, মস্তক মুণ্ডন, কৌপীন, দণ্ড সকলই চাই। তুমি নিজে জানিবে, আমার এসকলই হইয়াছে। লোকের নিন্দা তোমাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবে, লোকের প্রশংসা তোমার ধর্ম্ম বিকৃত করিবে। লোকে জানিতে পারিল না

অথচ ভিতরে বৈরাগী ইহা প্রার্থনীয়। জলের বাঁধ জল হয় না, স্থল হয়, পাথর হয়। দীনতাকে রক্ষা করিতে পারে না দীনতা, দীনতার প্রাচীর অদীনতা, দুঃখের প্রাচীর সুখ। কৌপীন পরিয়া আছে যে আত্মা তাহাকে রক্ষা করিবে ভদ্র বস্ত্র পরিয়া আছে যে শরীর।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যোভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

সৌন্দর্য্যেণ বিমুগ্ধং হি মনঃ শারীরিকং কথম্।
লক্ষণং দৃশ্যতে বাহ্যে দৈহিকী কিন্নু মত্ততা ॥ ১ ॥
মত্ততোচ্ছ্বসিতা দেহে মনসঃ সোঽনুগচ্ছতি।
তত্তয়োরেকতা সিদ্ধা যন্ত্রত্বমুভয়োস্ততঃ ॥ ২ ॥
মূর্চ্ছা চাজ্ঞানতা দেহজন্যা ন মত্ততা পরা।
ভক্তশ্চৈতন্যনামা ন ভক্তশ্চৈতন্যবর্জ্জিতঃ ॥ ৩ ॥
সচেতনেন ভাবেন ভক্তঃ পিবতি সুব্রত।
সৌন্দর্য্যরসমানন্দপরিপ্লুতো বিমোহিতঃ ॥ ৪ ॥
নিদ্রা সুপ্তিশ্চ মূর্চ্ছা চ মত্ততায়া বিরোধিনী।
দর্শনাদর্শনাদেব সা তেনৈব তিরোহিতা ॥ ৫ ॥
হৃদয়ে জীবনে কিংবা মত্ততা সা প্ররোহতি।
হৃদয়োত্থেন ভাবেন বহুধা দৃশ্যতে হি সা ॥ ৬ ॥
কেবলং হৃদয়ং নাস্যা আধারো কর্মবর্জ্জিতঃ।
প্রকৃতা সা হি বিজ্ঞেয়া জীবনে নিহিতা খলু ॥ ৭ ॥
শাখাসেচনতঃ কুত্র ভবেদ্ধ পরিপোষণম্।
বৃক্ষমূলং হি সংসিক্তং সর্ব্বাবয়বপুষ্টয়ে ॥ ৮ ॥
আত্মনো মূলদেশে চ সিক্তে মত্ততয়া তথা।
জীবনং মধুরং সর্ব্বং ন সা সাময়িকা মতা ॥ ৯ ॥
ধূম্রং মাদকসংসেবী ন তাঙ্গমুদ্বমেব হি।
যথা কর্ষতি সৌন্দর্য্যরসমত্তজনস্তথা ॥
বাক্যৈর্হস্তাদিভিস্তৈস্তৈঃ স ব্যাপারৈর্জীবনেন চ।
মাধুর্য্যাণাপ্লুতেনেহ সৌন্দর্য্যানুগুণেন তু ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্তানুশাসনে জীবনগতভক্তিকথনং নাম ত্রয়োদশমুপনিষৎস্বেকত্রিংশত্তম মনুশাসনম্।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

বৈরাগ্যসাধনং চেৎ স্যাদহঙ্কারস্য কারণম্।
পবিত্রতায় লোকানাং ন তদ্ভাতি কদাচিৎ ॥ ১ ॥
ত্যাকস্মার্থেঽহমিত্যেবং জ্ঞানং গর্ব্ববিবর্দ্ধনম্।
তদেবাতর যেন স্যাদহঙ্কারনিকৃন্তনম্ ॥ ২ ॥
প্রচ্ছাদ্যাস্তদুর্বণীয়ং ভাবং বাহ্যে প্রকাশনম্।
সাধুতায়া নিন্দনীয়ং কাপট্যং পাপবর্দ্ধকম্ ॥ ৩ ॥
প্রচ্ছাদ্য সাধুতামন্তর্ব্বহিঃ সামান্যলোকবৎ।
লোকে বিচরণং জ্ঞেয়ং কাপট্যং সাধুসম্মতম্ ॥ ৪ ॥
লোকা জানন্তু বৈরাগ্যং দীনতাং মে দুরত্যয়াম্।
নৈবং ভাবয় চিত্তে ত্বং প্রচ্ছন্নঃ কষ্টমুদ্বহ ॥ ৫ ॥
বৈরাগ্যস্য বহির্লিঙ্গৈরন্যো যে হ্যনধিকারিণঃ।
আত্মানং বঞ্চয়িষ্যন্তে তৈর্মন্যানাঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ৬ ॥
বৈরাগ্যং গোপনীয়ন্তৎ প্রকাশে সাহসং ত্যজেৎ।
পরস্যানিষ্টমেব স্যাত্তেনাহঙ্কৃতিরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
অন্তর্দীনো দীনবেশং ত্যজেদ্বাহ্যে প্রযত্নতঃ।
ক্লেশৈর্বিশুষ্কহৃদয়ো বহিঃ স্নেহৈঃ সুচিক্কণঃ ॥ ৮ ॥
অপমানানলজ্বালাদগ্ধোঽপ্যম্লানমুখো ভব।
ধনিনাং বা দরিদ্রাণাং বেশেন সজ্জিতঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
সোপবাসং বিনা কিঞ্চিদাহারং কচিদাচর।
ছিন্নবস্ত্রপিধানং ন বহ মন্যস্ব জাতুচিৎ ॥ ১০ ॥
বাহ্যাবলুণ্ঠনং ত্যক্ত্বা শিক্ষস্ব হৃদি লুণ্ঠনম্।
অন্তর্ভিক্ষুব্রতো বাহ্যে বিষয়ীব বিচারিতঃ ॥ ১১ ॥
কষ্টপ্রাপ্তো বিরাগী ত্বমিতি নাচক্ষতে জনাঃ।
বরং নিন্দন্তি সর্ব্বে ত্বাং ন্যূনতাদোষদর্শিনঃ ॥ ১২ ॥
কৌপীনং মুণ্ডনং দণ্ডং দীনতাস্তর্ভবিষ্যতি।
ন তজ্জন্যা প্রশংসা তে ধর্ম্মো নিন্দাসুরক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥
অদৈন্যপ্রাচীরং দৈন্যং দুঃখং সুখসমাবৃতম্।
কৌপীনপিহিতাত্মা স্যাদাবৃতো ভদ্রবাসসা ॥ ১৪ ॥
বিরুদ্ধভাবয়োরক্ষা নানায়াসা কথঞ্চন।
প্রশংসাস্ত্রেণ নৈবং স্যাজ্জন্মচ্ছেদস্তু জাতুচিৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে বৈরাগ্যপ্রচ্ছাদনং নাম ত্রয়োদশমুপনিষৎসু দ্বাত্রিংশত্তমমনুশাসনম্।

নবসংহিতা।

বিবাহ।

বিবহেন্ন বয়োলাভাৎ প্রাক্ তারুণ্যাৎ কদাচন ॥ ১ ॥

বয়োলাভ বা যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে বিবাহ করিবে না।

শারীরমশিবং ব্যাধিক্লেশাকরো ন কেবলম্।
সামাজিকোঽভিশাপোঽয়ং যতোঽবনতিরাশু চ ॥
বংশানাং জায়তেঽকালকৃতোদ্বাহে হ্যত্র নৈতিকম্।
অকল্যাণং মহৎ পাপং প্রভোর্দৃষ্টাবসংশয়ম্ ॥ ২ ॥

অকালে বিবাহ কেবল শারীরিক অমঙ্গল এবং ব্যাধি ও ক্লেশের আকর নয়, ইহা সামাজিক অভিশাপ, ইহা হইতে শীঘ্র বংশের অবনতি হয়। নিঃসংশয় ইহা প্রভুর দৃষ্টিতে নৈতিক অকল্যাণ এবং মহাপাপ।

কুমারীত্বং মাননীয়ং যোঽবমানয়তেঽবিতঃ।
দুর্দৈন্যৈরিন্দ্রিয়বশাদ্যৈঃ পাপৈশ্চাতিজুগুপ্সিতৈঃ ॥ ৩ ॥

কুমারীর কুমারীত্বের সম্মাননা করিবে। যে ব্যক্তি

উহার অবমাননা করে, সে অতি ঘৃণিত নিন্দিত ইন্দ্রিয়বশ্যত্ব এবং পাপে পাপী হয়।

বিবাহস্য বয়ো দেশভেদান্নির্দ্দিষ্টমস্তু তৎ।
প্রকৃত্যা তদ্বিধির্যস্মান্নিয়মঃ পরমেশিতুঃ ॥ ৪ ॥

দেশ ভেদে বিবাহ বয়স প্রকৃতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হউক, যেহেতুক প্রকৃতির বিধি পরমেশ্বরের নিয়ম।

কল্পনাতোঽভিলাষাদ্বা সত্বরং বাঽথ সত্বরম্।
নোদ্বহেদ্দিশতু হ্যত্র প্রকৃতিশ্চোপযুক্ততাম্ ।
জনভেদাচ্ছরীরস্য মনসো দারকর্ম্মণি ॥ ৫ ॥

কল্পনা বা অভিলাষের অনুসরণ করিয়া সত্বর বা অসত্বর বিবাহ করিও না। ব্যক্তি ভেদে বিবাহে শরীর মনের উপযুক্ততা প্রকৃতি স্থির করিয়া দিন।

ন বয়ঃ কেবলং দেশভেদো বা স্বাস্থ্যমপ্যুত।
ধনাবস্থা চরিত্রং সন্তবেয়ুঃ কালনির্ণয়ে ॥ ৬॥

কেবল বয়স এবং দেশভেদ নয় বিবাহের কালনির্ণয়ে স্বাস্থ্য, ধনের অবস্থা এবং চরিত্র মিলিত হউক।

ইন্দ্রিয়প্রেরণাঞ্চাথ স্পৃহাং সাংসারিকীং পুনঃ।
ন তু সোঽনুসরেৎ স্বস্য শ্রেষ্ঠামত্র বিচারণাম্ ॥
পিত্রোশ্চ রক্ষকাণাঞ্চ সুপক্কাং মন্ত্রণাং শুভাম্ ॥ ৭ ॥

দারগ্রহণে ইন্দ্রিয়প্রেরণা অথবা সাংসারিক স্পৃহা অনুসরণ করিবে না, আপনার শ্রেষ্ঠ বিচারণা এবং পিতা মাতা এবং রক্ষকগণের সুপক্ক মন্ত্রণা অনুসরণ করিবে।

অবিচারণমৌদ্ধত্যং বিবাহে বিপদাং খলু।
হেতুঃ সাবহিতাঃ সন্তু তরুণাস্তরুণাঃ সদা ॥৮॥

বিবাহে অবিচারণা এবং ঔদ্ধত্য বিপদের হেতু। যুবক এবং যুবতীগণ নিয়ত সাবধান হউক।

কৃতার্থতায়াঃ প্রতিভূঃ সুখস্য চ বিপক্কিমা।
যেষাং বিচারণা যত্র তয়োঃ সম্মিলিতেচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

যেখানে উভয় পক্ষের ইচ্ছার সঙ্গে রক্ষকগণের পরিপক্ক বিচারণা মিলিত হয় সেখানে সুখ এবং কৃতার্থতার প্রতিভূ হইল।

নয়েত্তাং মনসা বোঢ়াবনুমোদ্যেত তৈঃ পুনঃ।
উভাভ্যামনুমোদ্যেত নয়েন্মনসা চ তে ॥১০॥

উভয়ে উভয়কে মনোনীত করিবে, তাঁহারা তাহার অনুমোদন করিবেন, অথবা তাঁহারা মনোনীত করিবেন, ইহারা অনুমোদন করিবে।

প্রাগ্বিবাহাৎ পরিচয়ং সাক্ষাৎকারেণ চৈতয়োঃ।
ঘনিষ্ঠমথ নৈকট্যবর্দ্ধকং কুরুতাং ভবেৎ ॥
বিশ্বস্তত্বে চ বন্ধুত্বে যাবৎ পরিণতোন সঃ ॥১১॥

বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ে সাক্ষাৎকার দ্বারা উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং নৈকট্যবর্দ্ধক করিয়া লউক, যে পর্য্যন্ত না উহা বিশ্বস্তত্ব এবং বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বন্ধূনাং রক্ষকাণাং বা সন্নিধৌ স ভবেৎ পুনঃ।
তং জাতু নানুমন্যেরন্নযথোচিতমত্র তু ॥১২॥

বন্ধু এবং রক্ষকগণের সম্মুখে সাক্ষাৎকার হইবে। অযথোচিত পরিচয় তাঁহারা অনুমোদন করিবেন না।

সন্তি তত্র চরিত্রং যে ঘ্নন্তয়ন্তো হি গোপিতুম্।
জুগুপ্সিততমঞ্চৈনো বিবহন্তে পরস্পরম্ ॥
মন্যানাস্তেন পাপঞ্চ লজ্জা প্রচ্ছাদিতা ভবেৎ ॥১৩॥

এমন লোক আছে যাহারা চরিত্র বিনাশ করিয়া আপনাদের নিন্দিততম পাপ গোপন করিবার জন্য পরস্পরকে বিবাহ করে এবং মনে করে যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের পাপ ও লজ্জা প্রচ্ছাদিত হইবে।

অপবিত্রং সংচাদ্বাহঃ সামাজিকবিপৎকরঃ।
যত্র স্যাদ্গর্ভসঞ্চারঃ প্রাগকীর্ত্তিরতো ভয়ম্ ॥১৪॥

সে বিবাহ অপবিত্র সামাজিক নীতির বিপৎকর। যেখানে পূর্ব্বে গর্ভ সঞ্চার হয়, অতো কি ভয়ঙ্কর কি কুযশ।

সংবাদ।

আচার্য্য মহাশয়ের শরীর ইহার মধ্যে একটু অসুস্থ হইয়াছিল। এখন বলিতে হইবে পুনর্ব্বার সুস্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। শরীর ভাল করিয়া সুস্থ হওয়া সময়সাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত প্রণীত "গ্লিমস্ অব দি নিউ লাইট" গ্রন্থ আমরা অনেক দিন হইল পাইয়াছি। গ্রন্থকার যে সকল প্রশংসা বাক্য গ্রন্থের আচ্ছাদনীতে মুদ্রিত করিয়াছেন, আমরা আমাদিগের দেয় প্রশংসাও তৎসহ অন্যদের সহিত মিলিত করিতেছি। উপাসনাহীনতা শুষ্কতা ও অবিশ্বাস যাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে, তাহাদিগের একজনকেও যদি এ গ্রন্থ ফিরাইতে পারে, গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইল আমরা মনে করি।

আগামী উৎসবের পূর্ব্বে "বাজার" ও পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়ের উৎসাহ উদ্যম রোগ ব্যাধি কিছুতেই একটুকু খর্ব্ব হইবার নহে। অধ্যক্ষগণ তাঁহার উদ্যম উৎসাহের সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তিনি ইচ্ছা করেন। আমরা ভরসা করি, উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত উৎসাহ উদ্যম প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অনুরূপ হইতে সমর্থ হইবেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার সিমলা পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমন কালে আগ্রা লক্ষ্ণৌ গাজীপুর বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ভ্রাতা হরিসুন্দর বসু দানাপুর ও খগোলে গমন করিয়াছিলেন। তত্রত্য ভ্রাতৃমণ্ডলী তাঁহার গমনে অনেক প্রকারে উপকার লাভ করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের উপকার সাধন করেন এজন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

১৮০৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত।

আয়।

পূর্ব্ব স্থিতি	...	৪৭৶০
মাসিক দানসংগ্রহ	...	২৮৩৷৶০
এককালীন দান	...	১৮৲
আনুষ্ঠানিক দান	...	১৲
বিশেষ সাহায্য	...	১০৲
সুলভ সমাচার	...	৫৭৸৶৫
পুস্তক বিক্রয়	...	১৫৫৷৶১৫
পাথেয়	...	১৭৮৲
পরিচারিকা	...	৪৫৷৶১০
ব্রহ্মমন্দির	...	১১১৷০
পৃথিবী প্রদক্ষিণ জন্য সাহায্য	...	৩৸০
গচ্ছিত	...	৪০৲

ধর্ম্মতত্ত্ব।

গ্রাহকদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্তি	...	১৫৯৶০
সমষ্টি		১১৩৯৷৵১০

ব্যয়।

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৫৬১৸৫
ঔষধ	...	২২/০
বস্ত্র ও বিনামা	...	১৸০
পালকীভাড়া (মন্দিরগমনে)	...	১৩৷৶০
পরিচারিকা	...	৬৩৷/৫
পাথেয়	...	১৭৭৸১০
ক্ষুদ্রব্যয় (ডাকমাসুল)	...	১৩৷৵১০
টাক্স হিসাবে	...	১০৶০
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	২০৲
বাটী মেরামত	...	৩৸০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	৯৩৷৶১৫

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ছাপখানা	৯০৲	
কাগজ	২৯৷৵০	১৪১৷৶০
ডাকমাসুল	২২/০	
সমষ্টি		১১৩৩৵৫
স্থিতি	...	৬।৫
সমষ্টি		১১৩৯৷৵১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস	...	১০৲
,, ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	...	।০
,, ,, যদুনাথ দে	...	৷০
,, ,, বিপিনমোহন সেহানবিশ	...	১৲
,, ,, কেদারনাথ রায়	...	১৲
শ্রীমতী কামিনী বসু	...	১৲
দুই জন বন্ধু	...	৪.০

বিশেষ সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষ গোলাঘাট	...	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী মহামায়া দেবী	...	১৲

মাসিক দানসংগ্রহ।

মহারাজা কুচবিহার	...	৮০৲
শ্রীমতি মহারাণী কুচবিহার	...	২১৲
কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ	...	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন নন্দী	...	৩৲
,, ,, মুকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	৩৲
,, ,, প্রকাশচন্দ্র রায়	...	৪৲
,, ,, পিনাগাপানী মুদলিয়ার	...	৬৲
,, ,, লালা গণ্ডামল লাহোর	...	৬৲
,, ,, নটবিহারী দাস	...	।০
,, ,, গিরীন্দ্রনাথ রায়	...	৷০
,, ,, আশুতোষ ঘোষ	...	৩৲
,, ,, বেণীমাধব মজুমদার	...	৫৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	...	১৲
,, ,, সারদাচরণ দে	...	৩৲
,, ,, প্রিয়নাথ ঘোষ	...	১৲
,, ,, মধুসূদন সেন	...	৩৲
,, ,, রামেশ্বর দাস	...	৪৲
,, ,, ভুবনমোহন দে	...	২৲
,, ,, কালিদাস সরকার	...	৩৲
,, ,, তারকচন্দ্র সরকার	...	৩৲
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১৲
,, ,, নিত্যগোপাল রায়	...	২৲
,, ,, জয়গোপাল সেন	...	২৮৷০
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	৬৲
,, ,, কৃষ্ণবিহারী সেন	...	২৲
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল	...	৩৲
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	...	২৲
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র ধর	...	৪৲
,, ,, তারকনাথ রায়	...	।০
,, ,, আনন্দচন্দ্র গুপ্ত	...	১।০
,, ,, যোগীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	...	৬।৵০
,, ,, প্রমথনাথ মিত্র	...	১৲
,, ,, যদুনাথ ঘোষ	...	৩৲
,, ,, রাজমোহন বসু	...	১৲
,, ,, হরনাথ ভট্টাচার্য্য	...	২৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বসু (রংপুর)	...	৪৲
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ	...	৷০
,, ,, মেতাজ রায় সখীরাম আদকারী	...	৫০৲
,, ,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী	...	২৲
,, ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়	...	৯৲
,, ,, গগণচন্দ্র রায়	...	১৲

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২২ইঅগ্রহায়ণ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ ।
২২ সংখ্যা ।

১ লা পৌষ, শনিবার, ১৮০৫ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে অনন্ত পূর্ণবৈভব ভগবন্, আমি আর কেন থাকি, তুমি তোমার সমুদায় বৈভব আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লও। এক গৃহে দুই জনকে বাস করিতে হইলে দুজন দুজন থাকিলে তো কিছুতেই চলে না। এক জন আর এক জনের অন্তর্ভূত হইয়া না গেলে সদা কলহ সদা বিসংবাদের সম্ভাবনা। তুমি আমি সর্ব্বদা এক গৃহে বাস করি, একই সংসারে থাকি, যদি তোমার আমার মধ্যে অণুমাত্র ইচ্ছার এদিক্ ওদিক্ হয় তবে সুখে বাস কি প্রকারে সম্ভবে? তুমি পূর্ণ সুখস্বরূপ, আমার বিরোধে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু আমার যে তাহাতে সর্ব্বনাশ। আমি তাই অভিলাষ করিয়াছি, তোমার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন মিল করিবার জন্য আমি তোমা বই আমার অভিলাষের সামগ্রী আর কিছুই রাখিব না। এক খানি সাদা কাগজ যাহার উপরে একটি দাগও পড়ে নাই, আমার মনকে আমি সেই অবস্থাপন্ন করিতে চাই। এক বার, হে যোগেশ্বর, যোগের প্রভাব তোমার এই দীন সন্তানেতে প্রকাশ কর; যোগপ্রভাবে মনের সমুদায় অন্যাভিলাষ উড়াইয়া দি। থাকিতে নাই, ইহা যোগ ভিন্ন আর কিছুতেই তো করিতে পারে না। যে সমুদায় বৃত্তি হইতে অভিলাষ সমুত্থিত হয়, তাহারা যেখানে যেমন আছে তেমনি থাকুক, অথচ দগ্ধ বীজের ন্যায় উহাদের অভিলাষ অঙ্কুরিত করিবার সামর্থ্য চলিয়া যাউক। প্রভো, আমি কোন বৃত্তির উচ্ছেদ তোমার নিকট প্রার্থনা করি না, এরূপ করাকে আমি ঘোর অপরাধ মনে করি, থাকিতে নাই, ইহাই আমার তোমার নিকটে প্রার্থনা। তোমার নবধর্ম্মের এই এক আশ্চর্য্য মহিমা যে ইহাতে সমুদায় থাকিয়াও নাই। এরূপ মধুর ধর্ম্ম কোথাও দেখি নাই, মনুষ্যভাব সমুদায় থাকিবে, অথচ দেবভাব এমনি সকল গুলিকে অধিকার করিয়া বসিবে যে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার অণুমাত্র কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকিবে না। বৃত্তির উচ্ছেদে যে নিবৃত্তি তাহাতে অণুমাত্র সুখ নাই, কেন না দন্তহীন যদি চর্ব্বনসুখ পরিত্যাগ করে, তজ্জন্য আর আত্মপ্রসাদ কি হইবে? সামর্থ্য সত্ত্বে তোমার জন্য ত্যাগ, বল পূর্ব্বক নয়, চেষ্টা করিয়া নয়, আহ্লাদে সহজ ভাবে, ত্যাগ ত্যাগ বলিয়াই বোধ হয় না, ত্যাগ যে করিয়াছি ইহা মনেও আসে না, এইরূপে বৃত্তি সত্ত্বে নিবৃত্তি, নব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য। প্রভো, ইহা যে অসম্ভব তিলার্দ্ধের জন্যও বলিতে পারি না, কেন না তুমি অনুগ্রহ

করিয়া এ জীবনে ইহার আস্বাদ অর্পণ করিয়াছ। এখন লব্ধ আস্বাদ চিরস্থায়ী করিবার জন্য বাসনা। তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যে সকল বিপরীত অভিলাষ আছে বলিয়া তোমার এবং আমার মধ্যে একত্বের অন্তরায়, সেই অন্তরায় অনুগ্রহ করিয়া অন্তরিত করিয়া দাও যে এক গৃহে এক সংসারে চিরকাল এক হইয়া বাস করিয়া সুখী এবং কৃতার্থ হই।

জীবনে যোগের প্রাধান্য কেন ?

যে ধর্ম্ম সমুদায় ভাব একত্র করে, সমঞ্জস করে, তাহাতে এক মাত্র যোগের প্রতি এত পক্ষপাত কেন, সকলেরই মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। একটির প্রতি সমধিক পক্ষপাত হইলে অপর সকলের প্রতি অমনোযোগ ও উপেক্ষা হইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এই দোষেই অপরাপর ধর্ম্ম আংশিকতার দোষে দোষী হইয়াছে। এ ধর্ম্ম ও কি সেই দোষে দোষী হইবে ? আমরা সকল ভাবের পক্ষপাতী, তবে অধিক সময় যোগের বিষয়ে বলিবার প্রয়োজন আছে তাই আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকারে উহার উল্লেখ করিয়া থাকি।

যোগ ঈশ্বরের সঙ্গে যে প্রকার যোগ সমাধান করে, তেমনি সমুদায় ভাবের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিয়া দেয়। যোগাবলম্বন ভিন্ন সর্ব্বসামঞ্জস্য সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নিয়ত ঈশ্বরের সঙ্গে অবিসংবাদিভাবে স্থিতি ইহা কিছু সামান্য কথা নয়। সংসারে এমন কত ঘটনা ঘটিতেছে, যাহা মনুষ্য অভিলাষ করে না যে সেরূপ তাহার সম্বন্ধে ঘটে। কিন্তু সংসার তাহার অভিলাষানুসারে নিয়মিত হয় না, সে সহস্র অনুনয় বিনয় ক্রন্দন দ্বারা আকাশ পূর্ণ করিলেও যাহা ঘটিবার অব্যাহত ভাবে ঘটিবেই ঘটিবে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া অদৃষ্টবাদ মনুষ্যসমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এ মত ঘোর সংশয়ীরাও অতিক্রম করিতে পারেন না। এই মত জগৎকে ঈশ্বরশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে, কেন না মানুষ এমন কাহাকেও চায়, যাঁহার ক্ষমতা অসীম, যেখানে প্রবল সম্রাটেরও অধিপত্য চলে না সেখানে তাঁহার নিকটে রোদন করিলে তিনি সেই অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া দিবেন। যখন সে দেখে যে তাহার এ অভিপ্রায় স্বীকৃত ঈশ্বর দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে না, তখন সে মনে করে, ঈশ্বরই হউন যিনিই হউন, অদৃষ্টের উপরে কাহারও ক্ষমতা নাই, মানুষের ভাগ্য অদৃষ্টের হাতে বদ্ধ। সুতরাং এরূপ অকর্ম্মণ্য ঈশ্বর মানা না মানা উভয়ই সমান। অনেকে ঈশ্বরকে এইজন্য উড়াইয়া দেন, কেহ [illegible] দুর্ব্বল ভাবে স্বীকার করেন। শান্তিশতককার এই জন্য প্রণাম স্থলে বলিয়াছেন ;

> "নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগা
> বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
> ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
> নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।

দেবতাগণকে নমস্কার করি, না তাহারা যে হতবিধাতার বশবর্ত্তী। তবে বিধাতাকেই বন্দনা করি, না তাঁহাকে বন্দনা করিয়াই বা কি করিব ? তিনি যে যাহার যে প্রকার কর্ম্ম তাহাকে সেই প্রকার ফল দিয়া থাকেন। ফল কর্ম্মায়ত্ত, অতএব দেবগণকে দিয়াই বা প্রয়োজন কি ? বিধাতাকে দিয়াই বা প্রয়োজন কি ? সেই কর্ম্মকেই নমস্কার করি, যাহার উপরে বিধাতারও কোন ক্ষমতা নাই।

মানুষের মনে এই গোল উপস্থিত হয় বলিয়াই শুদ্ধচিৎ ব্রহ্মের মনুষ্যজাতির সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই, এই মত সকল দেশে সুদৃঢ় মূল লাভ করিয়াছে। এমত উচ্ছেদ করিতে গেলে, অদৃষ্টের করতল হইতে যে টুকু অধিকার লইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাও তৎকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। এ অধিকার যদিও নাম মাত্র, কেবল চিন্তাশীলগণের চরম চিন্তার

বিশ্রাম স্থান লাভ করিবার জন্য তাহা প্রদত্ত, তথাপি অনেকে মনে করেন, ব্রহ্মের প্রতি এত টুকু অনুগ্রহ সামান্য অনুগ্রহ নহে। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, জগতের ঘটনার সঙ্গে মনুষ্যের একতা হয় না, তাহার সঙ্গে তাহার চিরবিরোধ, সুতরাং সে অসঙ্গ উদাসীন ব্রহ্মের সহিত যোগ অন্বেষণ করিয়াছে, জগদ্বিহারী বিধাতাকে সে নিকৃষ্ট জানিয়া দূরে পরিহার কারয়াছে। নিকৃষ্ট কেন? কেন না জগতে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, তদুপরি তাঁহার এরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই যে, কেহ সে সকলকে অতিক্রম করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা জানাইলে, তিনি তাহা পূর্ণ করিতে পারেন। লোকে [illegible]প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছে, তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, তাই তাহারা বিধাতার পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে। মূর্খ লোকেরা আজও যদি প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা বিধাতার নিকটে নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার নিকটে, কেন না বিধাতা যে কিছু করিবেন না তাহা তাহারা জানে, তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া কোন ফল নাই, সুতরাং তাহাদিগের বিশ্বাস মত জগতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাগে যে সকল অধিদেবতা আছে, বলি উপহার দিয়া তাহারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করে। বিধাতার সুদৃঢ়তাই হউক, আর অক্ষমতাই হউক, এজন্য তিনি সংস্কৃতে "হতবিধাতা" এবং প্রচলিত ভাষায় "পোড়া বিধাতা" নাম পাইয়াছেন।

আমরা নববিধ যোগের এত আদর করি কেন, তাহার প্রত্যুত্তর এই খানে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুদ্ধচিন্মাত্রে চিত্ত স্থাপন এ যোগ এদেশে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সমুদায় সৃষ্টিতে প্রকাশমান ঈশ্বরে চিত্তস্থাপন আজও নিষ্পন্ন হয় নাই। এ যোগ হইবার পক্ষে ব্যাঘাত কি উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। অসঙ্গ উদাসীন ব্রহ্মে চিত্ত স্থাপন করিতে গিয়া যে বৈরাগ্য অবলম্বিত হয়, বিষয়ের সহিত মমতার বন্ধন কাটিয়া ফেলা হয়, ইহা এই যোগে আগমন করিবার পথ। কিন্তু এ পথে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সে পথ দিয়া দ্বিতীয় যোগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। মহর্ষি ঈশা য়িহুদী জাতির বিশেষ ভাবের পরাকাষ্ঠা, তাঁহাতে এই যোগের প্রথমাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। য়িহুদী জাতি দুঃখের পাঠশালায় চিরকাল শিক্ষা লাভ করিয়াছে, মহর্ষি ঈশা "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া নিয়ত দুঃখ বহন করিয়াছেন, এক দিনের জন্যও যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে একটী কথা বলেন নাই। সমুদায় ক্লেশ যন্ত্রণার ভার পিতার বাধ্য সন্তান হইয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপরকেও সেই রূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ক্রুশ যে ব্যক্তি ধারণ করিল না, সে তাঁহার শিষ্য কখন হইতে পারে না। আমরা যে যোগের পক্ষপাতী তাহা এই অবস্থায় উপস্থিত না হইলে অধিকার করা যাইতে পারে না।

দুঃখবহন এবং দুঃখে আনন্দ প্রাচীন ও নবীন যোগে প্রভেদ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে কথার আর উল্লেখ করা প্রয়োজন করে না। সুখ দুঃখ উভয় অবস্থা যোগের অনুকূল ইহাও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা আমাদিগের জীবনে যোগের প্রাধান্য কেন রক্ষা করিতে চাই, তাহার কারণ ঐ সকলের মধ্যেই নিহিত আছে। ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ যোগ নববিধান। মনুষ্য তদ্দারা বিবিধ ভাব যোগে তাঁহার সঙ্গে যোগের যে পূর্ণতা লাভ করিতে সক্ষম হয় এই বিধান তাহা প্রদর্শন করিতেছে। নববিধানের ঈশ্বর আনন্দময়, তাঁহার সঙ্গে যোগ আনন্দের যোগ। শান্ত ভাবে অন্তরে ঈশ্বরে স্থিতি, বাহিরে কার্য্যকালে তাঁহাতেই অবস্থান, এ দুই একত্র মিলিত না হইলে আমাদের

ধর্ম্ম হয় না। বাহিরে যাহা নিয়ত ঘটিতেছে, তাহা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা আশ্রয় করিয়া ঘটিতেছে মানা যায়, তাহা হইলে সুখ দুঃখাদি সমুদায়ের সঙ্গে চিত্তের অসম্মিলনে শুদ্ধ যোগ ভঙ্গ হয় তাহা নহে, এ সকলের মধ্যে আনন্দ অক্ষুন্ন না থাকিলে নবীন যোগ হয় না। এই যোগেতে সকলই আসিতেছে, কেন না ঈদৃশ হৃদয়ে ঈশ্বর পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে বাধা পান না। ঈশ্বর পূর্ণভাবে কার্য্য করিলেই যত প্রকার যোগ আছে, সাধকে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এক এই যোগের অভাবে ভক্ত্যাদি সমুদায় অসম্ভব হয়, আবার এই যোগ থাকিলে সমুদায় সিদ্ধ হয়, সুতরাং আমরা যদি নববিধ যোগের প্রাধান্যের পক্ষপাতী হই তাহা হইলে ঠিক আমাদিগের বিধান পূর্ণই করা হয়, অণুমাত্র তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ হয় না।

সময় ও জীবন।

সময় ও জীবন একই সামগ্রী ইহা প্রত্যেক পাঠশালার ছাত্র অবগত আছে, অথচ এ দুইটিকে অল্প লোকেই এক করিয়া লইয়াছে। যে কোন প্রকারে দৈহিক জীবনের ক্ষয় হয় লোকে তৎসম্বন্ধে কত সাবধান, কিন্তু এক জনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, অনন্ত কালের সঙ্গে সংযুক্ত জীবনের কি প্রকারে অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে একবারও তাহার সংবাদ লয়। লোকে অনন্তকাল ভুলিয়া ইহকালে স্থিতি করে, ইহকালেও আবার শারীরিক বিষয়ের সঙ্গে যে টুকু কালের সম্পর্ক আছে, তাহাতেই আপনাদিগকে বদ্ধ রাখে, সুতরাং জীবন ও কাল এতদুভয় সম্বন্ধে আমরা লোকের কিছুমাত্র চেতনা দেখিতে পাই না। অনন্তকাল যাহাদিগের চিন্তার বিষয় হয় নাই, তাহারা সময় ও জীবন এ দুইকে এক অনুভব করে কি প্রকারে?

আমরা আমাদিগের মধ্যে অনেক লোককে দেখিতে পাই, যাঁহাদিগের ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশ্বাস বিল্বপ্রমাণ কিন্তু পরলোকসম্বন্ধে বিশ্বাস তিল পরিমাণ কি না,তৎপক্ষে সন্দেহ। চিত্ত পরলোক অধিকার না করিলে লোকে সময়ের মূল্য বুঝিতে পারে না, সুতরাং জীবনও তাহাদিগের নিকটে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হয়। অনন্ত কালের নামান্তর পরলোক। আত্মা অনন্ত কাল ঈশ্বরে স্থিতি করিবে, অনন্তকালব্যাপী জীবন অনন্ত জীবন, এই অনন্ত জীবন আমাদিগের আত্মার নিত্য সামগ্রী, যে ব্যক্তি এতৎসম্বন্ধে অল্পমাত্র উপেক্ষা করে, বহু সাধন ভজন সত্ত্বেও তাহার জীবন বিফল হয়। অনন্তকাল সম্বন্ধে মনুষ্যগণের স্পষ্ট দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। তাহারা এ পৃথিবীতে এমনি ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, যেন যে কয়েক দিন সংসারে বাস করিতেছে, তাহা কোন প্রকারে কাটাইয়া যাইতে পারিলেই হইল। অধিকাংশ লোক অসার বিষয়ের অনুসরণ করিয়া অসার ক্রীড়নাদিতে প্রমত্ত হইয়া কাল কাটাইতেছে। এইরূপ অযথাভাব হইতে "যে দিন যায় সেই দিন ভাল" এই কথা লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দিন কোন প্রকারে গেলে ফল নাই, বরং উহা ভাবী দুঃখের নিদান হয়, ইহা কয় ব্যক্তি মনে করে?

কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মের পূর্ণতা নহে। সত্য বটে ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে জীবনের গুরুত্ব অনুভূত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম এই যে, সাধক যে লক্ষ্যে সাধন আরম্ভ করেন, তাহাই তাঁহার হস্তগত হয়, অপর বিষয় অতিনিকটসম্পর্কীন হইয়াও তাঁহার প্রাপ্তির বিষয় হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের অনন্তকালের সম্বন্ধ, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও এ বিশ্বাস তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইসে না, কেন না বর্ত্তমান কালে ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া সাধক অনন্তকাল ভুলিয়া

যাইতে পারেন। ইহা কিছু তাঁহার পক্ষে নিন্দার বিষয় নয়, তবে এই প্রকারে অতি-সঙ্কুচিত কালের মধ্যে স্থিতিতে জীবগণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্থির ভাবে স্থিতি করে, উপাসনা যোগ সমাধি ভিন্ন অন্য সময়ে জীবন অনিয়মিত অবস্থার অধীন হয়। এই প্রকারে সাবকাশ জীবন অধিকাংশ সময়ে নিদ্রিত সংসারিক প্রবৃত্তি সকলকে জাগ্রৎ করিয়া তুলে, এবং অনেককে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তি যে প্রকার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি শূন্য হয়, অথচ এই দৃষ্টিশূন্যতা বিপদ্বিঘ্ন আনয়ন করে, এখানেও তাহাই হয়। ঈশ্বরের সহিত জীবের সর্ব্ব প্রধান সম্বন্ধ হইলেও জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ তাহার পরেই অবস্থিত। অনন্তকাল ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করিলেই অন্যান্য জীবের সঙ্গে তাদৃশ সম্বন্ধ অনুভবগোচর হয়। এখানে যাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তনাদিতে সাধকগণ প্রবৃত্ত আছেন, সঙ্কুচিত সময়ের মধ্যে সম্বন্ধ নিবদ্ধ রাখিলে তাঁহাদিগের সঙ্গেও তত্তৎসময়ের জন্য সম্বন্ধ মনে হয়। এইরূপে অনন্তকালের জন্য সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুভূত না হওয়াতে আমাদিগের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারও ক্ষণিকত্বের লক্ষণ প্রকাশ করে, এবং ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে তাদৃশ ব্যবহার যে পর জীবনে দুঃখ লজ্জা ক্লেশও অনুতাপ আনয়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিতে না পারিয়া এক প্রকার উপেক্ষা ও ঔদাস্য জীবনের মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলে।

সময় ও জীবন এ দুইকে সাধক মাত্রের অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তিনি যে অনন্তকালের জীব, উপাস্য অনন্ত ঈশ্বর এবং অনন্তকাল স্থায়ী জীবসমূহ সহ তাঁহার যে অনন্তকালের সম্বন্ধ, ইহা সর্ব্বদা তাঁহার মানসগোচর রাখা সমুচিত। অন্যথা উজ্জ্বলতর স্বর্গলোক যোগচক্ষে কখন প্রতিভাত হইতে পারে না, এবং উহা প্রতিভাত না হইলেও দিবালোকে ঘূর্ণমান ক্ষুদ্র কীটসমূহের ন্যায় ক্ষণধ্বংসিত্ব অনুভব তিরোহিত হয় না। যদি বল, সম্ভোগ নিমগ্ন ব্যক্তির ক্ষণধ্বংসিত্ব বা দীর্ঘকালস্থায়িত্ব ইহার কোনটিই অনুভবের বিষয় নহে, কেন না প্রমত্তের ঈদৃশ জ্ঞান থাকা অসম্ভব, আমরা এ কথা মানি না, কারণ সম্ভোগকালের আরম্ভ ও অপায় আছে। এই আরম্ভ ও অপায় সময়ের ক্ষুদ্রাংশ লইয়া। সম্ভোগে জীবন অসম্ভোগে মৃত্যু, এ দুই পর্য্যায়ক্রমে ভোগীর জীবনে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে ক্ষণধ্বংসীর ন্যায় করিয়া তুলে। অনন্তকালের প্রতিবোধ যাঁহার চিত্তে লাগিয়া আছে, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সম্ভোগের বিষয়ের আগম ও অপায়ে তাঁহার জীবন ও মৃত্যু সম্বদ্ধ নহে। তাঁহার উৎসাহ উদ্যম আশা ভরসা অনুরাগ প্রভৃতি অনন্তের সহিত সংযুক্ত,সুতরাং সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার কিছুই করিতে পারে না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রাচীন কতকগুলি অস্বভাবিক প্রক্রিয়া আছে, যাহাতে কোন কোন ইন্দ্রিয়ের শরীরগত মূলের উচ্ছেদ হয়। আমরা এ সকল প্রক্রিয়ার বিরোধী, কেন না ইহাতে আমাদিগের প্রকৃত স্বভাব প্রস্ফুটভাব লাভ করে না। আত্মার সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা অনন্তবলরাশির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া মহাবলে পরিণত হয়। ইহাই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। আমি দুর্ব্বল অথচ অনন্তবলে পরিবৃত রহিয়াছি এ প্রতিবোধ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে শরীরগত ইন্দ্রিয়সমূহের মূলোচ্ছেদ হইলে বুঝিতে পারা যায় না। আত্মা আপনি দুর্ব্বল, বহু পরীক্ষা দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত, সে জানে আমার এই সকল পরীক্ষার আবেগ বহন করিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই, অথচ সে যাঁহার ক্রোড়ে স্থিতি করিতেছে, যাঁহার সুন্দর দৃষ্টি তাহার উপরে সর্ব্বদা নিপতিত রহিয়াছে, যিনি সর্ব্ববিধ পরীক্ষা হইতে তাঁহাকে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন, উত্তীর্ণ করিতেছেন, তাঁহার আবির্ভাবে সে এত নিশ্চিন্ত ও নির্ভর, সর্ব্বদা শান্ত প্রফুল্ল ও আনন্দিত, যে তাহাতে কোন

অযথা অভিমান আসিতে পারে না, অথচ উচ্চতম সাধনের বস্তু তাহার হস্তগত হয়। মানবসুলভ বোধশক্তি সমুদায় চলিয়া গিয়া জড়ত্বভাব প্রাপ্ত হওয়াকে আমরা উন্নতি বলি না, আবার স্বাভাবিক বোধশক্তি আছে বলিয়া তাহার অধীনতা স্বীকারও আমরা অণুমাত্র অনুমোদন করি না। এদুয়ের মধ্যপথ মানবীয় ভাব এবং দৈবশক্তির মিলন। যে মানব সে দুর্ব্বল, কিন্তু তাহার ভিতরে যে দৈবশক্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে, তাহার বল অপরিসীম এই বল দুর্ব্বল মানবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে বলিয়া সে দুর্জ্জয়; কিন্তু সে যখন কেবল আপনাকে দেখে তখন দুর্ব্বল ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারে না। সাধকের নিয়ত এই স্বাভাবিক ভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আমরা এত দূর পক্ষপাতী যে যে কারণে হউক ইহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে চাহি না। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদ ঘটাইলে সাধারণ মনুষ্যজাতি সহকারে সহানুভূতি কাটিয়া যায়, মানবীয় ভাবে তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবভাব তন্মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য যত্ন হয় না। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে সংসার মধ্যে বহুসম্বন্ধজনিত বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছেন, অস্বাভাবিক পথের লোক তাঁহাদিগকে অতি হেয় দৃষ্টিতে দর্শন করে, এবং মনে করিতে পারে না, এসকল লোক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া অতি বিশুদ্ধ এবং পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেন। ফলতঃ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অধীন লোক সকল কবিত্ব-বিহীন, ঈদৃশ জীবন আমাদিগের আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে।

ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণের ফল আমরা বহুবর্ষ হইল দেখিয়া আসিতেছি। ইহার সুফল সকলের গোচর করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের ভিতরে অনেক প্রকারের দোষ দুর্ব্বলতা পাপ আছে, যাহার এক একটি আমাদিগকে সংসারের কোন্ গর্ত্তে লইয়া ফেলিত আমরা তাহা জানি না। কিন্তু আজও আমরা তাঁহার আশ্রয়ে সঞ্জীবিত আছি, দিন দিন নূতন আলোক ও বল লাভ করিতেছি। ইহার কারণ কি? যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগের সঙ্গে আশ্রিতগণের এত প্রভেদ কি যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা আশ্রিতদিগের প্রতি সর্ব্বদা অবতীর্ণ থাকে? সুমহান্ প্রভেদ। যাঁহারা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পাপ দোষ দুর্ব্বলতার ভারে সর্ব্বদা নিপীড়িত। যত ঐ সকল প্রস্ফুট আকার ধারণ করে, তত ক্লেশ যন্ত্রণা এত বাড়িতে থাকে যে, সেই ক্লেশ যন্ত্রণাই তাঁহাদিগকে সে সকল পরিহার করিবার জন্য একান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহারা দোষ দুর্ব্বলতা পাপ পরিহারের জন্য যত্নশীল নয়, এবং তজ্জন্য কোন স্থায়ী ক্লেশ যন্ত্রণাও অনুভব করে না। আশ্রিতগণ এক একটি অপরাধের জন্য এমনই শাস্তিভোগী হন যে সমুদায় দিন তাঁহাদিগের কি ভাবে অতিবাহিত হইতেছে বলিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় দিবসের সমুদায় করণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু বহু কার্য্যের গোলের ভিতরেও, তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত হয় না। আশ্রিত ও অনাশ্রিত এ উভয়ের চিত্তের ঈদৃশ অবস্থা বশতঃ উভয় সম্বন্ধে ঈশ্বরের করুণার ক্রিয়া ভিন্ন হয়, সুতরাং এখানে করুণার বৈষম্য কিছু মাত্র হয় না।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

যদি সুদুরাচারও হয়, অথচ অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, কেন না ঠিক বিষয়ে সে চিত্তাভিনিবেশ করিয়াছে, এই শাস্ত্রীয় উক্তি, আমরা যাঁহাদিগের কথা বলিলাম তাঁহাদিগের সম্বন্ধে।

ঈশ্বরের করুণা জীব উদ্ধারের হেতু ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা চিরকাল বলিয়াছি, সহস্র প্রকার সাধন করিয়া শেষে তাহাতে কিছু হইতেছে না দেখিয়া মন যখন একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে, তখন করুণা অবতীর্ণ হইয়া সাধককে হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করে। সাধনের ভিতরে যে অহম্ বিদ্যমান থাকে তাহার মৃত্যু আর করুণার অবতরণ ইহাই যুগপৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ যদি সাধনে বিরত হইয়া বসিয়া থাকে এবং বলে আমার দ্বারা কিছু সাধন হইবার নহে, তখন আমি কি করিব, যদি করুণা আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া লয় তাহা হইলে আমার হইল, অন্যথা আমার আর কিছু হইল না; জগাই মাধাই প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এই সকল লোক আপনাদিগের নিশ্চেষ্টতার প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করে; ঈশ্বরের করুণা অবতরণে স্থিরতর প্রণালীর উপরে আমাদিগের এত দূর বিশ্বাস যে, আমরা জগাই মাধাই প্রভৃতির দৃষ্টান্তেও সে প্রণালীর ভঙ্গ হইয়াছে বিশ্বাস করিতে পারি না। ঘোরতর পাপাচরণ করিতে করিতে মনের ভার এত গুরু হয় যে, মন একটি মহাপরিবর্ত্তনের উন্মুখ হইয়া স্থিতি করে। কিছুমাত্র অগ্নির সংযোগে যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি পাপতাপে বিশুষ্ক হৃদয় সাধু সজ্জনের একটু সহানুভূতি লাভ করিয়া সর্ব্বথা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। একেবারে শেষ সীমায় গমন পুনরায় বিপরীত দিকে প্রত্যাগমন করিবার কারণ হয়। আমরা বলিয়াছি, সাধনের অহংভাব তিরোহিত হইলে করুণা অবতরণ করে, এখানে সে নিয়মের কোন বাধকতা নাই। ঘোর পাপী জনসমাজে নিন্দিত ঘৃণিত অপমা-

নিত হইয়া এত দূর আপনাকে অপদার্থ মনে করে যে আর তাহার অহংভাব থাকিবার অবকাশ পায় না। সে ব্যক্তি এত দূর আত্মসম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে যে মনুষ্যত্ব কোন কালে মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না তৎসম্বন্ধে পর্য্যন্ত আস্থা রাখিতে পারে না। যখন কোন মহদ্ব্যক্তি হইতে দয়া স্নেহ লাভ করিয়া দেখিতে পায় এখনও তাহাতে মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, তখন সে পাপের বিপরীত পুণ্যের পথে প্রত্যা-বর্ত্তন করে। যে সকল ব্যক্তি জগাই মাধাইর ন্যায় পাপের চরম প্রাপ্তি হয় নাই, তাহারা সাধনের অধিকার হইতে দূরে প্রস্থান করে নাই। সুতরাং সাধন ও তদন্তে করুণা অবতরণের যে নিয়ম আছে, এসকল ব্যক্তি তাহা আশ্রয় না করিয়া করুণার পাত্র হইতে পারে না। প্রায় সকল ব্যক্তির এই অবস্থায় স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং তাহারা সাধন ছাড়িয়া জগাই মাধাইর লব্ধ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে না।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ

গৌরাঙ্গের ভক্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ব্যভিচারী ভাবের পর স্থায়ী ভাব। যেমন সুরাজা বিদ্রোহী প্রজা ও রাজভক্ত প্রজা উভয়কে সমান ভাবে আপন বশে রাখিয়া বিরাজ করেন, সেইরূপ যে ভাব বিরোধী (ক্রোধাদি) এবং অবিরোধী (হাসাদি) উভয়বিধ ভাবকে বশে রাখিয়া বিরাজ করে তাহাকে স্থায়ী ভাব বলা যায় *। এই কথা গুলি আরও কিঞ্চিৎ স্ফুট করা যাইতেছে। যাহা একবার মনে উদিত হইলে আর কখন বিলুপ্ত বা বিচলিত হয় না, যাহা আশ্রিত সাধককে তাহার জীবনোপযোগী অন্নপান বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যাহা আশ্রিত সাধকের ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়া চিরকাল ভরণ পোষণ করিতে আলস্য করে না, যাহা আপদ্ বিপদ আসিলেও কিংবা দুর্ভিক্ষ (শুষ্কতা নিরাশাদি) উপস্থিত হইলেও আপন আশ্রিত সাধকের সঙ্গ ছাড়া হয় না, তাহার নাম স্থায়ী ভাব। ঈশ্বর-বিষয়ক রতিকে স্থায়ী ভাব বলা যায়। এই রতি দুই প্রকার মুখ্যা ও গৌণী। যাহার প্রতি কোন দোষারোপ করা যায় না, যাহার সত্ত্বা বিশুদ্ধ বা কখন রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হয় না, বস্তুতঃ যাহার কোন গ্লানি নিন্দা নাই তাহাকে মুখ্যারতি বলা যায়। এই মুখ্যারতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক স্বার্থা দ্বিতীয় পরার্থা †। যে রতি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হয় যে রতি আপনার ভাবিষৎ অকল্যাণ নিবারণ করিয়া যথা যোগ্য পথে থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে স্বার্থা রতি বলা যায়, আর যে রতি আপনার ভাল মন্দ কিসে হইবে হইবে কি না সে কথা ভাবে না, কেবল প্রেমাস্পদের সন্তোষ বিধান করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয় এবং প্রেমাস্পদের সুখ সাধন করিতে গিয়া আপন জীবন মরণের ও কথা ভুলিয়া যায় তাহাকে পরার্থ রতি বলা যায়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ভাব লইয়া ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল ভাব অবিরুদ্ধ তাহাদিগের দ্বারা আপনাকে যে রতি পোষণ করে এবং বিরুদ্ধ ভাব সকল দ্বারা দুঃখজনক মালিন্য পোষণ করে তাহাকে স্বার্থা রতি বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ যে ভাব আপনি সঙ্কুচিত হইয়া অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাহাকে পরার্থা রতি বলা যায় *।

এই বিষয় গুলি পাঠকদিগের বুদ্ধিগম্য হইবার জন্য কিছু সরল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর বিষয়িণী রতি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরক্তি, বস্তু নির্দ্দেশ ব্যতীত জন্মে না। প্রথমতঃ এই বস্তু সুন্দর পবিত্র নিষ্কলঙ্ক বলিয়া বুঝাইলেই মনে হয় এ বস্তু না হইলে আমার চলে না, আমি এই বস্তু চাই, এই বলিয়া মনে উদ্বেগ জন্মে। বস্তুর সঙ্গে পরিচয় না জন্মিলে, বস্তুর মহিমা গুণ সত্যতা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, মহিমা আগে না জানিলে রতি জন্মিতে পারে না। এই জন্য রতিকেই স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কেন না বস্তুর স্বরূপাবগতি হইতে মনে যে প্রাপ্তির অভিলাষ জন্মে এবং সেই অভিলাষ হইতে তাঁহার বাধ্য থাকিবার ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার যে ইচ্ছা জন্মে, সে ইচ্ছা আত্মবিনাশ ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। যাহা আত্মার উপাদান বা উপজীবিকা তাহা আত্মা থাকিতে নষ্ট হইবে কিরূপে? অতএব সর্ব্ব প্রকার বিরোধ ও অনুকূলতার মধ্যে ও রতি আপন আশ্রয়কে রক্ষা করিতে বিশেষরূপে বাধ্য।

এই রতিকে মুখ্যা ও গৌণী দুই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রতি যদি শুদ্ধসত্ত্বা হয়, অর্থাৎ যে কারণে জন্ম গ্রহণ করে সে কারণ ও উপাদান যদি বিশুদ্ধ হয় তাহা মুখ্যা বা প্রধানা। কেন না অবিশেষাত্মা অর্থাৎ প্রেমাস্পদ হইতে কোন বিরহজনক স্বাতন্ত্র্য পোষণ করিতে পারে না, যেমন প্রেমাস্পদআপনি সেইরূপ অভিন্নতা সহ উদিত হয়। যেমন ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ ভাবে ছোট বড় সকলকে ভাল

---

* অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত সস্থায়ী ভাব উচ্যতে।

† শুদ্ধসত্ত্বা বিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা।
মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্ত্যতে॥

* অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ভাবৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা
বিরুদ্ধৈঃ দুঃখকল্পানিং সা স্বার্থা কথিতা রতিঃ।
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্ণাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে॥

বাসেন, এ রতিও তেমনি ঈশ্বরেতে বিশেষ ভাবে এবং সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বরের অদৃষ্ট সূত্রে সাধারণ ভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাকে অবিশেষাত্মা বলা হইয়াছে। যাহা ঈশ্বর প্রেমের সহিত অভিন্নরূপে প্রকাশ পায় তাহা মুখ্য হইবে এবিষয়েও সংশয় করিবার কিছু নাই।

এই মুখ্যা রতিকে পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক স্বার্থা দ্বিতীয় পরার্থা। এই স্বার্থা ও পরার্থার ভাবও ব্যক্ত করা হইয়াছে। এক জন আপনার কিসে ভাল হইবে, বাড়িবে প্রেম পুণ্য কিসে, নিজে কিরূপে পাপ-স্পর্শ হইতে চিত্তবিকার হইতে দূরে থাকিতে পারিবে, কি করিলে কোন প্রকার বিপদে পড়িতে হইবে না এই সকল স্বার্থমূলক চিন্তা ও ভাব হইতে জন্মগ্রহণ করে এই জন্য ইহাকে স্বার্থা বলিয়া বিবেচিত করা হইয়াছে। আর পরার্থা যাহা আপনার কথা ভাবে না, ভাবিতে অবসর পায় না প্রভুর জন্য আপনাকে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, আপনার মঙ্গলামঙ্গল কিছু বুঝে না সে কেবল প্রভুর তুষ্টি সাধন বুঝে তাহাই করে অন্য দিকে অন্যবিষয়ে মনোযোগ দেয় না এই জন্য ইহাকে পরার্থা রতি বলা হইয়াছে। এতো গেল ভাবাধীন ব্যক্তির কথা, মূলভাবের কথা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধভাব সকলকে বশে রাখিয়া সুরাজার ন্যায় যে বিরাজ করে তাহার নাম স্থায়ী ভাব। এখন স্বার্থ পরার্থ বিভিন্নত্ব প্রদর্শন স্থলে বলা যাইতেছে যে, অবিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আপনাকে পোষণ করে, আর বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা দুঃখ ও মালিন্য প্রাপ্ত হয় তাহা স্বার্থা রতি। সুতরাং পূর্ব্ব বাক্যের সঙ্গে এস্থলে অসম্মিলন দেখা যাইতেছে। ইহা কি প্রকৃত অসম্মিলন? না। বস্তুতঃ প্রাণের ভিতরে ঈশ্বরানুরাগ থাকিলে ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাব আদবেই আসিতে পারে না। তবে যদি তাহাতেও ভ্রম কি প্রমাদ বশত কদাচিৎ ক্রোধাদির উদয় হয় তাহাতে দুঃখ ও মালিন্য জন্মে। বাস্তবিক স্থায়ী ভাব বিদ্যমান থাকিতে ক্রোধাদির অভ্যুদয় হওয়াই অসম্ভব। ক্রোধাদি মনকে উত্তেজিত করে আঘাত করে কিন্তু ভগবদনুরাগীহৃদয়ে প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তাহারা থাকিয়াও যখন কার্য্য করিতে পারে না তখন নিশ্চয় বশীভূত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বিরুদ্ধ ভাবগুলি বশীভূত থাকিলে এবং অবিরুদ্ধ (অনুকূল) ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পাইয়া যথোচিত কার্য্য করিতে পারিলেই কি সুরাজার ন্যায় ভাব প্রকাশ পাইল? বস্তুতঃ তাহাও নহে। অবিরুদ্ধ ভাব সকল অবিরুদ্ধ হইলেও তাহাদিগের অযথা-স্ফূর্ত্তি রাজশাসনের বিরুদ্ধ, অতএব স্থায়ীভাব বিদ্যমান থাকিলে অবিরুদ্ধ [হাস্যাদি] ভাব সকলও অযথা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। কেন না অধিক হাস্য মনের ধারণা ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে, চিন্তার বেগ মন্দীভূত করিয়া চাপল্যে পরিণত করে। সুতরাং হাস্য অনুকূল ভাব হইলেও পরিমাণে অধিক হইলে অনিষ্ট সম্ভব! কিন্তু এদেশের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা!! স্থায়ী ভাব থাকিলে হাস্যাদিও অযথা চাপল্য প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা সাধকের গুণ নহে স্থায়ী ভাবের প্রভাব যেমন রাজার সম্মুখে কেবল বিদ্রোহী প্রজাই যে শঙ্কিত থাকে তাহা নহে রাজ-ভক্ত প্রজারাও চাপল্য করিতে সাহস পায় না সেইরূপ।

আবার অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ উভয়বিধ ভাবকে স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া অবকাশ দান করে তাহাকে পরার্থা রতি বলিয়া স্থির করা হইয়াছে কেন? যে কেবল প্রেমাস্পদের সন্তোষের জন্য জীবন ধারণ করে সে নিজ ইচ্ছাতে ক্রোধও করে না হাসেও না কেন না, তাহার আপনার উপরে আপনার কোন অধিকারই থাকে না সে আপনি আপনার নহে। প্রেমাস্পদের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া মূলরতির সঙ্কোচ এই জন্য দোষাস্পদ নহে।

তৎপর গৌণী রতি। সঙ্কুচিত রতি কর্ত্তৃক যে কোন ভাব, বিভাবের উৎকর্ষ জন্য, উদিত হয় তাহাকে গৌণী রতি বলা যায়। হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়, নিন্দা, এই সাতটি বিশেষ ভাব নামে খ্যাত। হাস্যোত্তর যে রতি তাহার নাম হাসরতি, বিস্ময়পরা বিস্ময়রতি, উৎসাহপরা উৎসাহ রতি, আর শোকপরা শোক রতি, ক্রোধপরা ক্রোধরতি, ভয়পরা ভয়রতি নামে পরিচিত।

এই সকল হাসাদি ভাব রতিকর্ত্তৃক আহৃত হইয়া ভগবানের লীলানুসারে কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া ভক্তে অবস্থিতি করে * কিন্তু সেই জন্য এই সাতটি ভাব সাময়িক ভাবে উদিত হয়, নিয়ত স্থির থাকিতে পারে না। এই সকল হাস্যাদি সহজ হইলেও বলিষ্ঠ স্থায়িভাব কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, আপন স্বরূপানুসারে কোন রতিকে অব্যভিচারিণী হইতেও দেখা যায় †। আত্যন্তিক রতি স্থায়ী ভাব নামে সকল ভক্তজনে অবস্থিতি করে। এই স্থায়িভাব না থাকিলে অন্যপ্রকার সমুদায় ভাব নিরর্থক হইত ‡।

* কঞ্চিৎ কালং কচিদ্ ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতাময়ী।
রত্যা চানুদ্ধতা যান্তি লীলাদ্যনুসারতঃ॥

† সহজা অপি লীয়ন্তে বলিষ্ঠেন তিরস্কৃতাঃ।
কাপ্যব্যভিচরন্তী সা ধারয়ন্ স্বস্বরূপতঃ॥

‡ রতিবাত্যন্তিকস্থায়িভাবো ভক্তজনেষ্বখিলে।
স্যুরেতস্মাৎ বিনা ভাবাৎ ভাবাঃ সর্ব্বে নিরর্থকাঃ॥

বিপক্ষভাবে প্রাপ্ত যে ক্রোধাদি ভাব তাহারা রতি (অনুরাগ) শূন্যত্ব হেতু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে কিন্তু ভক্তিরসের উপযোগী হইতে পারে না। এইজন্য নির্ব্বেদাদি সমুদায় সঞ্চারী ভাব অবিরুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়াও বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। এতজ্জন্য কাহারও কর্তৃক ইষ্ট হইলেও মতিগর্ব্বাদিভাব সকলের স্থায়িত্ব জন্মে না. ইহার প্রমাণ এই সকলকে যাঁহারা জানেন সেই ভক্তমণ্ডলী। হাস্যাদি সপ্তভাব, সেই সেই ভাব দ্বারা নীত হইয়া ভক্তজনেতে স্থায়ী হইয়া পুষ্টি লাভ করে, এবং এই সকলেতে কান্তি বিস্তরণ করে। যথা—

অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতা।
তত্ত্বিষক্ত-সংস্কারা পরেণ স্থায়িতোচিতা॥

এই সকল বিষয় পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত না হইলে বুদ্ধিগম্য হইবে না, বুদ্ধিগম্য না হইলেও মিষ্ট বোধ হইবে না। অতএব পরে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

কুটীর।

মঙ্গলবার, ৩০ শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, ইতিপূর্ব্বে এই প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে, ভক্তের মুগ্ধাবস্থা শরীরে কি অন্তরে, হৃদয়ে কি জীবনে? তুমি শুনিয়াছ, যথার্থ মোহিত অবস্থা অন্তরে এবং জীবনে। আবার এই প্রশ্ন, এই মোহিত অবস্থা নির্জ্জনে না সজনে? বাহ্যিক উত্তেজনাতে এক প্রকার ভক্তি ভাব হইতে পারে। পাঁচ জন ভক্তের সহিত একত্র নাম সংকীর্ত্তন, কিংবা সদালাপ করিলে মন মোহিত হয়; কিন্তু এসকল কারণে যে ভক্তি হয় তাহা বাহ্যিক অবলম্বন সাপেক্ষ। যথার্থ মোহিত ভাব বাহিরের কোন অবলম্বনের উপর নির্ভর করে না, আপনি সংসিদ্ধ হয়। কেবল নির্জ্জনে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দর্শনে যে মুগ্ধাবস্থা তাহাই যথার্থ নিরবলম্ব ভক্তি। সাধু সঙ্গের গুণে, অথবা ভাল গান শুনিয়া যে মোহিত হওয়া তাহা অন্যশ্রেণীর ভক্তি। তাহা অবলম্বনসাপেক্ষ। বহুজনমিলন, বহু কীর্ত্তন, ইত্যাদিতে যে মন মোহিত হয়, সময়বিশেষে যদিও তাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রকৃত নহে, অতএব সর্ব্বোপায়ে এই চেষ্টা করিবে, কেবল খাটি অন্তরের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন মোহিত হয়। দর্শন হওয়াতেই দর্শকের মন মোহিত হইবে, আর কোন হেতু নাই। প্রকৃত ভক্তি অহৈতুকী, নিরবলম্ব। অতএব মোহিত হইলে কি না কেবল তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না; কিন্তু অন্তরে সেই খাটি রূপ দর্শন করিয়া মোহ হইল কি না তাহা দর্শন করিবে। সেই আন্তরিক দর্শনে, আন্তরিক গুণ গ্রহণে মন মুগ্ধ হইবে। এই প্রকারে ভিতরে ভিতরে আপনার মধ্যে নির্জ্জনে সেইরূপ দর্শনে এমনি গভীর রূপে মুগ্ধ হইবে যে চিরজীবন সেই অনন্তরূপসাগরে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

শারীরমান্তরং বাহ্যং হার্দ্দং বা জীবনোত্থিতম্।
মুগ্ধত্বং শ্রুতবান্ পূর্ব্বং সজনাদ্বিজনাদথ॥
তদভ্যাদেতি সংপ্রশ্নঃ সুমহান্ জায়তেঽধুনা॥ ১॥
সঙ্কীর্ত্তনং সদালাপো ভক্তের্হি মোহনং পরম্।
বাহ্যাবলম্বনাপেক্ষি বহুমন্যামহে ন তৎ॥ ২॥
মুগ্ধতা তু স্বয়ং সিদ্ধা নালম্বনমপেক্ষতে।
সুন্দরং মুখমীশস্য পশ্যন্ ভক্তো বিমুহ্যতি॥ ৩॥
বস্তুসাপেক্ষিণী ভক্তিস্তথা তদনপেক্ষণী।
ন স্থায়িনী তয়োরাদ্যা স্থায়িনান্যাঽধিকা মতা॥ ৪॥
অতো মুগ্ধত্বমাত্রেণ ন তৃপ্তিং গচ্ছ জাতুচিৎ।
তদ্রূপদর্শনান্মুগ্ধো ন বেত্তি সুষ্ঠু নিশ্চিনু॥ ৫॥
নির্জ্জনে দর্শনাদেবং মুগ্ধস্ত্বং ভব যেন তু।
তস্মিন্নেব নিমগ্নঃ সন্ চিরং স্থাস্যসি সুব্রত॥ ৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে নিরবলম্বভক্তিকথনং নাম ত্রয়োদশমুপনিষৎস্বেকত্রিংশত্তমমনুশাসনম্।

বুধবার, ১ লা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগী হইলে কি করিতে হয়, বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছ যোগের প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে। মনুষ্য বুঝিল যে সংসার অসার, সুতরাং সে সংসার ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সংন্যাসী হইয়া অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিবে। বৈরাগ্য না হইলে হৃদয়ে প্রবেশ করা যায় না। কেন না সংসার টানিবে। এই জন্য যোগ শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম সাধন বৈরাগ্য। অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমেই বৈরাগী সারাৎসারের অন্বেষণে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু বৈরাগীর চক্ষু যাই মুদিত হইল অমনি ঘোরান্ধকার। সর্ব্ব প্রথমে ঘোরান্ধকার দেখিবে। চিন্তা কি কল্পনা দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিবে না। বাহিরে কিছুই নাই নেতি নেতি নেতি, এই বলিয়া গাঢ়তম অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহা অভাবপক্ষের সাধন। যখন বাহিরের কোন বস্তু রহিল না ভিতরের জগৎ ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্ন অথবা জঞ্জালশূন্য সেই অন্ধকারের ভিতরে "সত্যং" আছেন, ইহা সাধন করিতে হইবে। যাহা সৎ যাহা আছে, যাহা সার বস্তু তাহা এই অন্ধকার মধ্যে আছে। এই সৎ কেমন করিয়া দর্শন করিতে হয়, কেমন করিয়া এই সৎকে আয়ত্ত এবং ভোগ করিতে হয় ক্রমশ বলা হইবে। প্রথমে

ঘন অন্ধকার দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ ঘন কাল দ্বারা হৃদয় ভূমিকে কাল কর, সেই কাল জমির উপর সত্যস্বরূপকে আঁকিবে। ভূমি প্রস্তুত হইলে পরে বীজ বপন। চিত্রকর যেমন আগে ভূমিতে কাল রং দিয়া পরে তাহাতে অন্যান্য সুন্দর বর্ণ ফলায়, সেই রূপ হৃদয়ভূমিকে এক বার ঘন কাল অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে। পরে তাহার মধ্যে সত্যস্বরূপের জ্যোতি এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

সর্ব্বত্যাগী স সন্ন্যাসী বিশত্যন্তর্ন চান্যথা।
তত্র স্থাতুং ক্ষমো যোগী বিষয়ৈঃ কৃষ্যতে বহিঃ॥ ১॥
নিমীলিতেন নেত্রেণ ঘোরান্ধকারমীক্ষতে।
তত্র কল্পনয়া কিঞ্চিদ্বস্তু কল্প্যং ন যোগিনা॥ ২॥
নেতি নেতি বদন্নন্তর্বিশত্যেষ তদেব হি।
বিদ্যতেঽত্র সারবদ্যৎ সত্যং তদবধারয়॥ ৩॥
যক্ষ্যৎ তৎ কেনোপায়েন গ্রাহ্যং ভোক্তব্যমেব বা।
আচ্ছাদ্যং হৃদয়ং ঘোরেণান্ধকারেণ সম্প্রতি॥ ৪॥
তদুত্তরং সত্যরূপং চিত্রয় ত্বং প্রযত্নতঃ।
যথা চিত্রকরঃ কৃষ্ণোত্তরং বর্ণান্ মনোরমান্॥ ৫॥
ঘোরান্ধকার সংছন্নে হৃদয়ে সম্প্রকাশতে।
সত্যস্বরূপসম্ভূতং জ্যোতিঃ সৌন্দর্য্যমেব চ॥ ৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে দর্শনান্তরানুকথনং নাম ত্রয়োদশমুপনিষৎসু দ্বাত্রিংশত্তমমনুশাসনম্।

বৃহস্পতিবার ২রা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, মত্ততা মিষ্টতা মিষ্টতা মত্ততা, বাস্তবিক এই দুই মূলেতে এক। মিষ্ট রস পানে মত্ততা হয়। যে সামগ্রীতে মত্ততা হয় সেই সামগ্রী অত্যন্ত মিষ্ট। ব্রহ্ম মিষ্ট কি না, এই প্রশ্নের উত্তর কি দিবে তাহারা যাহারা ভক্তিরসজ্ঞ নহে? ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের অনেক গুণ আছে; কিন্তু ঈশ্বর মিষ্ট কি না, এই প্রশ্নের উত্তর কোন জ্ঞাত স্বরূপে পাওয়া যায় না। ইহা আস্বাদনের ব্যাপার, শরীর মনের অবস্থা। মত্ততার অবস্থায় ঈশ্বর পানে তাকাইলে মিষ্টতা হয়। ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি এই বিষয়ে সাবধান হইবে মিথ্যা বলিবে না, কল্পনা করিবে না। মিষ্টরসাস্বাদ না করিতে পারিলে সরল ভাবে বলিবে মিষ্টতা ভোগ করিতে পার নাই। প্রথমাবস্থায় অবিচ্ছেদ মিষ্ট রস পান করা অতি দুর্ঘট। সকল সময় কে বলিতে পারে "দয়াময় কি মধুর নাম"? ব্রহ্ম নামের মিষ্ট রস পান না করিয়া ব্রহ্মনাম বড় মিষ্ট এ সকল কথা বলা ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। হে ভক্তশিক্ষার্থী, এখন তুমি যে সকল কার্য্য কর, এবং যে সকল কথা বল, ভক্তির অনুরোধে তোমাকে সে সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। মিষ্ট তখন বলিতে পার যখন মিষ্ট খাচ্ছ। সকল সময়ে এবং সকল দেশে, জ্ঞানীর চিনিকে মিষ্ট বলিবার অধিকার আছে। ভক্ত পারেন না, ভক্তকে ঈশ্বর এ অধিকার দেন নাই, তিনি যখন খাচ্ছেন তখনই কেবল মিষ্ট বলিতে পারেন। ঈশ্বর মধুময় এই কথা কখন বলা যায়? যখন সেই মধু পান করা হচ্ছে যখন শরীর মন সেই রসে ডুবে আছে। ঈশ্বরের মিষ্টতা ভোগ করা, এবং ঈশ্বর মধুময় ইহা জান। এই দুইতে কেমন প্রভেদ জান, যেমন স্বর্গ আর পৃথিবীতে, জল আর পাষাণে অথবা পুষ্প আর শুষ্ককাষ্ঠে। ক্রমে সাধন এবং অভ্যাস দ্বারা এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। সেই মিষ্ট রস ভোগ করিতে করিতে বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্র মনের মধ্যে আবল্য উপস্থিত হয়, এবং প্রেমে হৃদয় ঘোর হইয়া আসে। প্রকৃত মত্ততাসম্পর্কে আপনার ধাত বুঝিবে। এই বিষয়ে মনে মূর্খতা থাকিতে দিবে না। যখন আত্মপরিচয় পাইবে, তখন মত্ততা স্থায়ী করিতে শিখিবে। অন্তরে মিষ্টতা ভোগ করিতে পারিতেছ না, অথচ দয়াময় কি মধুর নাম, এই গান করিবার প্রয়োজন কি? যখন মিষ্ট রস ভোগ করিতে পার না তখন বিচ্ছেদের জ্বালা হওয়া আবশ্যক। অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস পান করা সাধারণ ব্যাপার নহে, কোটি কোটি লোকের মধ্যে যদি চারি পাঁচ জন ভক্ত থাকেন এমন ধারা আবার কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে দুই এক জন কেবল অবিচ্ছেদ ব্রহ্মরস পান করিতে পারেন। যখন মিষ্টতা আস্বাদ করিতে পারিবে না তখন বলিবে আমি অত্যন্ত নরাধম; কিন্তু আর আমি পাথর হইয়া থাকিব না, জল হইব, প্রেমিক হইব। ক্রমে ক্রমে দেখিবে বিচ্ছেদের সময় অল্প হইয়া আসিবে এবং মত্ততার অবস্থা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইবে।

মিষ্টতা আস্বাদন হয়ত দুই মিনিট হইল, কিন্তু তাহার ফল অনেক ক্ষণ স্থায়ী। যথার্থ রসাস্বাদন প্রাণের ভিতরে মিষ্টতা, আরাম আনিয়া দেয়। হয়ত দুই মিনিট রসাস্বাদন করা হইল; কিন্তু দুই শত মিনিট সেই আরামে থাকিবে। মিষ্ট বস্তু যে সর্ব্বদা আহার করে তাহা নহে। যেমন শীতল জলে স্নান করিয়া আঃ বলিলে যে আরাম হয় তাহা সমস্ত দিন থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের মুখচন্দ্র দেখিলে যে অন্তরে মিষ্ট রস অনুভূত হয় তাহা সমস্ত জীবন থাকে, যদি আর তিক্ত রস পান না করা হয়। তিক্তরস পান করিলে, আবার সেই মিষ্ট রস পান করিবে। কখন মিষ্টতা অথবা মত্ততা ছেড়ে গেল, এই জ্ঞানটি ভক্তিশিক্ষার্থীর পক্ষে সতেজ থাকা আবশ্যক।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

মত্ততা মিষ্টতা জ্ঞেয়া মিষ্টতা মত্ততা পুনঃ।
মূলমেকং দ্বয়োরেবমন্যোন্যকারণে হি তে॥ ১॥
স্বামিত্তরসপানেন প্রমত্তো দৃশ্যতে জনঃ।
মত্ততাপ্রভবো যস্মাত্তন্মিষ্টমিতি নিশ্চয়॥ ২॥

কা মিষ্টতা ব্রহ্মণীতি প্রশ্নো বুদ্ধিকৃতো ন হি।
মীমাংসিতব্যো যুক্ত্যাঽয়ং স্বাদ্যা সা মিষ্টতাত্মনা ॥ ৩ ॥
মত্তভাবস্থিতৈর্ভক্তৈর্ব্রহ্মাবলোকনে ন তু।
উৎপন্না মিষ্টতা নিত্যং সানন্দমনুভূয়তে ॥ ৪ ॥
নানুভূতা মত্ততা চেৎ ত্বয়া স্বীকার্য্যমেব তৎ।
কল্পনয়া মিথ্যয়া বা নাত্মানমবসাদয় ॥ ৫ ॥
আদ্যাবস্থাস্থিতঃ কোঽপি ন বক্তুং জাতু সক্ষমঃ।
"অহো কিং মধুরং নাম দয়াময় ইতি প্রভোঃ" ॥ ৬ ॥
অবিচ্ছেদেন তন্মিষ্টরসপানন্তু দুর্ঘটম্।
প্রথমায়ামবস্থায়াং মা ভূৎ কল্পনয়া হি তৎ ॥ ৭ ॥
মাস্বাদো নাম মধুরমিতি মিথ্যা প্রভাষণম্।
নিঃসন্দেহং ভক্তিশাস্ত্রেঽত্র জ্ঞানী জ্ঞেয়োঽধিকারবান্ ॥ ৮ ॥
যথা স্বর্গাম্বুজী পুষ্পং শুষ্কদারু জলং শিলা।
ভেদো জ্ঞেয়স্তথা জ্ঞানভোগয়োর্মিষ্টতাং প্রতি ॥ ৯ ॥
অভ্যাসেন সাধনেন তয়োর্ভেদঃ প্রতীয়তে।
যস্মিন্ ভুক্তং ভক্তেন নিবৃত্তিমধিতিষ্ঠতু ॥ ১০ ॥
মধ্যামগ্রহণাদেব শরীরমনসোঃ পরম্।
আবলাং হৃদয়ং প্রেম্না বিধুরং মধুরং হি তৎ ॥ ১১ ॥
মত্ততানুভবে স্বস্য প্রকৃতিস্থঃ সদা ভব।
অজ্ঞস্ত্বমত্র তে জাতু ন বক্তাং ভক্তিসাধক ॥ ১২ ॥
যদা ভবতি নো মিষ্টতাপলব্ধিস্তবাতুরঃ।
ভাবঃ সংশোভতে গীতং নানন্দজনিতং তদা ॥ ১৩ ॥
কোটিকোটিষু লোকেষু ভক্তাঃ কেচিৎ ভবন্তি হি।
কোটিকোটিষু ভক্তেষু দুর্ল্লভাস্তাদৃশাঃ পুনঃ।
অবিচ্ছিন্নব্রহ্মরসপানাদাস্তি কৃতার্থতাম্ ॥ ১৪ ॥
যন্ন সক্ষমো লব্ধমাস্বাদং তদ্রসস্য চ।
ধিঙ্ মামকৃতকৃত্যং মজ্জীবনঞ্চাতিধিক্‌কৃতম্ ॥ ১৫ ॥
ইতিনির্ব্বেদমাপন্নঃ প্রতিজানীহি যেন চ।
পাষাণমিব তচ্চিত্তং বিক্রমস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥
এবং ক্রমেণ বিচ্ছেদঃ স্বল্পঃ স্যান্মত্ততাঽপিচ।
দীর্ঘকালস্থায়িনীতি যত্নমাতিষ্ঠ সুব্রত ॥ ১৭ ॥
নিমেষমনুভূতোঽয়ং রসাস্বাদঃ ফলেন তু।
দিনব্যাপী ভবেৎ স্নানজন্যা সুস্নিগ্ধতা যথা ॥ ১৮ ॥
মত্ততায়াস্থিরোভাবস্তিক্তস্বাদশ্চ সার্দ্ধকৈঃ।
কদা ভবতি বিজ্ঞেয়স্তদতিক্রমপ্রার্থিভিঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্তানুশাসনে মত্ততানু-
কথনং নাম চতুর্দ্দশমুপনিষৎসু ত্রয়স্ত্রিংশত্তম-
মনুশাসনম্।

—— —

শুক্রবার, ৩ বৈশাখ ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, এই যে হৃদয়ের ভিতরে অন্ধকার দেখিলে (অন্ধকার দেখিলে এই শব্দঠিক, ইহাতে ভুল নাই) যেমন আলোক দেখা, তেমনিই অন্ধকার দেখা অন্ধকার দেখা কি? যেখানে কিছুই নাই তাহা অন্ধকার। বাস্তবিক যোগ সাধন করিতে হইলে এই অন্ধকার দেখিতে হয় অর্থাৎ অন্ধকারের প্রতি নয়ন স্থির রাখিতে হয়। ভিতরের জ্ঞানচক্ষু, সমক্ষে, উপরে দক্ষিণে, বামে, ভিতরে, বাহিরে কেবলই অন্ধকার দেখিবে, তন্মধ্যে কিছুমাত্র জ্যোতি নাই, বিদ্যুৎও নাই, অবিচ্ছিন্ন গাঢ় অন্ধকার। অনেকের পক্ষে এই অন্ধকার সহ্য হয় না। এই নিবিড় অন্ধকার দেখিয়া নূতন বৈরাগীর ইচ্ছা হয় নয়ন আবার খুলি, কিন্তু এই অন্ধকারকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যোগীর পক্ষে আলোক অসার, এই অন্ধকার সার। যে অন্ধকার যোগাসনে বসিয়া দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মের মুখের আবরণ। এই অন্ধকারের ভিতরে পরম বস্তু। এই অন্ধকারই সেই বস্তু। অন্ধকাররূপে সেই সার সত্তা নিমীলিত নয়নের ভিতরে যে উন্মীলিত নয়ন তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকারলক্ষণাক্রান্ত যে জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, ঈশ্বরের রাজ্য, তাহা প্রকাশ পায়। এই অন্ধকার পদার্থের অন্ধকার। এই অন্ধকার দেখিয়া বালক পলায়ন করে, কিন্তু জ্ঞানী ইহার মধ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করে, এবং যোগী আদরের সহিত এই অন্ধকারকে চুম্বন করে। মূঢ় মন এই অন্ধকার সহ্য করিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক চক্ষু খুলিয়া বাহিরে পলায়ন করে। অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলেও সে এই অন্ধকারের মধ্যে আবার তাহার নিজের ইচ্ছামত একটি ছোট জগৎ কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করে; এবং সেখানে সংসার চিন্তা করে। যেমন চোর কারাবদ্ধ হইল বটে; কিন্তু সে তাহার ভিতরে আবার তাহার আপনার লুক্কায়িত সামগ্রী ভোগ করিতে লাগিল। খুব যদি কলেতে চাবি দিয়ে, দম দিয়ে রেখে দাও ভিতরে চলিবেই বাহিরে স্থির থাকিবে। সেইরূপ ভিতরে যত ক্ষণ আসক্তির দম থাকিতেছে তত ক্ষণ মন সংসারের বস্তুতে ঘুরিতেছে। মূঢ়ের এই অবস্থা হয়। জ্ঞানী যিনি তিনি অন্ধকার দেখিয়া ভয় পান না; কিন্তু তাহার মধ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করেন, আশা করেন, বিশ্বাস করেন। যিনি প্রকৃত যোগী তিনি আঃ বলিয়া অন্ধকারকে আলিঙ্গন করেন। তিনি বলেন, এসেছ প্রিয় অন্ধকার এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। যেমন সৃষ্টির মধ্যে জল, পর্ব্বত ফুল, বৃক্ষ, ইত্যাদি এক একটি পদার্থ, নিরাকার অন্ধকারও সেইরূপ একটী বস্তু, এবং যোগীর পক্ষে পরম বস্তু। ঘোর কাল ঘন ঘনতর ঘনতম অন্ধকার দেখিলে শরীর স্তম্ভিত হয়, লঘুভাব চলিয়া যায়। যথার্থ যোগী বলেন অন্ধকারই বস্তু, চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখা যায় এসকল অবস্তু। অন্ধকারই একটি সুখের বস্তু। ইহা কিছু দিন সাধন এবং শিক্ষা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্ধকারস্পর্শে গম্ভীর্য্য হইবে, পরে সুন্দরম্ হইবে। অন্ধকারের এত মহিমা এবং প্রতাপ। অন্ধকার পূজা কর। খুব অন্ধকারে থাকিতে তোমার স্পৃহা হউক।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

আলোকবদন্ধকারং দৃষ্টমস্তু যোগিনা।
অভাবঃ সর্ব্বভাবানাং সারবদ্‌যোগিসন্নিধৌ॥ ১॥

নক্ষত্রৈর্নাপি বিদ্যুদ্ভিস্তত্র বিস্ফুরতি কচিৎ।
ঘোরান্ধকারমেবাস্মিন্ ভীতোঽনভিজ্ঞ এবহি॥ ২॥

জ্ঞানী বস্তুন্তরাপেক্ষী রমতে তত্র প্রজ্ঞয়া।
আদরেণ হি চুম্বন্তি জ্ঞাত্বা তদ্‌যোগিনস্তু সৎ॥ ৩॥

মুখাবরণমেবৈতৎ ব্রহ্মণো বাস্তবং খলু।
সত্তা জ্যোতির্ম্ময়ী তত্র রাজমানান্তরমেবচ॥ ৪॥

মুত্যুং মনোঽন্ধকারং তত্রাষ্টমন্ধমেষতি চ।
বহুধা কল্পনাস ধাং নিম্মীতে জগৎ স্বকম্॥ ৫॥

সংসারচিন্তান বাপি নিযুক্তং বন্ধকোরবং।
যোগী তু তৎ সুখং সারং জ্ঞাত্বা তৎপর এবহি॥ ৬॥

অতো প্রিয়মন্ধকারং সমাগতমিতি ব্রুবন্।
মত্বা সারং সৃষ্টবস্তুসমর্যালিঙ্গতীহ সঃ॥ ৭॥

কমেব তদবনীভূতং চিত্তস্তম্ভকরং পরম্।
লঘুভাবাপনয়নং তত্রাসক্তিস্ততোঽহস তু॥ ৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনেঽন্ধকার-
প্রশংসনং নাম চতুর্দ্দশমুপনিষৎসু চতুস্ত্রিংশত্তম-
মনুশাসনম্।

নবসংহিতা।

বিবাহ।

বিনষ্টনীতিকাশ্চ তু শোধিতুং জীবনানীহ।
ইচ্ছন্তি চানুতাপঞ্চ সরলং দর্শয়ন্তি চ॥
বিবহেয়ুঃ পতিতানামুদ্ধারেণৈতদ্দেশেন তু।
সমাজস্যোপকারঃ স্যাৎসংশয়মতো পুনঃ॥
পাবিত্র্যং পরমেশস্য গৃহস্য ত্বতুলিন্ন তু।
অণুমাত্রেণ হীয়েতোৎসৃজ্যেত হ্যপবিত্রতা॥
যত্তুদ্ধিনা বিশুদ্ধেষু মাকিঞ্চৎ সাবধানতান্॥ ১৫॥

যাহাদিগের নীতি বিনষ্ট হইয়াছে তাহারা যদি জীবন সংশোধন করিতে চায় এবং সরল অনুতাপ প্রদর্শন করে, তাহারা বিবাহ করিতে পারে। পতিতগণের এরূপ উদ্ধার দ্বারা সমাজের উপকার হইবে। কিন্তু সাবধান, ঈশ্বরের গৃহের পবিত্রতা যেন অণুমাত্র হীন না হয়, উৎসর্গ করা না হয়, বিশুদ্ধগণের মধ্যে যেন একটুও অবিশুদ্ধতা প্রবেশ না করে।

নরনার্য্যোর্ন পত্নী স্যাৎ পতির্বৈকাধিকঃ কচিৎ॥ ১৬॥

পুরুষের একের অধিক পত্নী নারীর একের অধিক পতি যেন না হয়।

মণ্ডলী বহুভর্তৃত্বং বহুপত্নীত্বমেব চ।
নিষেধতি ন বন্ধ্যাত্বং চিররোগিত্বমপ্যতি॥
ব্যভিচারিত্বমেকত্বনিয়মস্য বিলঙ্ঘনে।
বিবাহে ন্যায্যমিত ব্রচ্ছলং মন্যেত জাতুচিৎ॥ ১৭॥

মণ্ডলী বহুপত্নীত্ব বহুভর্তৃত্ব নিষেধ করে। বন্ধ্যাত্ব, চিররোগিত্ব, ব্যভিচারিত্ব, ইহার কিছুই বিবাহসম্বন্ধে একত্ব রক্ষা করিতে হইবে এ নিয়ম লঙ্ঘনে কখন ন্যায্য ছল মনে করা হইবে না।

অন্যোন্যং ন ত্যজেরন্ন বিবহেয়ুর্বিবাহিতাঃ॥ ১৮॥

বিবাহিতগণ পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবে না, এবং পুনরায় বিবাহ করিবে না।

ব্যভিচারস্য নৈষ্ঠুর্য্যস্যাত্যন্তাভিমতস্য চ।
হেতোস্ত্যাগো হ্যনুমোদেত নান্যোন্যস্য তু জাতুচিৎ॥ ১৯॥

ব্যভিচার নিষ্ঠুরতা, অত্যন্ত অপ্রীতির জন্যও কখন পরস্পরের ত্যাগ অনুমোদিত নহে।

বান্ধবৈরনুমোদ্যেত চেদ্বিচারালয়ৈঃ পুনঃ।
পার্থিবৈঃ স সুযোগায় সুখায় চৈহিকায় তু॥
ন পুনঃ স্বর্গীয়াদেশমপেক্ষস্তে প্রভোর্হি তে॥ ২০॥

ত্যাগ যদি বান্ধবেরা অনুমোদন করে, পার্থিব বিচারালয় সিদ্ধ করিয়া দেয়, উহা ইহলোকের সুবিধা এবং সুখের জন্য, প্রভুর স্বর্গীয়াদেশের মুখাপেক্ষা করিয়া নহে।

ঈশ্বরস্য বিধিঃ পুণ্যং বিবাহবন্ধনং পুনঃ।
উদীরয়তি তস্মাত্‌ ন চ্ছেদ্যং কেন হেতুনা॥ ২১॥

ঈশ্বরের বিধি বিবাহবন্ধনকে পবিত্র বলে এবং কোন কারণে কখন ছেদন করিবার নহে।

বদ্ধো গ্রন্থির্হি প্রভুণা মা চ্ছৈৎসীৎ পার্থিবঃ করঃ॥ ২২॥

স্বয়ং প্রভু যে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিয়াছেন পার্থিব হস্ত যেন তাহা ছেদন না করে।

সিদ্ধস্ত্যাগো বিমুক্তাশ্চ কর্ত্তব্যশৃঙ্খলাদিহ।
বিবাহস্যেতি মন্বানাঃ কল্পনাতঃ পুনর্যদি॥
বিবহন্তি মোদনয়া ভ্রান্ত্যা তাদৃশয়া প্রভোঃ।
সিংহাসনাগ্রে তে হি স্যুর্বহুবিবাহত্বদোষিণঃ॥
সাপরাধা অহো শোচ্যা বিবহন্তি চ যে পুনঃ।
তানবৈধবিবাহেন যোজয়ন্তি পরস্পরম্॥ ২৩॥

যদি কল্পনাতে ত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে, বিবাহের কর্ত্তব্য শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া এই সুখজনক ভ্রান্তিতে পুনরায় বিবাহ করে, প্রভুর সিংহাসনের সমীপে বহুদারত্বের দোষে অপরাধী হইবে। শোচ্য তাহারা যাহারা পুনরায় বিবাহ করে এবং তাহাদিগের পরস্পরকে অবৈধ বিবাহে সংযুক্ত করে।

তেষাং ধর্ম্মমতেঽনৈক্যং ভিন্নতাপি ভবেদ্যদি।
নরনার্য্যোর্ন তচ্ছেতোশ্ছিন্দ্যুর্বিবাহবন্ধনম্॥ ২৪॥

তাহাদিগের ধর্ম্মমতে অনৈক্য এবং ভিন্নতাও যদি হয় তথাপি তজ্জন্য বিবাহের বন্ধন ছেদন করিবে না।

একধর্ম্মাবলম্বী চেৎ পতিঃ পত্নী চ প্রাক্ তয়োঃ।
একঃ স্বীকৃতবান্ ধর্ম্মান্তরমন্যস্ততো যদি।
অস্বীকরোতি তেনাত্র যোগং বোঢ়্ণো কিয়দ্দিনম্।
তৎস্বীকৃত্যৈঃ পশ্চাৎ সম্প্রদায়ান্তরং পুনঃ॥
তদৈকঃ কশ্চিৎ গৃহ্ণাতি ন চ্ছলং মতোভবেৎ।
বিবাহে হ্যন্যতরস্যাত্র কুর্য্যাত্মার্পণস্য চ॥
বিশ্বাসস্য চ দৃষ্টান্তং তত্তু দাস্যেন চেতসা॥ ২৫॥

যদি পূর্ব্বে পতি এবং পত্নী এক ধর্ম্মাবলম্বী থাকে পরে তাহাদিগের এক জন ধর্ম্মান্তর স্বীকার করে, আর এক জন তাহার সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করে, অথবা কিয়দ্দিন উভয়ে সেই ধর্ম্ম স্বীকার করে, পরে এক জন তাহা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়ান্তর গ্রহণ করে, অন্যতরের বিবাহের পক্ষে তাহা ছল হইবে না, কিন্তু তাহা বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত করিবে।

সংবাদ।

আচার্য্য মহাশয়ের শরীর যদিও সুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে, তথাপি সম্পূর্ণ নির্ভর হইতে পারা যাইতেছে না।

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ৫ই পৌষ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৭ ভাগ। ২৩ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, রবিবার, ১৮০৫ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রভো, তোমার দাস এত বৎসর বিনা পরীক্ষায় সহজে নির্ব্বিবাদে জীবন কাটাইল, এখন দেখিতেছি, সম্মুখে পরীক্ষা বিপদ প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি এত দিন ইহার প্রতি যে ঈদৃশ কোমল ব্যবহার দেখাইলে, ইহার অর্থ কি ইহাই নহে যে, ইহাকে এই দীর্ঘকাল সম্মুখস্থ বিপদ্ বিঘ্ন পরীক্ষার জন্য স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া লইলে। আঠার উনিশ বৎসর ইহাকে তুমি প্রস্তুতের অবস্থায় রাখিলে, যৎপরোনাস্তি সুকোমল ব্যবহার দেখাইলে, একটি কণ্টকাঘাতও ইহার শরীর সহ্য করিল না, তোমার করুণার সুশীতল ছায়ায় ইহাকে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত করিলে, এখন যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তোমার দুর্ব্বল সন্তান সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া গমন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে এ দীনের বলিবার কিছুই নাই। সম্মুখের অন্ধকার দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ ভীত হয়, হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, সুখশয্যায় যে এত দিন শয়ান ছিল, সে কি প্রকারে দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিবে, সহ্য করিয়া দুর্জ্জয় বিশ্বাস ক্ষমা ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পরীক্ষা বিপদ তোমার অভিপ্রেত হইলে তোমার ক্ষীণ সন্তান এই বলিয়া সাহসে ভর করিতে চায় যে, যাহাকে তুমি এত দিন এমন ভাবে বর্দ্ধিত করিলে, তাহাকে অসময়ে তুমি কখন ছাড়িয়া থাকিবে না। তুমি এ দাসের প্রাণের ভিতরে আবির্ভূত থাকিলে ইহার বিশ্বাস ক্ষমা ও প্রেমের বল প্রকাশ পাইবে, যে কোন প্রকারের বিপদ বিঘ্ন পরীক্ষা ইহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমার কৃপা সম্ভোগ করিয়া এ যদি অপরের দ্বেষ্য হয়, তাহা হইলে, ইহার দুঃখ নিজের জন্য নয়, সেই ব্যক্তিরই জন্য। যদি সংসারসম্বন্ধে ইহার সুবহু ক্লেশ সমুপস্থিত হয়, তবে উহা ইহাকে শীঘ্র শীঘ্র স্বর্গের দিকে লইয়া যাইবে। যদি রোগ শোক আসিয়া নিপীড়ন করে, তোমার আনন্দ ইহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এখন প্রার্থনা এই দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন দাস যেন পরীক্ষা বিপদ্‌কে শত্রু মনে না করে, অধীর হইয়া আপনি আপনার জন্য যত্ন না করে, কেন না আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া এ তোমার আশ্রয় ছাড়িয়া দিবে, এবং বিপদ্ পরীক্ষা ইহাকে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। স্বর্গ হইতে যে পরীক্ষা তোমার করিয়া লইবার জন্য আইসে, তাহাকে প্রতিরোধ করিয়া বাধা দিয়া এ ব্যক্তি যেন অপরাধী না হয়। তোমার

পুত্র ঈশা যখন নিশ্চয় জানিলেন, পরীক্ষা তোমার নিকট হইতে আসিয়াছে, তিনি তখন যে প্রকার অপরাজিত চিত্তে আত্মরক্ষায় বিরত হইয়া উহা বহন করিলেন, তোমার অধম সন্তানও যেন সেই প্রকার সমুদায় বহন করিতে পারে এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের অনুরূপ হয়।

ভক্ত ও ভক্তি।

ঈশ্বরের প্রেমের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হৃদয় ভক্তির আবাস ভূমি। অন্য কোন অবলম্বন আশ্রয় না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরসৌন্দর্য্য হইতে যে ভক্তি উদিত হয় তাহাই অকিঞ্চনা ভক্তি। ভক্ত ও ভক্তি এ দুই কি এখানে মিলিত হয়? ভক্তিতে ভক্তের প্রয়োজন, এ কথা এখানে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? ভক্ত কি ঈশ্বর এবং সাধক এ দুয়ের মধ্যে আবরণ হইয়া দণ্ডায়মান নহেন। এক জন ভক্ত নন, ভক্তিতে ভক্তমণ্ডলীর প্রয়োজন, অন্যথা ভক্তি সঙ্কুচিতা হয়, একথার অর্থ কি? যে ভক্তি ভক্তদিগকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়, তাহাতো শুদ্ধা ভক্তি নহে, কেবল ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তিই শুদ্ধা। যদি তাই হইল, তবে ভক্ত ও ভক্তি এ দুইয়ের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

"মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।"

আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত তাহারা আমার ভক্ততম, এ শাস্ত্রীয় উক্তির অভিপ্রায় কি? এতদ্দ্বারা কি অব্যবহিত ভক্তির অধঃকরণ করা হয় নাই? না, উহার ভাব অন্যরূপ। ঈশ্বরে অব্যবহিত ভক্তি উদিত না হইলে ভক্ত জনে ভক্তিই উপস্থিত হইতে পারে না। ভক্তগণকে ভক্ত বলিয়া জানা সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের অঙ্কুর না হইলে কখন হয় না। যে পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ গাঢ় হয়, সেই পরিমাণে ভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মাননা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ ভক্তগণের প্রতি ভক্তি ইহা কপটতা। ইহা কোন কালে দাঁড়াইতে পারে না, কালে ইহার অসারত্ব জনচক্ষুগোচর হয়। কেন না ঈদৃশ ব্যক্তি একবার যাহাদিগকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, সময়ে তাহাদিগকেই ঘৃণা করিবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, তাঁহার ভক্তগণের প্রতি ভক্তি আনয়ন করে, ইহাই যথার্থ ভক্তি, এ ভক্তির কোন দিন অপায় হয় না। সেই ব্যক্তি ভক্ততম যাহার ঈশ্বরভক্তগণের প্রতি ভক্তি হইয়াছে, কেন না ইহার দ্বারা এই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের প্রতি এত প্রগাঢ় ভক্তি হইয়াছে যে সে ভক্তি তাঁহার ভক্তগণের প্রতি পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিয়াছে। ঈশ্বরেতে ভক্তি আছে অথচ তাঁহার ভক্তজনের প্রতি ভক্তি নাই, তাঁহাদিগের সঙ্গ ভাল লাগে না, তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের নাম গুণ মহিমা কীর্ত্তন শুনিতে চিত্তের বিরাগ, ইহা কখনই ভক্তির লক্ষণ নহে। তবে বলিবে, ভক্তগণ দোষ সম্পর্কশূন্য যখন নন, তখন তাঁহাদিগের দোষেরই জন্য তাঁহাদিগের সঙ্গ ভাল লাগিতে না পারে। এ স্থলে দোষদর্শী চক্ষু আত্মদোষের প্রতি অন্ধ, অন্যথা দোষ আছে বলিয়া সে আপনাকে কেন পরিহার করে না? ফলতঃ আমাদিগের ভক্তিশাস্ত্র অতি স্বতন্ত্র। আমরা ভক্তিকে নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত মানি না। ভক্ত যিনি তিনি পাপ করিতে পারেন ইহা ভক্তিবিরোধী কথা। আমি ভক্ত হইয়া ক্রোধ করিতে পারি, লোভী হইতে পারি, নীতিবিগর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারি, ইহা কখন হইতে পারে না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আছে, সে হৃদয় কি কখন তাঁহার বিরোধী কার্য্য করিতে পারে? তবে বলিবে ভক্ত অপূর্ণ, তাঁহাতে দোষ সম্পর্ক একেবারে থাকিবে না এ কেমন কথা। অপূর্ণতা-

নিবন্ধন যাহা সংঘটিত হয়, এবং ইচ্ছা-জনিত যাহা ঘটে, এদুয়ের স্বতন্ত্রতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা সমুচিত। ভক্ত তিনি যাঁহার ইচ্ছা কখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে দণ্ডায়-মান হইতে পারে না। ঈদৃশ ভক্তগণ সহ ঈশ্বরপ্রসঙ্গে গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতিতে রত হইতে কাহার না অভিলাষ হয়? বলিবে, পৃথিবীতে ঈদৃশ সঙ্গ অতি বিরল। বিরল বলিয়াইতো ভক্তসঙ্গের এত সমাদর এবং এই জন্যই আমরা বলি, ঈশ্বরে প্রগাঢ়ভক্তি ভক্তকে' ভক্তজনগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে, অন্যথা স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া যাহাদিগকে গ্রহণ করা যায়, তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া গুণ দোষ উভয়েরই ভাজন হইতে হয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সহজে সকলের মনে এই সিদ্ধান্ত হইবে যে, এ পৃথিবীতে ভক্তসঙ্গ অতিদুর্ল্লভ, সুতরাং ভক্তির ভক্ত সহ যোগের যে অঙ্গ তাহা কথার কথা মাত্র। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে নিপতিত হইবেন। ভক্তিতে ঈশ্বর যখন অধিকৃত হন, তখন ইহলোক পর লোক এদুয়ের মধ্যে ব্যবধান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়; ঈশ্বর এবং তাঁহার ক্রোড়স্থ ভক্তমণ্ডলী এ দুই সহকারে ভক্তের যোগ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। তবে ভক্তিতে ভক্ত কি কেবল পরলোকেই বাস করেন, ইহলোকের সঙ্গে কি তাঁহার কোন সংশ্রব থাকে না? না, এরূপ নহে। ভক্ত নিজ প্রিয়তম ঈশ্বরের যাহারা নাম করে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে জীবন অর্পণ করিয়াছে, অথবা অর্পণে অভিলাষী, তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হন। ভক্ত আপনাকে ইহাদিগের দলস্থ মনে করেন, কেন না তিনি ভক্তিতে যত দূর অগ্রসর হউন না কেন, সর্ব্বদা আপনাকে ভক্তিতে অকৃতকৃত্য মনে করেন। ভক্তি ভক্তের মনে আপনার প্রতি আকাঙ্ক্ষা এত দূর বাড়াইয়া দেয় যে, তৎসম্বন্ধে কোন দিন তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয় না, নিয়ত আপনাকে ভক্তির দ্বারস্থ বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং ভক্তির জন্য যাহারা যত্নশীল, তাহাদিগের সঙ্গে তাঁহার সম্মিলন স্বাভাবিক। স্বয়ং ঈশ্বর এই সকল লোকের সঙ্গে ভক্তজনকে পৃথিবীতে আবদ্ধ করিয়া দেন, এবং তিনি এই সকল ব্যক্তিকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন। এ সকল লোকের দোষ দুর্ব্বলতা তিনি দেখিতে পাইলেও ঈশ্বর আশ্রয়ে সে সকল শীঘ্র তিরোহিত হইবে জানিয়া তৎসম্বন্ধের বিচারাদির ভার তাঁহারই হস্তে রাখিয়া প্রিয়তমের গুণকীর্ত্তনাদিতে তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুখী হন।

ভক্তি এই প্রকারে নিরন্তর ভক্তগণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া থাকে। যোগের প্রথমাবস্থায় বিচ্ছেদ, দ্বিতীয়াবস্থায় যখন উহা ভক্তিতে অবতরণ করে, তখন সকলের সঙ্গে মহামিলন উপস্থিত করে। ভক্তপ্রিয় ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত সর্ব্বদা এক স্থানে নিয়ত অবস্থিত। এ তিনের কোন একটির সঙ্গে বিচ্ছেদ সাধন করিয়া যে কেহ এ পথের পথিক হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই আমরা ভক্ত ও ভক্তি এ দুইকে এক সূত্রে গ্রথিত করিলাম। ঈশ্বর যে দুই সামগ্রীকে একত্র করিয়াছেন, মনুষ্যের হস্ত যেন তাহাদিগকে বিযুক্ত না করে, বিযুক্ত করিলে এ রাজ্যে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই।

জাতি ও ব্যক্তি।

জাতি ও ব্যক্তি এ দুইয়ের এপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে একের উন্নতি অবনতির নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারিত হইলে, অপর সম্বন্ধে সে গুলি নির্দ্ধারণ হয়। বহু যুগে মনুষ্যজাতি যে যে উন্নতির অবস্থার মধ্য দিয়া সমাগত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নত হইতে গেলে অল্প

সময়ের মধ্যে সেই সকলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এক ব্যক্তি যদি আপনার সমুদায় উন্নতির সোপানগুলি স্মরণ বা লিপি বদ্ধ করিয়া রাখে, তবে সে সেই আলোকে দূরবর্ত্তী ভূতকালে মনুষ্যসমাজে যাহার পর যাহা আসিয়াছিল, অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে। আপনাকে অধ্যয়ন করা এবং সমগ্র মনুষ্যজাতিকে অধ্যয়ন করা একই কথা। ভূতকালে পূর্ব্বপুরুষগণসম্বন্ধে উন্নতিবিষয়ে যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছিল, সে গুলি আমাদিগের জন্য সঞ্চিত আছে। আমরা এবং তাঁহারা মূলে এক। যাহা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দীর্ঘকালে ঘটিয়াছিল, উত্তরাধিকারিসূত্রে আমরা তাঁহাদিগের সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি বলিয়া সহজে অল্প কাল মধ্যে আমাদিগের সম্বন্ধে সেই সকল ঘটে। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে কিছু কিছু দিন এক এক অবস্থায় স্থিতি করিয়া উন্নতির চরম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইতেছে। আমরা নববিধানে সমুদায় বিধানের সামঞ্জস্য দর্শন করিয়া থাকি। এ সামঞ্জস্য এক দিনে উপস্থিত হয় নাই। মনুষ্যজাতির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে যত দূর উন্নতি হইয়াছে, সমুদায় এক হইয়া নববিধান। যে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে তন্মধ্যে ক্রমোন্নতির লক্ষণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মমাত্রে নিজ নিজ জীবনে কি দেখিয়া আসিতেছেন? তাঁহারা আজ যাহা বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে তাহা ছিলেন না। পৃথিবীতে বিধানের পর বিধান আগমন করিয়াছে প্রতি ব্যক্তির জীবনেও সেই সকল বিধানের কার্য্য প্রকাশ পায়। আশ্চর্য্য এই যে, যাহার পর যিটি আসিয়াছিল, প্রায় ঠিক তেমনি ক্রমে প্রতি ব্যক্তির জীবনে সেই সকল সমুপস্থিত হয়। ব্যক্তিভেদে অল্প ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের শৈশব হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত যাহার পর যিটি আসিবার জীবনে তাহা সমাগত হয়। শারীরিক যৌবনের প্রারম্ভে যখন দৈহিক ইন্দ্রিয়গণের প্রবল আবেগ সে সময়ে কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। এ সময়ে বিষয়বিরাগ উপার্জ্জন করিবার জন্য ধর্ম্মসাধনের একান্ত যত্ন হয়। যখন ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত, তখন সাধক তীব্র ভাব ধারণ করেন। কিন্তু অনেকের মনে থাকিতে পারে, বিদ্যালয়ে বিদ্যা অধ্যয়নের সময় যখন নির্দ্দোষ শৈশব যুবাকে সম্যক্ পরিত্যাগ করে নাই, সে সময়ে ধর্ম্মসাধন কেমন সহজে হইয়াছে। এত সংগ্রাম এত তীব্র ব্রত কিছুরই তখন প্রয়োজন হয় নাই। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মন তখন স্বভাবতঃ এমনি পূর্ণতা লাভ করে যে কোন প্রকার অভাব আর অনুভূত হয় না। উপাসনা, প্রার্থনা, গীত, সৎপ্রসঙ্গ, হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান প্রভৃতির আকর্ষণে মন এমনই একটি মধুর ভাবের মধ্যে নিমগ্ন থাকে যে, কোন প্রকার ব্রতচর্য্যাদির কঠোরতা আর স্থান পায় না। এইটি প্রতিজনের জীবনে বৈদিক সময়। এসময়ে সহজ ভাবে মন ধর্ম্মরাজ্যের আকর্ষণের মধ্যে বিচরণ করে। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া যখন বিষয়ের সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখনই তীব্রমূর্ত্তি বৈরাগ্য রণে প্রবৃত্ত যুবকের পরম সহায় হইয়া তাহাকে শত্রুগণের হস্ত হইতে নিয়ত রক্ষা করেন, এবং যুবক যত তাঁহার অনুগত হয়, তত তাহাদিগের উপরে জয় লাভ করে। যোগসাধনে প্রবৃত্ত যুবকসম্বন্ধে এই প্রকার ঘটে, অন্যথা যাহারা যোগাকাঙ্ক্ষী না হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, সংসার তাহাদিগকে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলে। সহজাবস্থায় পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ লইয়া যে উদ্যম উৎসাহ প্রকাশ পাইত তাহা যে আর পরীক্ষাসহ নহে, এ অবস্থায় বিলক্ষণ প্রতীত হয়। জীবনের দ্বিতীয়াবস্থা সাধনের অবস্থা। বৈদিক সময়ের পর চিন্তাঅনুধ্যান সাধন সমাগত হইয়াছে, এ সমুদায়ই যোগের জন্য অনুষ্ঠিত। বহুসংখক যুবক প্রথমাবস্থায় শৈশ-

বোচিত উৎসাহ উদ্যম এবং তজ্জনিত আহ্লাদ লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অনেকে এখন নামমাত্রে ব্রাহ্ম আছেন, কেহ কেহ সংসারের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন, দেশ প্রচলিত ধর্ম্মের ভাণ করিতেছেন, অথবা সর্ব্বসংশয়ে ডুবিয়াছেন। অত্যল্পসংখ্যক যাঁহারা যোগাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁহারা সংসারের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৈরাগ্যবলে উত্তীর্ণ হইলেন, সংসারাসক্তির তিরোধানে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিলেন। শাক্যের নিবৃত্তিযোগবিধান, এবং ঋষিগণের ব্রহ্মযোগ ইহাঁরা এই অবস্থায় লাভ করিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মযোগই প্রাণ, এবং এতদ্দ্বারা উহা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত।

এখানে আসিয়া ব্রাহ্মগণের মহাত্মা মুসা মহর্ষি ঈশার সহিত সাক্ষাৎকার হইল এবং এই দুই বিধান তাঁহাদিগকে অধিকার করিল। যাঁহারা আর অগ্রসর হইলেন না, তাঁহারা প্রাচীন যোগেই স্থিতি করিলেন। আদেশ শ্রবণ, এবং ঈশ্বর ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণ আত্মইচ্ছার যোগ, এ দুই অল্পসংখ্যক সাধক আশ্রয় করিলেন। প্রাচীন পথে অবস্থিত ব্রাহ্মগণের সঙ্গে ইহাঁদিগের বিচ্ছেদ হইল। তাঁহাদিগের নিকটে ইহাঁরা স্বপ্নদর্শী, ইহাঁদিগের নিকটে তাঁহারা শুষ্কজ্ঞানমার্গাবলম্বিরূপে পরিগণিত হইলেন। দর্শন, শ্রবণ, সম্মিলন, যোগের এই তিন অবস্থা লাভ হইলে, ক্রিয়াযোগ উপস্থিত হয়, এবং প্রাণের ভিতরে মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রেম নিজ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার অবকাশ পায়। এখান হইতে ভক্তিবিধানে প্রবেশ করিবার সময় উপস্থিত। ভক্তি প্রথমতঃ ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মের আকার ধারণ করে, স্নানাহার প্রভৃতিতে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করে, ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের স্নেহ প্রেম অনুভব করিতে করিতে হৃদয় আর্দ্র হইয়া আইসে, প্রেমের সৌন্দর্য্যে হৃদয় মন প্রাণ একান্ত মুগ্ধ হয়। এইরূপে মহা প্রেমিক চৈতন্যের বিধান মধ্যে সাধক প্রবেশ করেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে মোহম্মদের বিধানের কোথাও অবকাশ আছে বুঝাইতেছে না। মোহম্মদের বিধানের অবকাশ সর্ব্বত্র। দর্শন শ্রবণ সম্মিলন ও ভক্তি এ সমুদায় ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও তৎস্থলাভিষিক্ত হইতে দেয় না, এ জন্য এ বিধানের লক্ষণ অতি প্রথম হইতে সাধকের জীবনে লক্ষিত হয়। আমরা এইরূপে দেখিতেছি, জাতি ও ব্যক্তি এ উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুবিস্তীর্ণ মনুষ্যজাতিতে যাহা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। শুভ যোগে শুভ সময়ে এই সমুদায় ক্রমোন্নতির অবস্থা যুগপৎ মনুষ্যহৃদয়কে অধিকার করিবার অবকাশ চরমে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধানের বিশেষ বিশেষ ভাব ও অবস্থার মধ্য দিয়া সাধক সমাগত হইলেন, একটি বিশেষ ভাব ও অবস্থাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। সকল গুলি মিলিয়া এমন ঘনীভূত হইল যে, কেবল আনন্দে সমুদায়ের পর্য্যবসান হইল। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদির সম্মিলনে নববিধান জগতের নিকটে প্রকাশিত হইলেন। পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা এই বিধান সমুদায় আলিঙ্গন করিবেন এবং তাহাদিগের সকলের স্বরূপ ও লক্ষণ তাঁহাদিগের জীবনে প্রকাশ পাইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মসাধনের উপায় মনুষ্য আপনি অবলম্বন করে ইহা অতি নিকৃষ্ট পন্থা এই সকল অনাদিষ্ট উপায়ে কতদূর কৃতকৃত্য হইবে, বলিতে পারা যায় না। যদি অনাদিষ্ট উপায় এমন অবস্থায় আনিয়া তাহাকে উপস্থিত করে, যেখানে সে ঈশ্বরের নিদেশে সাধনোপায় সকল আশ্রয় করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রথমাবস্থায় অবলম্বিত উপায় কার্য্যকর হয়, অন্যথা উহা মনুষ্যকে উন্নতি হইতে

উন্নতির সোপানে আরূঢ় করিতে কখন সক্ষম হয় না। ধর্ম্মরাজ্যে সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যাহার প্রত্যেক পদনিঃক্ষেপ ঈশ্বরের প্রেরণায় নির্ব্বাহিত হয়। সকলের সম্বন্ধে এ সৌভাগ্য হয় না সত্য, কিন্তু সময়ে প্রেরণালাভের অধিকার সকলেরই আছে একবার প্রেরণাযোগে যে সাধন অবলম্বিত হইল, তাহা ছাড়িয়া সাধনান্তর অবলম্বন করিতে আবার প্রেরণার প্রয়োজন। এক অবলম্বন, ত্যাগ এবং পুনরবলম্বন গ্রহণ ইহার মধ্যে যে ব্যবধান, এই ব্যবধানে প্রেরণালাভ করিলে সে ব্যক্তি কিছু প্রেরণালাভ সম্বন্ধে অসাধারণ হইল তাহা নহে, অথচ জীবনের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট। আমরা সাধনাবলম্বনে স্বাভাবিক সহজভাবে প্রেরণা স্বীকার করি। মনুষ্য যখন মনে করে সে আপনি সাধন অবলম্বন করিল, তখনও তাহার মূলে আমরা গূঢ় প্রেরণা দেখিতে পাই। ধর্ম্মের জন্য লালসা উদ্দীপ্ত হইয়া তল্লাভার্থ উপায়ান্বেষণ করে ইহাও প্রেরণার ফল। তবে যিনি ভদবস্থায় সাধন আরম্ভ করিলেন, তিনি প্রেরণা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া আত্মকর্তৃত্ব অনুভব করেন আপনি সাধন অবলম্বন করিলেন ইহা বলিতে বাধ্য হন। যদি এ ব্যক্তি চিরদিনই প্রেরণাসম্বন্ধে বিমূঢ় থাকেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমে বিপথে যাইবেন সন্দেহ নাই। কেন না সাধন যদি অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল করিয়া না দেয়, প্রেরণা অনুভব করিবার সামর্থ্য সাধকে আনিয়া উপস্থিত না করে, তাহা হইলে মৃত জীবনশূন্য সাধন কখন তাহাকে জীবন দান করিতে সক্ষম হয় না। সাধনের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রেরণার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এজন্যই আমরা সাধনকে নিকৃষ্ট মনে করিতে পারি না! প্রেরণা ঈশ্বরের করুণাসম্ভূত, সুতরাং সাধন ও করুণা নিয়ত হস্ত ধারণ করিয়া সাধকের জীবনপথ দিয়া বিচরণ করে ইহা কিছু সামান্য ব্যাপার নহে।

অভিমান ধর্ম্মসাধনের পরম শত্রু ইহা আর কে না জানে? সাধনে অভিমান, সাধনের মূল খনন করিয়া ফেলে। আমি সাধনের বলে ঈশ্বরকে অধিকার করিব, এ প্রকার অভিমান ঈশ্বর হইতে সাধককে দূরে লইয়া যায়

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এখানে ধর্ম্মের অসাধ্যতা সপ্রমাণ করিতে সাহস অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন ধর্ম্ম অনিশ্চিত সামগ্রী। যেখানে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, এই প্রকার প্রণালীতে নিশ্চয় অমুক বিষয় বা তত্ত্ব আয়ত্ত হইবে, সেখানে বিজ্ঞান নাই। বিজ্ঞান তাহাকেই বলি, যাহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আছে। এইরূপ করিলে এইরূপ অবশ্য হইবে, এটি বলিতে না পারিলে, সেখানে কেবলই অন্ধকার। আমরা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের একথার উত্তরে এই বলি, সকল বিজ্ঞানেরই কতকগুলি এমন মূল বিষয় আছে, যাহা সেই বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী অনুকর্ত্তব্য বিষয়। সেগুলি অতিক্রম করিয়া তৎসম্পর্কীয় বিষয় সকল কাহার আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেগুলি উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন প্রযুক্তভাবে আমরা তত্ত্ববিজ্ঞানের বিষয় হস্তগত করিতে পারি না বলিয়া যেমন বিজ্ঞানত্ব খণ্ডন হয় না। বরং আরও সুদৃঢ় হয়, তেমন ধর্ম্মবিজ্ঞানের বিষয় হস্তগত করিবার একটি মূল উপাদান নিরভিমানতা। যাহা কিছু কর, তৎসহ নিরন্তর নিরভিমান থাকিবে, এটিকে ছাড়িয়াও ধর্ম্মরাজ্যে কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মরাজ্যে নির্দ্দিষ্ট উপায় আছে, কিন্তু এই সকল উপায় সংকারে নিরভিমান চিরঅনুস্যূত। সাধন প্রণালী অকার্য্যকর ইহা বলা হইতেছে না, এই বলা হইতেছে যে তৎসহ নিরভিমান না থাকিলে সাধনের প্রণালী নিষ্ফল হইয়া যায়। একটি বিজ্ঞানের অনুষ্ঠাতব্য বিষয় সমুদায় প্রণালী অবলম্বন করিয়াও কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না, যদি তাহার কোন একটি মূল অবস্থা পরিহার করা হয়। বিজ্ঞানের এই এক পরম মন্ত্র যে অতি বিশ্বস্ততা সহকারে তাহার অনুসরণ করিতে হবে, রেখামাত্র তাহাকে অতিক্রম করিলে আর উদ্দিষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মবিজ্ঞান সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান। যদি সত্য আশ্রয় করিলে, উহার অনুসরণের ফল আমরা সম্ভোগ করিতে পারি, তত্তৎ আশ্রয় না করিয়া আমরা কি প্রকারে ফললাভ করিব? এ বিজ্ঞানে কৃতার্থতা লাভের প্রধানাবস্থা নিরভিমানতা, কেন না নিরভিমানতা বিনা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া জীবনে হয় না। অভিমান আবরণ, যে আবরণে ঈশ্বরকে দেখিতে দেয় না, যাহার জন্য ঈশ্বরের ক্রিয়া অনুভূত হয় না।

আর অল্প স্থান আছে, যেখানে মতভেদ নাই। গণিত বিজ্ঞানে মতভেদ অসম্ভব, কিন্তু সমুদায় বিজ্ঞান তৎস্বভাবাপন্ন নহে। আপাততঃ সমুদায় বিজ্ঞান লইয়া আমাদিগের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। কেন না শরীর ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান উপায়। দুঃখের বিষয় এই বিজ্ঞান এখন অত্যধিক অপূর্ণ, এবং বহুল মত ভেদের স্থল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। দুজন চিকিৎসকের মত সম্পূর্ণ এক বিষয়ে মিলিবে, অনেক সময়ে এরূপ আশা করিতে পারা যায় না। ভদ্রতার অনুরোধে অনেক স্থলে এক জন আর এক জনের মতে সায় দিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু ভিতরে কিছু না কিছু মতভেদ থাকিয়া যায়। বিজ্ঞানের নিকটে মস্তক অবনত করা আমাদিগের জীবনের একটি মূলতত্ত্ব। অথচ যেখানে এত মতভেদ সেখানে সহজে মস্তক অবনত করা অনেক সময়ে নিরাপদ নহে। কেন না এমন ঘটিতে পারে, যে তদ্রূপ মস্তক অবনত করিতে গিয়া প্রাণের উপরে পর্য্যন্ত আঘাত আসিবে। অনেক লোক

আছেন, যাঁহারা নিরুত্তমান। যখন চিকিৎসার আর ফলোদয় হইতেছে না, তখন সে কথা বলিয়া রোগীকে ভিন্ন মতের বা ভিন্ন ব্যক্তির চিকিৎসা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া অনেক চিকিৎসক দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। এস্থলে নিরুপায় রোগী নিতান্ত জ্ঞানাপন্ন না হইলে ঈদৃশ চিকিৎসার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যদিও চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা প্রতিদিন এই প্রকার বহু দুর্ব্বিপাক দেখিতেছি, তথাপি আমরা আমাদিগের জীবনের মূলতত্ত্ব কিছুতেই পরিহার করিতে পারি না। যত দিন কোন বিজ্ঞান পূর্ত্তি লাভ না করিতেছে, ভ্রম অসত্য তন্মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে তজ্জন্য আমাদিগকে দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইবে, আমরা কোন প্রকারে তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। এস্থলে মহাবীর আলেকজেণ্ডারের দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে অতি মহান্ বলিয়া মনে হয়। তিনি স্বীয় চিকিৎসকের প্রতি সংশয়োৎপাদক পত্রিকা পাইয়াছিলেন এক হস্তে সেই লিপি ধারণ অন্য হস্তে ঔষধের পাত্র লইয়া পান, এই প্রকারে চিকিৎসকের প্রতি আপনার একান্ত বিশ্বাস প্রদর্শন করিলেন তাঁহার এ অনুষ্ঠান আমাদিগের জীবনের মূলতত্ত্বের অনুরূপ। কিন্তু এখানে আলেকজণ্ডেরের মৃত্যু পর্যন্তের আশঙ্কা ছিল, তথাপি মৃত্যু ভয় অতিক্রম করিয়া তিনি মূলতত্ত্বের অনুসরণ করিলেন। যতক্ষণ আন্তরিক প্রেরণা আমাদিগকে বিচলিত না করে, ততক্ষণ সংশয় নিবন্ধন অনাস্থা কখন মূলতত্ত্বানুযায়ী কার্য্য নহে।

কুটীর।

৭ ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে ভক্তি শিক্ষার্থী! ভক্তি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাব হইতে হয়। এই জন্য ইহা সুলভ এবং এই জনাই ইহা দুর্লভ। সুলভ কেন? স্বাভাবিক যে সকল ভক্তির উত্তেজক ব্যাপার আছে তাহার মধ্যে হৃদয়কে রাখিলেই ভক্তি হয়। দুর্লভ কেন? ভক্তি এত কোমল যে একটু সামান্য বিঘ্ন হইলেই আর ভক্তি থাকে না। ভক্ত চটে না কিন্তু ভক্তি চটে। সামান্যকারণে ভক্তি চলিয়া যায়। চক্ষুতে যেমন চুলপড়া সামান্য কারণ হইলেও চক্ষুপীড়া হয়। সেইরূপ সামান্য কারণে ভক্তির বিদায় হয়। তবে ভক্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থা যে মত্ততা, তাহার প্রয়াসী যদি তুমি হও, ভক্তিশিক্ষার্থী! বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মত্ততা শীঘ্র হইতে পারে, আবার শীঘ্রই যাইতে পারে। যদি একটু অন্যথা হয় দেখিবে মত্ততা চটে গেল। ভক্তের অভিমান নাই; কিন্তু ভক্তির বড় অভিমান হয়। এই জন্য ভক্তির সহবাস বড় কঠিন। ভক্তি সপত্নী সহ্য করে না। সমস্ত হৃদয় ভক্তির হাতে দিতে হবে, একটু অন্যদিকে ঝুঁকিলে অমনি দেখিবে ভক্তি কোথায় গেল। এই জনাই ভক্তি সুলভ এবং দুর্লভ। যখন ভক্তি আসে ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়, আর যদি একবার ভাঙ্গে, ভক্তি আর গড়ে না। ভাঙ্গিলে আবার গড়া কঠিন, কাচের মত। অত যে ব্যাপার তাহার মধ্যে যদি একটু মনের বৈলক্ষণ্য, চিত্ত বিকার হয়, অমনি সমস্ত নষ্ট হয়। যেমন অত দুগ্ধ তাহার মধ্যে যদি এক বিন্দু টক্ দাও, সেই দুগ্ধের আস্বাদন আর থাকে না। ধাবিত হইয়া আসিতেছে যে মত্ততা তাহাকে কোন প্রকারে বাধা দিবে না। এসকল সূক্ষ্ম ব্যাপার ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে তাঁহার সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রতি অনুরাগ হইবে। যে পুস্তকে তাঁহার নাম আছে, যে গৃহে তাঁহার পূজা হয় যে সকল সাধকেরা তাঁহার পূজা করে প্রগাঢ় মত্ততার নিয়মানুসারে এ সমুদায় স্থানে অনুরাগ যাইবে। যে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ঈশ্বরের নাম অনুকীর্ত্তিত হয় তাহার প্রতি যদি কেহ অবহেলা করে সে তাহার ভক্তি পথে কণ্টক আনয়ন করে, এবং সেই পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি মত্ত হইব আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ব্যক্তি এবং বস্তুকে ভাল বাসিব না ইহা হইতে পারে না। প্রণয়ে মত্ততা সর্ব্বগ্রাসী। যে আসনে বসিয়া ভক্ত পূজা করেন সেই আসনের সূত্রগুলি পর্য্যন্ত মনোহর হয়। যাঁহারা বিশেষরূপে ঈশ্বরের ভক্ত, সেই ভক্তদিগের বাড়ী, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র, সেই স্ত্রীপুত্রদিগের ভৃত্য, সেই ভৃত্যদিগের গ্রাম, ও ভৃত্যদিগের কুকুরও ঈশ্বরপ্রেমমত্তের প্রিয় হয়। এক ভক্তি শৃঙ্খলে সমুদায় বদ্ধ হয়। এ কি টানিলে সমুদায় আসে, যদি না আসে তুমি ভক্ত নও। মিষ্টতার কথা শুনিয়াছ। যেমন মিষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে তেমনি মিষ্টতার সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমুদয় জীব এবং বস্তুকে দেখিবে। যে যে অক্ষরে ঈশ্বরের নাম হয় সেই প্রত্যেক বর্ণ তোমার পক্ষে মিষ্ট হইবে। যে রাজ্যের রাজা ভক্ত বৎসল। তাঁহার সমস্ত পদার্থ মধুময় হইবে। প্রাণ মন সুমধুর হইবে। অন্তরে বাহিরে মধু প্রবাহিত হইবে। কেবলই মধুরভাব, মিষ্টভাব, মোহিত ভাব, প্রসন্ন ভাব। অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম্মপুস্তক, কি সঙ্গীত কি খোল, ভক্ত সম্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা অনাদর আসিতে দিবে না। এইরূপে প্রগাঢ়, পক্ক মত্ততা পাইবার জন্য আপনাকে স্বভাবের স্রোতে ফেলিয়া দিবে।

বুধবার ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী! দেখিলে মনের ভিতর সমুদয় অন্ধকার হইল। কোন কষ্টেতে কিম্বা বহু আয়াসে এই অন্ধকারের প্রকাশ হইল না। এই অন্ধকারের আগমন

স্বাভাবিক। যোগাসনে বসিয়া চক্ষু নিমীলন করিলেই অন্ধকার দেখা যায়। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও প্রদীপ দেখা যায় মূঢ়তা দ্বারা। মূঢ়তা কি? অন্ধকারে আলোক দেখা, আলোকে অন্ধকার দেখা। জ্ঞান কি? আলোকে আলোক দেখা, অন্ধকারে অন্ধকার দেখা। মূঢ় ব্যক্তি চক্ষু মুদিত করিলেও কল্পনারূপ প্রদীপ জ্বেলে সেই অন্ধকার মধ্যেও আপনার স্ত্রীপুত্র সম্বলিত একটী সংসার দেখে যথার্থ জ্ঞানী যোগী অন্ধকারে একটী প্রদীপকেও উদ্দীপ্ত হইতে দেন না। এই অন্ধকার ছবি আঁকিবার জমি বীজ বপন করিবার জমি। এই অন্ধকার একটী প্রকাণ্ড খনি যাহা হইতে বহু রত্ন প্রসূত হয়। এই অন্ধকার একটী অক্ষয় ভাণ্ডার যাহা হইতে অনেক সামগ্রী অভাবের সময় বাহির হইবে। আদি জ্যোতিঃ যোগেশ্বর ঘোর অন্ধকার হইতে যোগ বলে যোগধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। এই অন্ধকার, সৃষ্টির নৈমিত্তিক কারণ। চিত্রকর এই অন্ধকারের উপর ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করেন। কৃষক এই অন্ধকার ভূমির উপরে যোগবৃক্ষ উৎপন্ন করেন। ভাণ্ডারী, এই অন্ধকাররূপ অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ সামগ্রী বাহির করেন ধনী বণিক এই অন্ধকাররূপ খনি হইতে অমূল্য রত্ন সকল লাভ করিয়া সেই রত্নে ব্যবসায় করিয়া আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই অমিশ্রিত, ঘন, নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে সকলই চাপা আছে। এই অন্ধকার হইতে নির্ম্মাণ করিবেন যিনি সেই নির্ম্মাতা প্রকাণ্ড যোগের অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, এই অন্ধকার জমি হইতে প্রকাণ্ড যোগ বৃক্ষ উৎপন্ন করিবেন। যেখানে কিছু নাই, অর্থাৎ অন্ধকার, আকাশ, শূন্য, সেখানে যদি অঙ্গুলী দ্বারা ছবি আঁক, দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে। কিন্তু সেই আকাশে তাহার দাগ থাকিবে না, তেমনি এই অন্ধকার মধ্যে যদি ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি আঁক তাহা থাকিবে না। এই ঈশ্বরের নিয়ম। যোগরূপ তুলী দ্বারা এই অন্ধকারে ব্রহ্মের স্বভাব, ব্রহ্মের স্বরূপ, মূর্ত্তি আঁক, কিন্তু এই আঁকিলে আর কিছু নাই। এই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। অন্ধকারের ভিতরে নিরাকার সাধন, তাহা না হইলে সাকার পূজা হয়। অতি সংকীর্ণ স্থানে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, ঘোর অনন্ত অন্ধকারের এক ক্ষুদ্রতর স্থানে ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ভাবিত হইল, আবার তাহা বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। এই অন্ধকার সর্ব্বগ্রাসী। সাধকের ইচ্ছা হইলেই তাঁহার মনের এই অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি আসেন, কিন্তু পরে আবার সেই অন্ধকাররূপ প্রকাণ্ড সাগরে নিরাকারে বিসর্জ্জন হয়। এই অন্ধকারে আছেন তিনি। অন্ধকার হইতে তাঁহাকে টান, তিনি প্রকাশিত হইবেন। নিরাকারের বিসর্জ্জন অন্ধকারে। অন্ধকারে তিনি রহিলেন। এই অন্ধকারকে মিশ্রিত হইতে দিবে না, ইহার মধ্যে প্রদীপ জ্বালিতে দিবে না। সিন্দুকের মধ্যে যেমন ধন থাকে, এই অন্ধকাররূপ সিন্দুকের মধ্যে যোগীর পরম রত্ন যোগেশ্বর বাস করিতেছেন। যত্নের সহিত এই অন্ধকার মধ্যে তাঁহাকে রাখিবে, আবার আবশ্যক হইলে, এই অন্ধকার হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া লইবে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

ভক্তিঃ স্বাভাবিকী তস্মাৎ সুলভা দুর্ল্লভাপি সা॥ ১॥
উদ্দীপানানাং মধ্যে যৎস্থিতা সা সমুদঞ্চতি।
অতো হি সুলভাবিষ্টাং সামান্যাচ্চ তিরোহিতা॥ ২॥
সুদুর্ল্লভা ততো ভক্তির্দুর্গাব স্পর্শবত্যসৌ।
যদি ত্বং মত্ততাপ্রার্থী প্রমাদাদ্বিরমাত্মনা॥ ৩॥
তূর্ণং সিদ্ধিরুপায়েহপি মত্ততায়া যতো হি সা।
অপরাধলবেনাপি তিরোধত্তে ধ্রুবং তু॥ ৪॥
ভক্তোহভিমানশূন্যোঽহং ভক্তিঃ কিন্ত্বভিমানিনী।
সহতে ন সপত্নীং সা সেব্যা সর্ব্বাত্মনা ততঃ॥ ৫॥
অবিচ্ছেদেন ভক্তির্হি রক্ষিতে বাধিতা পুনঃ।
ভঙ্গুরেয়ং যথা কাচঃ পুনঃ সন্ধানদুষ্করঃ॥ ৬॥
অম্লরসকণেনাপি পয়োবিকৃতিমাভজেৎ।
তথা চিত্তবিকারস্য লবেন ভক্তিরুত্তমা॥ ৭॥
সংযানায়াহপি সম্পৃক্তৌ জন বস্তুনিতস্য চ।
আস্পদানানুরাগস্য পরিশ্রমোহিত মানিনঃ॥ ৮॥
যে পূজয়ন্তি যে স্তুস্য সংনরুদ্ধ অর্চ্চনা ভবেৎ।
যাস্মিন্ গতে চ সর্ব্বেষু রাগস্তস্য প্রবাবহি॥ ৯॥
বহুনা কিং প্রযোক্তেন মৃদঙ্গাদিকমেব চ।
অনাদৃতা পতেস্তৎক্ষাঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছ সঃ॥ ১০॥
ভক্তস্যাসন জায়াদি পুত্রভৃত্যাগৃহাদিকম্।
সর্ব্বং তস্য প্রিয়ং ভক্তিশৃঙ্খলাবদ্ধমেব তৎ॥ ১১॥
ভক্তেন সহ নায়াতি যদি সর্ব্বং হিতেষু চ।
বিক্রেয়া বিক্রিয়াতস্য ন তু ভক্তোহসি জাতুচিৎ॥ ১২॥
যৈ র্ব্বর্গৈস্তস্য নামানি বদ্ধানি মিষ্টতাবহাঃ।
ভবেযু সর্ব্বমন্যাচ্চ গ্রন্থগীতাদিকং তথা॥ ১৩॥
এতেষ্বনাদরং জাতু মাবহেদৃক্ প্রবঞ্চকঃ।
মত্ততাপ্রাপ্তিহেতোঃ স্বং স্বভাবস্রোতসি ক্ষিপ॥ ১৪॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্তানুশাসনে দুর্ল্লভ-
ভক্তি নিরূপণং নাম পঞ্চদশমুপনিষৎসু
পঞ্চত্রিংশত্তমমনুশাসনম্।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিন মনুশাস্তি।

অন্ধকারসমাগমনং [illegible] মহাসনে।
উপবশ্য নিমীলিতে নেত্রে যস্যা দর্শনম্॥ ১॥
আলোকদর্শনং তস্মিন্ মূঢ়তা কল্পনাকৃতম্।
দীপং প্রজালয়ন্ মূঢ়ঃ দীপুত্রাদীনবেক্ষতে॥ ২॥

অন্ধকারে চান্ধকারস্যালোকে যচ্চ দর্শনম্।
আলোকস্য তদেবাত্র জ্ঞানং জ্ঞানিজনোচিতম্ ॥ ৩ ॥
জ্ঞানী যোগী চান্ধকারে দীপং ন জ্বালয়ত্যসৌ।
তদেব ক্ষেত্রং চিত্রার্থং বীজসংবপনায় চ ॥ ৪ ॥
আকরো বহুরত্নানাং ভাণ্ডাগারে হ্যক্ষয়ঃ পুনঃ।
কালেনাস্মাদ্বহির্বিধং দ্রব্যজাতং বিনিঃসৃতম্ ॥ ৫ ॥
অনিঃস্যাতি যোগপতি যোগশক্ত্যা স্বজত্যসৌ।
যোগধর্ম্মং তদেবাস্য নিমিত্তকারণং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥
তদূর্দ্ধ্বং চিত্রকরো ব্রহ্মমূর্ত্তিং সমাহিতঃ।
সঞ্চিত্রয়তি তত্ত্বস্মা বুৎপন্নো যোগভূতকঃ ॥ ৭ ॥
ভাণ্ডাগারাদাকরাৎ সদ্রত্নানি বিবিধানি চ।
সমাকর্ষতি যোগী যাতভীব সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বমত্রৈব প্রচ্ছন্নমস্তি বৃক্ষগৃহাদিকম্
যোগেশ্বরো বিনির্ম্মাতি তস্মাৎ স্বেচ্ছাময়ো বিভুঃ ॥ ৯ ॥
আকাশে চান্ধকারেচ স্বচ্ছন্দ্যা সুমনোরমম্।
অঙ্কনাকার মাতিষ্ঠেৎ ন ভদ্র ক্ষমপাসৌ ॥ ১০ ॥
তদৈব ব্রহ্মণা মূর্ত্তি রঙ্কিতাত্র তিরোহিতা।
ন দৃক্পথগত সেয়ং নিয়মস্তেষ ঈশিতুঃ ॥ ১১ ॥
যোগতূলিকয়া তস্য স্বরূপং প্রকৃতিস্তথা।
চিত্রিতাহপি নলক্ষ্যন্তে লক্ষণানাস্য কেনচিৎ ॥ ১২ ॥
অনন্তস্যান্ধকারস্য সঙ্কীর্ণাংশে বিচিত্রিতম্।
সদৃশং বুদ্বুদেনৈব বিলীনং তৎস্বরূপকম্ ॥ ১৩ ॥
ইচ্ছামাত্রেণার্পয়তি সাধকশ্চাত্রমীশিতুঃ।
বিস্মরতি তদৈবাস্মিন্ ঘোরান্ধকারসাগরে ॥ ১৪ ॥
অস্মিন্নেব স এবাস্তু সমাকৃষ্টঃ প্রকাশতে।
পুনর্বিসর্জ্জনং তস্য নিরাকারস্য তত্রতু ॥ ১৫ ॥
যোগেশ্বর পরং রত্নং নিবসত্যত্র যোগিনঃ।
অপ্রদীপ্ত প্রদীপোহসৌ যোগী যোগানলেন তম্।
প্রয়োজন মবেক্ষ্য স্বং স্বস্থানাদ্বহিরানয়েৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে ব্রহ্মাধিষ্ঠানকথনং নাম পঞ্চদশ মুপনিষৎসু
ষট্ত্রিংশত্তম মনুশাসনম্।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গৌরাঙ্গের ভক্তি।

সঙ্কুচিত রতি কর্ত্তৃক যে সকল ভাব ভক্ত জনে কিছু কালের জন্য উপস্থিত হয়, তাহাকে পূর্ব্বে গৌনী রতি বলা হইয়াছে এ স্থলে রতি সঙ্কুচিত হয় কেন, সঙ্কুচিত রতি কি বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। স্থায়ী ভাব, যাহার উপরে ভক্তি রাজ্যের সমুদায় ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সকল ভাব বিদ্যমান থাকিতে অন্য কোন ভাব সেখানে স্থান পাইতে পারে না। যেমন কোন স্থানে আলোক থাকিলে অন্ধকার প্রবেশাধিকার পাইতে পারে না। শান্তি থাকিলে চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না সেইরূপে। এই জন মুখ্যারতি উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কিছু অবসর প্রদান করেন এবং তদনুসারে কতকগুলি ভাব ভক্তজনে উদিত হয় তাহাকেই গৌণী রতি বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মুখ্যারতির (স্থায়ী ভাবের) অনুকম্পা ব্যতীত গৌণীরতি কদাচ স্থান পায় না। রাজা কৃপা করিয়া আপন রাজ্য মধ্যে স্থান দিলে প্রজা সকল বসতি করে, কেন করে? প্রজা ব্যতীত রাজার রাজ্যের সুখ হয় না। প্রজাই রাজার ধন, মান, সম্পদ ও জীবনের উপায় এই জন্য রাজা আদর করিয়া যত্ন করিয়া, প্রজাদিগকে বসতি করিতে স্থান দান করেন। প্রজারাও রাজার রাজ্যে বাস করিয়া রাজার সুখ, সম্পদ, শ্রী, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপায় করে রাজাও প্রজাদিগের সুখ সৌভাগ্য প্রবর্দ্ধনের জন্য যত্ন করে এবং তাহাদিগের কল্যাণের উপায় করে। গৌণীরতি ও মুখ্যরতির সেইরূপ পোষক মুখ্যারতি গৌণীরতির সহায়। প্রেমাস্পদ হাসিলেন, এবং হাসাইতে যত্ন করিলেন এস্থলে হাস চিরস্থায়ী না হইলেও রতির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন পুষ্টিসাধন করেই, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সৌন্দর্য্য ও পুষ্টি লাভের আশাতে স্থায়ীভাব আপনি সঙ্কুচিত হইয়াও গৌণীভাব সকলকে স্থান দান করে। এইরূপ বিস্ময়; প্রেমাস্পদ যখন বড় ভালবাসেন, নিতান্ত আপনার লোকের ন্যায় আপ্যায়িত করেন, তখন আপনার অতি তুচ্ছ প্রেমের যেমন উচ্চ মূল্য হইতে পারে না, অথচ সাধক বিনা চেষ্টায় তাহা পাইয়াছেন, এস্থলে অতীব বিস্মিত না হইয়া পারেন না। এ বিস্ময়ও হাসের ন্যায় অস্থায়ী। স্থায়ীভাব তবু এই বিস্ময়কে যত্ন পূর্ব্বক স্থান দান করে। কেন না বিস্ময় ব্যতীত কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না, কৃতজ্ঞতা ব্যতীত প্রকৃত অনুরাগ প্রকাশ পায় না। অতএব আপন তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য অস্থায়ী বিস্ময়কে স্থান দিয়া পোষণ করে এই প্রকার উৎসাহ। স্থায়ী ভাব উৎসাহ ভিন্ন কখন পুষ্ট হয় না। উৎসাহ প্রিয়তমকে পাইবার জন্য, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, দেখিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য নিয়ত স্থায়ী ভাবকে উজ্জ্বল করিতে থাকে এবং যত্ন অধ্যবসায় প্রকাশ করে, সেই জন্য স্থায়ী ভাব ও আবার উৎসাহকে আশ্রয় দিয়া সমাদরে বসতি করিতে দেয়। তার পর শোক। প্রিয়তমের বিরহই শোকের কারণ অথবা স্বর্গীয় সম্পদ পুণ্যাদির হ্রাস বা অপচয় ও শোকের কারণ হইতে পারে। স্থায়ীভাব যত্ন করিয়া স্থান দান না করিলে শোক উদিত হইতে পারে না। যার প্রাণ প্রিয়তমের দর্শন সম্ভোগ জীবিত সে বিনাশাদির ব্যাঘাত সহ্য করিতে পারে না সুতরাং দর্শ-

নাদির ব্যাঘাত হইলে বা পুত্রাদির অপচয় হইলে আপনা আপনি শোককে ডাকিয়া আনে। কেন না শোক ভিন্ন সে স্থানে স্থায়ী ভাবের জীবনকে আর কে প্রমাণিত করিতে পারে? এই জন্য অস্থায়ী শোক ও স্থায়ী ভাবের পুষ্ট তুষ্টির অনুকূল হয়। আর একটির নাম ক্রোধরতি। ঈশ্বর প্রেমের ভিতরে ক্রোধ, রতি নামে পরিচিতা হইতে পারে? যে ক্রোধ রিপুদিগের দলপতি এবং অসুর দলের প্রধান সেনাপতি, সেই কি রতি নাম ধরিয়া ভক্তহৃদয়ে বাস করিতে স্থান পাইবে? ইহাতো বড়ই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া চিন্তাকরিলেই বুঝা যাইবে যে ক্রোধও সাধু হৃদয়ের সংস্পর্শে অন্যরূপ প্রকৃতি ধারণ করে। এবং স্থায়ী ভাবের রূপ গুণেই ক্রোধ ভক্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে। এ ক্রোধ মানুষের প্রতিকূলে নহে কিন্তু ক্রোধের প্রতি, কামের প্রতি, লোভের প্রতি, মোহের প্রতি, মদও মাৎসর্য্যের প্রতি ভক্তহৃদয়ে কাম ক্রোধাদি রিপুগণ উদিত হইয়া ভক্তের অপচয় করিতে প্রবৃত্ত, ভক্ত তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তখন একরূপ অগ্নি (ব্রহ্মাগ্নি) প্রজ্জ্বলিত করিয়া ক্রোধকে কামকে ও অন্যান্য সমুদায় রিপুকুলকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এ ক্রোধ ঈশ্বর প্রেমের প্রসাদ সম্ভূত, অন্য কারণ সম্ভূত নহে। ঈশ্বরপ্রেম এই ক্রোধকে পোষণ করে এবং ক্রোধও ঈশ্বরপ্রেমের পুষ্টি বর্দ্ধন করে। তৎপর ভয়পরা রতির নাম আছে। হরিভক্তের ভয় কি? হরিভক্তের ভয়, অসুর দর্শন, অসুর দর্শন ও অসুর সঙ্গে মোহ জন্মিবার কারণ আছে এই ভয়। অসুর চৌরগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত প্রবঞ্চিত হইবার ভয়, সঞ্চিত ধন রত্নাদি অযত্নে অপহৃত ও বিনষ্ট হইবার ভয়, ভক্তদিগের জীবনকে, নিয়ত জাগ্রৎ করিয়া রাখে। এই ভয় অনুরাগের আতিশয্য বশতঃ সেই অনুরাগ কর্ত্তৃক ভক্তজনে উদিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ভয়াদি ভক্তির সাহায্য করে। তৎপর জুগুপ্সার কথা। অনুরাগ এই জুগুপ্সাকে যত্ন পূর্ব্বক ডাকিয়া আনে ও আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে, * কিরূপে, যে ঈশ্বর সহবাস পাইয়াছে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য সহবাসে রত হইতে পারে না। ঈশ্বর সহবাস জনিত সুখ, সম্পদ, আরাম, ভোগ সুখ, সংসার সহবাসের নিন্দা ও অপকর্ষতা প্রদর্শন করিবার জন্য স্ফূর্ত্তি পায়। এই কারণে বিষয় বিলাসের প্রতিকূলে বিষয় বিরাগ উপস্থিত হইয়া তাহার নিন্দা করে, অপকর্ষতা দেখায়, থুৎকার প্রদান করে। ইহারাই রতির অনুগ্রহে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌণী রতি নামে পরিচিতা আছে। এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাববৃদ্ধি পাইয়া যায়। এই জন্য সংক্ষেপে গৌণী রতির বিষয় শেষ করিয়া অন্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

তারপর ভক্তিরস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে শান্তাদি পাঁচ প্রকার মুখ্য ভক্তিরস বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাহার সেই পাঁচটি লইয়া পাঁচটি লহরী রচনা করা হইয়াছে। এই শান্তাদি পাঁচটি ভক্তিরস ক্রম ধরে বর্ণন করা যাইতেছে। প্রথমতঃ শান্ত ভক্তিরসের বিষয় উল্লেখ আছে। বক্ষ্যমান বিভাবাদি কর্ত্তৃক স্বাদ্যতা প্রাপ্ত যে স্থায়ীভাব তাহাকেই পণ্ডিতেরা শান্তরস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শান্তরসের অর্থ একদিকে তৃপ্তি অন্যদিকে নিশ্চলতা। নিশ্চল ভাবের মূল তৃপ্তি। শান্তরস আপন ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যায় না। আর কাহার প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাকায় না। কেন না সে আপন ভোগ্য বস্তুতে এত স্বাদ পায় এত আরাম ও তৃপ্তি পায় যে তাহার অন্যত্র অন্বেষণ সম্ভাবনা হয় না। অথবা ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য্য হেতু ভোগ করিয়া অবসর পায় না বলিয়া আর চাঞ্চল্য থাকে না। এই যে শান্তরস ইহা প্রায় স্বসুখজাতীয়। অর্থাৎ যোগীগণ আত্ম চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া ধ্যান করেন। আত্মার ভাব প্রাচুর্য্য এত যে তাহা হইতে আর উঠিতে পারেন না। অথবা তাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্ব্বিকল্প বস্তু আর কোথাও না পাইয়াই তাহাতে নিমগ্ন থাকেন। যোগীগণ যোগধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যত বিতথ ও সবিকল্প বস্তু দর্শন করেন তাহা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া (নেতি নেতি রূপে) অবিতথ বস্তুরূপে প্রথমতঃ আত্মাকে লাভ করেন কিন্তু আত্মাকে পাইয়া ও অভাব যায় না তাঁহাদের মনোরথ অপূর্ণ হয় না তখন পুনর্ব্বার চেষ্টা যত্নে প্রবৃত্ত হন, সেই চেষ্টা হইতে পরমাত্মাকে পাইয়া পরম সুখী হয়। প্রথম হইতে যোগীগণ সংসারের অসারতা অকিঞ্চিৎকরতা প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারেন না, এই জন্য পরমাত্ম ধ্যানপরায়ণতাই শান্তরস নামে পরিচিত। কেন না অনেকমিথ্যা জ্ঞান পরিত্যাগের পর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন। এস্থলে ঈশ্বরানুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহারা বলিয়াছেন যে লীলাদিতে দাসাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব নাই, লীলাবিষয়ক সৌন্দর্য্য প্রায়শ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তটস্থতাতে অবস্থিতি করে।

এই শান্তভক্তির এক অবস্থার নাম আলম্বনা। অর্থাৎ কোন বিশেষ অবলম্বন (আকৃতি) আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে বলিয়া ইহাকে আলম্বনা বলা হইয়াছে। এই আল-

* জুগুপ্সা স্যাদ হৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনং।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্তৃকূণনং কুৎসনাদয়ঃ॥
রতে রনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সারতির্ম্মতা
যদবধি মমচেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারী সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

যনে চতুর্ভুজাদি কল্পিত হইয়াছে কিন্তু আমাদিগের অনুমান হয় যে চতুর্ভুজাদির কল্পনা আধ্যাত্মিক। পার্থিব ভুজাদি কল্পিত হইলে শান্ত রসের কোন অর্থ থাকে না। যদি তার উপরেও আর একটা এরূপ কল্পনার যোগ করা যায় যে যে ভক্তি চতুর্ভুজের প্রতি চতুর্ভুজ জানিয়া ও অবিচলিত ভাবে উপস্থিত হয় তাহাকে শান্তরস বলা যাইবে, তাহা হইলে কোন প্রকারে রাখা যায়। বস্তুতঃ এরূপ কোনরূপেই হইতে পারে না। এ শাসন বঙ্গদেশের বৈবাহিক শাসনের অনুরূপ, কেন না যে বিবাহ করিবে তাহার সঙ্গে ভাবী স্বামীর দেখা সাক্ষাৎ হয় না তাঁহার গুণাগুণ রূপলাবণ্যের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন না। পিতা মাতা বা কোন একজন আত্মীয় কর্ত্তৃক মনোনীত পতি বা পত্নীকে বিবাহ করিতে হয় অথচ সেই পতিপত্নীর প্রতি শ্রদ্ধাদি না থাকিলে তিনি ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। দেবতা যদি প্রাণের দুঃখ মোচন করিতে না পারেন, দেবতা দর্শনে যদি হৃদয় মন না বিমুগ্ধ না হয় তবু তাহাতে অবিচলিত ভক্তি আদবেই হইতে পারে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে "প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাং। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনমীশময়ং সুখং হেত্বীশস্বরূপাম্বু ভবৈসোবোক্ত হেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্বং লীলাদের্ন তথা মতা। লীলাসুন্দরতাদীনাং ভবেৎ প্রায়শ্চটস্থতা।

যদি এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতেই চতুর্ভুজাদিতে শান্ত ভক্তির অভ্যুদয় কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কেও অনাদর বা উপেক্ষা করা হয়। অথবা সম্বন্ধশূন্য প্রস্তাব দ্বারা গ্রন্থের অসারতা প্রদর্শন করা হয় কিন্তু আমরা এমন সুন্দর গ্রন্থকে এ ভাবে অনাদৃত হইতে দেখিয়া দুঃখ পাই, এই জন্য এই চতুর্ভুজের ভাব আধ্যাত্মিক রূপে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে, ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে চতুর্ভুজের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে যথা—"শ্যামাকৃতিঃস্ফুরতি চারু চতুর্ভুজোহয় মানন্দরাশি রখিলাত্মতরঙ্গ মন্ধুঃ। যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথিনির্জগাতে প্রত্যক্পদাৎ পরম হংস মুনের্ম্মনোপি॥ সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ আত্মারাম শিখামণিঃ, পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সমো দান্তঃ শুচির্ব্বশী॥ সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারি গতিদায়কঃ। বিভুরিত্যাদি গুণবানস্মিন্নালম্বনো হরিঃ" ইহার অর্থ এই—শ্যামাকৃতি "কাল শ্যামল মেচকাঃ" ইহা দ্বারা শ্যামশব্দে বর্ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু শ্লোকে লিখিত শ্যামাকৃতি। আকৃতি অর্থাৎ হস্তপদাদি শ্যাম না বলিয়া বর্ণ শ্যাম বলিলে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী অর্থ করিলেও চলিত কিন্তু আকৃতি শ্যাম ইহার অর্থ আকৃতি কিছু নয়। শ্যাম অর্থে অন্ধকার, অন্ধকার অর্থে অভাব কিছু নয় "কিছু নয়" যাহার আকৃতি, ইহার অর্থ নিরাকার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? চারু মনোহর চতুর্ভুজ যাহার, অর্থ চারিটি ভুজ অর্থাৎ কার্য্যশক্তি আছে যাহার, তাহা চতুর্ভুজ। তাহাতে আবার শঙ্খচক্রাদি আছে। শঙ্খপবিত্রতা, চক্র—জ্ঞানশশী, গদা রিপুবিনাশক, পদ্ম কোমলতা স্নিগ্ধতা চিত্তবিনোদন শক্তির নামান্তর এই সকলের ভাব, এই সকল ঐশ্বর্য্য একত্রিত করিয়া যাহা রচনা করা যায়, তাহাই এই বাহু চতুষ্টয়ের ভূষণ স্বরূপ। বাহু যেমন আধ্যাত্মিক তাহার অলঙ্কারও তেমনি আধ্যাত্মিক। আনন্দরাশি অর্থ আনন্দ পুঞ্জ অসীম আনন্দ যাহার উপাদান সে বস্তু সাকার হইতে পারে না। আমরা দেবতা গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলি তাই যাহা বুঝিতে পারি না তাহার অর্থ করি, এই অর্থের দৌরাত্ম্যেই সংসার ডুবিল, তাই বলি যে ইহার নিরাকারআত্মানন্দময় আকার গ্রহণ করাই ভাল. অখিলাত্মাতরঙ্গসিন্ধু, সমুদায় আত্মরূপ যে তরঙ্গ, তাহা যে কারে ধারণ তাহা সিন্ধু, আত্মরূপ তরঙ্গের সিন্ধু যদি সাকার হওয়া সম্ভবপর হয় তবে হইবে নতুবা নহে। যিনি নয়নপথে উপস্থিত হইলে সমগ্ররূপে পরম হংস মুনিদিগের চিত্ত হরণ করেন তিনি সাকার হইবার অনুপযোগী। কেন না প্রত্যকপদ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যে পরমহংস তাঁহারা কখন সাকার পরিমিত বস্তু লইয়া সুখী হইতে পারেন না। সচ্চিদানন্দ সান্দ্র,ইহার অর্থ, সত্য জ্ঞান ও আনন্দের অনন্তত্ব। এ স্থলে সত্য জ্ঞান ও আনন্দ ইহাদিগের কাহারও আকার নাই। তার পর আত্মারামশিখামণি,—আত্মারাম অর্থে পরমাত্মাতে যিনি রমণ করেন তাঁহার শিখা অর্থাৎ মস্তকের মণি, ইহারও অর্থ নিরাকার ভিন্ন হয় না এই প্রকারে নিরাকার যিনি তিনি সাকার হইলে,আত্মার আত্মতৃপ্তি দানে সমর্থ হইবেন কেন? ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তুর নাম। যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি বৃহদ্বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম। সম, তুল্যভাবে অবিকৃত অবস্থায় অবস্থিত। দান্তঃ নিগ্রহ পরায়ণ অর্থাৎ যিনি আপনাকে অনিয়মিত ভাবে চলিতে দেন না। শুচি পবিত্র, বশী উশৃঙ্খলাচার বিরহিত, যিনি জ্ঞানময়, তাঁহাতে উচ্ছৃঙ্খলাচার স্থান পাইবে কিরূপে? সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, যিনি কখন বিকার প্রাপ্ত হন না—হতারি গতিদায়ক, বিনষ্ট রিপুদিগকে যিনি গতি দান করেন। বিভু যিনি কর্ত্তৃত্বপরায়ণ যাঁহা ব্যতীত অন্য কর্ত্তা নাই তিনি এই সকল লক্ষণ সাকার বস্তুতে সম্ভবপর নহে। যাঁহাতে সম্ভবপর তিনি এস্থলে আলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছেন। কাজে কাজেই শান্তি নাম্নী ভক্তিরস কোন সাকার বস্তুতে আরোপ করা হইলে তাহার গৌরব নষ্ট করা হইবে কেবল তাহার গৌরব নষ্ট হইবে না সম্বন্ধরহিত প্রলাপ বাক্য কথনের ফলভাগীও হইতে হইবে।

সংবাদ।

বিগত ১ লা জানুয়ারি মঙ্গলবার আচার্য্যগৃহে নূতন দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠা যেরূপ আয়োজনের সহিত মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবার কথা ছিল আচার্য্য মহাশয়ের পীড়া বৃদ্ধি হওয়াই তাহার বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। তথাপি নিয়মিত দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কার ছিল উত্থানশক্তি রহিত আচার্য্য আর এই মঙ্গলাবহ কার্য্যে যোগ দিতে পারিলেন না; কিন্তু প্রাতঃকালে যখন ৬টা বাজিয়া গেল, নিয়মানুসারে সমুদায় ভক্তবৃন্দ নূতন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রভাত কালের ভজন সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। বল পূর্ব্বক চেয়ারে বসিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং নূতন বেদির উপরে উপবিষ্ট হইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার রোগদুর্ব্বল কণ্ঠ হইতে অতি কাতরস্বরে অতিক্ষীণস্বরে যখন প্রার্থনার শব্দ উত্থিত হইল তখন সেই ভাব দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের মধ্যে মহাক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তাঁহার সেই প্রার্থনার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইরূপ বলিলেন, "এয়েছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্তে বারণ করেছিল কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করে বসেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে (৩) আজ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার ১৮০৫ শকের ১৮ই পৌষ, এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর, কল্যাণ হইবে, এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। গত কএক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানান্তরে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন; আমার বড় সাধ ছিল কএকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর করে দি; সেই সাধ মিটাইবার জন্য মা লক্ষ্মী তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে আমার বড় ইচ্ছা এই ঘরের ঐ রকে তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা ইহা আমার জেরুজালম এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ তোমার ঘর সাজাইয়া দি।

প্রিয় ভাতৃগণ, তোমাদিগকেও বলি, তোমরাও মার ঘর খানি সাজাইয়া দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও; মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মার পূজা করিওনা। মা তোমাদিগকে বড় ভাল বাসেন; তোমরা একটী ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে। ভাইরে, আমার মা বড় ভালরে, বড্ডভাল, মাকে তোরা চিনলিনে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্ পরলোকে গিয়ে দেখবি তাহা আদর ও যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে রাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ মা আমার জ্ঞান মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্যশান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ, সুস্থতা, বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ সুখ। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিওনা। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে পরলোকে চরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়। জয় সচ্চিদানন্দ হরে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদিগের আচার্য্য মহাশয় বিগত সপ্তাহ হইতে পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর রূপে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। কয়দিন ক্রমাগত দন্তমূল হইতে শোণিত নির্গত হইতে হইতে শরীর ক্রমে নিঃশক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তপাত নিবারণ জন্য চিকিৎসকদিগের সমুদায় যত্ন মনোযোগই বৃথা হইয়াছে। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থার কারণ যে কি তাহা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া সমুদায় চিকিৎসকের মস্তক ঘুরিয়া গেল। নববিধানের সম্মিলন রক্ষা করা ইহাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আপন শরীরের চিকিৎসা করাইতেও ইনি এই সম্মিলনের সূত্র ধরিয়া আছেন। ইহাঁর মনোভাব এই যে, ঔষধে যে রোগ দূর করে তাহা বিজ্ঞানের শক্তি ও সত্য। বিজ্ঞান যাহা, তাহাতে ঐক্য অবশ্যই আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কেন না সত্য কখন দুই প্রকার হইতে পারে না। যদি এক মূল সত্য সকল বিজ্ঞানের আশ্রয় স্থান হয় তবে এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি হকিমি ও আয়ুর্ব্বেদ মিলিয়া এক হইবে ও সকলে এক মত হইয়া আমার চিকিৎসা করিবে। ইহা সম্পন্ন হওয়া বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে অসম্ভব। কেন না বর্ত্তমান কালের অনুন্নত বিজ্ঞান কেবল স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে চায় সম্মিলন করিতে চায় না। ভিন্নমতাবলম্বী চিকিৎসকগণ কেবল অসম্মিলন দর্শন করে সম্মিলন দর্শন করে না। সম্মিলন কোথায় রহিয়াছে তাহা তাঁহারা জানেন না। কাজেই তাঁহার ইচ্ছানুসারে চিকিৎসা হইতে পারিল না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এক চিকিৎসক অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া মতে মতে মিলাইয়া চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইল না অথচ পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করা হইল, ইহাও তাঁহার বর্ত্তমান ক্লেশের একটী প্রবল কারণ।

ঢাকার বন্ধুদিগের মধ্যে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ভাই দুর্গানাথ রায় আগামী উৎসবোপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন। এবং আরও একজন বন্ধুর পরিবার উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য ইতিমধ্যেই এখানে সমাগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ উৎসব কালে যেরূপ আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয় তাহা দর্শন করিয়া দেবতাদিগেরও লোভ হইবার কথা মানুষ কোন্ ছার?

এই পত্রিকা ৬নং কলেজস্কোয়ার বিধান যন্ত্রে ২৭ শে পৌষ শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।